অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**
১	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।	১	০	১	০	১	১	১২ মাস (৩৫%)	–	-

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

ক্র. নং	**প্রকল্পের নাম**	**প্রকৃত ব্যয়**	**প্রকৃত মেয়াদকাল**
১	**২**	**৩**	**৪**
১.	সাপোর্ট টু স্ট্রেংদেনিং ইন্সটিটিউশনাল ক্যাপাসিটি অব ইআরডি টু এনালাইজ এন্ড ডিসেমিনেট এক্সটার্নাল ইকনমিক পলিসি ইস্যুজ।	৪৭.১২ ৪৭.১২	সেপ্টে,২০০৮ হতে জুন, ২০১২

০৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১	২	**৩**
১.	সাপোর্ট টু স্ট্রেংদেনিং ইন্সটিটিউশনাল ক্যাপাসিটি অব ইআরডি টু এনালাইজ এন্ড ডিসেমিনেট এক্সটার্নাল ইকনমিক পলিসি ইস্যুজ।	ইকনমিক কোড সংশোধন, প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানে সংশোধন ইত্যাদি কারণে মেয়াদ বৃদ্ধি করে সংশোধন করা হয়।

০৪। সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়ন আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকলেও এই প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অপ্রতুলতার কারনে উক্ত পলিসি ডকুমেন্টটি প্রণয়ন করা যায়নি। তবে, ‘Development Cooperation and External Economic Issues of Bangladesh নামীয় একটি ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। জানা গেছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক ইউএনডিপি’র আর্থিক সহায়তায় ‘স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি ফর এইড ইফেকটিভনেস ইন বাংলাদেশ ’ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়ন করা হবে যা দ্রুত প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	৪.১ ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পের টিপিপি প্রণয়নে এবং তা যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আরো যত্নবান/সচেষ্ট হওয়া সমীচীন হবে।
৪.২ বেশ কিছু অঙ্গ অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও তা টিপিপিতে রাখা হয়েছে এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। টিপিপি প্রণয়নে আরো সচেষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল।	৪.২ ভবিষ্যতে পিসিআর প্রণয়নে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আরো যত্নবান/সচেষ্ট হওয়া সমীচীন হবে।

“সাপোর্ট টু স্ট্রেংদেনিং ইন্সটিটিউশনাল ক্যাপাসিটি অব ইআরডি টু এনালাইজ এন্ড ডিসেমিনেট এক্সটার্নাল ইকনমিক পলিসি ইস্যুজ”

সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগঃ অর্থ মন্ত্রণালয় ।

৩.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ ঢাকা।

৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ*	সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সংশোধিত			
৯০.০০ - ৯০.০০	৯০.০০ - ৯০.০০	৪৭.১২ - ৪৭.১২	সেপ্টেম্বর,২০০৮ হতে ৩০ জুন, ২০১১	সেপ্টেম্বর, ২০০৮ হতে জুন,২০১২	সেপ্টেম্বর,২০০৮ হতে জুন, ২০১২	--	১২ মাস (৩৫%)

* USDA CDSO ফান্ড

৫.০ <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৫.১ <u>পটভূমিঃ</u>

বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন, বিশ্লেষণ, অবহিতকরণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে '' সাপোর্ট টু স্ট্রেংদেনিং ইন্সটিটিউশনাল ক্যাপাসিটি অব ইআরডি টু এনালাইজ এন্ড ডিসেমিনেট এক্সটার্নাল ইকনমিক পলিসি ইস্যুজ '' শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহিত হয়।

৫.২ <u>উদ্দেশ্যঃ</u>

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলঃ

(ক) ইআরডি'র পলিসি বিশ্লেষণ ভূমিকা বাড়ানো

(খ) বাংলাদেশে বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়ন করা।

(গ) উন্নয়ন অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক নীতিমালা ও উন্নয়ন সংলাপ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি।

(ঘ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন বিতর্কে প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইআরডিকে শক্তিশালী করা।

(ঙ) বৈদেশিক অর্থনৈতিক বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা।

(চ) কর্মশালা আয়োজন করে নীতিমালার উপর প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করা।

(ছ) নীতিমালা তৈরী ও ফ্যাসিলিটেট করার লক্ষ্যে বই, সাময়িকী, যন্ত্রপাতি, সিডিরম ইত্যাদি ও ইমেইল/ ইন্টারনেট সুবিধা এবং কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ইকনমিক রিলেশন ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ইআরডিওসি)-কে শক্তিশালী করা।

(জ) ইআরডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কাজে দক্ষ করে তুলতে মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৬.০ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা**:

প্রকল্পটির মূল টিপিপি মোট ৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর,২০০৮ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৬/১২/২০০৮ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৩/২০১০ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সংশোধন করা হয়।

৭.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	মেয়াদকাল	
			শুরু	মেয়াদ
১	জনাব ইসমত জাহান	উপ সচিব (ইইপি)	০১-০৯-২০০৮	১০-০৫-২০০৯
২	জনাব মোহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী	যুগ্ম সচিব (ইইপি)	১১-০৫-২০০৯	৩০-০৬-২০১২

৮.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে- দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, শিক্ষাসফর, আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জামাদি ইত্যাদি সংগ্রহ করা।

৯.০ **প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী সংস্থান এবং অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি সংস্থান ও লক্ষ্যমাত্রা			অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
সেপ্টে:০৮-২০০৯	-	-	-			-
২০০৯-২০১০	৫২.৭০		৫২.৭০	২.২৮		২.২৮
২০১০-২০১১	২৮.৫০		২৮.৫০	৯.৩০		৯.৩০
২০১১-২০১২	৮.৮০		৮.৮০	৩৫.৫৪		৩৫.৫৪
মোট	৯০.০০		**৯০.০০**	**৪৭.১২**		৪৭.১২

৯.১ **অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	বিভিন্ন অঙ্গের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	**২**		**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
ক	**রাজস্ব কম্পোনেন্ট**					
১।	প্রকল্প ভাতা			৫.০০		৩.০৭ (৬১.৪%)
২।	কনভেন্স		থোক	০.২৫		-
৩।	ডাক		থোক	০.২৫		-
৪।	টেলিফোন/টেলিগ্রাম		থোক	০.২৫		-
৫।	টেলেক্স/ফ্যাক্স		থোক	০.২৫		-
৬।	প্রিন্টিং ও প্রকাশনা		থোক	২.০০		-
৭।	স্টেশনারী সীল ও স্ট্যাম্প		থোক	১.৫০	থোক	০.১৪ (৯.৩%)

ক্রঃনং	বিভিন্ন অঙ্গের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
৮।	বইপত্র ও সাময়িকী		থোক	৩.০০	থোক	০.৯৭(৩২.৩%)
৯।	প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন		থোক	০.৮০	থোক	০.২৩ (২৮.৭৫%)
১০।	প্রশিক্ষণ ব্যয়/ শিক্ষাসফর		থোক	১১.৫০		৪.১৬(৩৬.১৭%)
১১।	সেমিনার/কনফারেন্স		থোক	২.০০	-	-
১২।	বিনোদন		থোক	১.০০	থোক	০.৪৯(৪৯%)
১৩।	পরিবহন ব্যয়		থোক	০.৫০	-	-
১৪।	Raw materials and Parts	-	-	-	-	-
১৫।	কনসালটেন্সি	জন মাস	১৬ জন মাস	১৬.৫০	১৬জন মাস	১৫.৫৩ (৯৪.১২%)
১৬।	সম্মানী/ফি	**সংখ্যা**	১২ টি	২.৫০	১২ টি	১.২৫(৫০%)
১৭।	কপি/ফটোকপি	-	থোক	০.৩০	থোক	০.১৭ (৫৬.৬৭%)
১৮।	কম্পিউটার এক্সেসরিজ		থোক	০.৫০	থোক	০.২৭ (৫৪%)
১৯।	অন্যান্য	-	থোক	১.০০	থোক	০.০২ (২%)
২০।	কম্পিউটার ও অফিস ইকুইপমেন্ট	-	থোক	০.৫০	থোক	০.২৩ (৪৬%)
২১।	ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য		থোক	০.২৫	-	-
২২।	অফিস বিল্ডিং		থোক	১.০০		-
	উপমোট(রাজস্ব)			**৫০.৮৫**		**২৬.৫৩**(৫২.১৭%)
খ	মূল ধন **কম্পোনেন্ট**					
১।	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য	-		১৫.১৫		৬.৩১ (৪১.৬৫%)
২।	কম্পিউটার ও ইকুইপমেন্ট	-		১৪.১		৯.৩৩ (৬৬.১৭%)
৩।	কম্পিউটার সফ্টওয়্যার			১.৪		-
৪।	অফিস ইকুইপমেন্টস			২.০০	-	-
৫।	আসবাবপত্র		থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৫ (৯৯%)
৬।	টেলিযোগাযোগ ইকুইপমেন্টস		থোক	১.৫		-
	উপমোট (মূল ধন)			**৩৯.১৫**		**২০.৫৯**(৫২.৫৯%)
	মোটঃ			**৯০.০০**		**৪৭.১২ (৫২.৩৬%)**

৯.২ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ** পিসিআর এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়ন আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকলেও এই প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অপ্রতুলতার কারনে উক্ত পলিসি ডকুমেন্টটি প্রণয়ন করা যায়নি। তবে ‘Development Cooperation and External Economic Issues of Bangladesh নামীয় একটি ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। জানা গেছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক ইউএনডিপি’র আর্থিক সহায়তায় ‘স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি ফর এইড ইফেকটিভনেস ইন বাংলাদেশ ‘ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়নেয় কাজ বর্তমানে চলমান আছে।

১০.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ

১০.১ **প্রকল্প ভাতাঃ** প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে প্রকল্প ভাতা বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল । প্রকল্পের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে মূল বেতনের ২০% হারে প্রদেয় অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা প্রকল্প ভাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রকল্প ভাতার অর্থনৈতিক কোডেই বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ খাতে ৩.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১০.২ **বইপত্র ও সাময়িকীঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে বইপত্র ও সাময়িকী বাবদ ৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ০.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। "Development Cooperation and External Economic Issues"শীর্ষক একটি ডকুমেন্ট তৈরী করা হয়েছে এবং সেটি ইআরডির সকল কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিসে বিতরণ করা হয়েছে।

১০.৩ **প্রশিক্ষণ ব্যয়/ শিক্ষা সফরঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ব্যয়/ শিক্ষাসফর বাবদ ১১.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। টিপিপিতে বৈদেশিক শিক্ষাসফরের সংস্থান ছিল এবং তা বাস্তবতার নিরিখে করা হয়নি। শুধু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যাতে ৪.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১০.৪ **কনসালটেন্সিঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে কনসালটেন্সি বাবদ ১৬.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এর বিপরীতে ১৫.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কনসালটেন্সির জন্য যথাযথ অনুমোদনক্রমে স্থানীয় আইআইএফসি নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পরামর্শসেবা (মূলতঃ পলিসি ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা এবং আনুসঙ্গিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে) গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.৫ **কম্পিউটার ও ইকুইপমেন্টঃ** এই প্রকল্পে কম্পিউটার ও ইকুইপমেন্ট **সংগ্রহ** বাবদ ১৪.১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ০৭ (সাত) টি পারসোনাল কম্পিউটার ০২(দুই)টি ল্যাপটপসহ টিপিপি অনুয়ায়ী অন্যান্য ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে যাতে ৯.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এগুলো বর্তমানে ইআরডির দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে ।

১০.৬ **আসবাবপত্রঃ** এই প্রকল্পে আসবাবপত্র বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ৪.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক্সিকিটিভ টেবিল, চেয়ার, নরমাল টেবিল- চেয়ার, কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার, ফাইল কেবিনেট, সেলফ ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে।

১০. ৬. ১ উপরোক্ত প্রধান প্রধান খাত ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ও অন্যন্যা, প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন, স্টেশনারী সীল ও স্ট্যাম্প, বিনোদন, সম্মানী/ফি,কপি/ফটোকপি,কম্পিউটার এক্সেসরিজ, অন্যান্য এবং কম্পিউটার ও অফিস ইকুইপমেন্ট প্রভৃতি বাবদ মোট ২৩.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে মাত্র ৯.০৭লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অধিকন্তু, প্রকল্পের বেশ কিছু খাত যেমন,প্রিন্টিং ও প্রকাশনা বাবদ ২.০০ লক্ষ টাকা, সেমিনার/কনফারেন্স বাবদ ২.০০ লক্ষ টাকা, অফিস ইকুইপমেন্ট বাবদ বাবদ ২.০০ লক্ষ টাকা, টেলিযোগাযোগ ইকুইপমেন্ট বাবদ ১.৫০ লক্ষ টাকা, কম্পিউটার সফটওয়ার বাবদ ১.৪০ লক্ষ টাকা, অফিস বিল্ডিং বাবদ ১.০০ লক্ষ টাকা,পরিবহন ব্যয় বাবদ ০.৫০ লক্ষ টাকা সহ মোট ৮.৪০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। টিপিপিতে এসব খাতে সংস্থানকৃত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় কনভেন্স, ডাক, টেলিফোন/টেলিগ্রাম, টেলেক্স/ফ্যাক্স, ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য প্রতিটি খাত বাবদ ০.২৫ লক্ষ টাকা করে মোট ১.২৫ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। এ খাতগুলোতেও কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। এর ফলে মোট বারোটি খাতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ অব্যয়িত রয়েছে। ফলে টিপিপি অনুযায়ী সব খাতে ব্যয় হয়নি।

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
(ক) ইআরডি'র পলিসি বিশ্লেষন ভূমিকা বাড়ানো;	প্রশিক্ষণ ও "Development Cooperation and External Economic Issues" শীর্ষক ডকুমেন্ট প্রস্তুতের মাধ্যমে পলিসি বিশ্লেষণ ভূমিকা বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছে।
(খ) বাংলাদেশে বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়ন করা।	এ প্রকল্পের আওতায় এটি প্রণয়ন করা হয়নি। তবে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি ফর এইড ইফেকটিভনেস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়নেয় কাজ বর্তমানে চলমান আছে।
(গ) উন্নয়ন অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক নীতিমালা ও উন্নয়ন সংলাপ সম্পর্কিত বিষয়সমুহ বিশ্লেষণে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি।	"Development Cooperation and External Economic Issues" শীর্ষক ডকুমেন্ট প্রস্তুত এবং কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়ন অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক নীতিমালা ও উন্নয়ন সংলাপ সম্পর্কিত বিষয়সমুহ বিশ্লেষণে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্দেশ্যে	অর্জন
(ঘ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন বিতর্কে প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইআরডিকে শক্তিশালী করা।	"Development Cooperation and External Economic Issues" শীর্ষক ডকুমেন্ট প্রস্তুত এবং কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ইআরডির কর্মকর্তা এবং বৈদেশিক মিশনসমূহে বিতরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন বিতর্কে প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইআরডিকে শক্তিশালী করা সম্ভব হয়েছে।
(ঙ) বৈদেশিক অর্থনৈতিক বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা।	"Development Cooperation and External Economic Issues" শীর্ষক ডকুমেন্টে বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতিমালা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
(চ) কর্মশালা আয়োজন করে নীতিমালার উপর প্রাপ্ত ফাইন্ডিংগুলো সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করা।	"Development Cooperation and External Economic Issues" শীর্ষক ডকুমেন্ট প্রস্তুত এবং কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ইআরডি'র কর্মকর্তা এবং বৈদেশিক মিশনসমূহে বিতরণ করা হয়েছে।
(ছ) নীতিমালা তৈরী ও ফ্যাসিলিটেট করার লক্ষ্যে বই, সাময়িকী, যন্ত্রপাতি, সিডিরম ইত্যাদি ও ইমেইল/ ইন্টারনেট সুবিধা এবং কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ইকনমিক রিলেশন ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ইআরডিওসি) কে শক্তিশালী করা।	বই, কম্পিউটার প্রদানের মাধ্যমে ইকনমিক রিলেশন ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ERDOC) কে শক্তিশালী করা হয়েছে।
(জ) ইআরডির কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে কাজে দক্ষ করে তুলতে মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	ইআরডির কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে কাজে দক্ষ করে তুলতে মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২.০ **উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** পরিদর্শন ও প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য আংশিক অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়ন আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকলেও এই প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অপ্রতুলতার কারনে উক্ত পলিসি ডকুমেন্টটি প্রণয়ন করা যায়নি। তবে 'Development Cooperation and External Economic Issues of Bangladesh নামীয় একটি ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। জানা গেছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় 'স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি ফর এইড ইফেকটিভনেস ইন বাংলাদেশ ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলমান আছে।

১৩.০ **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ**
প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম গত ১০-০১-২০১৩, ১৩-০২-২০১৩এবং ১৭-০৪-২০১৩ তারিখে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকায় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেন।

১৪ **পর্যবেক্ষণঃ**

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়ন আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকলেও এই প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অপ্রতুলতার কারনে উক্ত পলিসি ডকুমেন্টটি প্রণয়ন করা যায়নি। তবে, 'Development Cooperation and External Economic Issues of Bangladesh নামীয় একটি ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। জানা গেছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় 'স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি ফর এইড ইফেকটিভনেস ইন বাংলাদেশ ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়ন করা হবে যা দ্রুত প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.২ টিপিপিতে সংস্থানকৃত বারো (১২) টি খাতের অনুকূলে কোন ব্যয় করা হয়নি যা কাম্য নয়।

১৪.৩ বেশ কিছু অঙ্গ অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও তা টিপিপিতে রাখা হয়েছে এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি । টিপিপি প্রণয়নে আরো সচেষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল ।

১৫.০ সুপারিশ/ মতামত :

১৫.১ ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পের টিপিপি প্রণয়নে এবং তা যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আরো যত্নবান/সচেষ্ট হওয় সমীচীন হবে।

১৫.২ ভবিষ্যতে পিসিআর প্রণয়নে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আরো যত্নবান/সচেষ্ট হওয়া সমীচীন হবে।

আইন ও বিচার বিভাগের আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	আইন ও বিচার বিভাগ	০২ টি	০১ টি	০১ টি	০০ টি	০১	০১	২০% - ৫৭.১৪%	০০	১১.৪৭%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০২ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১। লিগ্যাল রিফর্ম প্রজেক্ট পার্ট-বি	১২৩৫.৫৭ (জিওবি - ১৩.২০, পিএ - ১২২২.৩৭)	জুলাই ২০০৯ - মার্চ ২০১২
২। ঢাকা কালেক্টরেট চত্বরে মূখ্য মহানগর হাকিম আদালত ভবন ও হাজতখানা কাম পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ - ২য় পর্যায় (সংশোধিত)	১৩৭৮.৩৫ (সম্পূর্ণ জিওবি)	জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১২

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া , কয়েকটি অংগের কার্যক্রম ইত্যাদি।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
একটি প্রকল্পের আওতায় ১টি ব্যাচে লিগ্যাল এইড ডাটাবেজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে মাঠ পর্যায়ে আইনী সহায়তা সুবিধাভোগী সংক্রান্ত কোন ডাটাবেজ তৈরী হয়নি।	প্রকল্পের আওতায় ডাটাবেজ তৈরী সংক্রান্ত প্রশিক্ষণোত্তর লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ তৈরী ও সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

“ঢাকা কালেক্টরেট চত্বরে মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত ভবন ও হাজতখানা কাম পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ-২য় পর্যায় (সংশোধিত)”

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১. প্রকল্পের অবস্থান : জনসন রোড (ওল্ড কালেক্টরেট কম্পাউন্ড), ঢাকা।
২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/আইন ও বিচার বিভাগ
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৪. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৪৮০.৬৫ ১৪৮০.৬৫ (-)	১৩৮১.০৫ ১৩৮১.০৫ (-)	১৩৭৮.৩৫ ১৩৭৮.৩৫ (-)	জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	ব্যয় ৬.৭২% হ্রাস পেয়েছে	৬ মাস (২০%)

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
			আর্থিক			বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক			বাস্তব (সংখ্যা)
			জিওবি	সংস্থা	মোট		জিওবি	সংস্থা	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
	রাজস্ব									
১।	বেতন ও ভাতাদি	জন	৩.০৬	-	৩.০৬	৮	২.৮৩	-	২.৮৩	৮
২।	ডিপিপি প্রস্তুতকরণ গাঠনিক ও স্থাপত্যিক নকশা ইত্যাদি।	থোক	১.০০	-	১.০০		-	-	-	
৩।	বিজ্ঞাপন	থোক	১.০০	-	১.০০		০.২৪	-	০.২৪	
৪।	পিআইসি’র জন্য সম্মানী	থোক	১.২০	-	১.২০		০.৯২	-	০.৯২	
৫।	কন্টিনজেন্সী (বিবিধ)	থোক	১১.৬৬		১১.৬৬		১১.৪১	-	১১.৪১	
	উপ-মোট							-		
৬।	নির্মাণ কাজ	ব.মি.	১১৭১.১৫		১১৭১.১৫	৫৬৬৭.৬৩	১১৭১.১৫	-	১১৭১.১৫	৫৬৬৭.৬৩
৭।	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	টি	৪০.০০		৪০.০০	৪০	৪০.০০	-	৪০.০০	৪০
৯।	আসবাবপত্রাদি		১১৮.১৮		১১৮.১৮		৪০.০০		৪০.০০	
১০।	টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি	টি	৯.৩০		৯.৩০	টেল-১০,ইন্টারকম-৯৬,ফ্যাক্স-	৯.৩০		৯.৩০	টেল-১০,ইন্টারকম-৯৬,ফ্যাক্স-২

ক্রম: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
			আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব
			জিওবি	সংস্থা	মোট	(সংখ্যা)	জিওবি	সংস্থা	মোট	(সংখ্যা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
	রাজস্ব									
						২				
১১।	অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র	টি	৩.০০		৩.০০		৩.০০		৩.০০	৯৬
১২।	কন্টিনজেন্সী (বিবিধ খরচ)	থোক	২১.৫০		২১.৫০		২১.৩৩		২১.৩৩	থোক
	উপ-মোট		১৩৬৩.১৩		১৩৬৩.১৩		১৩৬২.৯৬		১৩৬২.৯৬	
	সর্বমোট (ক+খ)		**১৩৮১.০৫**		**১৩৮১.০৫**		**১৩৭৮.৩৫**		**১৩৭৮.৩৫**	

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি'র আওতায় অনুমোদিত অংগভিত্তিক সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ পটভূমিঃ ১৯৭৯ সালে ঢাকার পুরাতন সাব-ডিভিশনাল অফিসারদের অফিসে মাত্র একজন মুখ্য হাকিম ও ২ জন হাকিমসহ মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত (সিএমএম)-এর যাত্রা শুরু হয়। ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অপরাধ বৃদ্ধিসহ কোর্ট কেসের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৩৫ জন হাকিম সিএমএম কোর্টে কর্মরত আছেন। তবে বিদ্যমান কোর্ট ভবনে ২৭ জন হাকিমের স্থান সংকুলান করা যাচ্ছে না । কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে অফিসের স্থান বাড়েনি। ইতোমধ্যে লক্ষাধিক কেস অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। এ সমস্যা নিরসনে বিদ্যমান ৪ তলা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ভবন ১০ তলা পর্যন্ত এবং বিদ্যমান হাজতখানা-কাম-পুলিশ ব্যারাক ৩ তলা হতে ৫ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পটি ১৪৮০.৬৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ৯.৭.২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকলন্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছেঃ প্রকল্পের আওতায় সিএমএম কোর্ট ৪র্থ তলা-৯ম তলা পর্যন্ত এবং হাজতখানা-কাম-পুলিশ ব্যারাক ২য় তলা হতে ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ, ৮ জন জনবলের বেতন ও ভাতাদি, অফিস ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ ইত্যাদি।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** মূল প্রকল্পটি ০৯.০৭.২০০৯ তারিখে জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে ১৪৮০.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর গত ২৩.০২.২০১২ তারিখে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে মোট ১৩৮১.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে প্রকল্পটির সংশোধন অনুমোদিত হয়।

৭.৪ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো- অতিরিক্ত ২০টি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন করা যাতে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।

৭.৫ **বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-১০	২৫০.০০	২৫০.০০	-	২০৫.০০	২০২.৬৬	২০২.৬৬	-
২০১০-১১	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৩৯৪.৮৭	৩৯৪.৮৭	-
২০১১-১২	৭৮৩.৬২	৭৮৩.৬২	-	৭৮৩.৬২	৭৮০.৮২	৭৮০.৮২	-
মোটঃ	**১৪৩৩.৬২**	**১৪৩৩.৬২**		**১৩৮৮.৬২**	**১৩৭৮.৩৫**	**১৩৭৮.৩৫**	

৭.৬ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি হতে গত ২৭.০৮.২০১৩ তারিখে ঢাকা জনসন রোডস্থ কালেক্টরেট চত্বরে বাস্তবায়িত প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক কাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ত), নির্বাহী প্রকৌশলী (ইএম) এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নির্মিত মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত ভবন ৫-১০ তলা এবং হাজতখানা কাম পুলিশ ব্যারাক ৩-৬ তলা ভবনের সকল তলায় ও কক্ষের বাস্তবায়িত কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৮.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১।	জনাব একেএম এনামুল হক প্রাক্তন সিএমএম, ঢাকা	০১-০৭-২০০৯	২০-০৯-২০১১
০২।	জনাব মোহাম্মদ আলী হোসেন প্রাক্তন সিএমএম, ঢাকা	২০-০৯-২০১১	১৬-১১-২০১১
০৩।	জনাব বিকাশ কুমার সাহা সিএমএম, ঢাকা	১৬-১১-২০১১	৩০.০৬.২০১২

৯.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক কাজের অগ্রগতিঃ

৯.১ নির্মাণ খাতঃ প্রকল্পের আওতায় আদালত ভবনের ৫ তলা হতে ১০ তলা পর্যন্ত এবং হাজতখানা কাম পুলিশ ব্যারাকের ৩ তলা হতে ৬ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৭১.১৫ লক্ষ টাকার পুরোটাই খরচ হয়েছে। নির্মিত আদালত ভবনের ৫ তলা হতে ১০ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫ তলা হতে ১০ তলা পর্যন্ত মোট ৫৬৬৭.৬৩ বর্গমিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫ তলা হতে ৯ তলা পর্যন্ত প্রতি তলায় ৪টি করে মোট ২০টি এজলাস নির্মাণ করা হয়েছে। ১০ তলায় ১টি লাইব্রেরী ও ১টি রেকর্ড রুম রয়েছে। আদালত ভবনটি ০৪/০৬/২০১২ তারিখে উদ্বোধন করা হয় এবং যথারীতি ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া হাজতখানা কাম পুলিশ ব্যারাকের ৩ তলা হতে ৬ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১০৯৯.৬২ বর্গ মিটার হাজতখানা ভবন নির্মিত হয়েছে। হাজতখানার উপরে পুলিশ ব্যারাক নির্মিত হয়েছে। সকল নির্মাণ কাজের মান সার্বিকভাবে বাহ্যতঃ সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান চার তলা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতকে উর্ধ্বমুখী ৫ তলা হতে ১০ তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণসহ অভ্যন্তরীণ স্যানিটারী, পানি সরবরাহ এবং বিদ্যুতায়ন কাজের জন্য গত ১১/০৯/২০০৯ তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজ ও দৈনিক ইনকিলাব এবং ১২/০৯/২০০৯ তারিখে Daily Star পত্রিকায় টেন্ডার আহ্বান করা হয়। ১৪/১০/২০০৯ তারিখে টেন্ডার দাখিলের শেষ দিবস নির্ধারিত ছিল এবং ঐ একই দিন বেলা ১.০০ ঘটিকায় টেন্ডার বাক্স খোলা হয়। মোট ১৩টি টেন্ডার বিক্রয় করা হলেও ৬টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। প্রাপ্ত ৬টি দরপত্রের মধ্যে ৪টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ হয়। এ নির্মাণ কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়ার'স প্রাক্কলন ছিল ৭,৩০,১৩,৫৪৬/- টাকা। রেসপনসিভ দরদাতাদের মধ্যে দরপত্র মল্যায়ন কমিটি প্রাপ্ত ৪ (চার) জন রেসপনসিভ দরদাতার মধ্যে তুলনা অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতা এ্যাটকো ইন্টারন্যাশনাল এর দাখিলকৃত দরপত্রে তাদের উদ্ধৃত দরের থেকে মোডিফিকেশন হিসেবে ২০.৫% ডিসকাউন্ট ধার্য্য দরে ৫,৭৬,২৩,১৭৬/৭১ টাকা, যা ইঞ্জিনিয়ার্স এষ্টিমেট অপেক্ষা ১,৫৩,৯০,৩৬৯/২৫ টাকা কম দর অনুমোদনের নিমিত্তে সুপারিশসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.২ আসবাবপত্রঃ প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৯৫টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। এতে আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের ১১৮.১৮ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আসবাবপত্র যেমন- এজলাস, সাক্ষীর কাঠগড়া ও আসামীর কাঠগড়া, আসবাবপত্রভেদে সিজনকৃত উন্নতমানের চিঃ সেগুন কাঠ, বিটি ভিনিয়াউ পারটেক্স এর তৈরি। প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় এজলাস, সাক্ষীর কাঠগড়া ও আসামীর কাঠগড়াতে ব্যবহৃত কাঠ সরবরাহ করেছে গণপূর্ত কাঠের কারখানা উপ-বিভাগ। আসবাবপত্রের কাঠের মান ও গঠন সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো অতিরিক্ত ২০টি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন করা যাতে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।	১। উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১২.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে নির্মিত কালেক্টরেট ভবন ও চত্বরে নিম্নবর্ণিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা যায়ঃ

১২.১ ঢাকা কালেক্টরেট চত্বরের অভ্যন্তরে মোট ২৮ টি এজলাস রয়েছে। বাকি ৭ টি এজলাস চত্বরের বাহিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বিতভাবে বিচার পরিচালনাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

১২.২ মুখ্য মহানগর আদালত এলাকাটিতে দিন দিন জনগণের সমাগম বাড়ছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নতুন আদালত ভবন অবস্থাদৃষ্টে যথেষ্ঠ নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে নির্মিত আদালত ভনের সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে ২ তলা বিশিষ্ট একটি পুরাতন ভবন ব্যবহার অনুপযোগী অবস্থায় রয়েছে। এ ভবনটি আদালত চত্বরে অবস্থিত। বিদ্যমান পুরাতন ভবনটির জায়গায় নতুন অফিস ভবন স্থাপনের সুযোগের বিষয়ে উপস্থিত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পরিদর্শণকালে অবহিত করেছেন।

১৩.০ সুপারিশঃ

প্রকল্পে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সার্বিকভাবে সকল কাজের মান সন্তোষজনক। এমতাবস্থায় নিম্নরূপ সুপারিশ করা হলোঃ

সাম্প্রতিককালে আদালতের কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের আওতায় আদালত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত অংশ যথেষ্ট নয়। একই চত্বরে সকল সিএমএম কোর্ট স্থাপন করা গেলে বিচার প্রক্রিয়ায় সমন্বয় ও গতিশীলতা আসবে। এক্ষেত্রে কালেক্টরেট চত্বরে পুরাতন ব্যবহার অনুপযোগী ২ তলা বিশিষ্ট ভবনটির স্থানে নতুন আদালত ভবন নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

“লিগ্যাল রিফর্ম প্রজেক্ট পার্ট-বি”

সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

১.	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ ৭টি পাইলট জেলা যশোর, গাজীপুর, ঢাকা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ি।
২.	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	আইন ও বিচার বিভাগ।

৪. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত	অতিক্রান্ত সময়
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা প্রঃসাঃ (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তবায়নকাল	ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	(মূল বাস্তবায়নকালের %)
১১০৮.৪০ ৮.৪০ ১১০০.০০* (-)	১২৩৮.৫৬ ১৩.২০ ১২২৫.৩৬* (-)	১২৩৫.৫৭ ১৩.২০ ১২২২.৩৭* (-)	জুলাই ২০০৯ হতে মার্চ ২০১১	জুলাই ২০০৯ হতে মার্চ ২০১২	জুলাই ২০০৯ হতে মার্চ ২০১২	১২৭.১৭ (১১.৪৭%)	১২ মাস (৫৭.১৪%)

*কানাডিয়ান সিডা’র ডিপিএ অর্থায়ন

৫.০ <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):</u>

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
			আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব
			জিওবি	প্রঃসাঃ	মোট	(সংখ্যা)	জিওবি	প্রঃসাঃ	মোট	(সংখ্যা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	জনমাস	-	৫১০.৯৪	৫১০.৯৪	২৯.৪১	-	৬২৮.৩২	৬২৮.৩২	১২০.৩৩
২।	স্থানীয় পরামর্শক	জনমাস	-	৫২.৭৪	৫২.৭৪	৮৯	-	২৫.৩১	২৫.৩১	৪৭.৯৯
৩।	প্রকল্প জনবল	জনমাস	-	২৯৬.৬১	২৯৬.৬১	৪৬১	-	২৮৭.৯১	২৮৭.৯১	৯৭.০৭
৪।	প্রশিক্ষণ, স্টাডি ট্যুর, কনফারেন্স	সংখ্যা	-	১০৯.৭৯	১০৯.৭৯	১০ ওয়ার্কশপ	-	১১২.৩২	১১২.৩২	১০ ওয়ার্কশপ
৫।	অপারেটিং কস্ট	থোক	-	১৯২.০৯	১৯২.০৯	থোক	-	১৩৬.৯৯	১৩৬.৯৯	থোক
৬।	অন্যান্য মূলধন	থোক	-	৬৩.১৯	৬৩.১৯	থোক	-	৪৫.০২	৪৫.০২	৭১.২৫
৭।	প্রকল্প পরিচালক (বেতন-ভাতাদি)	জনমাস	১৩.২০	-	১৩.২০	৩৩	১৩.২০	-	১৩.২০	-
	সর্বমোট		**১৩.২০**	**১২২৫.৩৬**	**১২৩৮.০৬**		**১৩.২০**	**১২২২.৩৭**	**১২৩৫.৫৭**	**-**

৬.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u> সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পরিকল্পনা মাফিক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা এবং বেইজিং ঘোষণায় স্বাক্ষরদানকারী দেশ হিসেবে মানবাধিকার বিশেষ করে নারী, শিশু ও অনগ্রর জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। Legal Aid Services Act 2000 ("LASA 2000")-এ গরীব জনগোষ্ঠীর আইনের অধিকার প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

৭.২ দরিদ্র, নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনুকূলে আইনী কাঠামো থাকা সত্ত্বেও সচেতনতার অভাবে তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে পারছে না। তারা সাধারণত আইনজীবীদের ব্যয় বহনে সক্ষম হয় না। এছাড়া আইনী প্রতিষ্ঠানসমূহের দূরত্বও তাদের জন্য একটি অন্তরায়। এ পরিস্থিতি উত্তরণের লক্ষ্যে সরকারের নানাবিধ কার্যক্রম চলমান আছে। এরই ধারাবাহিকতায় দরিদ্র, নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই, ২০০৯ হতে মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে মোট ১১.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়। CIDA আলোচ্য প্রকল্পে ১১.০০ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করে। অবশিষ্ট ০.০৮ কোটি টাকা ইন-কাইন্ড হিসেবে জিওবি অর্থায়ন। পরবর্তীতে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ দাতা সংস্থার ১১২৫.৩৬ লক্ষ টাকা অর্থায়নে টিপিপি সংশোধন করা হয়।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** প্রকল্পটি ২৩/০৩/২০১০ তারিখে জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে ১১০৮.৪০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮.৪০ লক্ষ টাকা এবং দাতা সংস্থার ১১০০.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০২/০১/২০১১ তারিখে জুলাই, ২০০৯ হতে ৩১ মার্চ, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মোট ১২৩৮.৫৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৩.২০ লক্ষ টাকা এবং দাতা সংস্থার ১২২৫.৩৬ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৭.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

অধিকতর কার্যকর আইনী সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আইনী সহায়তা প্রদানের উন্নতি ঘটানো।

৭.৫ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-১০	৪০৪.৫০	৪.৫০	৪০৪.৫০	৪.৫০	৪৪৬.৩১	৪.৫	৪৪৬.৩১
২০১০-১১	৩৮৪.৫০	৪.৫০	৩৮৪.৫০	৪.৫০	৩৫৫.২৭	৪.৫	৩৫৫.২৭
২০১১-১২	২৫৪.৫০	৪.৫০	২৫৪.৫০	৪.২০	৪২০.৮৯	৪.২০	৪২০.৮৯
মোটঃ	**১০৪৩.৫০**	**১৩.৫০**	**১০৪৩.৫০**	**১৩.২০**	**১২৩৫.৬৭**	**১৩.২০**	**১২৩৫.৬৭**

৭.৬ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি হতে গত ১০/০৯/২০১৩ তারিখে রাজশাহী এবং ২/১০/২০১৩ তারিখে যশোহর জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের পূর্বে তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক (বর্তমানে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ) এর সাথে তাঁর দপ্তরে প্রকল্প মূল্যায়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা হয়।

৮.০ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্পের শুরু থেকে শেষাবধি খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১।	জনাব এসএসএস জহিরুল হক	২০-০৫-২০০৯	৩১-০৩-২০১২

৯.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি এবং মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যঃ

৯.১ **পরামর্শক সেবাঃ** বৈদেশিক ও দেশীয় পরামর্শক নিয়োগ Canadian Executing Agency (CEA) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শকগণ মোট ২৯.৪১ জনমাস এবং স্থানীয় পরামর্শকগণ ৪৭.৯৯ জনমাস কাজ করেছেন। বৈদেশিক পরামর্শক খাতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উভয় ধরনের পরামর্শকদের ক্ষেত্রে আরটিপিপি'র মোট সংস্থান ৫১০.৯৪ লক্ষ টাকা (ডিপিএ) টাকার স্থলে ৬২৮.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৯.২ **প্রকল্পের জনবলঃ** কানাডিয়ান সিডার অর্থায়নে ৯৭.০৭ জনমাস ষ্টাফ প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত ছিল। এ খাতে ২৮৭.৯১ লক্ষ টাকা ডিপিএ অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৯.৩ **প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর ও ওয়ার্কশপঃ** আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের ৪ সদস্য বিশিষ্ট দল কানাডিয়ান লিগ্যাল এইড সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য কানাডায় শিক্ষা সফর করেছেন। মাঠ পর্যায়ের স্থানীয় জন প্রতিনিধি এবং লিগ্যাল এইড স্টাফদের এ প্রকল্পের অর্থায়নে ওরিয়েন্টেশন, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: জাতীয় পর্যায়ে জেলা ও সেশন জাজদের নিয়ে কনসালটেশন সভা (২টি), লিগ্যাল এইড কার্যালয়ের সকল স্টাফদের ৩ দিনের প্রশিক্ষণ, ৭টি পাইলট জেলায় স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর/জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৬,৬৭৬ জনকে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওরিয়েন্টেশন, ১০৬ উপজেলায় মাইকিং এবং লিগ্যাল এইড ডাটাবেজ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (১টি)।

৯.৪ **অপারেটিং কস্টঃ** প্রকল্পের আওতায় পাইলট জেলাসমূহের প্রতিটিতে ডেস্কটপ কম্পিউটার (১টি), ফটোকপিয়ার (১টি), কতিপয় আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। CEA এর মাধ্যমে অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগৃহীত হয়। প্রকল্পভুক্ত Legal Aid office-সমূহে এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে।

১০.০ মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যঃ রাজশাহী জেলা জজ আদালত ভবনস্থ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার কার্যালয় পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, জেলা জজ অফিসের ২টি কক্ষে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস চালু করা হয়েছে। যা পূর্বে এ পাইলট প্রকল্পের কার্যালয় ছিল। প্রকল্পের আওতায় ইত:পূর্বে কর্মরত অনুন্নয়ন বাজেটের কর্মচারীগণ এখনও লিগ্যাল এইড অফিসের দায়িত্বে রয়েছেন। প্রকল্পটির আওতায় সংগৃহীত কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, স্টীল ও কাঠের ফার্নিচারগুলো এখন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরও দেখা যায় যে, সমাপ্ত কারিগরি প্রকল্পের আওতায় (ক) "নারী ও শিশুদের সরকারি আইনগত সহায়তা প্রাপ্তি নির্দেশিকা'', (খ) "অসহায় ও দরিদ্রদের জন্য সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা", (গ) "সরকারি আইনগত সহায়তা ও জেলা প্যানেল আইনজীবিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ", (ঘ) "জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস" ইত্যাদি পুস্তিকা/লিফলেট প্রকল্পের আওতায় ছাপানো হয়েছে এবং ব্যবহৃত হয়েছে। জেলা আদালত ভবনের সম্মুখে এবং বিভিন্ন দেয়ালে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান বিষয়ে সিটিজেন চার্টার/সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে লিখিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রারে দেখা গেছে যে, রাজশাহী জেলায় ২০১১ সালে ২৮০টি এবং ২০১২ সালে ১৩১টি মামলা এ সহায়তা কেন্দ্রের আওতায় নিস্পত্তি করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ে একটি প্যানেল আইনজীবি রয়েছে। প্যানেলভুক্ত আইনজীবিদের এ প্রকল্পের আওতায় ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সকল কাজ পরিচালনার জন্য জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কিমিটি কাজ করছে। আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতা এবং সেবাসমূহ পরিচালনার জন্য জুন, ২০১১ তারিখ আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, নীতিমালা ও প্রবিধানমালা জারী করা হয়েছে।

যশোর জেলা আদালত ভবনে বিবেচ্য পাইলট প্রকল্পের কার্যালয় এখন জেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তার দপ্তরে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র এ অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে। যশোর জেলায় ২০১১ সালে ৫০২টি আবেদনের মধ্যে ৩৭০টি এবং ২০১২ সালে ৪২০টি আবেদনের মধ্যে ৪১৪টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে।

পরিদর্শনকালে রাজশাহী ও যশোর উভয় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে কোন সুবিধাভোগী পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার জানান যে, সুবিধাভোগীদের জন্য প্যানেল হতে একজন আইনজীবি নিয়োগ করার পর

সুবিধাভোগীরা লিগ্যাল এইড অফিসে অপরিহার্য ব্যতিরেকে যোগাযোগ করেন না। আইনজীবিদের নিয়োগ বাবদ ব্যয় অনুন্নয়ন বাজেট থেকে নির্বাহ করা হয়।

উল্লেখ্য, অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের পদ সৃজন করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৬ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ণকালীণ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার পদে দায়িত্ব পালন করছেন। বাকী জেলাসমূহে পর্যায়ক্রমে জেলা লিগ্যাল এইড কার্যালয় পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করা হবে মর্মে জানানো হয়েছে ।

১১.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
১। অধিকতর কার্যকর আইনী সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আইনী সহায়তা প্রদান অবস্থার উন্নতি ঘটানো।	১। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকাসমূহে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অধিকতর আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১২.০ <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ</u> প্রযোজ্য নয় ।

১৩.০ <u>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় পাইলট জেলাসমূহে সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ বিশেষ করে প্রশিক্ষণ এবং ওরিয়েন্টেশন CIDA কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক/স্টাফদের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারি পর্যায়ের ঢাকাস্থ জাতীয় আইনী সহায়তা কেন্দ্রের ৩ জন কর্মকর্তা ব্যতিরেকে প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ের জনবলের সম্পৃক্ততা কম ছিল। ফলে যথাযথ Knowledge Sharing এর মাধ্যমে সরকারি পর্যায়ে দক্ষ টীম গড়ে উঠেনি মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া ডিপিএ অর্থে CEA কর্তৃক প্রকল্পের কতিপয় অংগ বাস্তবায়নের ফলে পরামর্শকখাতে আরটিপিপির সংস্থান হতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত ষ্টাফদের মেয়াদ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি;

১৩.২ প্রকল্পের আওতায় ১টি ব্যাচে লিগ্যাল এইড ডাটাবেজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে মাঠ পর্যায়ে আইনী সহায়তা সুবিধাভোগী সংক্রান্ত কোন ডাটাবেজ তৈরী হয়নি; এবং

১৩.৩ বিবেচ্য পাইলট প্রকল্পের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকার প্রতিটি জেলা পর্যায়ে অনুন্নয়ন বাজেটে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার পদ সৃজন করা হয়েছে। সর্বশেষ (অক্টোবর, ২০১৩) ১৬টি জেলায় এ পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। বাকী জেলাসমূহের পদগুলোতে পর্যায়ক্রমে জনবল নিয়োগ করা হবে। প্রকল্পভুক্ত ৭টি পাইলট জেলাসমূহে মাঠ পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিসহ সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও এ ধরণের প্রকল্প বহির্ভুত বাকী জেলাসমূহে এ জাতীয় সচেতনতামূলক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

১৪.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় ডাটাবেজ তৈরী সংক্রান্ত প্রশিক্ষণোত্তর লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ তৈরী ও সংরক্ষণ করা যেতে পারে;

১৪.২ দেশের ৬৪টি জেলায় অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় সৃজিত "জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার" পদে জনবল পদায়ন পূর্বক অসচ্ছল বা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তিদের স্থায়ীভাবে আইনী সহায়তা বিষয়ে জনগণকে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গণমাধ্যমে প্রচারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; এবং

১৪.৩ প্রকল্পটির আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র জেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড অফিসে ব্যবহার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে TOE ভুক্তকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সবোর্চ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	**কৃষি মন্ত্রণালয়**	০৬টি	০৬	০টি	০টি	০২টি	০২টি	২০% ৬৬%	০৪টি	১.৫৫% ৩২%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা** : কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভূক্ত মোট ০৬টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ০৬টি, কারিগরী সহায়তা ০টি, জেডিসিএফভূক্ত ০টি) সমাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-এর ০৪টি, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)- এর ০১টি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর ০১ টি প্রকল্প রয়েছে।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মোট প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:** সমাপ্ত ০৬টি প্রকল্পের মধ্যে ০৪টি প্রকল্পের ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয় থেকে সর্বনিম্ন ১.৫৫% হতে সর্বোচ্চ ৩২% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সমাপ্ত ০৬টি প্রকল্পের মধ্যে ০৩টি প্রকল্প মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ০৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকাল মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল থেকে সর্বনিম্ন ২০% হতে সর্বোচ্চ ৬৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তবে মূল অনুমোদিত ব্যয় এবং বাস্তবায়নকালের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা থাকায় ০১টি প্রকল্প মূল অনুমোদিত সময় ও ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

৩। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:** সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধি, কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, বাজার দরের সংগে সংগতি রেখে কতিপয় অঙ্গের ব্যয় পুন নির্ধারণ ইত্যাদি। অপরদিকে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে বিলম্বে কার্যক্রম শুরু, নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্তকরণ ও নির্ধারিত সময়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ সম্পন্ন না হওয়া ইত্যাদি

৪। **সমাপ্ত প্রকল্পে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ**

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১ ‘‘বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পঃ সুদের হার ছিল ২৭%, যা কৃষক/চাষীদের জন্য পরিশোধ করা কষ্টকর।	৪.১ সুদের হার (২৭ শতাংশ) অত্যধিক বেশি এবং ঋণ পরিশোধের গ্রেস পিরিয়ড মাত্র এক মাস ছিল।যে মাসে ঋণ নেয়া হতো তার পরের মাস থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হতো ফলে গৃহীত ঋণের যথাযথ বিনিয়োগ করা কষ্টকর ছিল বিধায় তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হতো।সুদের হার হ্রাস এবং গ্রেস পিরিয়ড বর্ধিত করা গেলে কৃষকেরা উপকৃত হতেন।
৪.২ ‘‘খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী মেকানিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেকানিক পেশায় আগ্রহী প্রকৃত ব্যক্তিকে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় **বলে** প্রতীয়মান হয়েছে। মেকানিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণকালে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির যে ম্যানুয়াল বই পেয়েছেন তা ইংরেজীতে	৪.৩ প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী মেকানিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেকানিক পেশায় আগ্রহী প্রকৃত ব্যক্তিকে নির্বাচনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে যত্নবান হতে হবে।আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি মাঠে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে যন্ত্র সরবরাহকারীকে অপারেটিং ম্যানুয়াল বাংলায় সরবরাহ, নষ্ট মেশিন মেরামতের মাধ্যমে হাতে-কলমে আরো কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে

সমস্যা	সুপারিশ
লেখা হওয়ায় তারা সহজে বুঝতে পারেন না। এছাড়া প্রশিক্ষণকালে তারা ত্রুটিমুক্ত নতুন মেশিন খুলে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এক্ষেত্রে নষ্ট মেশিন মেরামতের মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিলে প্রশিক্ষণটি আরো কার্যকর হত। তাছাড়া প্রশিক্ষণটির মেয়াদও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ;	পারে ;
৪.৩ ''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প **:** প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে বর্তমানে একজন কৃষককে দৈনিক ১৬০/- (একশত ষাট) টাকা মাত্র প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়, যা একজন কৃষকের দৈনিক মজুরীর তুলনায় অনেক কম। এ ছাড়া মাঠদিবসে ১০০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য মোট বরাদ্দ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা, যার মধ্যে আপ্যায়ন বাবদ মাথাপিছু ১০/-, যা অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে প্রশিক্ষণ ও মাঠদিবস কর্মকান্ডে কৃষকগণ আগ্রহ কম দেখান মর্মে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনকালে জানান।	৪.৪ ভবিষ্যতে এ জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে প্রকল্পের প্রদর্শনীর আকার, প্রদর্শনী প্রতি বীজ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা, বীজ সংরক্ষণ পাত্রের আকার, কৃষক প্রশিক্ষণ ভাতার হার ও মাঠদিবস ব্যয় ইত্যাদি বিষয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা বাঞ্চনীয় হবে ;
৪.৪ ''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প : লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রদর্শনী প্রতি নির্ধারিত ধান ১০০০ কেজি ও গম ৭০০ কেজি সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত ৫টি পলিকোটেড বস্তায় ২৫০-৩০০ কেজি বীজ সংরক্ষণ করা যায়। অবশিষ্ট বীজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকদের নিজ উদ্যোগে বস্তায় সংরক্ষণ করতে হয় বলে তারা সাধারণ চটের বস্তায় সংরক্ষণ করেন। ফলে বীজের আদ্রতার পরিবর্তন ঘটে ও বীজের গুণাগুণ মানসম্মত থাকে না। এক্ষেত্রে বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পলিকোটেড বস্তা/প্লাষ্টিক ড্রাম প্রদান করার জন্য কৃষকগণ অনুরোধ জানান। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত বীজ বাড়ীতে সংরক্ষণ না করে নিকটস্থ বিএডিসি/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংরক্ষণে আগ্রহী। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কৃষকগণের বীজ পরিবহণের জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	৪.৫ ভবিষ্যতে এ জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে প্রকল্পের প্রদর্শনীর আকার, প্রদর্শনী প্রতি বীজ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা, বীজ সংরক্ষণ পাত্রের আকার, কৃষক প্রশিক্ষণ ভাতার হার ও মাঠদিবস ব্যয় ইত্যাদি বিষয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা বাঞ্চনীয় হবে ;
৪.৫ ''জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী-নাটা (সাবেক সার্ডি) এর আধুনিকায়ন এবং ক্যাপাসিটি আপগ্রেডিং (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প: পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি, মেশিনারীজ, প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি কোনটির গায়েই প্রকল্প ও সংস্থার নাম সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই। ফলে এটি কোন প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত তা বুঝা যায় না ;	৪.৬ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন মেশিনারীজ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্নের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন ;

‘‘বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত)’’
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর,২০১১)

১.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
২.০ বাস্বায়নকারী সংস্থা ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
৩.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ সমগ্র বাংলাদেশ
৪.০ প্রকল্প বাস্বায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৩৮২৩২.০০ ১২৭৪.৪০ ৩৬৯৫৭.৬০	৪০৯৪৩.৮০ ১২৭৪.৪০ ৩৯৬৬৯.৪০	২৭০৯২.৩৫ ৫৪৬.৬৭ ২৬৫৪৫.৬৮	জানু:,২০০৬ হতে ডিসে:,২০১০	জানু:,২০০৬ হতে ডিসে:,২০১১	জানু:,২০০৬ হতে ডিসে:,২০১১	২৭১১.৮০ (৪.৪৬%)	০১ বছর (২০%)

৫.০ প্রকল্পের অর্থায়নঃ প্রকল্পটি জিওবি এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬.০ কাজের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
ক্রেডিট ফর স্মল স্কেল এগ্রিবিজনেজ এন্টারপ্রাইজ:					
০১) ক্রেডিট ফর স্মল স্কেল সাব-বরোয়ার	থোক	থোক	২৫৮৮৯.০৮	থোক (১০০%)	২৫৮৮৯.০৮ (১০০%)
০২) সাব-বরোয়ার কন্ট্রিবিউশেন	থোক	থোক	১১০০৩.৩৮	থোক (১০০%)	-
সাব-মোট=			**৩৬৮৯২.৪৬**		**২৫৮৮৯.০৮**
টেকনিক্যাল এন্ড মার্কেটিং সাপোর্ট ফর এগ্রিবিজনেজ এন্টারপ্রাইজ :					
০৩) সাব-সেক্টর স্ট্যাডি	সংখ্যা	০৪ টি	৮০.০০	০১ টি (২৫%)	১১.৯১ (১৫%)
০৪) কারিগরি সহায়তা	থোক	থোক	৪৫.৮৮	থোক (১০০%)	০.৩০ (০.৬৫%)
০৫) উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কোর্স	সংখ্যা	১০০ টি	১২০.০০	১০০ টি (১০০%)	৯০.৩৮ (৭৫%)
০৬) মহিলা উদ্যোক্তা কোর্স	সংখ্যা	৩০ টি	৪৭.৪৯	৩০ টি (১০০%)	২৭.৮০ (৫৯%)
০৭) ফিল্ড ট্রিপ	সংখ্যা	২০০০ জন	১২.৭৪	২০০০ জন (১০০%)	
০৮) ফরমেশন অব প্রোডাকচার এন্ড মার্কেটিং এসোসিয়েশন	সংখ্যা	১৮ টি	৫৭.৩৫	৮ টি (৪৪%)	-
০৮) ভ্যালু চেইন লিংকেজ প্রমোশন	সংখ্যা	১৮ টি	২২.৯৪	১৪ টি (৭৮%)	৯.৬৫ (৪২%)
০৯) এসোসিয়েশন শক্তিশালীকরণ	সংখ্যা	৪০ টি	১২৭.৪৪	১৪ টি (৩৫%)	২৯.১৯ (২১%)
১০) বাণিজ্য মেলা	সংখ্যা	০৮ টি	৭৬.৪৪	০৫ টি (৬২%)	১৩.৪৮ ((%)%)
১১) ওয়ার্কশপ এন্ড সেমিনারস্	সংখ্যা	৩০ টি	৫৮.২৩	২৮ ট (৯৩%)	২৮.০৩ (৪৮%)
১২) এগ্রিবিজনেজ কারিগরি সহায়তা চুক্তি	থোক	থোক	১২৭.৪৪	থোক (১০০%)	-
১৩) আন্তর্জাতিক পরামর্শক	জনমাস	১৭ জনমাস	১৭০.০০	৩ জনমাস (১৮%)	২৩.৭৩ (১৪%)
১৪) স্থানীয় পরামর্শক	জনমাস	৯৮ জনমাস	১৬৪.৩০	৭১ জনমাস (৭২%)	৭০.১০ (৪৩%)
১৫) সাপোর্ট সার্ভিস	থোক	থোক	৪০.০০	থোক (১০০%)	-

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম		একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১		২	৩	৪	৫	৬
১৬)	বিবিধ	থোক	থোক	২৯৩.৬২	থোক (১০০%)	-
	সাব-মোট=			**১৪৪৩.৮৯**		**৩০৪.৫৭**
১৭)	এনজিও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কোর্স	সংখ্যা	৩৫ জন	৪৯.৭৩	৩৫ জন (১০০%)	৩১.০৮ (৬২%)
১৮)	ব্যাংক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কোর্স	সংখ্যা	১৯ জন	২৪.২২	১৯ জন (১০০%)	৯.৯৯ (৪১%)
১৯)	এনজিও নিয়াসন ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	২০ জন	২৫.৪৯	১৪ জন (৭০%)	১৬.৬৭ (৬৫%)
২০)	স্থানীয় কনসালটেন্ট	জনমাস	৫১ জনমাস	১০২.০০	২০ জনমাস (৩৯%)	২৫.১৪ (২৫%)
২১)	সার্ভে	থোক	থোক	৪৭.৭৯	০৩ টি	১.৬৭ (৪%)
	সাব-মোট=			**২৪৯.২৩**		**৮৪.৫৫**
২২)	সরকারী দাপ্তরিক প্রশিক্ষণ কোর্স	সংখ্যা	১৬ জন	২৫.৪৯	-	১৩.৯৯ (৫৫%)
২৩)	ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স এবং পাবলিসিটি	সংখ্যা	১০ জন	৩৮.২৪	০২ জন (২০%)	২.২৩ (৬%)
২৪)	স্থানীয় কনসালটেন্ট	জনমাস	৩৪ জনমাস	৬৮.০০	১৫ জনমাস (৪৪%)	১৪.৬০ (২১%)
	সাব-মোট=			**১৩১.৭৩**		**৩০.৮২**
২৫)	বেতন-ভাতাদি	থোক	থোক	২৬৪.৬০	থোক	২১১.৮৮ (৮০%)
২৬)	দাপ্তরিক ব্যয়	থোক	থোক	৫৯৭.৭৭	থোক	২৫৬.০০ (৪৩%)
২৭)	সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৭০.০০	থোক	১৫.৪৭ (২২%)
২৮)	প্রকিউরমেন্ট ৪ডব্লিউডি জীপ	সংখ্যা	০৪ টি	৮২.৬২	০৪ টি (১০০%)	৮২.৬২ (১০০%)
২৯)	প্রকিউরমেন্ট অফিস ভ্যান	সংখ্যা	০১ টি	১৪.০০	০১ টি (১০০%)	১৪.০০ (১০০%)
৩০)	প্রকিউরেমন্টে অব ভিডিও মোবাইল ভ্যান	সংখ্যা	০১ টি	১৬.২৫	০১ টি (১০০%)	১৬.২৫ (১০০%)
৩১)	প্রকিউরমেন্ট অব মটরসাইকেল	সংখ্যা	০৮ টি	৬.৩৬	০৮ টি (১০০%)	৬.৩৬ (১০০%)
৩২)	আববাবপত্র, ফিক্সার এবং ইক্যুপমেন্টস্	থোক	থোক	২৩৯.৩০	থোক	১১৭.৪৪ (৪৯%)
৩৩)	ব্লক বরাদ্দ	থোক	থোক	৪৫.০০	থোক	১৩.৩৪ (৩০%)
৩৪)	ইমপোর্ট ডিউটি, ভ্যাট এবং কর	থোক	থোক	৫০.০০	থোক	৪৯.৯৮ (১০০%)
৩৫)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	থোক	১০৩.৮৮	থোক	-
৩৬)	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	থোক	থোক	১৬৭.৫৮	থোক	-
৩৭)	ঋণ বাবদ সুদ	থোক	থোক	৫৬৮.৯০	থোক	-
	সাব-মোট=			**২২২৬.২৬**		**৭৮৩.৩৪**
	সর্বমোট=			**৪০৯৪৩.৮০**		**২৭০৯২.৩৫ (৬৬%)**

৭.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ** প্রযোজ্য নয়।

৮.০ **পটভূমি ঃ**

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৬০ ভাগের বেশি কৃষি সেক্টরে নিয়োজিত তাছাড়া প্রতি বছর বাংলাদেশে ২ মিলিয়ন শ্রমশক্তি তৈরি হচ্ছে। এগ্রিবিজনেসের প্রসারের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান করা সম্ভব। কিন্তু এগ্রিবিজনেস প্রমোশন বিষয়ে কাজ করার জন্য কোনো সরকারি এজেন্সি বাংলাদেশে নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শুরু করার উদ্যোগ নেয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্বায়ন করা হয়েছে। ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা প্রদান করে কৃষি ব্যবসায় কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

এডিবি এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস ২০০৫ সালের ২৭ শে অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশ সরকারের অনুকুলে ঋণ অনুমোদন করে। অতপর: জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটির ২৬শে এপ্রিল ২০০৬ ইং তারিখের সভায় প্রকল্পটির ডিপিপি

অনুমোদিত হয়। এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২২ শে জুন ২০০৬ সালে এবং ঋণ চুক্তি কার্যকরী হয় ১৭ ই নভেম্বর ২০০৬ সালে।

৮.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** ঃ এগ্রিবিজনেস কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ সেমি-আরবান এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য । এছাড়াও প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক) কৃষি ব্যবসায় কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা ;

খ) গ্রামীণ এন্টারপ্রাইজগুলোর মধ্যে যারা বাণিজ্যিকভাবে কৃষি উৎপাদন, উপকরণ সরবরাহ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিবহনের সাথে জড়িত থেকে গ্রাম ও উপশহর এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে তাদের কার্যক্রমের পরিধি আরো বিস্তৃত করা ;

গ) গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য অপ্রচলিত কৃষিভিত্তিক পণ্যগুলোর মূল্য সংযোজন কার্যক্রম বৃদ্ধি করা ;

ঘ) কৃষি ব্যবসায় টেকসইভাবে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণদানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ;

ঙ) ব্যবসা সম্প্রসারণ অথবা নতুন ব্যবসা শুরুর জন্য ক্ষুদ্র কৃষি ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান ;

চ) গ্রামীণ এন্টারপ্রাইজগুলোর কৃষি ব্যবসায় কর্মকান্ড উন্নয়নের জন্য ঋণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে এনজিওর অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো ;

ছ) কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন ও বাজার ব্যবস্থাপনার অনুকূলে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে নীতিমালা প্রণয়ন ; এবং

জ) উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ পদ্ধতির উন্নতি সাধনে কার্যকর ফরোয়ার্ড লিংকেজ ও ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ সৃষ্টি।

৮.২ **প্রকল্পটির অনুমোদন**

প্রকল্পটি মোট ৩৮২৩২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-১২৭৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৬৯৫৭.৬০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প মেয়াদকালে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্থর হয়ে পড়ে। ফলে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগসমূহের ফলপ্রসু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি এবং ৪০৯৪৩.৮০ লক্ষ টাকা (জিওবি-১২৭৪.৪০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৯৬৬৯.৪০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৮.৩ **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) প্রকল্প ছক/সংশোধিত প্রকল্প পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC/DPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা;

৮.৪ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল		পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মন্তব্য
	হতে	পর্যন্ত		
০১) জনাব মো: আইনুল হক, প্রকল্প পরিচালক	০৫.০৬.২০০৬	০৮.১০.২০০৭	পূর্ণকালীন	-
০২) জনাব মো: মাহমুদ হোসেইন, প্রকল্প পরিচালক	০৯.১০.২০০৭	৩১.১২.২০১১	পূর্ণকালীন	-

৮.৫ **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৬-২০০৭	১০৩৭২.০০	১৭২.০০	১০২০০.০০	৯৬.০০	২৫৫০.৭০	২৪.০৯	২৫২৬.৬১
২০০৭-২০০৮	৫৯৬১.০০	২২৫.০০	৫৭৩৬.০০	১৬২.৯৯	৫৩৯৬.৯৩	১২৫.৮১	৫২৭১.১২
২০০৮-২০০৯	৭৪৭১.০০	১৫০.০০	৭৩২১.০০	১৫০.০০	৭২০৯.৪৬	৮৭.০১	৭১২২.৪৫
২০০৯-২০১০	৮৭৯৫.০০	১৪৫.০০	৮৬৫০.০০	১৪৫.০০	৮৫০০.০০	৯৭.৪১	৮৪০৩.৪৭
২০১০-২০১১	১৬৯৫.০০	১২৫.০০	১৫২২.০০	১২৫.০০	১৬০২.৬৭	১২১.৬৫	১৪৮১.০২
২০১১-২০১২	১৯০২.০০	১৩০.০০	১৭৭২.০০	৯৭.৫০	১৮২৭.১৫	৮৮.২০	১৭৩৮.৯৫
মোট =	**৩৬১৯৬.০০**	**৯৪৭.০০**	**৩৫২০১.০০**	**৭৭৬.৪৯**	**২৭০৮৬.৯১**	**৫৪৪.১৭**	**২৬৫৪৩.৬২**

৯.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শন</u> ঃ

গত ০৫.০৭.২০১৩ হতে ০৭.০৭.২০১৩ ইঙ তারিখে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প এলাকা রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর অংশে বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং ০৫.০৯.২০১৩ তারিখে কৃষি বিপনন অধিদপ্তর পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শনকাজে সহায়তা করেন। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত প্রদত্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা ও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ নিম্নে পর্যায়ক্রমে দেয়া হল:

৯.১ <u>বগুড়া অংশ</u> :

৯.১.১ <u>লাহিড়ীপাড়া, ভবানীগঞ্জ</u> :

মোস্তফা নূরে আলম নামক জনৈক চাষী প্রকল্পের আওতায় এনজিও ব্রাক এর কাছ থেকে তিন দফা ঋণ নেন। ঋণের অর্থ তিনি সব্জি চাষে বিনিয়োগ করেন। ঋণের অর্থ চাষাবাদে বিনিয়োগের ফলে large scale এ উৎপাদন করতে পারছেন বলে ধারনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাবার পূর্বে তার বাৎসরিক আয় হত এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা। বর্তমানে আয় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

৯.১.২ <u>ধাওয়াকোলা, গোকুল</u> :

প্রিন্স নার্সারী এন্ড হর্টিকালচার এর পক্ষে ফেরদৌস আলম পিলু নামক একজন নার্সারী উদ্যোক্তা প্রকল্পের আওতায় টিএমএসএস এর কাছ থেকে ২০০৮ সালে এক লক্ষ, ২০০৯ সালে দুই লক্ষ,২০১১সালে দেড় লক্ষ,২০১২ সালে দেড় লক্ষ টাকা ঋণ নেন। অন্য যে কোন সময়ে চেয়ে বর্তমানে (প্রকল্পের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির পর) তার লিচু, আম, পেয়ারা গাছের চারার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত তিনি ঋণের ১৮ টি কিস্তির মধ্যে ১৫ টি পরিশোধ করেছেন। ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির পূর্বে তার চাষাবাদ ১৭ শতাংশ জমির উপর ছিল যা এখন বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ বিঘা জমির উপর করা হচ্ছে। জনাব পিলুর বাৎসরিক আয় বর্তমানে ১২ লক্ষ টাকা। উল্লেখ করা যায় যে, তার অধীনে ১৫ জন স্থায়ী শ্রমিক কাজ করেন।

৯.১.৩ <u>কুড়শাপাড়া, জোড়গাছহাট, বগুড়া</u> :

জনৈক সুলতান আহমেদ হাবীব পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারীর উদ্যোক্তা। তিনি চার দফায় মোট ৭ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। এ ঋণ সুবিধা কাজে লাগানোর পূর্বে তার পোল্ট্রিতে ০১ টি শেড ছিল। বর্তমানে আরো ০২ টি শেড যোগ হয়ে সংখ্যা দাড়িয়েছে ০৩ টি। একই সাথে তার হ্যাচারীর চেম্বারের সংখ্যা ০১ টি থেকে ০৪ টি উন্নীত হয়েছে। সুলতান পোল্ট্রি থেকে মাসে ৬০০০ বাচ্চা উৎপাদন করতে পারেন। সুলতানের পোল্ট্রি ও হ্যাচারীর কাজে সার্বক্ষণিক সহায়তার জন্য ০৫ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছেন। প্রকল্পের সুবিধা প্রাপ্তির পূর্বে তার ব্যবসার পূজি ছিল চার লক্ষ টাকা এবং বর্তমানে ২৫ লক্ষ টাকা।

৯.১.৪ <u>গ্রাম-কৈপাড়া, উপজেলা-বগুড়া সদর</u> :

ডেইরী উদ্যোক্তা স্বরস্বতী রায় এনজিও প্রতিষ্ঠান আশা (নারুলী ব্রাঞ্চ) থেকে প্রকল্পের আওতায় ঋণ নেন। সর্বশেষ তথা ৩য় দফা ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ টাকা। তার ঋণ ১২ টি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য যার মধ্যে পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত ০৬ টি কিস্তি পরিশোধ করেছেন। ঋণের অর্থ দিয়ে তিনি তিন বছরের ০৩ টি গাভী ক্রয় করেছেন। প্রতিদিন ৩৫ লিটার দুধ সংগ্রহ করেন। তিনি সংগৃহীত দুধের ৫০% বিভিন্ন স্টল ও রেষ্টুরেন্টে সরবরাহ করেন। বাকী দুধ বিভিন্ন বাসাবাড়িতে সরবরাহ করেন। প্রতিলিটার দুধ ৪০ টাকা দরে মোট প্রতিদিন ১৪০০ টাকা আয় করেন। তার কাজে সাহায্য করার জন্য

একজন স্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। সকল ব্যয় ও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে তার মাসিক নীট লাভ দশ থেকে বারো হাজার টাকা।

৯.২ সিরাজগঞ্জ :

৯.২.১ লাহিরী, মোহনপুর, উল্লাপাড়া :

সোমা ফুড প্রডাক্টস নামক একটি ঘি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির মালিক হলেন গোপাল চন্দ্র ঘোষ। তিনি এনজিও প্রতিষ্ঠান আশা'র লাহিড়ী মোহনপুর ব্রাঞ্চ হতে ঋণ গ্রহণ করেন। গোপাল চন্দ্র ঘোষ প্রকল্পের আওতায় চার দফা ঋণ নেন। ২০০৯ সালে এক লক্ষ, ২০১০ সালে এক লক্ষ, ২০১১ সালে দুই লক্ষ এবং ২০১২ সালে এক লক্ষ টাকা ঋণ নেন। তিনি মূলত গোয়ালার কাছ থেকে ক্রীম সংগ্রহ করে ঘি উৎপাদন করেন। উৎপাদিত ঘি প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করেন। প্রকল্পের আওতায় তিনি পণ্যের বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদন পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা পান।তিনি উৎপাদিত ঘি স্থানীয়ভাবে বগুড়া, সিরাজগঞ্জ সরবরাহ করেন। প্রকল্পের আওতায় ব্যবসা সম্প্রসারণের পূর্বে প্রতিমাসে উৎপাদন ১০ মণ ছিল। বর্তমানে উৎপাদন প্রতিমাসে ৫০/৬০ মণ। কাজে সহায়তা করার জন্য তার অধীন সাতজন স্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত আছে। যেখানে পূর্বে কাজ করত ০৩ জন। প্রতিমাসে সকল ব্যয় মিটিয়ে তার নীট আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা, যা অতীতে ছিল পনের/বিশ হাজার টাকা।

৯.২.২ চরাচিথুনিয়া, শাহজাদপুর :

শাহজাদপুরে একটি চিলিং সেন্টার পরিদর্শন করা হয়। এই চিলিং সেন্টারটির মালিক মো: রেজাউল করিম সিদ্দিক। প্রকল্পের আওতায় এনজিও প্রতিষ্ঠান ব্রাক এর বাঘাবাড়ী শাখা হতে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন (২০১০ সালে ২ লক্ষ, ২০১১ সালে ৩ লক্ষ টাকা, ২০১২ সালে ৫ লক্ষ টাকা)। পূর্বে তা চিলিং মেশিনের সংখ্যা ছিল ০১ টি কিন্তু প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা দ্বারা তিনি পরবর্তীতে তিনটি চিলিং মেশিন ক্রয় করেন। প্রতিদিন তিন হাজার লিটার দুধ চিল করা হয়। মো: রেজাউল করিম সিদ্দীকীর প্রতিদিন আয় দেড় লক্ষ টাকার অধিক এবং তার নীট লাভ প্রায় এক লক্ষ টাকা। তিনি আরডিএ হতে গবাদী পশুর বিভিন্ন রোগ নিরাময় বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেন।

৯.৩ নাটোর :

৯.৩.১ হযরতনগর, লক্ষ্মীপুর, নাটোর :

জনৈক মৎস্যচাষী মো: মুখতার হোসেন মূলত মৎস্য চাষের জন্য এনজিও প্রতিষ্ঠান টিএমএসএস এর নাটোর বিএডিপি ব্রাঞ্চ থেকে তিন দফা ঋণ নেন। তিনি এ প্রকল্পের আওতায় সর্বপ্রথম ঋণ নেন ২০১০ সালে ১ লক্ষ, ২০১১ সালে ৩ লক্ষ এবং ২০১২ সালে ১.৫০ লক্ষ টাকা। তার মোট পুকুরের সংখ্যা ০৫ টি। তন্মধ্যে একটি পুকুর পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত পুকুরটি ঋণের অর্থে পরিচালনা করছেন। ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির পূর্বে তিনি দুটি পুকুরে মৎস্য চাষ করতেন। ঋণ সুবিধা দ্বারা তার মৎস্য চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে তথা পুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ০৫ টি হয়েছে। বর্তমানে তার কাজে ০২ জন স্থায়ী কর্মচারী কাজ করে। পূর্বে তার বাৎসরিক আয় ছিল ৭/৮ লক্ষ টাকা কিন্তু মৎসা চাষ সম্প্রসারিত হবার পর বাৎসরিক আয় ২০ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। সকল ব্যয় মিটিয়ে তার মুনাফা থাকে চার লক্ষ টাকা।

৯.৩.২ লক্ষ্মীপুর বাজার, নাটোর :

ভান্ডারী দাওয়াখানা নামক একটি দোকান পরিদর্শন করা হয়। দোকানটির স্বত্বাধীকারী জনাব আশরাফ আলী ভান্ডারী। তিনি মূলত ভেষজ উদ্ভিদের চাষাবাদ এবং প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করেন। তিনি এনজিও প্রতিষ্ঠান আশা থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। ১ম দফায় ২০১১ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ২য় দফায় ২০১২ সালে এক লক্ষ টাকা ঋণ নেন। জনাব ভান্ডারী ২ বিঘা জমির উপর ভেষজ উদ্ভিদের চাষাবাদ করেন। তিনি বলেন প্রকল্পের এই সুবিধা প্রাপ্তির পর তিনি চাষাবাদ সম্প্রসারণ করেন। পূর্বে তার বাৎসরিক আয় হতো এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা। বর্তমানে তার বাৎসরিক আয় দুই লক্ষ টাকা হতে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা। তার অধীনে বর্তমানে ৫ জন কর্মচারী কাজ করেন। পূর্বে ০২ জন ছিলেন। প্রতিমাসে সকল ব্যয় মিটিয়ে তার মুনাফা হয় ত্রিশ হাজার টাকা।

৯.৩.৩ কাঠালবাড়িয়া, নতুনবাজার, লক্ষীপুর, নাটোর সদর :

এখানে মো: মোসলেম উদ্দীন নামে জনৈক ঔষধী চাষীর সাথে কথা হয়। তিনি এনজিও আশা থেকে তিন দফা (২০১০ সালে ১.০০ লক্ষ টাকা, ২০১১ সালে ১.৫০ লক্ষ টাকা এবং ২০১২ সালে ১.৫০ লক্ষ টাকা) ঋণ নেন। তিনি ১০ বিঘা জমির উপর ঔষধী চাষ করেন। প্রকল্পের সুবিধা প্রাপ্তির পর তিনি চাষাবাদ সম্প্রসারণ করেছেন। পূর্বে ৬ বিঘা জমির উপর চাষাবাদ করতেন। রাজশাহী জেলার এসবি ল্যাবরেটরী, একমি কো:লি: এ তিনি বিভিন্ন ঔষধী দ্রব্য সরবরাহ করেন। তার

বাৎসরিক আয় ৪/৫ লক্ষ টাকা যা পূর্বে ছিল ২ লক্ষ টাকা। বর্তমানে তার বাৎসরিক মুনাফার পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ টাকা। তার কাজে সাহায্য করার জন্য ৫ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে। ঋণের অর্থে ব্যবসা সম্প্রসারণের ফলে কিছু বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটেছে।

৯.৪ **রাজশাহী :**

৯.৪.১ **বড় বনগ্রাম রায়পাড়া, পবা উপজেলা :**

"মায়ের দোয়া নার্সারী" নামক একটি নার্সারী পরিদর্শন করা হয়। নার্সারীর মালিক মো: বায়েজিদ প্রকল্পের আওতায় তিন দফায় মোট ৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন (১ম বার ১ লক্ষ, ২য় বার ২ লক্ষ এবং ৩য় বার ২ লক্ষ টাকা)। তিনি এনজিও আশা, রাজশাহী সদর-০১ শাখা হতে ঋণ নেন। ঋণ গ্রহণের পূর্বে তিনি ১৬ কাঠা জায়গা নিয়ে নার্সারী শুরু করেন। কিন্তু ঋণের অর্থ কাজে লাগিয়ে তিনি এখন ৬ বিঘা জমির উপর নার্সারী করছেন। প্রতি বছর তার আয় চল্লিশ লক্ষ টাকার মধ্যে নীট মুনাফা থাকে ৮ লক্ষ টাকা। তার সম্প্রসারিত ব্যবসায় তার অধীনে ০৭ জন স্থায়ী কর্মচারী আছে। পূর্বে তার অধীনে ২ জন কর্মচারী কাজ করত ।

৯.৪.২ **নওহাটা কলেজ মোড়, পবা উপজেলা :**

একটি ধান চাতাল পরিদর্শন করা হয়। এটির মালিক জনাব আব্দুস সালামের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, তিনি তিন দফা ঋণ গ্রহণ করেছেন। তিনি ২০১০ সালে ২.৫০ লক্ষ টাকা, ২০১১ সালে ৩.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বশেষ ২০১২ সালে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। ঋণের অর্থ তিনি চাতালের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমানে তার চাতালের ধারণ ক্ষমতা ৭০ মণ। পূর্বে তিনি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করতেন কিন্তু বর্তমানে একাই ব্যবসা করছেন। তার অধীনে ৩ জন শ্রমিকও কাজ করছেন। তার বর্তমান বাৎসরিক আয় ৪.০০ লক্ষ টাকা।

৯.৫ **নওগাঁ :**

৯.৫.১ **গাড়ীক্ষেত্র, মান্দা, নওগাঁ জেলা :**

এই এলাকার একটি পুকুর পরিদর্শন করা হয়। পুকুরটির মালিকের নাম আব্দুস সাত্তার। তার পুকুরের আয়তন ০১ একরের বেশী। এরূপ তার আরো ০৩ টি পুকুর রয়েছে। ঋণের অর্থে তিনি পুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তিনি পুকুরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩ দফা ঋণ নেন। ২০১০ সালে ১.০০ লক্ষ টাকা, ২০১১ সালে ১.২০ লক্ষ টাকা এবং সর্বশেষ ২০১২ সালে ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। ঋণের টাকায় তিনি মাছের খাদ্য, পোনা ইত্যাদি কিনেছেন। বছরে তিনি ১২.০০ লক্ষ টাকার মাছ বিক্রি করেন এবং তার লাভ থাকে ৩.০০ লক্ষ টাকা।

১০.০ **প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগের বিবরণ :**

ঋণ ও অগ্রিম ঃ

প্রকল্পের আওতায় কৃষি ব্যবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রায় ২৫৮.৮৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের সংস্থান ছিল। এ প্রকল্প থেকে ক্ষুদ্র অকারের কৃষি ব্যবসায় জড়িত উদ্যোক্তাদের ব্যবসার ধরণ অনুযায়ী প্রায় ৩৫,০০০ টাকা থেকে ৩,৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। বিনিয়োগের ধরণ অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ হবে ৬ মাস থেকে ৩ বছর এবং সুদের হার ২৭%। তিনটি এনজিওর মাধ্যমে ঋণ দেয়া হয়। এনজিও ৩টি হলো ব্র্যাক, আশা ও টিএমএসএস। যেসব- ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ঋণ দেয়া হবে সেগুলো হলো- ক) কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও মেরামত, খ) কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়, গ) কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং পরিবহন, ঘ) উচ্চমূল্য বিশেষত অপ্রচলিত কৃষিপণ্যেও বাণিজ্যিক উৎপাদন। এযাবৎ পর্যন্ত ৩৩৪৩২ জন ক্ষুদ্র কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের মাঝে ২৫৮.৮৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রডিউসার এবং মার্কেটিং এ্যাসোশিয়েশন গঠন ঃ

ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং ডিভিশন এর মাধ্যমে। দু'টি ব্যাংক (ইষ্টার্ন ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংক) এবং তিনটি এনজিও (ব্র্যাক, আশা ও টিএমএসএস) এর মাধ্যমে ঋণের টাকা উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার ADB থেকে ৩২ বছর মেয়াদে প্রকল্পের জন্য ঋণ গ্রহণ করে (US$ 60 million)। গ্রেস পিরিয়ড ০৮ বৎসর। গ্রেস পিরিয়ডে সূদের হার ধরা হয় ১% এবং গ্রেস পিরিয়ডের পর ১.৫%।

সরকার দু'টি ব্যাংককে সমানুপাতিক হারে ৩.৫% সূদে ঋণ প্রদান করে ১৫ বছর মেয়াদের জন্য যেখানে গ্রেস পিরিয়ড রাখা হয়েছে ০৫ বৎসর। ব্যাংকগুলো তিনটি এনজিওকে ৭.৫% হারে ৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৫ বছরের জন্য ঋণ

প্রদান করে। এনজিও গুলো উদ্যোক্তাদের মধ্যে চলমান বাজার দরে ১ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৬ মাস থেকে তিন বছর মেয়াদে উল্লিখিত হারে ঋণ দান করে।

চুক্তি অনুযায়ী ঋণের উত্তোলন শেষ হয় ৩০ জুন ২০১১ সনে। এর পরে পুনঃঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Revolving Fund সৃষ্টি করা হয়। এর কার্যক্রম ১০ বছর মেয়াদে চলবে। অর্থাৎ ফান্ড শূন্য না হওয়া পর্যন্ত পুনঃঋণের সুবিধা বিদ্যমান থাকবে।

ভ্যালু চেইন লিংকেজ ডেভেলপমেন্ট ঃ

কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের সংগঠিত করতে ০৮ টি নুতন সমিতি গঠনে, নেতৃত্ব উন্নয়নে এবং সমিতির অভ্যন্তরীণ সুশাসন শক্তিশালীকরণে সহায়তা করা হয়েছিল। সমিতিসমূহের নির্বাচিত সদস্যগণকে পণ্যমাফিক মূল্যসংযোজনে কারিগরী প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং কৃষি ব্যবসায় মেলার মাধ্যমে পণ্য প্রসার সেবা প্রদান করা হয়েছিল। সমিতিসমূহ গঠনের ০১ বছরের মধ্যে প্রকল্প সহায়তা শেষ হওয়া সতেও ০৮ টি সমিতিই তাঁদের কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে।

মূল্য সংযোজন ধারা কোন নির্দিষ্ট পণ্যের বা সেবার উৎপাদক থেকে শুরু করে ভোক্ত পর্যন্ত বহমান। এর মধ্যে বিদ্যমান সকল স্টেকহোল্ডারদের বিবেচনায় নিয়ে মূল্য সংযোজন ধারার উন্নয়নে প্রয়াসী হতে হয়। সেজন্য বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর অধীনে ১১ টি জেলায় মোট ১৪ টি ক্লাস্টারে মূল্য সংযোজন ধারার উন্নয়নে উপকরণ বিক্রেতা হতে আরম্ভ করে উৎপাদনকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনজিও এবং ব্যাংক), রিটেইল শপ, কৃষি ব্যবসায় সমিতি সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্দিষ্ট পণ্যের প্রসারে কাজ করা হয়েছিল। ক্লাস্টার কেন্দ্রিক নির্দিষ্ট পণ্যের (সব্জী, ফল, ফুল, দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী, শুটকী, বেত ইত্যাদি) ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড এর উদ্যোক্তাগণ বাজার উন্নয়নে এ ধরনের কনসেপ্ট তাঁদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে একটা win-win পরিবেশ হিসেবে গ্রহন করেছিল। প্রকল্পকালীন সময়ে এ সকল মূল্য সংযোজন ধারাকে সচল রাখতে উদ্যোক্তাদের চাহিদা ভিত্তিক প্রস্তাবনার ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, কৃষি ব্যবসা মেলা এবং সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী খাতের খ্যাতনামা কুশীলব যেমনঃ মীনাবাজার, আগোরা, বিডি ফুডস, মিল্ক ভিটা, প্রাণ, আফতাব, আড়ং, অটবি(বেতের জন্য) এবং ব্যাংক এবং এনজিও-দের সাথে দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনেকক্ষেত্রে পারস্পরিক চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছিল। যার ফলে এই ১৪ টি ক্লাস্টারে উদ্যোক্তারা প্রকল্পকালীন সময়ে সৃষ্ট value chain linkage এর ধারা অব্যাহত রেখেছেন এবং বর্তমানেও তা সক্রিয় আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ এর ঘি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এবং শাহজাদপুরের মিনি চিলিং সেন্টারের সাথে জড়িত স্টেক হল্ডারদের মধ্যে এরূপ লিঙ্কেজ বজায় রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়।

এগ্রিবিজনেস বানিজ্য মেলা ঃ

এগ্রিবিজনেস উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট ষ্টেক হোল্ডার গণের মধ্যে তথ্য আদান পদান ও প্রযুক্তি প্রচারের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ০৮টি বাণিজ্য মেলা আয়োজনের সংস্থান ছিল। তথ্য প্রদান এবং ব্যবসায়িক সংযোগ সৃষ্টিতে মেলা সর্বোচ্চ গুরুত্ব বহন করে। কৃষি ব্যবসা মেলা নূতন একটি ধারণা। প্রকল্প মেয়াদে মেলাগুলো ময়মনসিংহ, রাজশাহী, যশোর, রংপুর, চট্টগ্রামে ০৫ টি মেলা আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

ক. ঋণ গ্রহীতা প্রশিক্ষণ ঃ

প্রকল্পের আওতাধীন ঋণ গ্রহিতা উদ্যোক্তাগণের এন্টারপ্রাইজ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ১০০ টি ব্যাচে প্রায় ১৯৩৬ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ. মহিলা উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ঃ

প্রকল্পের আওতাভুক্ত মহিলা উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় পরিকল্পনা এন্টারপ্রাইজ ম্যানেজমেন্ট সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ৩০ টি ব্যাচে প্রায় ৬০০জন মহিলা উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গ. এনজিও কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ঃ

প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সহযোগি এনজিও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ৩৫ টি ব্যাচে প্রায় ৭০০জন এনজিও কর্মকর্তাকে ঋণ ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ. ব্যাংক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ঃ

প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সহযোগি ব্যাংক কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ১৯টি ব্যাচে প্রায় ৩৮০ জন ব্যাংক কর্মকর্তাকে ঋণ ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঙ. **সরকারী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ঃ**

প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সহযোগি সরকারী কর্মকর্তাদের পরিচিতির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ১৬ টি ব্যাচে প্রায় ৩২০ জন সরকারী কর্মকর্তাকে এগ্রিবিজনেস ওরিয়েন্টেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

	উদ্দেশ্য		অর্জন
ক)	পল্লী এলাকায় কৃষি কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ;	**ক)**	প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৩৪৩২ টি এগ্রিবিজনেস এন্টারপ্রাইজ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে দারিদ্র হ্রাস হয়েছে ;
খ)	উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা বাণিজ্যিকভাবে কৃষি উৎপাদন, ইনপুট সাপ্লাই, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিবহনের সাথে জড়িত তাদের কার্যক্রমের পরিধি আরো বিস্তৃত করা ;	**খ)**	৩৩৪৩২ জন কৃষি উদ্দ্যোক্তা কৃষি উৎপাদন, ইনপুট সাপ্লাই, বিপনণ, প্রক্রিয়াকরণ পরিবহন, ৯০৫২৪ (দেশব্যাপী) কর্মংস্থান সৃষ্টিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকার উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করেছে ;
গ)	গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য অপ্রধান কৃষি পণ্য সমূহের মূল্য সংযোজন কার্যক্রম বৃদ্ধি করা ;	**গ)**	প্রকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রকল্পটি অপ্রধান কৃষি পণ্য যেমন-আয়ুর্বেদিক পণ্য চাষাবাদে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে ;
ঘ)	দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি বিনিয়োগ টেকসই করার জন্য ক্রেডিট সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা ;	**ঘ)**	আর্থিক প্রতিষ্ঠনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প হতে ৭০০ এনজিও কর্মকর্তা ও ৩৮০ জন ব্যাংক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ,ফলে তাদের পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
ঙ)	ক্ষুদ্র আকারে এগ্রিবিজনেস এন্টারপ্রাইজসমূহের সম্প্রসারণ করার জন্য ঋণ (ক্রেডিট) সুবিধা সরবরাহ করা ;	**ঙ)**	৩৩৪৩২ জন এগ্রিবিজনেস উদ্যোক্তাদের নতুন নতুন কৃষি ব্যবসা চালু করা ও সম্প্রসারণের জন্য তাদের মধ্যে ২৫৮.৮৯০৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে ;
চ)	গ্রামীণ এন্টারপ্রাইজসমূহের এগ্রিবিজনেজ কর্মকান্ডের উন্নয়নের জন্য ক্রেডিট ও আনুষংগিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত এনজিওর অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা ; এবং	**চ)**	মাঠ পর্যায়ে ক্রেডিট (ঋণ) সেবা ছড়িয়ে দিতে গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকায় তিনটি এনজিও (আশা, ব্রাক, টিএমএসএস)নিয়োজিত ছিল। মাঠ পর্যায়ে এই এনজিওগুলোর বিভিন্ন শাখা হতে চাষীদের ঋণ প্রদান করা হত ; এবং
ছ)	কার্যকর Forward linkage, Backward linkage প্রতিষ্ঠা করা ;	**ছ)**	প্রকল্পটি থেকে বেসরকারী খাতের কার্যকরী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ১৪ টি ভ্যালু চেইন লিংকেজ (যেমন-ফরোয়ার্ড লিংকেজ, ব্যাকোয়ার্ড লিংকেজ) স্থাপন করা হয়েছে।

১২.০ সমস্যাঃ

- যে মাসে ঋণ দেয়া হত তার পরের মাস থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হতো। ফলে তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরী হতো ; এবং
- সুদের হার ছিল ২৭% যা কৃষক/চাষীদের জন্য পরিশোধ করা কষ্টকর।

১৩.০ সুপারিশ/মন্তব্য :

- ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তির পরিবর্তে কোয়ার্টারলি ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রাখা সমীচীন ছিল ;
- সুদের হার (২৭ শতাংশ) অত্যধিক বেশি এবং ঋণ পরিশোধের গ্রেস পিরিয়ড মাত্র এক মাস ছিল। যে মাসে ঋণ নেয়া হতো তার পরের মাস থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হতো ফলে গৃহীত ঋণের যথাযথ বিনিয়োগ করা কষ্টকর ছিল বিধায় তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হতো। সুদের হার হ্রাস এবং গ্রেস পিরিয়ড বর্ধিত করা গেলে কৃষকেরা উপকৃত হতেন।

‘‘চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (১ম সংশোধিত)’’

(সমাপ্ত: জুন,২০১২)

১.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়
২.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
৩.০	প্রকল্পের অবস্থান	:	সমগ্র বাংলাদেশ
৪.০	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃসাঃ)	সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সংশোধিত			
৮৪৯৭.৪১ (-)	৯১৩০.৫১ (-)	৯০৫৩.৮৩ (-)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	৫৫৬.৪২ (৬.৫৫%)	-

৫.০ প্রকল্পের অর্থায়নঃ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬.০ কাজের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন (প্রদত্ত পিসিআর অনুযায়ী) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪		৬	৭
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৩	৪১.৩৪	৩ (১০০%)	৩৫.১০ (৮৫%)
২.	কর্মচারীদের বেতন	জন	৬	৪.০০	০	০
৩.	ভাতাদি (টিএ/ডিএসহ)	জন	৯	৩৮.৩৬	৩ (৩৩%)	৩৩.৫৫ (৮৭%)
	সাব-মোট=	**-**	**-**	**৮৩.৭৫**	**-**	**৬৮.৬৫**
৪.	কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	২৭০৫৭০	৭২৪.৯৬	২৬৮০৫০ (৯৯%)	৭১০.৯৯ (৯৮%)
৫.	এসএএও/কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	জন	২০১৬০	৬৫.৬০	২০১৬০ (১০০%)	৬২.৬৪ (৯৫%)
৬.	ওয়ার্কশপ	জন	৮৪	৫৬.২৪	৮৪ (১০০%)	৫৩.৪১ (৯৫%)
	সাব-মোট=	**-**	**-**	**৮৪৬.৮০**	**-**	**৮২৭.০৪**
	ডেমন্সট্রেশন :					
৭.	আউশ	সংখ্যা	১২০৩০	৩৩৪.৩৪	১২৯৩০ (১০৭%)	৩৭২.৯৪ (১১২%)
৮.	রোপা আমন	সংখ্যা	৮৭০৯০	২৫৫৯.৮৯	৮৪৪৭০ (৯৭%)	২৫৬৯.৭৪ (১০০%)
৯.	বোরো	সংখ্যা	৯৫৪০০	২৬০৯.১৯	৯৫৪০০ (১০০%)	২৫৪৮.৮৫ (৯৮%)
১০.	গম	সংখ্যা	৪৮০০০	১৮৫২.৯৭	৪৮০০০ (১০০%)	১৮২৩.২৮ (৯৮%)
১১.	পাট	সংখ্যা	২৮০৫০	৩২৭.০৩	২৮০৫০ (১০০%)	৩২৬.৯৭ (৯৯%)
	সাব-মোট=	**-**		**৭৬৮৩.৪২**		**৭৬৪১.৭৮**
১২.	মাঠ দিবস	সংখ্যা	৮০০০	২৪০.০০	৮০০০ (১০০%)	২৪০.০০ (১০০%)
১৩.	বিবিধ	-	থোক	২৬৬.৩২	থোক	২৬৬.১৬ (১০০%)
১৪.	মুলধন	-	থোক	১০.২৬	থোক	১০.২১ (১০০%)
	সর্বমোট=	**-**	**-**	**৯১৩০.৫১**	**-**	**৯০৫৩.৮৪ (৯৯%)**

৭.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ পটভুমি :

৮.১ ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণাদির মধ্যে বীজ অন্যতম। কেবলমাত্র উন্নত বীজ ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন শতকরা ১৫-২৫ ভাগ বাড়ানো সম্ভব। সরকারীভাবে কৃষকদের নিকট যে পরিমাণ উন্নতমানের বীজ বিতরণের ব্যবস্থা আছে তার মাত্র ধান-৫%, পাট-১৩% ও গম ১৫% বীজের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। অবশিষ্ট বীজের চাহিদা কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত ফসলের একাংশ থেকে মিটিয়ে থাকে। এতে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যায় না। তাই শষ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষী পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, ও সরবরাহের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বশেষ ছাড়কৃত জাতসমূহ দেশের ৬৪টি জেলায় সময়মত প্রেরণ করে দানাদার ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জুলাই, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০৬ মেয়াদে ''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ'' শীর্ষক ১ম ও ২য় পর্যায়ের দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ১ম ও ২য় পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষক পর্যায়ে ১৮৩৩৭০ মে.টন ধান বীজ এবং ৩৬৫০৮ মে.টন গম বীজ উৎপাদিত হয় যা দেশের ৭ বছরের মোট ধান বীজের চাহিদার ১৪.৫৩% এবং গম বীজের ৬% পুরণ করা সক্ষম হয়। ১ম ও ২য় পর্যায়ের ন্যায় বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহের ধারা অব্যাহত রাখতে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৯১৩০.৫১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে ''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ'' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

(১) উচ্চফলনশীল ধান, গম ও পাট বীজের ঘাটতিপূরণ ও এর দ্রুত প্রসার ঘটানো;
(২) মাঠ পর্যায়ে সময়মত বীজ প্রাপ্তি, বপন/রোপণ নিশ্চিত করা;
(৩) অধিক হারে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনকারী কৃষক সৃষ্টি করা অর্থাৎ কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
(৪) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা;
(৫) পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণের জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ব্যাপক সম্প্রসারণ ও বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ।

৮.৩ প্রকল্পটির অনুমোদন ও বাস্তবায়নঃ

প্রকল্পটি ৮৪৯৭.৪১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৯.১১.২০০৭ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। তবে,প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে। পরবর্তীতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতার অপর্যাপ্ততা, ময়েশ্চার মিটারের মূল্য বৃদ্ধি, উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ, ব্লক প্রদর্শনী খাতে বীজ ও সারের মূল্য বৃদ্ধি, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ১০.০১.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্প মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি করে মোট ৯১৩০.৫১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৮.৪ প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ
(ক) প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) ECNEC/PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা;

৮.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পুর্ণকালীন	খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। জনাব আব্দুল মতিন	√	-	০৩.০৭.২০০৮ থেকে ০৩.১০.২০০৯
২। জনাব মো: রেজওয়ানুল ইসলাম	√	-	০৪.১০.২০০৯ থেকে ৩০.০৬.২০১২

৮.৬ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৭-২০০৮	-	-	-	-	-	-	-
২০০৮-২০০৯	২০৮৩.০০	২০৮৩.০০	-	২০৭০.২৫	২০৬৫.৫১	২০৬৫.৫১	-
২০০৯-২০১০	১৭৫৫.০০	১৭৫৫.০০	-	১৭৫৫.০০	১৭৫৩.২০	১৭৫৩.২০	-
২০১০-২০১১	২৬৯৯.০০	২৬৯৯.০০	-	২৬৯৯.০০	২৬৩৩.১৫	২৬৩৩.১৫	-
২০১১-২০১২	২৬১১.০০	২৬১১.০০	-	২৬১১.০০	২৬০১.৯৮	২৬০১.৯৮	-
মোট =	**৯১৪৮.০০**	**৯১৪৮.০০**	**-**	**৯১৩৫.২৫**	**৯০৫৩.৮৪**	**৯০৫৩.৮৪**	**-**

৯.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ০৩.১০.২০১২ তারিখে কুষ্টিয়া অংশ, ০৪.১০.২০১২ তারিখে মেহেরপুর অংশ, ০৫.১০.২০১২ তারিখে চুয়াডাংগা অংশ, ১২.০১.২০১৩ তারিখে কক্সবাজার অংশ, ১৪.০১.২০১৩ তারিখে বান্দরবান এবং ২৫.০১.২০১৩ তারিখে বগুড়া অংশের বাস্তবায়িত কার্যক্রম আইএমইডি হতে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ ডিএই'র সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন।

পরিদর্শনের প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণ নিচে দেওয়া হলঃ

৯.১ প্রকল্পের বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী কার্যক্রমে কৃষক পর্যায়ে ভিত্তি বীজ ব্যবহার করে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সংরক্ষিত বীজ সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকগণের মাঝে বীজ বিনিময় অথবা বিক্রির মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে কৃষকগণের মাঝে পরবর্তী মৌসুমে সময়মত মানসম্মত বীজ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

৯.২ চাষীদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে আধুনিক জাত ও উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকগণের আগ্রহ বেড়েছে এবং উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯.৩ মাঠ দিবস কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকগণ উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর ফলাফল দেখে উন্নতমানের বীজ ব্যবহারে সচেতন ও আগ্রহী হচ্ছে বলে কৃষকগণ জানান। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে বর্তমানে একজন কৃষককে দৈনিক ২০০/- টাকা মাত্র প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়, যা একজন কৃষকের দৈনিক মজুরীর তুলনায় অনেক কম। এ ছাড়া মাঠদিবসে ১০০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য মোট বরাদ্দ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা, যা অপ্রতুল। ফলে প্রশিক্ষণ ও মাঠদিবস কর্মকান্ডে কৃষকগণ আগ্রহ কম দেখান মর্মে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনকালে জানান।

৯.৫ পরিদর্শনকালে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তা এবং কৃষকগণ এ মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, বীজ উৎপাদনে অনেক কৃষকের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে ভূমির বিভক্তিকরণের ফলে বীজ উৎপাদনের জন্য ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের উপযোগী এক একর জমি অনেক সময় এক সাথে পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই avb I Mg প্রদর্শনীর আকার এক একর-এর পরিবর্তে ৫০ (পঞ্চাশ) শতক হলে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন একদিকে যেমন সহজ হত ; অন্যদিকে আরো অনেক আগ্রহী কৃষককে বীজ উৎপাদন কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করে প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেত।

৯.৪ প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত উন্নতমানের বীজ প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত পলিকোটেড বস্তায় ও প্লাষ্টিক পাত্রে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রদর্শনী প্রতি নির্ধারিত ধান ১০০০ কেজি ও গম ৭০০ কেজি সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত ৫টি পলিকোটেড বস্তায় ২৫০-৩০০ কেজি বীজ সংরক্ষণ করা যায়। অবশিষ্ট বীজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকদের নিজ উদ্যোগে বস্তায় সংরক্ষণ করতে হয় বলে তারা সাধারণ চটের বস্তায় সংরক্ষণ করেন। ফলে বীজের আদ্রতার পরিবর্তন ঘটে ও বীজের গুণাগুণ মানসম্মত থাকে না। এক্ষেত্রে বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পলিকোটেড বস্তা/প্লাষ্টিক ড্রাম প্রদান করার জন্য কৃষকগণ অনুরোধ জানান।

৯.৭ জেলা ও উপজেলা কার্যালয় পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকান্ডের সকল তথ্যাদি সঠিক পরিলক্ষিত হয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস ও বীজ সংরক্ষণ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৯.৮ প্রকল্পের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কর্মকান্ড সদর দপ্তর, অঞ্চল ও জেলা পর্যায় থেকে নিয়মিত মনিটরিং করার ফলে ধান, গম ও পাট ফসলের হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মোট উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। চাষী পর্যায়ে উৎপাদিত ও সংরক্ষিত মানসম্মত বীজের নিয়মিত মনিটরিং করার কাজে নিয়োজিত ডিএই-এর জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাগণের ভ্রমণভাতা ও যানবাহন সুবিধা অপ্রতুল বিধায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকান্ড মনিটরিং করতে অনেক অসুবিধা হয় মর্মে পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন।

৯.১০ প্রকল্পে সংস্থানকৃত ৩ জন কর্মকর্তা (১ জন প্রকল্প পরিচালক, ১ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক ও ১ জন সহকারী পরিচালক) কে সমগ্র বাংলাদেশে এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হয়। কিন্তু এ মনিটরিং কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের আওতায় কোন যানবাহন না থাকায় এবং জনবলের স্বল্পতার কারণে সারাদেশে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের কর্মকান্ড মনিটরিং করতে অনেক অসুবিধা হয় মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান।

১০.০ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রম নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১০.১ ব্লক প্রদর্শনী :

কার্যক্রমের নাম	**ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা**	**অগ্রগতি**
আউশ	১২০৩০	১২৯৩০
টি.আমন	৮৭০৯০	৮৪৫৭০
বোরো	৯৫৪০০	৯৪৫০০
গম	৪৮০০০	৪৮০০০
পাট	২৮০৫০	২৮০৫০

১০.২ **<u>প্রশিক্ষণ</u>** :

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের **নাম**	**ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা**	**অগ্রগতি**
১	নির্বাচিত কৃষকগণের ট্রেনিং	২,৭০,৫৭০ জন	২,৬৮,০৫০ জন
২	এসএও এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের ট্রেনিং	২১,১৬০ জন	২১,১৬০ জন

১০.৩ <u>ওয়ার্কশপ</u> :

অঞ্চল ভিত্তিক ওয়ার্কশপের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
ঢাকা	৮ টি	**৮ টি**
ময়মনসিংহ	৮ টি	৮ টি
কুমিল্লা	৮ টি	৮ টি
সিলেট	৮ টি	৮ টি
চট্টগ্রাম	৮ টি	৮ টি
রাংগামাটি	৮ টি	৮ টি
রাজশাহী	৮ টি	৮ টি
রংপুর	৮ টি	৮ টি
যশোর	৮ টি	৮ টি
বরিশাল	৮ টি	৮ টি
জাতীয়	**৪ ডঁ**	**৪ টি**
মোট=	**৮৪ টি**	**৮৪ টি**

১০.৪ মাঠ দিবসঃ

কার্যক্রমের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মাঠ দিবস	৮০০০ টি	**৮০০০ টি**

১০.৮ প্রচার ও প্রকাশনাঃ

কার্যক্রমের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
কর্মসূচী পুস্কিা	৮০০	৮০০
লিফলেট	৪২০০০০	৪২০০০০
ফোল্ডার	৬০০০০০	৬০০০০০
ফেষ্টুন	৫৭২৮	৫৭২৮
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল	৩৯৭৫	৩৯৭৫
ফ্লিপচার্ট	৪০০০	৪০০০
নোটবুক	২২৯৩০	২২৯৩০
ষ্টিকার	৪০৪০০০	৪০৪০০০
ম্যাপ	২০০০	২০০০
পঞ্জিকা	৬০০	৬০০
ট্যাগ	১২৯৫৭৬০	১২৯৫৭৬০
পোস্টার	১২০০	১২০০
বুকওঁে	৮৪০০	৮৪০০

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(১) উচ্চফলনশীল ধান, গম ও পাট বীজের ঘাটতিপূরণ ও এর দ্রুত প্রসার ঘটানো;	প্রকল্প কর্মকান্ড শুরুর পরবর্তী বছরগুলোতে জাতীয় চাহিদার বিপরীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উচ্চফলনশীল ধান, গম ও পাট বীজ চাষী পর্যায়ে উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে মানসম্পন্ন বীজের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয়েছে **(সারণী-১)**।
(২) মাঠ পর্যায়ে সময়মত বীজ প্রাপ্তি, বপন/রোপণ নিশ্চিত করা;	প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সময়মত বীজ প্রাপ্তি, বীজ বপন/রোপণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ফলন ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে **(সারণী-২)**।
(৩) অধিক হারে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনকারী কৃষক সৃষ্টি করা অর্থাৎ কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;	প্রদর্শনীভুক্ত কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শনী মাঠে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের মানসম্মত বীজ উৎপাদনকারী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।
(৪) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা;	উৎপাদিত সকল বীজের ক্ষেত্রেই কর্তনোত্তর সকল কার্যক্রম গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের মাধ্যমে সম্পন্ন করায় তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলে এ কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করেছে।
(৫) পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণের জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ব্যাপক সম্প্রসারণ ও বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ।	জমিতে জৈব সার ব্যবহার, গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার, জৈব বালাই দমন পদ্ধতি প্রয়োগ, বীজ সংরক্ষণে রাসায়নিক কীটনাশকের পরিবর্তে সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতির ব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১২.০ **<u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ</u> :**
প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.০ **<u>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>**

১৩.১ প্রকল্পে সংস্থানকৃত ৩ জন কর্মকর্তা (১ জন প্রকল্প পরিচালক, ১ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক ও ১ জন সহকারী পরিচালক) কে সমগ্র বাংলাদেশে এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হয়। কিন্তু এ মনিটরিং কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের আওতায় কোন যানবাহন না থাকায় এবং জনবলের স্বল্পতার কারণে সারাদেশে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের কর্মকান্ড মনিটরিং করতে অনেক অসুবিধা হয় মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান।

১৩.২ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রদর্শনী প্রতি নির্ধারিত ধান ১০০০ কেজি ও গম ৭০০ কেজি সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত ৫টি পলিকোটেড বস্তায় ২৫০-৩০০ কেজি বীজ সংরক্ষণ করা যায়। অবশিষ্ট বীজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকদের নিজ উদ্যোগে বস্তায় সংরক্ষণ করতে হয় বলে তারা সাধারণ চটের বস্তায় সংরক্ষণ করেন। ফলে বীজের আদ্রতার পরিবর্তন ঘটে ও বীজের গুণাগুণ মানসম্মত থাকে না। এক্ষেত্রে বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পলিকোটেড বস্তা/প্লাষ্টিক ড্রাম প্রদান করার জন্য কৃষকগণ অনুরোধ জানান। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত বীজ বাড়ীতে সংরক্ষণ না করে নিকটস্থ বিএডিসি/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংরক্ষণে আগ্রহী। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কৃষকগণের বীজ পরিবহণের জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৩.৩ মাঠ দিবসে ১০০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য মোট বরাদ্দ ৩০০০/- টাকা, যা অপ্রতুল। ফলে মাঠ দিবস কর্মকান্ডে কৃষকগণ আগ্রহ কম দেখান মর্মে জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনের সময় জানান।

১৪.০ **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৪.১ সমগ্র বাংলাদেশে বাস্তবায়িত এ ধরণের প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় যানবাহন সংগ্রহ অথবা ভাড়ায় যানবাহন ব্যবহারের সংস্থান রাখা যেতে পারে।

১৪.২ ভবিষ্যতে এ জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে প্রকল্পের প্রদর্শনীর আকার, প্রদর্শনী প্রতি বীজ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা, বীজ সংরক্ষণ পাত্রের আকার, কৃষক প্রশিক্ষণ ভাতার হার ও মাঠদিবস ব্যয় ইত্যাদি বিষয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা বাঞ্চনীয় হবে ;

১৪.৩ চাষী পর্যায়ে সংরক্ষিত মানসম্মত বীজগুলো যেন পরবর্তী মৌসুম পর্যন্ত সংরক্ষণ নিশ্চিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকগণ যেন পরবর্তী মৌসুমে বীজ হিসেবে ব্যবহার করেন, সেজন্য ব্লক পর্যায়ে নিয়োজিত এসএএও-গণকে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

১৪.৪ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক জাত, উন্নতমানের বীজ ও আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মানসম্মত বীজের ঘাটতি পূরণ করা অনেকটা সম্ভব হয়েছে বিধায় ডিএই'র চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

সারণী-১ : প্রকল্পের শুরু হতে জাতীয় চাহিদার বিপরীতে প্রকল্প কর্তৃক উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত উন্নতমানের বীজের পরিমাণ (মেঃটন)

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	২০০৯-১০ *			২০১০-১১			২০১১-১২			২০১২-১৩		
		জাতায় চাহিদা	সরবরাহ	শতকরা হার	জাতায় চাহিদা	সরবরাহ	শতকরা হার	জাতায় চাহিদা	সরবরাহ	শতকরা হার	জাতায় চাহিদা	সরবরাহ	শতকরা হার
১	আউশ	৩৬৫০০	১৪৩২	৪%	৩৬২৫০	৩৩৭০	৯%	৩৪২৫০	৪০৪৩	১২%	৩৪৫০০	৩৮৬৭	১১%
২	আমন	১৬৭৮৭৫	২৬১২৭	১৫%	১৬৭৮৭৫	২৬৩৬৭	১৫%	১৫৬৫০০	২৭৮৭৪	১৭%	১৪০৭৫০	২৬৭৭০	১৯%
৩	বোরো	৯৯৫০০	৩০৫৮৩	৩০%	৯৯৯৫০	৩৩০২১	৩৩%	১১৩৩৫০	৩৩৬৯৯	৩০%	১২০২৫০	৩৩৯৪৬	২৮%
মোট ধান বীজ		৩০৩৮৭৫	৫৮১৪২	১৯%	৩০৪০৭৫	৬২৭৫৮	২০%	৩০৪১০০	৬৫৬১৬	২১%	২৯৫৫০০	৬৪৫৮৩	২১%
৪	গম	৬৯৬০০	১০৭৩০	১৫%	৬৯০০০	১২৩৭৭	১৮%	৪৯০০০	১২৪১৮	২৫%	৫৫৭০০	১২৫৩৬	২২%
৫	পাট	৩৯১০	১২৭	৩%	৪০২০	১৬৭	৪%	৫৭৪০	১৬৩	২.৮%	৪৬০০	১৬৩	৩.৫%

উৎসঃ বিভিন্ন বীজের চাহিদা ও সরবরাহ, একটি প্রাক্কলন (২০০৫-১১) পুস্তিকা, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সরেজমিন উইং, ডিএই।

* ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে উৎপাদিত ও সংরক্ষিত বীজ ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সরবরাহ করা হয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় এক অর্থবছরের উৎপাদিত ও সংরক্ষিত বীজ পরবর্তী বছরের উৎপাদন মৌসুমে সরবরাহ করা হয়।

সারণী-২ : প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত ধান, গম ও পাট ফসলের জাতীয় উৎপাদন পরিস্থিতিঃ

ক্রঃ নং	ফসল	আবাদ এলাকা (লক্ষ হেঃ)				ফলন (টন/হেঃ)				উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)			
		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
১	আউশ	১০.৬৫	৯.৮৪	১১.১৩	১১.৩৮	১.৭৭৮	১.৭৩৭	১.৯১৭	২.০৪৯	১৮.৯৪৫	১৭.০৯	২১.৩৩	২৩.৩২
২	আমন	৫৪.৯৭	৫৬.৬৩	৫৬.৪৬	৫৫.৮০	২.১১২	২.১৫৬	২.২৬৬	২.২৯৪	১১৬.১৩২	১২২.০৭	১২৭.৯১	১২৭.৯৮
৩	বোরো	৪৭.১৬	৪৭.০৭	৪৭.৭০	৪৮.১০	৩.৭৭৬	৩.৮৩৭	৩.৫৮৭	৩.৯০	১৭৮.০৯০	১৮০.৫৯	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯
মোট ধান ফসল		১১.২৯	১১৩.৫৩	১১৫.২৯	১১৫.২৮	২.৫৫	৪.৫৩	৭.৭৭	২.৯৪	৩১৩.১৬৮	৩১৯.৭৫	৩৩৫.৪১	৩৩৮.৮৯
৪	গম	৩.৯৫	৩.৭৬	৩.৭৫	৩.৫৮	২.১৫২	২.৩৯৬	২.৬০১	২.৭৮	৮.৪৯০	৯.০১৫	৯.৭২	৯.৯৫
৫	পাট	৪.২০	৪.১৬	৭.০৮	৭.৬০	১১.১২ বেল/হেঃ	১২.২২ বেল/হেঃ	১১.৮৫ বেল/হেঃ	১০.৬৪ বেল/হেঃ	৪৬.৭৭ বেল	৫০.৯০ বেল	৮৩.৯৬ বেল	৮০.০৩ লক্ষ/বেল

উৎসঃ *<u>বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো</u>*

শেরপুর, গাইবান্ধা এবং দৌলতপুর (খুলনা) কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (এটিআই) সমূহের মানোন্নয়ন’’

সমাপ্ত: জুন’ ২০১২।

১।	**প্রকল্পের নাম**	:	শেরপুর, গাইবান্ধা এবং দৌলতপুর (খুলনা) কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (এটিআই) সমূহের মানোন্নয়ন প্রকল্প।
২।	**প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়**	:	কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩।	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
৪।	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	শেরপুর, গাইবান্ধা এবং দৌলতপুর (খুলনা)।
৫।	**প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়**	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল প্রাক্কলিত কালের %)
মূল (প্রকল্প সাহায্য)	সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)		মূল	সংশোধিত			
১২৫৯.৯৯ (-)	২২৭২.১৭ (-)	২২৩৭.১৫ (-)	০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১১	০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১২	০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১২	৯৭৭.১৬ (৭৭.৫৫%)	১২ মাস (৩৩%)

৬। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়নঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক	পরিমাণ (%)
ক। সরবরাহ এবং সেবা					
১।	আনুষাংগিক (অফিস ষ্টেশনারী, তৈল ও জ্বালানী ইত্যাদি)	১২.০০	থোক	১১.৯৮	থোক
২।	প্রফেশনাল ফি	৯.০০	থোক	৮.৯৯	থোক
খ। মেরামত ও সংস্কার					
খ.১। শেরপুর এটিআইঃ					
১।	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর কোয়ার্টার মেরামত ও সংস্কার-৬ ইউনিট এবং অফিসার্স কোয়াটার মেরামত ও সংস্কার-৮ ইউনিট	৬.২০	থোক	৬.২০	থোক
২।	ফার্ম গোডাউন, রেষ্টহাউস ও অভ্যন্তরীন রাস্তা মেরামত ও সংস্কার	৫.৩৯	থোক	৫.৩৯	থোক
৩।	গ্যাস লাইন, ইলেকট্রিক লাইন (পোলসহ), পানির লাইন মেরামত ও সংস্কার	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক
৪।	সারফেন্স ড্রেন মেরামত	৩.০০	থোক	২.৯৯	থোক
খ.২। গাইবান্ধা এটিআইঃ					
১।	ফার্ম গোডাউন, ছাত্র হোষ্টেল এবং আভ্যন্তরীন রাস্তা মেরামত ও সংস্কার	১৮.০০	থোক	১৭.০৯	থোক
২।	৬টি অব্যবহৃত অফিসার্স কোয়াটারের মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন	৪২.০০	থোক	৪০.৬৬	থোক
৩।	DTW এর পাম্প, মোটর পরিবর্তন	২.০০	থোক	০.৮০	থোক
৪।	ইলেকট্রিক লাইন (পোলসহ), পানির লাইন মেরামত ও সংস্কার	৭.০০	থোক	৪.৫৯	থোক
৫।	সারফেস ড্রেন মেরামত	৩.০০	থোক	২.৯৮	থোক
খ.৩। দৌলতপুর (খুলনা) এটিআইঃ					
১।	ফার্ম গোডাউন, ছাত্র হোষ্টেল, গেষ্ট হাউস ও আভ্যন্তরীন রাস্তা মেরামত ও সংস্কার	২৫.০০	থোক	২৩.৭৩	থোক
২।	অফিসার্স কোয়াটার মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন	৫.৫০	থোক	৫.৫০	থোক
৩।	ইলেকট্রিক লাইন (পোলসহ) ও পানির লাইন মেরামত, সংস্কার ও পরিবর্তন	১৭.০০	থোক	১৬.১৪	থোক

ক্রঃ নং	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক	পরিমাণ (%)
৪।	সারফেস ড্রেন মেরামত ও সংস্কার	৩.০০	থোক	২.৯৮	থোক
গ। নির্মাণ কাজ					
গ.১। শেরপুর এটিআইঃ					
১।	একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ	৩০৫.৩৭	১৫০০ বঃমিঃ	৩০২.৬২	১৫০০ বঃমিঃ
২।	হোষ্টেল নির্মাণ (ছাত্র)	৩০৫.৩৭	১৫০০ বঃমিঃ	৩০৫.২৪	১৫০০ বঃমিঃ
৩।	হোষ্টেল নির্মাণ (ছাত্রী)	২০৩.৫৮	১০০০ বঃমিঃ	১৯৮.৮৬	১০০০ বঃমিঃ
৪।	ডরমেটরী নির্মাণ (প্রশিক্ষকদের)	২৮.৫০	১৪০ বঃমিঃ	২৮.৩৮	১৪০ বঃমিঃ
৫।	৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের কোয়াটার নির্মাণ-২ ইউনিট	২৪.৪৩	১২০ বঃমিঃ	২৪.১৮	১২০ বঃমিঃ
৬।	মূলফটক নির্মাণ	২.০০	থোক	১.৬৬	থোক
৭।	মূলফটকের পার্শ্ব দেয়াল মেরামত, প্ল্যাস্টারিং এবং চুনকাম	৫.৫৩	৩৪১রাঃমিঃ	৫.৫৩	৩৪১রাঃমিঃ
৮।	কম্পাউন্ড ওয়াল (ছাত্রী হোষ্টেল) নির্মাণ	১০.৩৮	১৯০ রাঃমিঃ	৯.১৯	১৯০রাঃমিঃ
৯।	একাডেমিক ভবনের নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ	২৬.৫৬	৪৮৬ রাঃমিঃ	২৫.১৭	৪৮৬রাঃমিঃ
১০।	ছাত্র হোষ্টেল ও ক্যাম্পাসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১২৪.০০	২২৮৯ রাঃমিঃ	১২২.৯২	২২৮৯রাঃমিঃ
১১।	সারফেন্স ড্রেন নির্মাণ	৮.৯০	৫০৩ রাঃমিঃ	৮.৮৯	৫০৩ রাঃমিঃ
১২।	আসবাবপত্র	১২৩.৬৮	থোক	১২৩.০৮	১৯৮২ টি
১৩।	ভূমি উন্নয়ন	৩৩.৮১	১৫৮০০ঘনমিঃ	৩৩.৮০	১৫৮০০ঘনমিঃ
গ.২। গাইবান্ধা এটিআইঃ					
১।	গেষ্ট হাউস নির্মাণ	২৪.৪৩	১২০বঃমিঃ	২৪.৩৭	১২০বঃমিঃ
২।	হোষ্টেল নির্মাণ (ছাত্রী)	২৪৪.৩০	১২০০বঃমিঃ	২৪৩.৮৬	১২০০বঃমিঃ
৩।	৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়াটার নির্মাণ-২ ইউনিট	২৪.৪৩	১২০বঃমিঃ	২৪.২৫	১২০বঃমিঃ
৪।	মূলফটকের পার্শ্ব দেয়াল নির্মাণ	৫.৪৬	১০০রাঃমিঃ	৫.২০	১০০রাঃমিঃ
৫।	আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ	২৫.১৪	৪৬০রাঃমিঃ	২৩.৭৬	৪৬০রাঃমিঃ
৬।	কম্পাউন্ড ওয়াল নির্মাণ (ছাত্রী হোষ্টেল)	১০.৩৮	১৯০রাঃমিঃ	৯.৪৫	১৯০রাঃমিঃ
৭।	ক্যাম্পাসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১১৩.০০	২০৮৮রাঃমিঃ	১১২.৭৫	২০৮৮রাঃমিঃ
৮।	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	২.৩০	১৩০রাঃমিঃ	২.২৮	১৩০রাঃমিঃ
৯।	আসবাবপত্র	৩৭.৩২	থোক	৩৫.৬৬	৪৯৪ টি
১০।	ভূমি উন্নয়ন	১৪.৯৮	৭০০০ঘনমিঃ	১৪.৯৭	৭০০০ঘনমিঃ
গ.৩। দৌলতপুর (খুলনা) এটিআইঃ					
১।	হোষ্টেল নির্মাণ (ছাত্রী)	২৪৪.৩০	১২০০বঃমিঃ	২৪৩.৫৬	১২০০বঃমিঃ
২।	৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়াটার নির্মাণ-২ ইউনিট	২৪.৪৩	১২০বঃমিঃ	২৪.৩৭	১২০বঃমিঃ
৩।	কম্পাউন্ড ওয়াল (ছাত্রী হোষ্টেল) নির্মাণ	১০.৩৮	১৯০রাঃমিঃ	৯.৪৩	১৯০রাঃমিঃ
৪।	আবাসিক এলাকার নিরাপত্তার দেয়াল নির্মাণ	৩৯.৭৯	৭২৮রাঃমিঃ	৩৭.৭৫	৭২৮রাঃমিঃ
৫।	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	১৮.৬৩	১০৫২রাঃমিঃ	১৮.৫৯	১০৫২রাঃমিঃ
৬।	আসবাবপত্র	৩৩.৪২	থোক	৩২.২০	৪৬৮ টি
৭।	গভীর নলকূপ, লিফট্ পাম্প ও পাম্প হাউস নির্মাণ	৩০.০০	১টি	২৫.৮৯	১টি
৮।	ভূমি উন্নয়ন	৪.২৮	২০০০ঘনমিঃ	৪.২৭	২০০০ঘনমিঃ
	মোটঃ	**২২৭২.১৭**		**২২৩৭.১৫**	১০০%

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নঃ**

৮.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে ১৩টি এটিআই-এর মধ্যে শেরপুর, গাইবান্ধা, এবং দৌলতপুর (খুলনা) সবচেয়ে পুরাতন। একাডেমিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রী হোষ্টেল, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোয়ার্টারসমূহ জরাজীর্ণ হওয়ায় পাঠ দান ও বসবাসের প্রায় অনুপযোগী। কৃষি সেক্টরে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। ৪ বছর মেয়াদী উচ্চতর ডিপ্লোমা কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি, শিক্ষার সুষ্ঠু

পরিবেশ ও আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরুপঃ

(১) কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের নিবিড় ও উন্নত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের জন্য এটিআই এর ক্লাসরুম, গবেষণাগার, আবাসিক ভবন, গ্রন্থাগার এবং খামার মেরামত, সংস্কার ও মান উন্নয়ন করা;

(২) কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থী, বিভাগীয় প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নতর শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি এবং স্টাফদের উন্নতর কর্ম পরিবেশ তৈরী করা;

(৩) গ্রামীণ যুবকদের আধুনিক কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিভিন্ন সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা, যাতে তারা আত্ন-নির্ভরশীল হয় যার সার্বিক প্রভাবে দেশের কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

৮.৩। **প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়নঃ** মূল প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ০৬/০৬/০৮ তারিখে মোট ১২৫৯.৯৯৯৯ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। মূল অনুমোদিত প্রকল্পের মেয়াদ ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত রেখে পিডব্লিউডি'র ২০০৮ সালের নির্মাণ হার অনুযায়ী নির্মাণ ব্যয় প্রাক্কলন, ৩টি এটিআই-এর ছাত্রী হোস্টেলের নিরাপত্তা দেয়ার নির্মাণ, গাইবান্ধা ও খুলনা এটিআই আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ, শেরপুর এটিআইয়ের একাডেমিক ভবনের নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ, ৩টি এটিআইতে ভূমি উন্নয়ন, খুলনা এটিআইতে নতুন গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউজ নির্মাণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১৭৯৯.৯২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম সংশোধিত প্রস্তাব গত ১৬/০৩/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল, ডরমিটরী ও অতিথি ভবনসমূহ ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে পুরনো ভাংগা ও অপর্যাপ্ত আসবাবপত্রের স্থলে নতুন আসবাবপত্র ক্রয়, পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন মেরামত ও নতুন নির্মাণ, এটিআই ক্যাম্পাসের স্থাপনা, জমি ও সম্পদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে শেরপুর ও গাইবান্ধা এটিআই ক্যাম্পাসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত এবং প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি পূর্বক মোট ২২৭২.১৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২য় সংশোধিত প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ২৬/০৫/২০১১ তারিখে অনুমোদন করেন।

৮.৪। **প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ** প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

এটিআই	সম্পাদিত কাজের বিবরণ	
শেরপুরঃ	১।	৪ তলা ভিত্তিসহ একাডেমিক বিল্ডিং এবং নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ।
	২।	৪ তলা ভিত্তিসহ ছাত্র হোস্টেল নির্মাণ এবং ক্যাম্পাসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।
	৩।	৪ তলা ভিত্তিসহ ছাত্রী হোস্টেল এবং কম্পাউন্ড ওয়াল নির্মাণ।
	৪।	৪ তলা ভিত্তিসহ প্রশিক্ষকদের ডরমেটরী নির্মাণ।
	৫।	৪ তলা ভিত্তিসহ ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের ২ ইউনিট কোয়াটার নির্মাণ।
	৬।	একাডেমিক বিল্ডিং, ছাত্র হোস্টেল, ছাত্রী হোস্টেল এবং ডরমিটরীতে আসবাবপত্র সরবরাহ।
	৭।	মূলফটক নির্মাণ, মূলফটকের পার্শ্ব দেয়াল মেরামত, প্ল্যাষ্টারিং ও চুনকাম এবং সারফেস ড্রেন নির্মাণ।
	৮।	৬ ইউনিট ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর কোয়ার্টার মেরামত ও সংস্কার; ৮ ইউনিট অফিসার কোয়াটার মেরামত ও সংস্কার; ফার্ম গোডাউন, রেষ্টহাউস ও অভ্যন্তরীন রাস্তা মেরামত ও সংস্কার; গ্যাস লাইন, ইলেকট্রিক লাইন (পোলসহ); পানির লাইন মেরামত ও সংস্কার; সারফেস ড্রেন মেরামত ও সংস্কার।
গাইবান্ধাঃ	১।	গেষ্ট হাউস নির্মাণ।
	২।	৪তলা ভিত্তিসহ হোস্টেল (ছাত্রী) এবং কম্পাউন্ড ওয়াল নির্মাণ।
	৩।	৪ তলার ভিত্তিসহ ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের ২ ইউনিট কোয়াটার নির্মাণ।
	৪।	আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ।
	৫।	ক্যাম্পাসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।

এটিআই		সম্পাদিত কাজের বিবরণ
	৬।	ছাত্রী হোস্টেল ও গেস্ট হাউসে আসবাবপত্র সরবরাহ।
	৭।	মূলফটকের পার্শ্ব দেয়াল এবং সারফেস ড্রেন নির্মাণ।
	৮।	ফার্ম গোডাউন, ছাত্র হোস্টেল এবং আভ্যন্তরীন রাস্তা মেরামত ও সংস্কার; ৬টি অব্যবহৃত অফিসার্স কোয়াটারের মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন; DTW এর পাম্প ও মোটর পরিবর্তন; ইলেকট্রিক লাইন (পোলসহ), পানির লাইন মেরামত ও সংস্কার; সারফেস ড্রেন মেরামত ও সংস্কার।
দৌলতপুর (খুলনা)	১।	৪তলা ভিত্তিসহ হোস্টেল (ছাত্রী) এবং কম্পাউন্ড ওয়াল নির্মাণ।
	২।	৪তলা ভিত্তিসহ ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের ২ ইউনিট কোয়াটার নির্মাণ।
	৩।	আবাসিক এলাকার নিরাপত্তার দেয়াল নির্মাণ।
	৪।	ছাত্রী হোস্টেলে আসবাবপত্র সরবরাহ।
	৫।	গভীর নলকূপ, লিফট্ পাম্প ও পাম্প হাউস এবং সারফেস ড্রেন নির্মাণ।
	৬।	ফার্ম গোডাউন, ছাত্র হোস্টেল, গেষ্ট হাউস ও আভ্যন্তরীন রাস্তা মেরামত ও সংস্কার; অফিসার্স কোয়াটার মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন; ইলেকট্রিক লাইন (পোলসহ) ও পানির লাইন মেরামত, সংস্কার ও পরিবর্তন; সারফেস ড্রেন মেরামত ও সংস্কার।

৮.৫। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্র.সা.		মোট	টাকা	প্র.সা.
২০০৮-০৯	৪০.০০	৪০.০০	-	৪০.০০	৩৬.৭২	৩৬.৭২	-
২০০৯-১০	৮৫০.০০	৮৫০.০০	-	৮৫০.০০	৮২৪.৫০	৮২৪.৫০	-
২০১০-১১	৯৩৮.০০	৯৩৮.০০	-	৯৩৮.০০	৯০৭.৬১	৯০৭.৬১	-
২০১১-১২	৪৭২.০০	৪৭২.০০	-	৪৭২.০০	৪৬৮.৩২	৪৬৮.৩২	-
মোট					২২৩৭.১৫	২২৩৭.১৫	-

৮.৬। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব নির্মল কুমার সাহা, পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং	খন্ডকালীন	প্রকল্প শুরু হতে ০৭-১০-২০০৮ পর্যন্ত
জনাব আহম্মেদ আলী চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৮-১০-২০০৮ হতে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

৮.৭। মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- প্রকল্প ছক/সংশোধিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা/PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত PCR পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৯। পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে শেরপুর এটিআই এবং দৌলতপুর, খুলনা এটিআই পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ মহোদয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে পরিদর্শনে সহায়তা প্রদান করেছেন।

৯.১। শেরপুর এটিআই

৯.১.১। একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণঃ ৪তলা ভিত্তিসহ ৩তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ২০-০১-২০১০ তারিখে ২,৮৬,৯৪,০৪১.০০ টাকায় মেসার্স কারিগরী ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড বিল্ডার্সকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দরপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ৭টি দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৬। প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫.৯৪% কমে সর্বনিম্ন দরদাতা দর উদ্বৃত করেছে। পরবর্তীতে ২২/১২/২০১০ তারিখে ৩,০২,৭৬,১১৫.০৭ টাকায় চুক্তি সংশোধন করা হয়। ৩তলা প্রশাসনিক ভবনে ৬টি ক্লাসরুম, অধ্যক্ষের কার্যালয়, প্রধান ইন্সট্রাক্টর, ইনস্ট্রাক্টর, একাউন্টস অফিসার, লাইব্রেরী রয়েছে। প্রশাসনিক ভবনটিতে গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত আসবাবপত্র (ডেস্ক টেবিল, ডেস্ক চেয়ার, স্টীল আলমারী ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে। ৩তলা ভবনের বারান্দা সমূহে পুরাতন চেয়ার-টেবিল স্তুপাকারে রাখা হয়েছে, যা নতুন বিল্ডিংয়ের সৌন্দর্যহানী ঘটেছে।

৯.১.২। ছাত্র হোস্টেল নির্মাণঃ ৪তলা ভিত্তিসহ ৩তলা ছাত্র হোস্টেল নির্মাণের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ২০-০১-২০১০ তারিখে ৩,০২,০০,০৬৩.০০ টাকায় মেসার্স শহীদ কনস্ট্রাকশনকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দরপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ৫টি দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৪। প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.৯৭% কমে সর্বনিম্ন দরদাতা দর উদ্বৃত করেছে। ৩ তলা ছাত্র হোস্টেলে ৩২টি কক্ষ রয়েছে। এছাড়া হোষ্টেলে কমনরুম এবং ডাইনিং রুম আছে। ছাত্র হোষ্টেলে গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত আসবাবপত্র (স্টীলের খাট, রিডিং চেয়ার, রিডিং টেবিল, কমনরুম চেয়ার, কমনরুম টেবিল ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে।

৯.১.৩। ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণঃ ৪তলা ভিত্তিসহ ৩তলা ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ২০-০১-২০১০ তারিখে ১,৯৬,০০,৮১৬.০০ টাকায় মেসার্স কারিগরী ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড বিল্ডার্সকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দরপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা মাত্র ১টি। প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩.৬৪% কমে সর্বনিম্ন দরদাতা দর উদ্বৃত করেছে। পরবর্তীতে ১২/০৬/২০১১ তারিখে ১,৯৮,৮৮,২৯৬.৯০ টাকায় চুক্তি সংশোধন করা হয়। ৩তলা ছাত্রী হোস্টেলে ২৮টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষে ৪ জন করে থাকেন। এছাড়া হোস্টেলে নামাজ কক্ষ, কমনরুম এবং ডাইনিং রুম আছে। কিন্তু গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় ডাইনিং রুমটি প্রকৃত পক্ষে ব্যবহৃত হচ্ছে না। ছাত্রী হোষ্টেলে গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত আসবাবপত্র (স্টীলের খাট, রিডিং চেয়ার, রিডিং টেবিল, কমনরুম চেয়ার, কমনরুম টেবিল ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে।

চিত্রঃ- ১ : শেরপুর এটিআই'তে নবনির্মিত একাডেমিক ভবন

চিত্রঃ- ২ : শেরপুর এটিআই'তে নবনির্মিত ছাত্র হোস্টেল

৯.১.৪। ডরমেটরী ভবন নির্মাণঃ ৪তলা ভিত্তিসহ একতলা ডরমেটরী ভবন নির্মাণের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ২০-০১-২০১০ তারিখে ২৮,৩৯,০৫৯.০০ টাকায় মেসার্স এন আহম্মেদ এন্ড সন্সকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দরপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৩। প্রাক্কলিত

মূল্যের চেয়ে ১.৮৯% কমে সর্বনিম্ন দরদাতা দর উদ্বৃত করেছে। ১তলা বিশিষ্ট এ ডরমেটরীতে ৪টি কক্ষ এবং ১টি ডাইনিং রুম হয়েছে। ডরমেটরী মূলতঃ ইনস্ট্রাক্টদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। ডরমেটরীতে গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত আসবাবপত্র (ডাবল খাট, ড্রেসিং টেবিল, স্টীল আলমারী ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে।

৯.১.৫। **<u>৩য় শ্রেণীর কর্মচারী কোয়ার্টার নির্মাণঃ</u>** ৪তলা ভিত্তিসহ একতলা ২ ইউনিট কর্মচারীর কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ২০-০১-২০১০ তারিখে ২৪,১৯,৯৫০.০০ টাকায় মেসার্স সামাদ এন্ড মাহবুব এন্টারপ্রাইস জেবিকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দরপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৩। প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.৮৮% কমে সর্বনিম্ন দরদাতা দর উদ্বৃত করেছে। ২ ইউনিট বিশিষ্ট কর্মচারীদের জন্য নির্মিত কোয়ার্টাররের ১টি ইউনিটে কর্মচারীকে বসবাস করতে দেখা যায়। অপর ইউনিটটি খালি রয়েছে। গ্যাস সংযোগ না থাকার কারণে নতুন এ ইউনিটে কর্মচারীরা উঠতে অনীহা প্রকাশ করছে।

৯.১.৬। **<u>ছাত্র হোস্টেল ও ক্যাম্পাসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণঃ</u>** ছাত্র হোস্টেল ও ক্যাম্পাসে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ২৭-০৯-২০১১ তারিখে ১,১৭,২৬,০৯৫.৫২ টাকায় মেসার্স পাঠান কনষ্ট্রাকশনকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দরপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ৮টি দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৬। প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫.৪২% কমে সর্বনিম্ন দরদাতা দর উদ্বৃত করেছে। সংস্থার দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২২৮৯ মিটার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

৯.১.৭। **<u>অন্যান্য নির্মাণঃ</u>** উপরোক্ত নির্মাণ কাজ ছাড়াও নির্মিত মূল ফটক নির্মাণ, মূল ফটকের পার্শ্ব দেয়াল মেরামত, একাডেমিক ভবনের নিরাপত্তা দেয়াল, ছাত্রী হোস্টেলের কম্পাউন্ড ওয়াল এবং সারফেস ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়।

৯.২। **<u>দৌলতপুর (খুলনা) এটিআইঃ</u>**

৯.২.১। **<u>ছাত্রী হোস্টেলঃ</u>** ৪তলা ভিত্তিসহ ৩তলা ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ২০-০১-২০১০ তারিখে ২,৪৩,৫৬,৪৬৮.০০ টাকায় মেসার্স মানিক এন্ড ব্রাদার্সকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দরপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ২টি দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ২। প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.২১% কমে সর্বনিম্ন দরদাতা দর উদ্বৃত করেছে। ৩ তলা ছাত্রী হোস্টেলে মোট ২৬টি কক্ষ রয়েছে (প্রোভোষ্ট কক্ষসহ)। প্রতিটি কক্ষে ৪ জন কারে থাকেন। এছাড়া নামাজ কক্ষ, কমনরুম এবং ডাইনিং রুম আছে। ছাত্রী হোস্টেলে গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত আসবাবপত্র (স্টীলের খাট, রিডিং চেয়ার, রিডিং টেবিল, কমনরুম চেয়ার, কমনরুম টেবিল ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে।

চিত্রঃ- ৩: খুলনা এটিআই'তে নবনির্মিত ছাত্রী হোস্টেল

চিত্রঃ- ৪ : খুলনা এটিআই'তে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার

৯.২.২। **<u>৩য় শ্রেণীর কর্মচারী কোয়ার্টার নির্মাণঃ</u>** ৪তলা ভিত্তিসহ ২ ইউনিট একতলা ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ২০-০১-২০১০ তারিখে ২৪,৩৭,৪০৭.০০ টাকায় মেসার্স

বাবু এন্টারপ্রাইজকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দরপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ৯টি দরপত্র বিক্রি হয়েছে এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৮টি। প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.১৮% কমে সর্বনিম্ন দরদাতা দর উদ্বৃত করেছে। ২টি ইউনিটেই কর্মচারীরা বসবাস করছেন।

৯.২.৩। <u>**আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণঃ**</u> আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ১০-১১-২০১০ তারিখে ৩৭,৭৬,২৫০.০০ টাকায় মেসার্স মানিক এন্ড ব্রাদার্সকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দরপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ৩২টি দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৩১টি। প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫.০৩% কমে সর্বনিম্ন দরদাতা দর উদ্বৃত করেছে। সংস্থার দেয়া তথ্য অনুযায়ী ৭২৮ মিটার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

৯.২.৪। <u>**অন্যান্য নির্মাণঃ**</u> উপরোক্ত নির্মাণ কাজ ছাড়াও নির্মিত ফার্ম গোডাউন, ছাত্র হোস্টেল, অফিসার্স কোয়ার্টার, গেস্ট হাউজ, আভ্যন্তরীন রাস্তা ও আবাসিক এলাকায় সারফেস ড্রেনের মেরামত কাজ এবং ছাত্রী হোস্টেলের কম্পাউন্ড ওয়াল, সারফেস ড্রেন, নতুন গভীর নলকূপ এবং পাম্প হাউস নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে ছাত্রী হোস্টেলের কম্পাউন্ড ওয়ালে মরিচা পড়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়।

৯.৩। <u>**সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ**</u> কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রকল্প বাস্তবায়ন উইং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় উপরোক্ত নির্মাণ কাজ সমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে। এটিআইসমূহ চলমান থাকা অবস্থায় নির্মাণ কাজ সম্পাদন হওয়ায় সুপারভিশন ফার্ম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/প্রকৌশলী ছাড়াও প্রতিটি এটিআইটির পক্ষ থেকে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয় এবং কাজের সার্বিক তদারকি করা হয়। বাহ্যিকভাবে উপরোক্ত ২টি এটিআইএর নির্মাণ কাজে কোন ত্রুটি দেখা যায়নি এবং মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আইএমইডি'র পক্ষ থেকে প্রকল্পের নির্মাণ কাজগুলোর বাস্তবায়ন মান সন্তোষজনক বলে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিয়মিত মনিটরিং এ ক্ষেত্রে ফলপ্রসু ভূমিকা রেখেছে বলে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সে শেরপুর এটিআইতে বিভিন্ন বর্ষে যথাক্রমে ১৮৮ জন, ১৬২ জন, ২০২ জন ও ২০৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং দৌলতপুর (খুলনা) এটিআইতে বিভিন্ন বর্ষে যথাক্রমে ২৪০ জন, ২১০ জন, ২১৩ জন ও ২০৩ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।

১০। <u>**প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(১) কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের নিবিড় ও উন্নত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের জন্য এটিআই এর ক্লাসরুম, গবেষণাগার, আবাসিক ভবন, গ্রন্থাগার এবং খামার মেরামত, সংস্কার ও মান উন্নয়ন করা।	(১) প্রকল্পভুক্ত ৩টি এটিআই সমূহের মধ্যে শেরপুর এটিআইএ একাডেমিক ভবন (ক্লাশরুম, গবেষণাগার, গ্রন্থাগারসহ) ও ছাত্রাবাস নির্মাণ, ৩ টি এটিআইতে ছাত্রী নিবাস ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্বল্পপরিসরে ২ ইউনিট কোয়ার্টার নির্মাণ এবং ফার্ম গোডাউন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোয়ার্টার মেরামত, আভ্যন্তরীন রাস্তা, সারফেস ড্রেন, গ্যাস লাইন, বৈদ্যুতিক খুটি, পানি সরবরাহ লাইন সংস্কার ও মেরামত এবং ডিপ টিউবওয়েল পাম্প এবং পাম্প হাউজ বসানো হয়েছে। উল্লেখিত নির্মাণ এবং সংস্কার ও মেরামত কাজের ফলে এটিআই ক্যাম্পাসের পরিবেশ সুন্দর ও আপগ্রেড হয়েছে। কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাচ্ছন্দের সাথে ক্যাম্পাসে অবস্থান করতে পারছে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে।
(২) কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থী, বিভাগীয় প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নতর শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি এবং স্টাফদের উন্নতর কর্ম পরিবেশ তৈরী করা।	(২) শেরপুর, গাইবান্ধা এবং দৌলতপুর এটিআই-এ ছাত্রীদের সুরক্ষিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ছাত্রীনিবাসের বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। শেরপুর এবং গাইবান্ধা এটিআই ক্যাম্পাসের বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ, শেরপুর এটিআই'র একাডেমিক বিল্ডিং এ আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা দেয়াল এবং গাইবান্ধা ও দৌলতপুর এটিআই

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
	আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণের ফলে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ও সম্পদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। শেরপুর, গাইবান্ধা এবং দৌলতপুর এটিআই এর গেস্ট হাউজ/ডরমেটরি ও হোস্টেলে পিডব্লিউডি কর্তৃক নতুন ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়েছে। শেরপুর এটিআই এর একাডেমিক ভবনে ফার্নিচার সরবরাহ করার ফলে শিক্ষার পরিবেশ গতিশীল হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা সুসজ্জিত ক্লাসরুমে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম উপভোগ করছে। প্রকল্প সহায়তায় ভৌত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যা সার্বিকভাবে কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার উপর প্রভাব ফেলবে। কৃষি ডিপ্লোমার অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীরা আধুনিক ও উন্নত পরিবেশে প্রশিক্ষকদের নিবিড় তত্তাবধানে উন্নততর শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে।
(৩) গ্রামীণ যুবকদের আধুনিক কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিভিন্ন সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা, যাতে তারা আত্ন-নির্ভরশীল হয় যার সার্বিক প্রভাবে দেশের কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও কর্মচারীদের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।	(৩) শেরপুর এটিআই'র ক্লাসরুম, গবেষণা রুম, লাইব্রেরী রুম, কম্পিউটার রুম, প্রশিক্ষক রুম এবং কর্মচারী রুম সম্বলিত ৩ তলা বিশিস্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। শেরপুর এটিআই এ ৩ তলা বিশিষ্ট ১১২ সীটের ছাত্রী হোস্টেল ও ১২৮ সীটের ছাত্র হোস্টেল, গাইবান্ধা এটিআই এ ১০৪ সীটের ছাত্রী হোস্টেল, দৌলতপুর এটিআই এ ১০৪ সীটের ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখিত স্থাপনা নির্মাণের ফলে কৃষি ডিপ্লোমায় অধ্যায়নরত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে সৃষ্ট এসকল সুযোগ সুবিধার ফল উপভোগ করছে। শেরপুর, গাইবান্ধা এবং দৌলতপুর এটিআইতে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের ২ ইউনিট করে আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীরা বর্তমানে ক্যাম্পাসের মধ্যেই আবাসিক সুবিধা ভোগ করছে। শেরপুর এটিআই এ কর্মরত প্রশিক্ষকদের আবাসিক থাকার জন্য ডরমেটরি বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখিত ভবন নির্মাণের ফলে জুনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বারা ক্যাম্পাসের মধ্যে সুসজ্জিত ডরমেটরিতে বর্তমানে অবস্থান করছেন। গাইবান্ধা এটিআই এর গেস্ট হাউজ নির্মাণের ফলে অতিথি এবং পরিদর্শকদের গেস্ট হাউজে আবাসনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। কৃষি ডিপ্লোমায় অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নততর কৃষি শিক্ষা প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রকল্প সহায়তায় ৩টি এটিআইতে উল্লেখিত স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত এটিআইতে অতিরিক্ত ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ যুব সমাজের স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের সার্বিক কৃষি উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

১১। <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u>

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়

১২। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১২.১। মূল প্রকল্পটি প্রণয়নের সময় ৩টি এটিআইয়ের সামগ্রিক চাহিদা বিশ্লেষন করে প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে ১ম সংশোধনের সময় ছাত্রী হোস্টেল সমূহের নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ, আবাসিক এলাকায় নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ, একাডেমিক ভবনের নিরাপত্তা দেয়াল, ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় । ২য় সংশোধনের সময় নবনির্মিত ভবনসমূহে নতুন আসবাবপত্র ক্রয়, ক্যাম্পাসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলশ্রুতিতে প্রকল্প ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয়ের ৭৭.৫৫% বৃদ্ধি পায়। মূল প্রকল্প প্রণয়নের সময় ৩টি এটিআইয়ের সামগ্রিক চাহিদা বিশ্লেষণ করে প্রণয়ন করা হলে প্রকল্পের ব্যয় এত বৃদ্ধি পেত না।

১২.২। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন এটিআইয়ের পূর্ত কাজের প্যাকেজ সমূহের (৪.০০ কোটি টাকার নীচে) চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হলো সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক। অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত Delegation of Financial Power অনুযায়ী এ ধরণের প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ৪.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত চুক্তি অনুমোদন করতে পারেন। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ ধরণের চুক্তি HOPE অর্থাৎ বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান মহা-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অনুমোদন করেছেন।

১৩। **সুপারিশঃ**

১৩.১। প্রকল্পের শুরুতেই প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণ এবং যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের সামগ্রিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন, ডিজাইন করা উচিত যাতে প্রকল্প শেষে প্রকল্পের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি না পায়।

১৩.২। অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত Delegation of Financial Power অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাই যাতে চুক্তি অনুমোদন করতে পারেন সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/পদক্ষেপ নিতে পারেন।

১৩.৩। এটিআই সমূহের নবনির্মিত ভবনসমূহে নতুন আসবাবপত্র সরবরাহ করায় পুরনো ভাংগা আসবাবপত্র নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-৯.১.১১)।

‘‘জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী-নাটা (সাবেক সার্ডি) এর আধুনিকায়ন এবং ক্যাপাসিটি আপগ্রেডিং (১ম সংশোধিত)’’

(সমাপ্তঃ জুন,২০১২)

১.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ঃ	কৃষি মন্ত্রণালয়
২.০	বাস্বায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.০	প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	গাজীপুর।
৪.০	**প্রকল্প বাস্বায়ন সময় ও ব্যয়**	ঃ	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৮০০.০৬	৮০০.০৬	৭৪০.২২	জুলাই/২০০৭ হতে জুন/২০১২	জুলাই/২০০৭ হতে জুন/২০১২	জুলাই/২০০৭ হতে জুন/২০১২	-	-

৫.০ **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬.০ **কাজের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম		একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১		২	৩	৪	৫	৬
(ক) রাজস্বঃ						
	জনবলদের বেতন-ভাতা :					
০১)	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৩	১৩.৯৩	৩ (১০০%)	৯.৯৭ (৭১.৫৭%)
০২)	কর্মচারীদের বেতন-গ্র্যাচুয়িটিসহ	জন	১৩	১৯.৬৪	১১ (৮৪.৬২%)	১২.১৬ (৬১.৯২%)
০৩)	ভাতাদি	থোক	-	২৪.৬৫	থোক	১৩.৪৭ (৫৪.৬৫%)
	সরবরাহ ও সেবা :					
০৪)	টেলিফোন বিল	থোক	-	২.৫২	থোক	০.২০ (৭.৯৪%)
০৫)	গ্যাস, ফুয়েল, পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট (যানবাহন ও জেনারেটর)	থোক	-	১৪.০০	থোক	৬.৮৫ (৪৮.৮৬%)
০৬)	বই, সাময়িকী ও জার্ণাল	থোক	-	২১.৬২	৪৩৭০ টি	২১.৬০ (৯৯.৯১%)
০৭)	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪১৭৫	১৫৫.৬৩	৪১৭৫ (১০০%)	১৪৭.৮১ (৯৪.৯৮%)
০৮)	ল্যাব যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক	থোক	-	১১.৮৮	থোক	৯.৮৮ (৮৩.১৭%)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম		একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১		২	৩	৪	৫	৬
	দ্রব্য					
০৯)	ইউটেনসিল, ডিপ ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর	থোক	-	৩.৯০	থোক	৩.৯০ (১০০%)
১০)	বিছানাপত্র (ডরমিটরী)	থোক	-	৪.৪০	থোক	৪.২০ (৯৫.৪৬%)
১১)	আনুষাংগিক (ইন্টারনেট বিলসহ)	থোক	-	২৫.৫৬	থোক	২৫.২৮ (৯৮.৯১%)
১২)	প্রদর্শনী	সংখ্যা	১৫	৭.৮৫	১৫ (১০০%)	৭.২৩ (৯২.১০%)
১৩)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	৩১৯.২৬	থোক	৩০৫.৬০ (৯৫.৭২%)
	উপ-মোট (রাজস্ব)=			**৬২৪.৮৪**		**৫৬৮.১৫**
(খ)	**মূলধন :**					
০১)	প্রশিক্ষণ সামগ্রি (মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ক্যামেরা এবং অন্যান্য)	সংখ্যা	১৩+১ সেট	১৬.৪০	১৩+১ সেট (১০০%)	১৫.৮২ (৯৬.৪৬%)
০২)	কৃষি যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৭	২০.৮৫	২৭ (১০০%)	২০.৮৫ (১০০%)
০৩)	যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য (জেনারেটর ১৫০ কেভিএ)	সংখ্যা	০১	২৫.০০	০১ (১০০%)	২৫.০০ (১০০%)
০৪)	কম্পিউটার	সংখ্যা	৩৮	২১.৬৫	৩৮ (১০০%)	২১.৬৩ (৯৯.৮৬%)
০৫)	ল্যাপটপ	সংখ্যা	৪	৪.২৮	৪ (১০০%)	৪.২৮ (১০০%)
০৬)	লেজার জেট প্রিন্টার	সংখ্যা	৫	১.১৭	৫ (১০০%)	১.১১ (৯৪.৮৭%)
০৭)	ইউপিএস (১০০০ কেভিএ)	সংখ্যা	৩৬	৩.২৭	৩৬ (১০০%)	২.৫১ (৭৬.৭৬%)
০৮)	সার্ভার, ব্যাকআপ সার্ভার, ইন্টারনেট, স্ক্যানার, কালার প্রিন্টার, ল্যান, ইউপিএস (অন লাইন)	সংখ্যা	১০ +থোক	২১.৫৭	১০ +থোক (১০০%)	২১.৫৭ (১০০%)
০৯)	কম্পিউটার সফটওয়্যার, এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যার	থোক	-	৫.০৯	থোক	৪.১৬ (৮১.৭৩%)
১০)	ডিজিটাল ফটোকপিয়ার মেশিন	সংখ্যা	৩	৪.৭০	৩ (১০০%)	৪.০৯ (৮৭.০২%)
১১)	স্পিলিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনার (২ টন +১ টন)	সংখ্যা	১৬+২	১৫.৫৩	১৬+২ (১০০%)	১৫.৪৬ (৯৯.৪৯%)
১২)	অন্যান্য (ফ্যাক্স, আইপিএস	সংখ্যা	২	৩.১১	২ (১০০%)	৩.০৯

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
ফর সার্ভার)					(৯৯.৩৬%)
১৩) আসবাবপত্র	থোক	-	১০.৯৮	থোক	১০.৮৮ (৯৯.০৯%)
১৪) টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১০০+১০	৬.৬৮	১০০+১০ (১০০%)	৬.৬৮ (১০০%)
১৫) ডিপ টিউবওয়েল	সংখ্যা	১	১৪.৯৪	১ (১০০%)	১৪.৯৪ (১০০%)
উপমোট (মুলধন)=			১৭৫.২২		১৭২.০৭
সর্বমোট =	-	-	৮০০.০৬	-	৭৪০.২২ (৯২.৫২%)

৭.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ **পটভূমি ঃ**

গাজীপুরের BARI ও BIRRI সংলগ্ন এলাকায় বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের একটি যৌথ প্রকল্পের আওতায় ১৯৭৫ সালে Central Extension Resources Development Institute (CERDI) প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক প্রশিক্ষণ উপাদান, যন্ত্রপাতি, মেশিনারীজ, ল্যাবরেটরী কেমিক্যাল নিয়ে CERDI এর কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮৪ সালে CERDI কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পায়। যদিও প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে CERDI একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট হিসাবে বিবেচিত হত কিন্তু ত্রিশ বছর পেরিয়ে এটির অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ সুবিধাদি, প্রশিক্ষণ টুলস্ ও গবেষণা কার্যক্রম প্রায় অকার্যকর/সময়োত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই ন্যূনতম প্রশিক্ষণ মান অর্জনের জন্য মেরামত, উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ, ভৌত অবকাঠামোর আধুনিকায়ন, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি স্থানান্তরের বিকল্প নেই। এই ইনষ্টিটিউটকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণের শীর্ষ (Apex) প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং এটির ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে পুরাতন সার্ডি বর্তমানে National Training Academy (NATA) তে পরিণত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ একাডেমীর গুণগত মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল :

(ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাঠ পর্যায়ে উপযুক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর, খামার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রামীণ যুবকদের লাগসই প্রযুক্তি ও আত্নকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ ;

(খ) বাংলাদেশ সরকারের ২০০২ সালের লোক প্রশাসন নীতিমালার আলোকে NATA (সাবেক সার্ডি)-কে অর্থনৈতিকভাবে আত্ননির্ভরশীল করে গড়ে তোলা ;

(গ) ভৌত অবকাঠামোর বাস্তব অবয়বের সংস্কার, পুন:নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং দ্রুত বিশ্বায়নের সংগে তাল মিলানোর জন্য মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি পুন:স্থাপন ;

(ঘ) গবেষণা সম্প্রসারণ, সমন্বয়, অভিযোজন পরীক্ষা এবং মাঠ প্রদর্শনী কার্যাবলী জোরদারকরণ ; এবং

(ঙ) NATA এর অনুষদ সদস্যের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দৃষ্টিভংগি, জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন করা।

৮.২ **প্রকল্পটির অনুমোদন :**

৮০০.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে মূলত: প্রশিক্ষণ উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৮.৩ প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) প্রকল্প ছক/সংশোধিত প্রকল্প পর্যালোচনা ;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC/DPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;

(ঘ) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা।

৮.৪ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী		কার্যকাল		পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মন্তব্য
		হতে	পর্যন্ত		
১)	জনাব এস. এম. আমিনুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক	০১.০৭.২০০৭	০৬.০১.২০০৮	পূর্ণকালীন	-
২)	জনাব রবীন্দ্র কুমার মজুমদার, নির্বাহী পরিচালক	০৭.০১.২০০৮	০২.০৭.২০০৯	পূর্ণকালীন	-
৩)	জনাব মো: শাজাহান, নির্বাহী পরিচালক	০৩.০৭.২০০৯	০৫.০৮.২০০৯	পূর্ণকালীন	-
৪)	জনাব মো: শহীদুল্লাহ সরকার, নির্বাহী পরিচালক	০৬.০৮.২০০৯	৩১.০৩.২০১০	পূর্ণকালীন	-
৫)	জনাব মো: তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, নির্বাহী পরিচালক	০১.০৪.২০১০	১০.০৫.২০১১	পূর্ণকালীন	-
৬)	জনাব মো: সাইদুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক	১১.০৫.২০১১	০৬.০৬.২০১১	পূর্ণকালীন	-
৭)	জনাব মো: আব্দুল আউয়াল মোল্যা, নির্বাহী পরিচালক	০৭.০৬.২০১১	২২.১২.২০১১	পূর্ণকালীন	-
৮)	জনাব ভুপেশ কুমার মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক	২৩.১২.২০১১	৩১.১২.২০১১	পূর্ণকালীন	-
৯)	জনাব এ. কে. এম রফিকুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক	০১.০১.২০১২	৩০.০৬.২০১২	পূর্ণকালীন	-

৮.৫ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৭-২০০৮	৪৯.৯০	৪৯.৯০	-	৪৯.৯০	৪৯.২০	৪৯.২০	-
২০০৮-২০০৯	২৮২.০০	২৮২.০০	-	২৮২.০০	২৫৪.৮৮	২৫৪.৮৮	-
২০০৯-২০১০	৭৬.০০	৭৬.০০	-	৭৬.০০	৬৭.০৮	৬৭.০৮	-
২০১০-২০১১	৮০.০০	৮০.০০	-	৮০.০০	৭২.৮১	৭২.৮১	-
২০১১-২০১২	৩০০.০০	৩০০.০০	-	৩০০.০০	২৯৬.২৫	২৯৬.২৫	-
মোট =	৭৮৭.৯০	৭৮৭.৯০	-	৭৮৭.৯০	৭৪০.২২	৭৪০.২২	-

(বি:দ্র: অবমুক্তকৃত অর্থের অব্যয়িত মোট ৪৭.৬৮ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে)

৯.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৯.১ প্রকল্প পরিদর্শন ঃ

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম গত ১২.০৬.২০১৩ তারিখে প্রকল্প এলাকা (গাজীপুর) এ বিভাগ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শনকাজে সহায়তা করেন। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত প্রদত্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা ও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণ নিম্নে পর্যায়ক্রমে দেয়া হল:

৯.১.১ বই ক্রয়:

থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ২১.৬২ লক্ষ টাকার মধ্যে ২১.৬০ লক্ষ টাকা এখাতে ব্যয় করা হয়েছে এবং ৪৩৭০ টি বই সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ক্রয়কৃত বইগুলোর মধ্যে হর্টিকালচার, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, এনটোমলজি, প্যাথলজি, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি পরিসংখ্যান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই, ধর্মীয় বই এবং অল্প কিছু সাহিত্য বিষয়ক বই রয়েছে। এ বইগুলো প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২১ টি র‌্যাকে সংরক্ষিত অবস্থায় লক্ষ্য করা হয়।

৯.১.২. প্রশিক্ষণ :

প্রশিক্ষণ খাতে ৪১৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৮২২ জন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম), কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ, মৃত্তিকা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, রাইস-ফিস-ডাক কালচার, উচ্চমূল্য শস্য, কৃষি সম্প্রসারণ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯.১.৩ ল্যাব যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি :

থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ১১.৮৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে ওভেন, পিএইচ মেকার, ক্লোরোফিল মিটার, ব্যালেন্স ইনকিউবিটর পরিলক্ষিত হয়।

৯.১.৪ বিছানাপত্র (ডরমিটরী):

থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ৪.৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক রুমে বিছানাপত্র, বালিশ, দরজা-জানালায় পর্দা সরবরাহ করা হয়েছে, যা পরিদর্শনের সময় দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

৯.১.৫ প্রদর্শনী :

একাডেমী ক্যাম্পাসে প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তব ভিত্তিক উন্নত ধারনা প্রদানের লক্ষ্যে মৌসুমী শস্যের উপর ১৫ টি প্রদর্শনী করা হয়েছিল।

৯.১.৬ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ:

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৩১৯.২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, যার বিপরীতে ব্যয় হয় ৩০৫.২৬ লক্ষ টাকা। অফিস ভবন মেরামতে ৮৫.৬৯ লক্ষ টাকা, আবাসিক ভবন সংস্কারে ৬৬.০৪ লক্ষ টাকা, মটর যানবাহন ও অফিস যন্ত্রপাতি মেরামতে ১১.৯৪ লক্ষ টাকা, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণে ৩৪.৭০ লক্ষ টাকা, সীমানা প্রাচীর এবং ড্রেণ নির্মাণে ৬৮.৪৩ লক্ষ টাকা, ক্লাসরুম হতে করিডোর মেরামত ও সংস্কার এবং ডরমিটরীগুলোর (০২, ০৩ ও ০৪) জানালা স্থাপনে ৩৮.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

৯.১.৭ প্রশিক্ষণ উপকরণ/যন্ত্রপাতি :

ক্রয়কৃত প্রশিক্ষণ উপকরণ/যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে ০২ টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ০১ টি ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা এবং ল্যান এক্সেসরিজ ইত্যাদি।

৯.১.৮ কৃষি যন্ত্রপাতি :

কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বরাদ্দকৃত ২০.৮৫ লক্ষ টাকার মধ্যে সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি সমূহের মধ্যে রয়েছে পাওয়ার ট্রিলার (০২ টি), কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার (০১টি), ট্রাক্টর (০১টি), রিপার (০১টি), লংমাওয়ার্ড (০১টি), পাওয়ার থ্রেসার (০১টি), উইনোআর (০১টি), পাওয়ার স্প্রেয়ার (০১টি), প্যাডেল থ্রেসার (০১টি), ডিজেল ইঞ্জিন (০৮টি), প্রেট্রোল ইঞ্জিন (০৬টি), ড্রামস সিডার (০২টি) ইত্যাদি। এগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৯.১.৯ মেশিনারীজ ও অন্যান্য (স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর ১৫০ কেভিএ) :

২৫.০০ লক্ষ টাকা (লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী) ব্যয়ে ০১ টি ১৫০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয় করা হয়। পরিদর্শনকালে জেনারেটরটি সচল বলে পরিলক্ষিত হয়।

৯.১.১০ কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রি :

প্রকল্পের আওতায় ৩৮ টি ডেক্সটপ কম্পিউটার (HP ব্রান্ডের ১৭ টি, Lenovo ব্রান্ডের ০৯ টি, Asus ব্রান্ডের ১২ টি) ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত এসব কম্পিউটারগুলোর মধ্যে কম্পিউটার ল্যাবে ২৬ টি এবং অবশিষ্ট ১২ টি কম্পিউটার বিভিন্ন কর্মকর্তাদের রুমে সরবরাহ করা হয়েছে।

এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ০৪ টি ল্যাপটপ (HP ব্রান্ডের ০২ টি, Lenovo ব্রান্ডের ০২ টি), ০৫ টি লেজার জেট প্রিন্টার, ৩৬ টি ইউপিএস (১০০০ কেভিএ), ১০ টি সার্ভার, ব্যাকআপ সার্ভার, মডেম, ইন্টারনেট, স্ক্যানার, কালার প্রিন্টার, কম্পিউটার সফটওয়্যার, এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার, ০৩ টি ডিজিটাল ফটোকপিয়ার মেশিন, ০১ টি ফ্যাক্স এবং ০১ টি আইপিএস ফর সার্ভার (০৬ কেভিএ) ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ক্রয়কৃত সামগ্রীসমূহ সচল অবস্থায় দেখা যায়।

৯.১.১১ স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনার (২ টন ও ১ টন) :

প্রকল্পের আওতায় ১৮ টি স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনার (২ টনের ১৬ টি + ১ টনের ০২ টি ক্রয় করা হয়েছে এবং সেগুলো বিভিন্ন ল্যাবে, নির্বাহী পরিচালকের কক্ষে, সার্ভার রুমে, কনফারেন্স রুমে স্থাপন করা হয়েছে যা পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়।

৯.১.১২ আসবাবপত্র :

থোক বরাদ্দ হিসেবে মোট ১০.৮৮ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। আসবাবপত্রের মধ্যে কম্পিউটার টেবিল, কম্পিউটার চেয়ার, আলমিরা, ক্লাস রুম, লাইব্রেরী রুম, ডরমিটরী রুমের জন্য চেয়ার ও টেবিল, ডাইনিং হলের জন্য চেয়ার-টেবিল, ফাইল কেবিনেট ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। আসবাবপত্রগুলা অটবির নিকট হতে ক্রয় করা হয়।

৯.১.১৩ গভীর নলকূপ স্থান :

আবাসিক এলাকায় ১৪.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে, যা পরিদর্শনকালে সচল বলে পরিলক্ষিত হয়।

৯.২ সাধারণ পযবেক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি/দ্রব্যাদি/সামগ্রী/মেরামত কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী উন্মুক্ত দর পদ্ধতি (OTM) অনুসরণ করে করা হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কায সরকারী ক্রয় আইন অনুসরন করে করা হয়েছে ।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

	উদ্দেশ্য		অর্জন
ক)	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাঠ পর্যায়ে উপযুক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর, খামার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রামীণ যুবকদের লাগসই প্রযুক্তি ও আত্নকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ ;	**ক)**	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ৩৮২২ জন কর্মকর্তাকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত এই কর্মকর্তারা প্রযুক্তি হস্তান্তরে ক্ষমতা অর্জন করেছে ;
খ)	বাংলাদেশ সরকারের ২০০২ সালের লোক প্রশাসন নীতিমালার আলোকে NATA (সাবেক সার্ডি)-কে অর্থনৈতিকভাবে আত্ননির্ভরশীল করে গড়ে তোলা ;	**খ)**	জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০০২ এর গাইড লাইন অনুসারে NATA স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখন পর্যন্ত পুরোপুরি গড়ে না উঠলেও আংশিকভাবে কিছুটা সফল হয়েছে ;
গ)	ভৌত অবকাঠামোর বাস্তব অবয়বের সংস্কার, পুন:নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং দ্রুতবিশ্বায়নের সংগে তাল মিলানোর জন্য গুনগত প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি প্রক্রিয়াকরণ, পুন:স্থাপন ;	**গ)**	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ডরমিটরী ভবন, আবাসিক কোয়ার্টার, সারফেস ড্রেণ, অভ্যন্তরীণ করিডোর ও রাস্তা সংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে। তাছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তর তথা গুণগত প্রশিক্ষণ কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম পরিচালনার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, ল্যাব সরঞ্জামাদি ক্রয় পূর্বক সেগুলো সুসজ্জিতভাবে স্থাপন করা হয়েছে।
ঘ)	গবেষণা সম্প্রসারণ, সমন্বয়, অভিযোজন পরীক্ষা এবং মাঠ প্রদর্শনী কার্যাবলী জোরদারকরণ ; এবং	**ঘ)**	প্রকল্পের আওতায় গবেষণা কার্যক্রম জোড়দার করার জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি, বই, সাময়িকী, জার্নাল ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় মৌসুমি শস্যের উপর ১৫ টি প্রদর্শন করা হয়েছে।
ঙ)	NATA এর অনুষদ সদস্যের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দৃষ্টিভংগি, জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন করা।	**ঙ)**	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে NATA এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন হওয়ায় অনুষদ সদস্যের দৃষ্টিভংগি, জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের পথ সৃষ্টি করেছে।

১১.০ সমস্যাঃ

১১.১ পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি, মেশিনারীজ, প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি কোনটির গায়েই প্রকল্প ও সংস্থার নাম সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই। ফলে এটি কোন প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত তা বুঝা যায় না ;

১১.২ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্রয়কৃত কম্পিউটারগুলো কম্পিউটার ল্যাবে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য কোন জনবল না থাকায় সেগুলোর উপর ধুলা-বালি পড়ে থাকা অবস্থায় দেখা যায়। এভাবে কম্পিউটারগুলো অব্যহৃত অবস্থায় বেশীদিন পড়ে থাকলে এগুলো নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে ; এবং

১১.৩ ডরমিটরী ভবন ০১ ও ০২ এর করিডোরের মেঝের বিভিন্ন স্থানে প্লাস্টার উঠে গেছে যাতে নির্মাণ কাজের মান নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। তবে অন্যান্য নির্মাণ কাজের (অভ্যন্তরীণ রাস্তা, করিডোর, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি) গুণগতমান বাহ্যত সন্তোষজনক বলে ধরে নেয়া যায়।

১২.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১২.১ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন মেশিনারীজ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্নের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন ;

১২.২ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্রয়কৃত কম্পিউটারগুলোর যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

১২.৩ ডরমিটরী ভবন ০১ ও ০২ এর করিডোরের মেঝের বিভিন্ন স্থানে উঠে যাওয়া প্লাস্টারের স্থানগুলো দ্রুত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত/সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; এবং

১২.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নবগঠিত কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী (নাটা)-কে কার্যকর (Functional) রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।

“চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (১ম সংশোধিত)”

(সমাপ্তঃ জুন,২০১২)

১.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
২.০ বাস্বায়নকারী সংস্থা ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
৩.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ সমগ্র বাংলাদেশ (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত)
৪.০ প্রকল্প বাস্বায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্বায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্বায়ন কালের %)
মূল (প্রঃসাঃ)	সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সংশোধিত			
২৮৪১.৮০০ (-)	৩১০৭.৭৮৯ (-)	৩০৩২.২৯ (-)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	১৯০.৪৯ (৬.৭০%)	-

৫.০ প্রকল্পের অর্থায়নঃ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬.০ কাজের বিভিন্ন অংগের বাস্বায়ন (প্রদত্ত পিসিআর অনুযায়ী) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		প্রকৃত বাস্বায়ন	
			বাস্ব	আর্থিক	বাস্ব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৩	৪৫.০৮	৩ (১০০%)	৩১.১৮ (৬৯%)
২.	কর্মচারীদের বেতন	জন	৫	১২.১৯	১ (২০%)	০.৬৫(৫%)
৩.	ভাতাদি (টিএ/ডিএসহ)	জন	৮	৩২.০৫	৪ (৫০%)	২৩.৬৪ (৭৪%)
	সাব-মোট=	-	-	**৮৯.৩২**	-	**৫৫.৪৭ (৬২%)**
৪.	ব্লক প্রদর্শনী	সংখ্যা	৫৪৪৫২	১৮১৬.৪৬	৫৪৫৪১ (১০০%)	১৮০৮.৭৪ (৯৯%)
৫.	কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	১১৬০৮৩	১৭৪.৯২	১১৫৭৫৬ (১০০%)	১৭০.৪৭ (৯৭%)
৬.	এসএএও প্রশিক্ষণ	জন	১৭৩৪০	৩২.২২	১৭৩৪০ (১০০%)	৩১.১১ (৯৭%)
৭.	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	জন	৩০০০	১০.২২	৩০০০ (১০০%)	৯.১৮ (৯০%)
৮.	বিশেষজ্ঞ সম্মানী	জন	২২৭১০	১০৫.০৭	২২৯৬৪ (১০১%)	১০৫.০০ (১০০%)
৯.	প্রশিক্ষণ আনুষঙ্গিক	থোক	-	৫৯.৫৮	-	৫৯.৫০ (৯৯.৮৭%)
	সাব-মোট=	-	-	**২১৯৮.৪৭**	-	**২১৮৪.০০ (৯৯%)**
১০.	কর্মশালা	সংখ্যা	৪১	২৫.২৮	৪১(১০০%)	২৫.২৮ (১০০%)
১১.	মাঠ দিবস	সংখ্যা	১০৯০০	৩২৭.০০	১০৬০০ (৯৭%)	৩২৪.৭২ (৯৯%)
১২.	অন্যান্য আনুষঙ্গিক	থোক	-	২০০.০০	-	১৯৯.৯৮ (৯৯%)
	সাব-মোট=	-	-	**৫৫২.২৮**	-	**৫৪৯.৯৮ (৯৯.৫৮%)**
	মোট (রাজস্ব)=	-	-	**২৮৪০.০৭**	-	**২৭৮৯.৪৫ (৯৮%)**
১৩.	যানবাহন	সংখ্যা	১	১৯.৫০	১ (১০০%)	১৯.৫০ (১০০%)
১৪.	কম্পিউটার	সংখ্যা	৩	১.৯৫	৩ (১০০%)	১.৯৫ (১০০%)
১৫.	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	১	০.৪৮	১ (১০০%)	০.৪৮ (১০০%)
১৬.	স্পাইরাল বাইন্ডার	সংখ্যা	১	০.৩০	১ (১০০%)	০.৩০ (১০০%)
১৭.	গ্রেইন ময়েশ্চার মিটার	সংখ্যা	৮৫০	২৪৩.৭৯	৮৫০ (১০০%)	২১৯.০৭ (৯০%)

ক্র: নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		প্রকৃত বাস্বায়ন	
			বাস্ব	আর্থিক	বাস্ব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	আসবাবপত্র :					
১৮.	ফাইল কেবিনেট	সংখ্যা	২	০.৩০	২ (১০০%)	০.২৪ (৮০%)
১৯.	স্টিল আলমিরা	সংখ্যা	২	০.৪৫	২ (১০০%)	০.৩৭ (৮২%)
২০.	চেয়ার	সংখ্যা	১৪	০.৬৮	১৪ (১০০%)	০.৬৭ (১০০%)
২১.	টেবিল	সংখ্যা	১	০.২৭	১ (১০০%)	০.২৭ (১০০%)
	সাব-মোট=	**-**	**-**	**২৬৭.৭২**	**-**	**২৪২.৮৫ (৯১%)**
	সর্বমোট=	-	-	**৩১০৭.৭৯**	-	**৩০৩২.২৯ (৯৮%)**

৭.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ **পটভুমি ঃ**

৮.১ ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণাদির মধ্যে বীজ অন্যতম। কেবলমাত্র উন্নত বীজ ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন ১৫-২৫% বৃদ্ধি করা সম্ভব। সরকারী সংস্থাগুলো ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজের চাহিদার মাত্র ১-১.৫% বীজ সরবরাহ করে থাকে। অবশিষ্ট বীজের চাহিদা কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত ফসলের একাংশ থেকে মিটিয়ে থাকে। কৃষকদের উৎপাদিত এ সকল বীজ উচ্চমানের না হওয়ায় কেবলমাত্র কৃষকরাই আশানুরূপ ফলন পাচ্ছে না, সারা দেশও অধিক পরিমাণ ফলন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ডাল, তেল ও পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের নিজস্ব উৎপাদিত বীজের মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ নীতিতে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ বিবেচনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদের উন্নত মানের বীজ উৎপাদক ও সরবরাহকারী হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে উন্নতমানের বীজের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ**

(১) ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করে চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
(২) মানসম্মত ডাল, তেল এবং পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন করার মাধ্যমে বীজের ঘাটতি পূরণ করা ।
(৩) হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
(৪) ডাল, তেল ও পেঁয়াজ আমদানিহ্রাস করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কমানো।
(৫) মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।
(৬) বৃহৎ পরিসরে মান সম্মত বীজ উৎপাদনকারী চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৮.৩ **প্রকল্পটির অনুমোদন ও বাস্তবায়নঃ**

প্রকল্পটি ২৮৪১.৮০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৯.১১.২০০৭ তারিখের ''একনেক'' সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে। পরবর্তীতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতার অপর্যাপ্ততা, ব্লক প্রদর্শনী খাতে বীজ ও সারের মূল্য বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও আনুষাংগিক খাতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ এবং প্রদর্শনী ও মাঠ দিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ১০.০১.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্প মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি করে মোট ৩১০৭.৭৮৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৮.৪ **প্রকল্প মুল্যায়ন পদ্ধতিঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) ECNEC/PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যেও ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা;

৮.৫ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব এবিএম মোশাররফ হোসেন	√	-	২৫.০৫.২০০৮ থেকে ৩০.০৬.২০১২

৮.৬ **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৭-২০০৮	১০.০০	১০.০০	-	৯.০০	৮.৯৯	৮.৯৯	-
২০০৮-২০০৯	৫৯০.০০	৫৯০.০০	-	৫৭৩.৮৬	৫৯৬.৬৩	৫৯৬.৬৩	-
২০০৯-২০১০	৫৯৪.০০	৫৯৪.০০	-	৫৯৪.০০	৫৮৬.৮০	৫৮৬.৮০	-
২০১০-২০১১	১০৭৯.০০	১০৭৯.০০	-	১০৭৯.০০	১০৭২.৮৭	১০৭২.৮৭	-
২০১১-২০১২	৮০২.০০	৮০২.০০	-	৮০২.০০	৭৯৪.০০	৭৯৪.০০	-
মোট =	**৩০৭৫.০০**	**৩০৭৫.০০**	**-**	**৩০৫৭.৮৬**	**৩০৩২.২৯**	**৩০৩২.২৯**	**-**

৯.০ **প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

প্রকল্প পরিদর্শন ঃ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ০৩.১০.২০১২ তারিখে কুষ্টিয়া অংশ, ০৪.১০.২০১২ তারিখে মেহেরপুর অংশ এবং ০৫.১০.২০১২ তারিখে চুয়াডাংগা অংশ আইএমইডি হতে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ ডিএই'র সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন। পরিদর্শনের প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণ নিচে দেওয়া হলঃ

৯.১ প্রকল্পের বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী কার্যক্রমে কৃষক পর্যায়ে ভিত্তি বীজ ব্যবহার করে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সংরক্ষিত বীজ সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকগণের মাঝে বীজ বিনিময় অথবা বিক্রির মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে কৃষকগণের মাঝে পরবর্তী মৌসুমে সময়মত মানসম্মত বীজ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

৯.২ চাষীদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে আধুনিক জাত ও উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকগণের আগ্রহ বেড়েছে এবং উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯.৩ মাঠ দিবস কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকগণ উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে বাস্বায়িত প্রদর্শনীর ফলাফল দেখে উন্নতমানের বীজ ব্যবহারে সচেতন ও আগ্রহী হচ্ছে বলে কৃষকগণ জানান। ***প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে বর্তমানে একজন কৃষককে দৈনিক ১৬০/- (একশত ষাট) টাকা মাত্র প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়, যা একজন কৃষকের দৈনিক মজুরীর তুলনায় অনেক কম। এ ছাড়া মাঠদিবসে ১০০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য মোট বরাদ্দ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা, যার মধ্যে আপ্যায়ন বাবদ মাথাপিছু ১০/-, যা অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে প্রশিক্ষণ ও মাঠদিবস কর্মকান্ডে কৃষকগণ আগ্রহ কম দেখান মর্মে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনকালে জানান।***

৯.৪ প্রকল্প কর্মকান্ডের ফলে উন্নতমানের বীজ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকায় আমন ও বোরো ফসলের মাঝে উন্নতমানের সরিষা বীজ ব্যবহার করে অল্প সময়ে একটি বাড়তি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে এবং এতে কৃষকগণ লাভবান হয়েছে। ফলে বিভিন্ন জেলায় বিগত বছরগুলোর তুলনায় সরিষার আবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯.৫ পরিদর্শনকালে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তা এবং কৃষকগণ এ মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, বীজ উৎপাদনে অনেক কৃষকের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে ভূমির বিভক্তিকরণের ফলে বীজ উৎপাদনের জন্য ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের উপযোগী এক একর জমি অনেক সময় এক সাথে পাওয়া সম্ভব ***হয়*** না। তাই প্রদর্শনীর আকার এক একর-এর পরিবর্তে ৫০ (পঞ্চাশ) শতক ***এবং প্রদর্শনী প্রতি বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০ কেজি*** হলে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন একদিকে যেমন সহজ হত ***;*** অন্যদিকে আরো অনেক আগ্রহী কৃষককে বীজ উৎপাদন কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত ***করে প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা*** যেত।

৯.৬ প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত উন্নতমানের বীজ প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত প্লাষ্টিক পাত্রে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সংরক্ষিত বীজ পরবর্তী মৌসুমে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকগণের মাঝে বীজ বিনিময় অথবা বিক্রির মাধ্যমে বিতরণ করা হয় মর্মে কৃষকদের নিকট হতে জানা যায়। *লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রদর্শনী প্রতি নির্ধারিত ২০০ কেজি বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত একটি পাত্রে ৬০-৭০ কেজি বীজ সংরক্ষণ করা যায়। অবশিষ্ট বীজ কৃষককে নিজ উদ্যোগে বস্তায় সংরক্ষণ করতে হয়। ফলে বীজের আদ্রতার পরিবর্তন ঘটে ও বীজের গুণাগুণ মানসম্মত থাকে না। এক্ষেত্রে বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংরক্ষণের জন্য আকারে বড় সাইজের/একাধিক বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদান করার জন্য কৃষকগণ অনুরোধ জানান।*

৯.৭ জেলা ও উপজেলা কার্যালয় পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্বায়ন কর্মকান্ডের সকল তথ্যাদি সঠিক পরিলক্ষিত হয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস ও বীজ সংরক্ষণ কর্মকান্ড বাস্বায়ন করা হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৯.৮ প্রকল্পের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কর্মকান্ড সদর দপ্তর, অঞ্চল ও জেলা পর্যায় থেকে নিয়মিত মনিটরিং করার ফলে ডাল, তেল ও পেঁয়াজ ফসলের হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মোট উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। *চাষী পর্যায়ে উৎপাদিত ও সংরক্ষিত মানসম্মত বীজের নিয়মিত মনিটরিং করার কাজে নিয়োজিত ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাগণের ভ্রমণভাতা ও যানবাহন সুবিধা অপ্রতুল বিধায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকান্ড মনিটরিং করতে অনেক অসুবিধা হয় মর্মে পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন।*

১০.০ <u>প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ</u>

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রম নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১০.১ **ব্লক প্রদর্শনী** :

কার্যক্রমের নাম	**ডিপিপি** অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	**অগ্রগতি**
মুগ	১১৭৬৮	১১৭৫৮
মসুর	১৬১৭৪	১৬১৩৭
ছোলা	১৪২৫	১৪০৫
মাসকালাই	৫৩৩০	৫৩১২
খেসারী	১৭৫০	১৭৫০
সরিষা	১৩৬৯৭	১৩৬৯৭
তিল	৩১১০	৩১১০
পেঁয়াজ	১৫৫৬	১৫২৪

১০.২ **প্রশিক্ষণ** ঃ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের **নাম**	**ডিপিপি** অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	**অগ্রগতি**
১	নির্বাচিত কৃষকগণের ট্রেনিং	১,১৬,০৮৩ জন	১,১৫,৭৫৬ জন
২	এসএও এবং অন্যান্য ট্রেনিং	১৭,৩৪০ জন	১৭,৩৪০ জন
৩	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের ট্রেনিং	৩,০০০ জন	৩,০০০ জন

১০.৩ ওয়ার্কশপ ঃ

অঞ্চল ভিত্তিক ওয়ার্কশপের বিবরণ	**ডিপিপি** অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	**অগ্রগতি**
ঢাকা	৮ টি	৮ টি
ময়মনসিংহ	০৪ টি	০৪ টি
কুমিল্লা	০৪ টি	০৪ টি
সিলেট	০৪ টি	০৪ টি
চট্টগ্রাম	০৪ টি	০৪ টি
রাংগামাটি	০১ টি	০১ টি
রাজশাহী	০৪ টি	০৪ টি
রংপুর	০৪ টি	০৪ টি
যশোর	০৪ টি	০৪ টি
বরিশাল	০৪ টি	০৪ টি
মোট=	**৪১ টি**	**৪১ টি**

বি:দ্র: ঢাকার ০৮ টি কর্মশালার মধ্যে ০৪ টি জাতীয় পর্যায়ের এবং রাংগামাটিতে ০১ টি কর্মশালা অনুষ্ঠানের পরে এ অঞ্চলে বীজ উৎপাদনের যথোপযুক্ততা না থাকায় পরবর্তীতে প্রকল্প সংশোধনের সময় রাংগামাটি অংশ বাদ দেয়া হয়।

১০.৪ মাঠ দিবস ঃ

কার্যক্রমের নাম	**ডিপিপি** অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	**অগ্রগতি**
মাঠ দিবস	১০,৯০০ টি	১০, ৬০০ টি

বি:দ্র: সাধারণত ০৫ টি বীজ উৎপাদন প্রদর্শনীর জন্য ০১ টি করে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

১০.৮ প্রচার ও প্রকাশনা ঃ

কার্যক্রমের নাম	**ডিপিপি** অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	**অগ্রগতি**
ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ সংক্রান্ত ফোল্ডার	৫৯৪০০ টি	৫৯৪০০ টি
কর্মসূচী নীতিমালা	৩০০০ টি	৩০০০ টি
পোস্টার	৫০০০ টি	৫০০০ টি
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল	৪০০০ টি	৪০০০ টি

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	**প্রকৃত অর্জন**
(১) উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করে চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করা।	ব্লক প্রদর্শনী কার্যক্রমে কৃষক পর্যায়ে ভিত্তি বীজ ব্যবহার করে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ করা হচ্ছে। মাঠ দিবস কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ ব্যবহারে গণসচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। সংরক্ষিত বীজ সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকগণের মাঝে বীজ বিনিময় অথবা বিক্রির মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকগণের মাঝে পরবর্তী মৌসুমে সময়মত মানসম্মত বীজ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।
(২) মানসম্মত ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন করার মাধ্যমে বীজের ঘাটতি পূরণ করা।	প্রকল্প কর্মকান্ড শুরুর পরবর্তী বছরগুলোতে জাতীয় চাহিদার বিপরীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানসম্মত ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ চাষী পর্যায়ে উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে মানসম্মত বীজের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয়েছে **(সারণী-১)**।
(৩) ডাল, তেল ও পেঁয়াজের হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করা।	আধুনিক জাত, উন্নতমানের বীজ ও আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে **(সারণী-২)**।
(৪) ডাল, তেল, ও পেঁয়াজ আমদানি হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা।	প্রকল্প কর্মকান্ড শুরুর পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমশঃ ডাল, তেল, ও পেঁয়াজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাড়তি চাহিদা থাকলেও ডাল, তেল ও পেঁয়াজ ফসলের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে **(সারণী-৩)**।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(৫) মহিলাদের অংশগ্রহণের ফলে দারিদ্র বিমোচন করা।	বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয় কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ বিশেষ করে ফসল আহরণ পরবর্তী কাজে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার ফলে মহিলাদের দারিদ্র বিমোচনসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।
(৬) ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনকারী কৃষক সৃষ্টি করা।	ব্লক প্রদর্শনী কার্যক্রমে বিএডিসি হতে প্রাপ্ত ভিত্তি বীজের ব্যবহার এবং নির্বাচিত কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারে কৃষকদের দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। ফলে চাষাবাদে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ যেমনঃ সুষম সারের ব্যবহার, সারিতে বপন, সম্পূরক সেচের ব্যবহার হচ্ছে। প্রকল্প কর্মকান্ডের মাধ্যমে সাফল্যজনক ভাবে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

১২.০ <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ</u> ঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.০ <u>বাস্বায়ন সমস্যা</u> ঃ

১৩.১ পরিদর্শনকালে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তা এবং কৃষকগণ এ মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, বীজ উৎপাদনে অনেক কৃষকের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে ভূমির বিভক্তিকরণের ফলে বীজ উৎপাদনের জন্য ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের উপযোগী এক একর জমি অনেক সময় এক সাথে পাওয়া সম্ভব না। তাই প্রদর্শনীর আকার এক একর-এর পরিবর্তে ৫০ (পঞ্চাশ) শতক এবং প্রদর্শনী প্রতি বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০ কেজি হলে প্রদর্শনী বাস্বায়ন একদিকে যেমন সহজ হত, অন্যদিকে আরো অনেক আগ্রহী কৃষককে বীজ উৎপাদন কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা যেত।

১৩.২ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রদর্শনী প্রতি নির্ধারিত ২০০ কেজি বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত একটি পাত্রে ৬০-৭০ কেজি বীজ সংরক্ষণ করা যায়। অবশিষ্ট বীজ কৃষককে নিজ উদ্যোগে বস্তায় সংরক্ষণ করতে হয়। ফলে বীজের আদ্রতার পরিবর্তন ঘটে ও বীজের গুণাগুণ মানসম্মত থাকে না।

১৩.৩ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে বর্তমানে একজন কৃষককে দৈনিক ১৬০/- (একশত ষাট) টাকা মাত্র প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়, যা একজন কৃষকের দৈনিক মজুরীর তুলনায় অনেক কম। এ ছাড়া মাঠদিবসে ১০০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য মোট বরাদ্দ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা, যার মধ্যে আপ্যায়ন বাবদ মাথাপিছু ১০/-, যা অত্যন্ অপ্রতুল। ফলে প্রশিক্ষণ ও মাঠদিবস কর্মকান্ডে কৃষকগণ আগ্রহ কম দেখান মর্মে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনকালে জানান।

১৩.৪ প্রকল্পে সংস্থানকৃত তিনজন কর্মকর্তাকে সমগ্র বাংলাদেশে (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) প্রকল্প কর্মকান্ড মনিটরিং করতে হয়। এ মনিটরিং কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত একটি মাত্র পিক-আপ গাড়ী দিয়ে সারাদেশে প্রকল্প কর্মকান্ড মনিটরিং করতে অনেক অসুবিধা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান।

১৪.০ <u>সুপারিশ</u> ঃ

১৪.১ ভবিষ্যতে এ জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে প্রকল্পের প্রদর্শনীর আকার, প্রদর্শনী প্রতি বীজ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা, বীজ সংরক্ষণ পাত্রের আকার, কৃষক প্রশিক্ষণ ভাতার হার ও মাঠদিবস ব্যয় ইত্যাদি বিষয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা বাঞ্চনীয় হবে ;

১৪.২ সমগ্র বাংলাদেশে (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) বাস্বায়িত প্রকল্পের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার জন্য এ জাতীয় কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় যানবাহন সংগ্রহ অথবা ভাড়ায় যানবাহন ব্যবহারের সংস্থান রাখা যেতে পারে ;

১৪.৩ চাষী পর্যায়ে সংরক্ষিত মানসম্মত বীজগুলো যেন পরবর্তী মৌসুম পর্যন্ সংরক্ষণ নিশ্চিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকগণ যেন পরবর্তী মৌসুমে বীজ হিসেবে ব্যবহার করেন সেজন্য ব্লক পর্যায়ে নিয়োজিত এসএএও-গণকে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে ; এবং

১৪.৪ প্রকল্পটি কৃষক পর্যায়ে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং প্রকল্প কর্মকান্ড শুরুর পরবর্তী বছরগুলোতে প্রকল্পের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমানে মানসম্মত বীজের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক জাত, উন্নতমানের বীজ ও আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা দরকার।

"খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)"

(সমাপ্তঃ জুন,২০১২)

১.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ঃ	কৃষি মন্ত্রণালয়
২.০	বাস্বায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
৩.০	প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	৩৫ জেলার সকল উপজেলা অর্থাৎ ৩০৪ উপজেলা

মূল ডিপিপি		সংশোধিত ডিপিপি		
জেলা		জেলা		উপজেলা
১. টাঙ্গাইল ২. ময়মনসিংহ ৩. নেত্রকোনা ৪. জামালপুর ৫. কিশোরগঞ্জ ৬. শেরপুর ৭. কুমিল্লা ৮. চট্রগ্রাম ৯. দিনাজপুর ১০. কুড়িগ্রাম ১১. ঠাকুরগাঁও ১২. রংপুর	১৩. নওগাঁ ১৪. বগুড়া ১৫. যশোর ১৬. সাতক্ষীরা ১৭. খুলনা ১৮. সিলেট ১৯. সুনামগঞ্জ ২০. মৌলবীবাজার ২১. গোপালগঞ্জ ২২. ফরিদপুর ২৩. শরীয়তপুর ২৪. পটুয়াখালি ২৫. ভোলা	১. টাঙ্গাইল ২. ময়মনসিংহ ৩. নেত্রকোনা ৪. জামালপুর ৫. কিশোরগঞ্জ ৬. শেরপুর ৭. কুমিল্লা ৮. চট্রগ্রাম ৯. দিনাজপুর ১০. কুড়িগ্রাম ১১. ঠাকুরগাঁও ১২. রংপুর ১৩. নওগাঁ ১৪. বগুড়া ১৫. যশোর ১৬. সাতক্ষীরা ১৭. খুলনা	১৮. সিলেট ১৯. সুনামগঞ্জ ২০. মৌলবীবাজার ২১. গোপালগঞ্জ ২২. ফরিদপুর ২৩. শরীয়তপুর ২৪. পটুয়াখালি ২৫. ভোলা ২৬. গাইবান্ধা ২৭. নীলফামারী ২৮. লালমনিরহাট ২৯. বরিশাল ৩০. মাগুরা ৩১. লক্ষীপুর ৩২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩৩. হবিগঞ্জ ৩৪. মানিকগঞ্জ ৩৫. বান্দরবান	৩৫ জেলার সকল উপজেলা -৩০৪ টি (প্রদর্শণী বাস্বায়ন এলাকা ১০০ টি উপজেলা)

৪.০ **প্রকল্প বাস্বায়ন সময় ও ব্যয় ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্বায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ সময় (মূল বাস্বায়ন কালের %)
মূল (প্রঃসাঃ)	সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১৪৯২৫.০০ (-)	১৬৩৪১.২৫ (-)	১৪৬৯৪.০৪ (-)	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১১	জানুয়ারি,২০১০ হতে জুন, ২০১২	এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	২৩০.৯৬ (১.৫৫%)	১ বৎসর (৬৬.৬৬%)

৫.০ **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬.০ **কাজের বিভিন্ন অংগের বাস্বায়ন (প্রদত্ত পিসিআর অনুযায়ী) ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		প্রকৃত বাস্বায়ন	
			আর্থিক	বাস্ব	আর্থিক (%)	বাস্ব (%)
ক. রাজস্ব ব্যয়:						
১.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	ব্যাচ	৫৭১.৮৫	২৪৯২	৫৭১.৭৯ (১০০%)	২৪৯২ (১০০%)
২	প্রদর্শণী ও মাঠ দিবস	সংখ্যা	৬৯২.৪৪	৫৫৩২	৫৮৩.৬৮	৫০৬৪
৩	প্রচার ও প্রকাশনা	থোক	১১১.৯২	১০৫০৭২	১১১.৯২	থোক
৪	প্রভাব মূল্যায়ন	সংখ্যা	৬.০০	১	৩.৯৪	১টি
৫	জ্বালানী তৈল এবং গাড়ী ভাড়া	থোক	৫০.৬০	থোক	৫০.৬০	থোক
৬	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৪০.৩৮	থোক	৪০.১৮	থোক
৭	আনুসাঙ্গিক	থোক	১০২.৫৫	থোক	৯৬.৫৬	থোক
	মোট রাজস্ব ঃ		১৫৭৫.৭৪		১৪৫৮.৬৭	-
খ. মুলধন ব্যয়:						
৮	খামার যন্ত্রপাতির বিপরীতে ভর্তূকী	সংখ্যা	১৩৩৯১.৩০	৪১৬১০	১১৮৬১.১৬	৩৮৩৩৮
৯	প্রদর্শণীর জন্য খামার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	সংখ্যা	৮১৭.৪৪	৪০০	৮১৭.৪৪ (১০০%)	৪০০ (১০০%)
১০	গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র বিতরণ	সংখ্যা	৩৯২.২০	৮০০০	৩৯২.২০	৮০০০
১১	আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	১৫.৮৫	থোক	১৫.৮৫ (১০০%)	থোক
১২	মেশিন শেড নির্মাণ	সংখ্যা	১৪৮.৭২	২৫	১৪৮.৭২	২৫
	মোট মূলধন		১৪৭৬৫.৫১	-	১৩২৩৫.৩৭	-
	সর্বমোট:		১৬৩৪১.২৫	-	১৪৬৯৪.০৪	-

৭.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ**

ডিপিপিতে সংস্থানকৃত চাহিদার তুলনায় আরএডিপি বরাদ্দ কম পাওয়ার প্রেক্ষিতে কোন কোন কার্যক্রমের ডিপিপি সংস্থানের সম্পূর্ণ অংশ বাস্বায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে আরএডিপি বরাদ্দের লক্ষমাত্রা সম্পূর্ণ অংশ বাস্বায়ন করা সম্ভব হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় সিদ্ধান্তে- ট্রাক্টর যন্ত্রের সংখ্যা কমিয়ে পাওয়ার টিলার বেশী সরবরাহের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সিদ্ধান্ ডিপিপি সংস্থান ও আরএডিপি বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বাস্বায়িত হয়েছে।

৮.০ **পটভুমি ঃ**

৮.১ বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি এবং প্রতি বছর ২২ লক্ষ হারে তা বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান এ জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি জমি থেকে দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ হারে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এখন জরুরী হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে প্রতি অংশ জমিতে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং সমগ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের চিরাচরিত কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিক যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্র করার কোন বিকল্প নেই। দেশে প্রতিবছর ৮০০০০ হেক্টর জমি কৃষি কাজের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া এই জমি থেকে অধিক ফসল প্রাপ্তির জন্য সময়মত চাষ, উপকরণের যথাযথ ব্যবহার ও উৎপাদিত ফসলের দ্রুত কর্তন নিশ্চিত করা জরুরী। বাংলাদেশের কৃষি কাজে ব্যবহৃত শক্তি যা মূলত যান্ত্রিক শক্তি, পশু শক্তি ও শ্রম শক্তি থেকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে পশু শক্তির সংখ্যা

ক্রমান্বয়েহ্রাস পাচ্ছে। উপরন্তু ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে প্রতি বছর হালের গরুর বিরাট অংশ মরে যাচ্ছে। অন্যদিকে কৃষি ক্ষেত্রে শ্রম শক্তি তথা শ্রমিকের একটি বড় অংশ শিল্প ও পরিবহন খাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে বিধায় শ্রমিকের অভাব দিন দিন বাড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে যান্ত্রিক উৎস থেকে কৃষি শক্তির ঘাটতি পূরণের কোন বিকল্প নাই।

৮.২ ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি একটি অন্যতম উপায়। যন্ত্র শক্তির মাধ্যমে সময়মত চাষ, রোপণ ও কর্তন করে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। দেশের রোপণ ও কর্তন কাজ এখনও বহুলাংশে কৃষি শ্রমিকের উপর নির্ভর করে। পিক সময়ে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি ও অপ্রতুলতার কারণে কৃষকরা রোপণ ও কর্তনের সময় এক অর্থে অসহায় হয়ে পড়ে। কখনও কখনও উৎপাদিত শস্যের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের বিনিময়েও শ্রমিকের অভাব পূরণের চেষ্টা করে যা কৃষি কাজের উপর দারুণভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ প্রেক্ষাপটে মাঠ পর্যায়ে কৃষি কাজকে চলমান রাখার স্বার্থে শস্য কর্তন যন্ত্র (রিপার, কম্বাইন হারভেস্টর), শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র সহজলভ্য করার কোন বিকল্প নেই। এছাড়া দেশে শস্য কর্তন পরবর্তী অপচয় বর্তমানে ১৪%। যন্ত্রের ব্যবহারে সহজেই তা ৫% এ নামিয়ে আনা সম্ভব। এর ফলে খাদ্য উৎপাদন বছরে ২৫-৩৫লক্ষ টন বৃদ্ধি পেতে পারে।

৮.৩ বর্তমানে মাঠে বিদ্যমান কৃষি যন্ত্রের আয়ুষ্কাল ও দক্ষতা মোটেই সন্তোষজনক নয়। যান্ত্রিকীকরণের সাফল্য অনেকাংশে মেকানিক, চালক, ডিলার ও ওয়াকশপ হেল্পারদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট এ সকল স্টেইক হোল্ডারদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোড় দেয়ার পাশাপাশি খামার যন্ত্রপাতির উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.৪ **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য</u> ঃ**

ক) পশুশক্তি ও মারাত্বক শ্রমিক সংকটের প্রেক্ষিতে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা ;

খ) খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা ; এবং

গ) খামার যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেইক হোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৮.৫ **<u>প্রকল্পটির অনুমোদন ও বাস্তবায়নঃ</u>**

প্রকল্পটি ১৪৯.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২১.০১.২০১০ তারিখের ‘‘একনেক’’ সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে। পরবর্তীতে প্রকল্পের সংস্থানকৃত যন্ত্র সংখ্যা সমন্বয়, প্রকল্পের প্রদর্শনী বাস্তবায়নে সহায়ক যন্ত্রাংশের সংস্থান ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ১১.১০.২০১১ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক মোট ১৬৩৪১.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৮.৬ **<u>প্রকল্প মুল্যায়ন পদ্ধতিঃ</u>**

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) ECNEC/PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যেও ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা;

৮.৭ **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব শেখ মো: নাজিম উদ্দিন	√	-	০৭.০৯.২০০৯ থেকে ৩০.০৬.২০১২

৮.৮ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-২০১০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	১৫০০.০০	১৪৩৮.০৩	১৪৩৮.০৩	-
২০১০-২০১১	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	-	৭৫০০.০০	৭৪৯৮.৬৯	৭৪৯৮.৬৯	-
২০১১-২০১২	৫৭৭০.০০	৫৭৭০.০০	-	৫৭৭০.০০	৫৭৫৭.৩২	৫৭৫৭.৩২	-
মোট =	**১৪৭৭০.০০**	**১৪৭৭০.০০**	**-**	**১৪৭৭০.০০**	**১৪৬৯৪.০৪**	**১৪৬৯৪.০৪**	**-**

৯.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় সম্পাদিত কার্যক্রম গত ১৩-১৪.০৯.২০১২ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলায়, উপজেলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপকারভোগীদের সংগে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ময়মনসিংহের সিপিএস জনাব সাদেক ইবনে শামস্‌, পিপিএস জনাব মো: আসাদুল্যাহ ও মুক্তাগাছা উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা জনাব মো: মাহবুব আলমসহ প্রায় মোট ৩০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলায় সম্পাদিত কার্যক্রম গত ১৬.০৯.২০১২ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলায়, উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে উপকারভোগীদের সংগে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেত্রকোনা জেলার সিপিএস জনাব আব্বাস উদ্দিন ও দুর্গাপুর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা জনাব মো: ওমর ফারুক প্রায় মোট ৪০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কৃষকদের বাড়িতে গিয়েও কৃষি যন্ত্রপাতি পরিদর্শন ও তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

নিম্নে পরিদর্শিত এলাকায় পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হ'ল :

৯.১ প্রকল্পটি ভর্তুকি মূল্যে যন্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতির সূচনা করেছে। প্রকল্পের সীমিত সময়ের মধ্যে নতুন প্রবর্তিত পদ্ধতিতে এত বিপুল সংখ্যক যন্ত্র কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে- যা প্রসংশনীয়। কৃষকদের পছন্দ মাফিক যন্ত্র ক্রয়ের সুযোগ থাকায় মাঠে কৃষি যন্ত্রপাতির যথেষ্ট চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে ও কৃষকদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। যন্ত্রপাতির মধ্যে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার ও রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এগিয়ে রয়েছে। তবে অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিশেষ করে হ্যান্ড রিপার, মেইজ শেলার, ম্যানুয়াল উইডার, স্প্রেয়ার ইত্যাদির চাহিদা কম।

৯.২ কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের দাম অনেক বেশী হওয়ার ফলে কৃষকদের এ যন্ত্রটির বিষয়ে আগ্রহ থাকলেও উচ্চ মূল্যের কারণে সাধারণ কৃষকের পক্ষে তা ক্রয় করা সম্ভবপর হয় না। আমদানীকৃত কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার সমূহের স্পেয়ার পার্টস স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায় না ফলে সরবরাহকারী প্রতিস্ঠান হতে সংগ্রহ করতে ২/৩ দিন লেগে যায়। যে কারণে ফসল কর্তন মৌসুমে যন্ত্রটি পুরোপুরি ব্যবহার করা যায় না।

৯.৩ ট্রাক্টর ব্যবহারকারীগণ জানান-পাওয়ার টিলারের তুলনায় ট্রাক্টরে চাষ গভীর হয় এবং বিভিন্ন গভীরতায় শক্ত ও কাঁদা মাটিতে চাষ করা যায়। ফলে খরচ ও সময় দুটোই কম লাগে। যন্ত্রটি তারা নিজে ব্যবহার করছেন এবং নিজ এলাকা ও অন্য এলাকায় ভাড়ার বিনিময়ে জমি চাষ করে দিচ্ছেন। এছাড়া এটিতে ট্রলি সংযুক্ত করে কৃষি পণ্য পরিবহনের কাজেও ব্যবহার করছেন। এক বছরেই ক্রয় মুল্যের প্রায় অর্ধেক উঠে এসেছে।

৯.৪ বিনামূল্যে যারা গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র পেয়েছেন তারা জানান-গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধিতে এ যন্ত্রটির ভূমিকা রয়েছে। এ যন্ত্রের মাধ্যমে অল্প সময়ে গুটি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু এটিতে সমস্যা হচ্ছে-যন্ত্রটি বেশ ভারী হওয়ায় এঁটেল মাটিতে ভাল চললেও অন্য মাটিতে এটি ঠেলতে কষ্ট হয় এবং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গুটি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও অনেক সময় সঠিক স্থানে গুটি পড়ে না।

৯.৫ যারা ভর্তুকিতে পাওয়ার টিলার কিনেছেন তারা জানান-নিজের ও ভাড়ার বিনিময়ে অন্যের জমিতে চাষ দিয়ে অনেকেরই সংসার চলছে এবং এক বছরেই ক্রয় মূল্য উঠে এসেছে। কৃষকদের মধ্যে সাইফেং ব্রান্ডের পাওয়ার টিলারের চাহিদা বেশী। তবে তাদের অভিযোগ পূর্বে ক্রয়কৃত সাইফেং ব্রান্ডের পাওয়ার টিলারের পেছনের চাকাটি মান সম্পন্ন হলেও সম্প্রতি যারা কিনেছেন তাদের টিলারের পেছনের চাকাটি অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা পুরাতন চাকা সংগ্রহ করে পাওয়ার টিলারটি মেরামত করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

৯.৬ যারা মেকানিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা জানান-বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি ও করোনা ইন্ডাষ্ট্রিজে একুশ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ শেষে টুল বক্স পেয়েছেন। প্রশিক্ষণে যন্ত্র মেরামত ও যন্ত্র চালনার বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তারা প্রশিক্ষণ শেষে নিজের এলাকায় ও বিভিন্ন এলাকা থেকে মেশিন মেরামতের জন্য ডাক পাচ্ছেন। এছাড়াও অনেকেই ডিএই-এর প্রদর্শনীতে ও ব্যক্তি পর্যায়ে কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ট্রাক্টর ইত্যাদির চালনার কাজে নিয়োজিত আছেন। তারা উল্লেখ করেন-ভালভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য প্রশিক্ষণটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তারা প্রশিক্ষণকালে মেশিনের যে ম্যানুয়াল বই পেয়েছেন তা ইংরেজীতে লেখা হওয়ায় সহজে বুঝতে পারেন না। এছাড়া প্রশিক্ষণকালে তারা ত্রুটিমুক্ত নতুন মেশিন খুলে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এক্ষেত্রে নষ্ট মেশিন মেরামতের মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিলে প্রশিক্ষণটি আরো কার্যকর হত।

৯.৭ যারা ভর্তুকিতে যন্ত্র কিনতে পারেননি শুধু প্রদর্শনীতে খামার যন্ত্রপাতির ব্যবহার দেখেছেন তারা জানান-প্রদর্শনীতে দেখে অনেকেই এগুলো ব্যবহারে উৎসাহিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি কিনতে আগ্রহীও ছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে আবেদন না করা এবং প্রকল্পের সীমাবদ্ধতার কারণে তারা যন্ত্র ক্রয় করতে পারেননি। আগামীতে সুযোগ পেলে তারা অবশ্যই প্রয়োজনীয় যন্ত্রের জন্য আবেদন করবেন। জেলা পর্যায়ে সংরক্ষিত প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি ভাড়ার বিনিময়ে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী মাঠে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টিরও দাবী জানান তারা।

৯.৮ পরিদর্শনকালে কৃষি কর্মকর্তাগণ জানান-বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে একই সময়ে শস্য রোপন ও কর্তন সম্ভব হয় না। এমনকি বিভিন্ন জাত অনুযায়ী রোপন ও কর্তনের সময়ে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এতে একটি জমি কর্তন শেষে নিকটস্থ জমি কর্তন ব্যাতিত অন্যত্র কর্তন সম্ভবপর হয় না। ফলে যন্ত্র ব্যবহার লাভজনক হয় না।

৯.৯ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন হলেও এর প্রধান জনবল হচ্ছে কৃষি প্রকৌশলীগণ। তবে সব জেলা ও উপজেলাগুলোতে কৃষি প্রকৌশলীগণ না থাকায় সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোর যান্ত্রিক উৎকর্ষতার দিকটি যথাযথভাবে রক্ষা করা কঠিন হচ্ছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের কৃষি প্রকৌশল বিষয়ে একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের অভাব থাকায় যথাযথভাবে কৃষি যন্ত্রগুলোর কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে পারছেন না মর্মে পরিদর্শনে কোথাও কোথাও দেখা গেছে। খামার যান্ত্রিকীকরণের মত অত্যাবশকীয় এবং সম্ভাবনাময় একটি কার্যক্রম সফল করতে হলে কৃষি প্রকৌশলীগণকে সংস্থা পর্যায়ে আরো প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন আছে।

১০.০ <u>প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ</u>

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রম নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১০.১ <u>কৃষি যন্ত্রপাতির বিপরীতে ভর্তুকি</u> :

<u>ভর্তুকী প্রদান পদ্ধতি</u> :

(ক) শুরুতেই কৃষি যন্ত্রপাতির মান, প্রতিযোগিতামূলক বিক্রয়মূল্য ও বিক্রয়োত্তর সেবার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় প্রস্তুতকারক, আমদানীকারক কোম্পানী ও সরবরাহকারীদের একটি ক্ষুদ্রাকার তালিকা প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে (অনুমোদিত পদ্ধতি' ২০১০ অনুযায়ী) যাচাই বাছাই পূর্বক প্রণয়ন করা হয়। যা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত তালিকা ও মডেল ভিত্তিক বাজারমূল্য সকল উপজেলায় পাঠানো হয় ;

(খ) ডিএই-র মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাগণ ভর্তুকি যন্ত্রপাতির বিবরণ, কার্যকারিতা, ভর্তুকির হার, ভর্তুকি প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেশের তৃণমূল পর্যায়ের কৃষকদের নিকট বহুল প্রচারের লক্ষ্যে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের সব ধরনের কমিটি, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সাংবাদিকদের নিকট উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ;

(গ) কৃষি কাজে ব্যবহারে আগ্রহী কৃষক গ্রুপ/ কৃষকদেরকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসারের নিকট কৃষি যন্ত্রের নাম, মডেল, ব্রান্ড এবং প্রস্তুতকারক/ কোম্পানী/ সরবরাহকারীদের নাম উল্লেখ পূর্বক আবেদন করেন। উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান উপজেলা কৃষি পূনর্বাসন কমিটি যন্ত্রভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করেন। এ তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে প্রকল্প কার্যালয়ে জমা হয়। পরিচালক, সরেজমিন উইং এর নেতৃত্বে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উক্ত তালিকা অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত তালিকা পুনরায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হলে উপজেলা কৃষি অফিসার তালিকাভুক্ত কৃষকগ্রুপ/কৃষকদের তালিকায় অর্ন্তভূক্তির বিষয়টি অবহিত করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতকারক/ কোম্পানী/ সরবরাহকারীর নিকট হতে কৃষি যন্ত্র ক্রয়ের জন্য সুপারিশ করেন;

(ঘ) তালিকায় অর্ন্তভুক্ত নির্ধারিত কৃষকগ্রুপ/কৃষকগণ তালিকাভূক্ত যে কোন কোম্পানী প্রস্তুতকারক বা সরবরাহকারীদের নিকট হতে পছন্দসই মডেল/ব্রান্ডের যন্ত্র ক্রয় করতে পারেন। যন্ত্রের বাজার মূল্যের ২৫% হারে প্রকল্প কারিগরী কমিটি ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি ভর্তুকির অর্থ নির্ধারণ করেন। এ প্রক্রিয়ায় কৃষকগণ যন্ত্রের ভর্তূকির অর্থ বাদ দিয়ে ক্রয়কালীন বাজার মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ কৃষক দর কষাকষির মাধ্যমে সরবরাহকারীকে পরিশোধ করেন। প্রয়োজনে যন্ত্রের মডেল বা ব্রান্ডও পরিবর্তন করতে পারেন। এক্ষেত্রে ক্রেতা সরাসরি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করলে, বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন নির্দিষ্ট যন্ত্র ক্রেতার হাতে তুলে দেন;

উপজেলা কৃষি অফিসার ও তার সহযোগীগণ কৃষকদের নিকট সরবরাহ শেষে নির্দিষ্ট কৃষক গ্রুপ/কৃষকের বিপরীতে বরাদ্দকৃত যন্ত্রের ইঞ্জিন নং ও চেসিস নং মিলিয়ে দেখেন। এ প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ার পর স্থানীয় উপজেলা কৃষি অফিসার প্রতিস্বাক্ষর করেন অত:পর প্রকল্পের মাধ্যমে যন্ত্রের নির্ধারিত ভর্তুকি অংশের টাকা বিক্রেতার নিকট পরিশোধ করা হয় ;

(ঙ) প্রকল্প কারিগরী কমিটি (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সমন্বয়ে গঠিত) প্রস্তুতকৃত যন্ত্রের মান, প্রস্তুত প্রক্রিয়া, পর্যবেক্ষণ করবেন এবং দৈবচয়নের ভিত্তিতে মাঠে যন্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে থাকেন। এক্ষেত্রে বিক্রেতা কর্তৃক ঘোষিত বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ কমিটি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন কমিটি স্থানীয় পর্যায়ে যন্ত্র সরবরাহ তদারকী করেন। একই সাথে জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক পর্যায়ে অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ এবং সদর দপ্তরে প্রকল্প পরিচালক, পরিচালক (সরেজমিন উইং), মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ কৃষক গ্রুপ/কৃষকদের বিপরীতে প্রদানকৃত নির্দিষ্ট যন্ত্র সরবরাহ তদারকি করেন ;

(চ) প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে নির্ধারিত যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকারক, কোম্পানী ও সরবরাহকীদের সাথে প্রয়োজনীয় সমঝোতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ; এবং

(ছ) ডিএই-র মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ আওতাধীন কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকী করেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী/কৃষি প্রকৌশলী সার্বিক কাজে কারিগরী সহায়তা প্রদান করেন।

১০.২ কৃষি যন্ত্রপাতির বিপরীতে ভর্তুকি অগ্রগতি ঃ

ক্রঃ নং	যন্ত্রপাতির নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১	পাওয়ার টিলার	৩৬০৯৯	৩৪৬৯১টি
২	ট্রাক্টর	১৫৬২	১২৯৪টি
৩	হ্যান্ড রিপার	২০১	২২টি
৪	পাওয়ার থ্রেসার	২৪৮৮	১৮২১টি
৫	মেইজ শেলার	৫০	২টি
৬	কম্বাইন হারভেষ্টার	১৪০	৮টি
৭	স্প্রেয়ার	১২০২	৫০০টি
৮	গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	১০০০০	৮০০০টি

(বি:দ্র: কৃষকের চাহিদার ভিত্তিতে যন্ত্র সরবরাহ করা হয়। এ কারনে কোন কোন যন্ত্রের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বাস্বায়নে তারতম্য রয়েছে)।

১০.৩ প্রদর্শণীর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ঃ

কার্যক্রমের নাম	**ডিপিপি** অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	**অগ্রগতি**
কম্বাইন হারভেষ্টার	২৫ টি	**২৫টি**
হ্যান্ড রিপার	১০০ টি	১০০টি
গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	১০০ টি	১০০টি
ট্রাক্টর	২৫ টি	২৫টি
রাইস ট্রান্সপ্লান্টার	২৫ টি	২৫টি
পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিডার	১০০ টি	১০০টি

১০.৪ প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস ঃ

কার্যক্রমের নাম	**ডিপিপি** অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	**অগ্রগতি**
কম্বাইন হারভেষ্টার প্রদর্শণী	১২৮৮ টি	**১২৩৫টি**
হ্যান্ড রিপার প্রদর্শনী	১০০০ টি	৯৮৭টি
গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র প্রদর্শনী	১৩১৫ টি	৬৬২ট
পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিডার প্রদর্শনী	৩০০ টি	৯টি
ট্রাক্টর প্রদর্শনী	৫০০ টি	৫০০টি
রাইস ট্রান্সপ্লান্টার প্রদর্শনী	১১২৯ টি	৯৬৫ট

(**বি:দ্র:** পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিডার যন্ত্রটি দেশে প্রস্তুতকৃত নতুন যন্ত্র বিধায় সঠিক ও কার্যকর যন্ত্র প্রস্তুতকরণে অধিক সময় ব্যয় হয়েছে। যন্ত্র সংগ্রহে বিলম্বের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে। এছাড়া আরএডিপি-তে বরাদ্দ কম থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি)।

১০.৫ প্রশিক্ষণ ঃ

কার্যক্রমের নাম	ডিপিপি **অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা**	অগ্রগতি
কৃষক প্রশিক্ষণ	২৪০০ ব্যাচ	২৪০০ ব্যাচ
গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ	৩৫ ব্যাচ	৩৫ ব্যাচ
উপসহকারী কৃষি অফিসার প্রশিক্ষন	৫০ ব্যাচ	৫০ ব্যাচ
কারিগরী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	৩ ব্যাচ
খামার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	২ ব্যাচ
জাতীয় কর্মশালা	২ টি	২টি

১০.৬ বিনামুল্যে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র বিতরণ :

কার্যক্রমের নাম	**ডিপিপি** অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	**অগ্রগতি**
গুটি প্রয়োগ যন্ত্র বিতরণ	৮০০০ টি	৮০০০ টি

১০.৭ মেশিন শেড নির্মাণ :

কার্যক্রমের নাম	**ডিপিপি** অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	**অগ্রগতি**
মেশিন শেড নির্মাণ	২৫ টি	২৫ টি

(বি:দ্র: প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২৫ টি জেলায় প্রদর্শনীর যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের জন্য ২৫ টি মেশিন শেড নির্মাণ করা হয়েছে)।

১০.৮ প্রচার ও প্রকাশনা ঃ

কার্যক্রমের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
ডকুমেন্টারী ফিল্ম	০৬ টি	০৬ টি
টিভি বিজ্ঞাপন	৩০ টি	৩০ টি
ডকুমেন্টারী অডিও স্পট	০৬ টি	০৬ টি
রেডিও বিজ্ঞাপন	৩০ টি	৩০ টি
পোস্টার	৩৫,০০০ টি	৩৫,০০০ টি
ফোল্ডার/বুকলেট	৭০,০০০ টি	৭০, ০০০ টি

বি:দ্র: পোষ্টার ও ফোল্ডার এর মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রমের প্রচার করা হয়েছে। অডিও ভিজুয়্যাল ডকুমেন্ট কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক প্রণীত হয়েছে।

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
পশুশক্তি ও মারাত্তক শ্রমিক সংকটের প্রেক্ষিতে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা।	দেশের কৃষি শ্রমিক ও পশুশক্তির সংকট নিরসনে এ প্রকল্প থেকে ৩৪৬৯১ টি পাওয়ার টিলার, ১২৯৪টি ট্রাক্টর, ১৮২১ টি পাওয়ার থ্রেসার, ৫০০টি স্প্রেয়ার মোট ৩৮৩৩৮টি কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের নিকট ২৫% ভর্তুকি মূল্যে এবং ৮০০০টি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র বিনা মূল্যে সরবারহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রথমবারের মত প্রবর্তিত একটি নতুন পদ্ধতি সুচনা করা হয়-যাতে কৃষকগন তাদের চাহিদামত যন্ত্র গুনগতমান যাচাই সাপেক্ষে জেলা ও উপজেলার স্থানীয় বাজার থেকে ভর্তুকি মূল্যে নিজেই ক্রয় করতে পেরেছেন। মাঠ পর্যায়ে যন্ত্র সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কম সময়ে ও সময়মত এবং দক্ষ চাষাবাদ নিশ্চিত হয়েছে ও ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।
খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা।	প্রকল্প এলাকায় শস্য কর্তন, মাড়াই ও ঝাড়াই কাজে কম্বাইন হারভেষ্টার, চারা রোপনের ক্ষেত্রে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্র, গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র দেশে নতুনভাবে প্রদর্শনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ২৫ টি জেলার ১০০ উপজেলায় ১২০৫ টি স্থানে কম্বাইন হারভেষ্টার, ৯৬৫ টি স্থানে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ৬৬২ টি স্থানে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্রের কার্যকারিতা ও সুফল কৃষকের মাঝে প্রদর্শিত হওয়ায় মাঠে যন্ত্র সমূহের জনপ্রিয়তা বাড়ছে এর ফলে তিনটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান শ্রমিকের অভাব বহুলাংশে লাঘব হচ্ছে। এতে নিশ্চিতভবে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, শস্য কর্তন অপচয় হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি উৎপাদন খরচ সাশ্রয় হয়েছে।
খামার যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেইক হোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	নতুন প্রবর্তিত ভর্তুকির নিয়ম অনুযায়ী যন্ত্র মালিক তথা কৃষকের উপর যন্ত্রের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে বিধায় যন্ত্র সমূহের অধিকতর পরির্চযা নিশ্চিত হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তির যন্ত্র ব্যবহারকারী, পরিচালনাকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদের আবাসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ের মেকানিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে যারা সরবরাহকৃত যন্ত্রের মেরামত ও পরিচালনায় উন্নততর কারিগরী সহায়তা পদান করতে পারছেন। ফলে সরবরাহকৃত যন্ত্রের দীর্ঘ আয়ুস্কাল নিশ্চিত হচ্ছে এবং দক্ষ জনবলও তৈরী হয়েছে। পাশাপাশি এ দেশের স্থানীয় প্রস্তুতকারক কোম্পানীদের সক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে যার সুদুর প্রসারী প্রভাব পাওয়া যাবে।

১২.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.০ <u>বাস্তবায়ন সমস্যা</u> ঃ

১৩.১ বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে একই সময়ে শস্য রোপন ও কর্তন সম্ভব হয় না। এমনকি বিভিন্ন জাত অনুযায়ী রোপন ও কর্তনের সময়ে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এতে একটি জমির ফসল কর্তন শেষে নিকটস্থ জমির ফসল কর্তন ব্যাতীত অন্যত্র কর্তন সম্ভবপর হয় না। ফলে যন্ত্র ব্যবহার লাভজনক হয় না ;

১৩.২ কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের মূল্য বেশী হওয়ার ফলে কৃষকদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা ক্রয় সম্ভব হয় না। এছাড়া স্পেয়ার পার্টসও স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায় না ফলে সরবরাহকারী প্রতিস্ঠান হতে সংগ্রহ করতে ২/৩ দিন লেগে যায়। যে কারণে ফসল কর্তন মৌসুমে যন্ত্রটি পুরোপুরি ব্যবহার করা যায় না ;

১৩.৩ গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র বেশ ভারী হওয়ায় এটি ঠেলতে কৃষকদের কষ্ট হয় এবং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গুটি প্রয়োগের অনেক সময় সঠিক স্থানে গুটি পড়ে না। কৃষকদের মধ্যে সাইফেং পাওয়ার টিলারের চাহিদা বেশি। পূর্বে ক্রয়কৃত সাইফেং ব্রান্ডের পাওয়ার টিলারের পেছনের চাকাটি মান সম্পন্ন হলেও সম্প্রতি যারা কিনেছেন তাদের টিলারের পেছনের চাকাটি অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ;

১৩.৪ প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী মেকানিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেকানিক পেশায় আগ্রহী প্রকৃত ব্যক্তিকে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। মেকানিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণকালে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির যে ম্যানুয়াল বই পেয়েছেন তা ইংরেজীতে লেখা হওয়ায় তারা সহজে বুঝতে পারেন না। এছাড়া প্রশিক্ষণকালে তারা ত্রুটিমুক্ত নতুন মেশিন খুলে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এক্ষেত্রে নষ্ট মেশিন মেরামতের মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিলে প্রশিক্ষণটি আরো কার্যকর হত। তাছাড়া প্রশিক্ষণটির মেয়াদও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ;

১৩.৫ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন হলেও এর প্রধান জনবল হচ্ছে কৃষি প্রকৌশলীগণ। তবে সব জেলা ও উপজেলাগুলোতে কৃষি প্রকৌশলীগণ না থাকায় সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোর যান্ত্রিক উৎকর্ষতার দিকটি যথাযথভাবে রক্ষা করা কঠিন হচ্ছে ; এবং

১৩.৬ বিদ্যমান কৃষি যন্ত্রপাতির সংখ্যা এবং আগামীতে এর প্রয়োজনীয়তা কতটুক তা পরিমাপ করার কোন পরিসংখ্যান বর্তমানে নেই। খামার যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমে কৃষি যন্ত্রপাতির পরিসংখ্যান নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা বাঞ্চনীয় ;

১৪.০ <u>সুপারিশ</u> ঃ

১৪.১ আধুনিক যন্ত্রসমূহ জনপ্রিয় করার পাশাপাশি জমি তৈরী, রোপন ও কর্তনে কাছাকাছি সময়ে চাষাবাদ করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ বিবেচনাযোগ্য ;

১৪.২ কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের মূল্য সাধারণ কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে এদেশের উপযোগী কম মূল্যের হার্ভেস্টারের পরিচিতিকরণ ও স্পেয়ার পার্টস্ সহজলভ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন ;

১৪.৩ গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্রটি আরো নিঁখুত ও সহজে ব্যবহারযোগ্য করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্রি, বারি এর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা যেতে পারে। সাইফেং ব্রান্ডের পাওয়ার টিলারের পেছনের চাকার মান উন্নয়নের জন্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করার উদ্যোগ নিতে হবে ;

১৪.৪ প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী মেকানিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেকানিক পেশায় আগ্রহী প্রকৃত ব্যক্তিকে নির্বাচনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে যত্নবান হতে হবে।আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি মাঠে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে যন্ত্র সরবরাহকারীকে অপারেটিং ম্যানুয়াল বাংলায় সরবরাহ, নষ্ট মেশিন মেরামতের মাধ্যমে হাতে-কলমে আরো কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ;

১৪.৫ নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তিসমূহ মাঠে সম্প্রসারণ ও যান্ত্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের মূল ধারায় মাঠ পর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলীদের নিয়োজিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় খামার যান্ত্রিকীকরণ সংক্রান্ত একটি পৃথক উইং স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় বিবেচনা করে দেখতে পারেন ;

১৪.৬ যান্ত্রিকীকরণ সংক্রান্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হিসাবে কৃষি যন্ত্রপাতির পরিসংখ্যান থাকা বাঞ্চনীয় ;

১৪.৭ প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে সংরক্ষিত প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি সচল রাখার ও বহুল ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে একটি নীতিমালা/নির্দেশনার মাধ্যমে প্রদর্শনী ছাড়াও অন্যত্র ব্যবহার এবং জেলায় সংরক্ষিত যন্ত্রপাতির যথাযথ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের জন্য ০১(এক) জন করে মেকানিক /ড্রাইভার (খামার যন্ত্রপাতি) নিয়োগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ; এবং

১৪.৮ ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সুবিধা এবং খামার যান্ত্রিকীকরণকে টেকসই করার লক্ষ্যে চালক ও মেকানিক প্রশিক্ষণ চলমান রাখার মাধ্যমে দেশের অন্যান্য জেলার কৃষকদেরকে একইভাবে এর সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন।

“বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (সংশোধিত-১)”
(সমাপ্তঃ জুন,২০১২)

১.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

২.০ বাস্বায়নকারী সংস্থা ঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৩.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর এবং পাবনা জেলার সকল উপজেলা

৪.০ প্রকল্প বাস্বায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
২১৪২৮.০০	২৮৪২৮.০০	২৮৪২৪.৬২ (পিসিআর এ দেখানো হয়েছে)	জুলাই/২০০৭ হতে জুন/২০১২	জুলাই/২০০৭ হতে জুন/২০১২	জুলাই/২০০৭ হতে জুন/২০১২	(৩২%)	-----

৫.০ প্রকল্পের অর্থায়নঃ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬.০ কাজের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন (পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী) :

(লক্ষ টাকায়)

	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	**ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
		বাস্তব	**আর্থিক**	**বাস্তব (%)**	**আর্থিক (%)**
	১	৩	৪	৫	৬
(ক) রাজস্বঃ					
	সরবরাহ ও সেবা :				
০১)	প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী সামগ্রি	থোক	১৭.০০	থোক	১৭.০০ (১০০%)
০২)	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	থোক	৭.৩৭	থোক	৭.৩৭ (১০০%)
০৩)	ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ উন্নয়ন গবেষণা ও মূল্যায়ন	থোক	২৯২.৬৩	থোক	২৯০.০০৩৪৬ (৯৯.১০%)
০৪)	পরিবেশ দূষণের প্রভাব মূল্যায়ন	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০ (১০০%)
০৫)	বিবিধ	থোক	৮.৬৯	থোক	৮.৬৯ (১০০%)
	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন :				
০৬)	যানবাহন মেরামত	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)
০৭)	কম্পিউটার এবং অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০ (১০০%)
	উপ-মোট (রাজস্ব)=		**৩৪১.৬৯**	**১০০%**	**৩৩৯.০৬৩৪৬**

(লক্ষ টাকায়)

	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	**ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
		বাস্তব	**আর্থিক**	**বাস্তব (%)**	**আর্থিক (%)**
	১	৩	৪	৫	৬
	মুল অংগ :				
০৮)	মটর সাইকেল ক্রয়	৩০ টি	৩০.০০	৩০ টি	২৯.৪০ (৯৮%)
০৯)	ভিডিও ক্যামেরা	০১ টি	০.৪৮	০১ টি	০.৪৮ (১০০%)
১০)	লেভেলিং ইন্সট্রুমেন্ট উইথ এক্সেসরিজ	০১ টি	১.৪৫	০১ টি	১.৪৫ (১০০%)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	৩	৪	৫	৬
১১) কম্পিউটার উইথ এক্সেসরিজ	১০ টি	৫.৮৫	১০ টি	৫.৮৫ (১০০%)
১২) ফটোকপিয়ার মেশিন	০৪ টি	৯.৩০	০৪ টি	৯.৩০ (১০০%)
১৩) ডিজিটাল কপি প্রিন্টার	০৩ টি	১৩.৩৫	০৩ টি	১৩.৩৫ (১০০%)
১৪) কালার ফটোকপিয়ার	০১ টি	৪.৫০	০১ টি	৪.৫০ (১০০%)
১৫) সেক্রেটারিয়েট টেবিল	১০ টি	০.৮৮	১০ টি	০.৮৮ (১০০%)
১৬) হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	১০ টি	০.৭৩	১০ টি	০.৭৩ (১০০%)
১৭) স্পেশাল কম্পিউটার টেবিল	০৩ টি	০.২৯	০৩ টি	০.২৯ (১০০%)
১৮) স্পেশাল কুশন চেয়ার	০৬ টি	০.৪৪	০৬ টি	০.৪৪ (১০০%)
১৯) কুশন চেয়ার	০৮ টি	০.৫৩	০৮ টি	০.৫৩ (১০০%)
২০) ভিজিটর চেয়ার	৪০ টি	১.৭০	৪০ টি	১.৭০ (১০০%)
২১) স্টিল আলমিরা	১৫ টি	১.০২	১৫ টি	১.০২ (১০০%)
২২) ফাইল কেবিনেট	২০ টি	১.২৪	২০ টি	১.২৪ (১০০%)
২৩) ফাইল র‌্যাক স্টিল	০৮ টি	০.৭৬	০৮ টি	০.৭৬ (১০০%)
২৪) লিটলেট/ব্রাশিউর সেলফ	০৫ টি	০.৩৮	০৫ টি	০.৩৮ (১০০%)
২৫) টেলিফোন সেটসহ কানেকশন	০৮ টি	০.৪৬	০৮ টি	০.৪৬ (১০০%)
২৬) ফ্যাক্স মেশিন	০৪ টি	১.৬০	০৪ টি	১.৬০ (১০০%)
২৭) ইন্টারকম সিস্টেম উইথ কানেকশন	২৫ টি	০.৫৭	২৫ টি	০.৫৭ (১০০%)
২৮) ফ্যান	২৫ টি	০.৫৫	২৫ টি	০.৫৫ (১০০%)
২৯) এয়ারকুলার	০৩ টি	২.৮৫	০৩ টি	২.৮৫ (১০০%)
৩০) ফ্রিজ	০১ টি	০.৩৮	০১ টি	০.৩৮ (১০০%)
৩১) পারচেজ এন্ড ইন্সটলেশন ট্রান্সফরমার	২০০০ টি	১৮০০.০০	২০০০ টি	১৮০০.০০ (১০০%)
৩২) পারচেজ অব ইউপিভিসি পাইপ	২০০০ টি	৬২০০.০০	২০০০ টি	৬১৯৯.৯৬ (১০০%)
৩৩) চারা রোপন	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০ (১০০%)
৩৪) সাব-মারসিবল পাম্প	২০০০ টি	৩০০০.০০	২০০০ টি	২৯৯৯.৯৫ (১০০%)
৩৫) সিংকিং ম্যাটরিয়ালস্	২০০০ টি	৩৪০০.০০	২০০০ টি	৩৪০০.০০ (১০০%)
৩৬) ড্রিলিং অব ডিপ টিউবওয়েল	২০০০ টি	৩৪০০.০০	২০০০ টি	৩৪০০.০০ (১০০%)
৩৭) পাম্প হাউজ নির্মাণ	২০০০ টি	১২০০.০০	২০০০ টি	১২০০.০০ (১০০%)
৩৮) পাইপ লাইন নির্মাণ	২০০০ টি	২৮০০.০০	২০০০ টি	২৮০০.০০ (১০০%)
৩৯) লাইন মেরামত	২০০০ টি	৫৮০০.০০	২০০০ টি	৫৭৯৯.৯৪ (১০০%)
৪০) অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং	২০০০ টি	৪০০.০০	২০০০ টি	৪০০.০০ (১০০%)
উপমোট=		**২৮০৮৬.৩১**	**১০০%**	**২৮০৮৫.৫৬**
সর্বমোট =		**২৮৪২৮.০০**		**২৮৪২৪.৩৮** (১০০%)

৭.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** ঃ প্রযোজ্য নয়।

৮.০ **পটভূমি ঃ**

বৃহত্তর রাজশাহী জেলার ২৫ টি উপজেলায় ১৯৮৫-৯০ মেয়াদে ১০৪.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প-১ম পর্যায় এবং ৪৬৫.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির ২য় পর্যায় সমাপ্তির পর পূর্ববর্তী পর্যায়ে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা ও বরেন্দ্র এলাকার সার্বিক উন্নয়নকল্পে ২৫০০ টি গভীর নলকূপ স্থাপনের লক্ষ্যে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ১১.০৬.২০০৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পরবর্তীতে ২০০০ টি গভীর নলকূপ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হলে বিগত

১৭.০৫.২০০৭ তারিখে একনেক কর্তৃক ২১৪.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি) জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদের বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহে সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং প্রকৃতির ভারসাম্যতা আনয়নের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এছাড়াও প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

ক) নলকূপ স্থাপন ও টেকসই সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত ৫০,০০০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় আনা;
খ) প্রকল্প এলাকার ৬০,০০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা ;
গ) গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক নির্মাণ ;
ঘ) প্রান্তিক চাষী ও দিনমজুরদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা ; এবং
ঙ) মহিলাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা ;

৮.২ প্রকল্পটির অনুমোদন

প্রকল্পটি মোট ২১৪২৮.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগসমূহের ফলপ্রসু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি করে মোট ২৮৪২৮.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৮.৩ প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;
(খ) PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(গ) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঘ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা;

৮.৪ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী		কার্যকাল		পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মন্তব্য
		হতে	পর্যন্ত		
০১)	জনাব মো: মনোয়ার হোসেন, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	১০.১০.২০১১	৩০.০৬.২০১২	পূর্ণকালীন	-
০২)	জনাব মো: সুলতান মাহমুদ সরকার, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	১২.০১.২০১১	১০.১০.২০১১	পূর্ণকালীন	-
০৩)	জনাব মো: আবু তালেব ভুঁইয়া, অতি: প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	৩০.০৫.২০১০	১২.০১.২০১১	খন্ডকালীন	-
০৪)	জনাব মো: খালেকুজ্জামান, অতি: প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	০১.০৭.২০০৭	৩০.০৫.২০১০	পূর্ণকালীন	-

৮.৫ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৭-২০০৮	৪০০০.০০	*৪০০০.০০	-	*৪৩৮৫.০০	৪৩৮৫.০০	৪৩৮৫.০০	-
২০০৮-২০০৯	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	-	৫২৫০.০০	৫২৫০.০০	৫২৫০.০০	-
২০০৯-২০১০	৮১৩৩.০০	৮১৩৩.০০	-	৮১৩৩.০০	৮১৩৩.০০	৮১৩৩.০০	-
২০১০-২০১১	৭০০০.০০	৭০০০.০০	-	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	-
২০১১-২০১২	৩৬৬০.০০	৩৬৬০.০০	-	৩৬৫৯.৬৯	৩৬৫৬.৬২	৪৩৮৫.০০	-
মোট =	১৫১১৭.১৩	১৫১১৭.১৩	-	২৮৪২৭.৬৯		১৫১১৬.৮০৫	-

** মন্ত্রণালয় সুত্রে জানা যায় যে, আরএডিপি বরাদ্দের পূর্বেই ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ৪৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়।*

৯.০ **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম গত ০৭ ও ০৮ জুলাই,২০১৩ তারিখে প্রকল্প এলাকা নাটোর ও রাজশাহীর কয়েকটি এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শনকাজে সহায়তা করেন। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত প্রদত্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা ও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ নিম্নে পর্যায়ক্রমে দেয়া হল:

মৌজা-নওপাড়া, জেএল নং-২১৫, দাগ নং-২৮৯, নাটোর সদর, নাটোর :

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে গভীর নলকূপটি স্থাপন করা হয়। এই পাম্প হাউস দিয়ে ৭০ একর জমি চাষাবাদ সম্ভব। এটি নির্মাণের পর ২১০ টি কৃষক পরিবার সুবিধা পেয়ে আসছে।

মৌজা-সিন্দুর কুসুম্বি ১০, জেএল নং-১২৮, দাগ নং-৫৬৭৬, পবা উপজেলা, রাজশাহী :

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে এ স্থানে গভীর নলকূপ স্থাপনকরা হয় এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে কাজ সম্পন্ন হয়। ১৭২ ফুট গভীরতা সম্পন্ন নলকূপটির কমান্ড এরিয়া ২৫ হেক্টর। এই ৬০ জন কৃষক গভীর নলকূপটির সুবিধার আওতায় থেকে চাষাবাদ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

মৌজা-সিন্দুর কুসুম্বি ০৯, জেএল নং-১২৮, দাগ নং-৫৩১৯, পবা উপজেলা, রাজশাহী :

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে গভীর নলকূপটির কমিশনিং সম্পন্ন হয়। গভীর নলকূপটির মোট গভীরতা ১৯৩ ফুট। এটির কমান্ড এরিয়া ৩০ হেক্টর এলাকা জুড়ে। এই পাম্প হাউসের আওতায় সুবিধাভোগী কৃষকের সংখ্যা ৭৪ জন।

মৌজা-জয়কৃষ্ঞপুর, জেএল নং-১৬২, দাগ নং-১৩৩২, পবা উপজেলা, রাজশাহী :

২০০৯-১০ অর্থ বছরে গভীর নলকূপ স্থাপনের লক্ষ্যে খননকাজ করা হয় এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে নলকূপের কমিশনিং সম্পন্ন হয়। গভীর নলকূপটির মোট গভীরতা ১৭২ ফুট। এটির কমান্ড এরিয়া ২৫ হেক্টর এলাকা জুড়ে। এই পাম্প হাউসের আওতায় সুবিধাভোগী কৃষকের সংখ্যা ৮৩ জন।

মৌজা-খাঁরৈন ০৩, জেএল নং-১২৬, দাগ নং-৩৮৩, মোহনপুর উপজেলা, রাজশাহী :

পরিদর্শিত গভীর নলকূপ গুলোর মধ্যে এটি অপেক্ষাকৃত নতুন। ফেব্রুয়ারী, ২০১১ সালে খননকাজ শুরু হয় এবং জানুয়ারি, ২০১২ সালে গভীর নলকূপটির কমিশনিং হয়। গভীর নলকূপটির মোট গভীরতা ৫৬.৪০ মিটার। এটির কমান্ড এরিয়া ৫৯ হেক্টর এলাকা জুড়ে।

সাধারণ পর্যবেক্ষণ : বিএমডিএ'র নিজস্ব সাবমারসিবল পাম্প দ্বারা গভীর নলকূপগুলো চালু করা হয়েছে। প্রতিটি ডীপ টিউবয়েলের দশটি করে আউটলেট রয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট আউটলেট দিয়ে পানি উত্তোলন করে প্রয়োজনমত পানি সরবরাহ করা হয়।

নির্মিত পাম্প হাউসগুলোতে বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যুতায়ন এবং রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়েছে। পরিদর্শণকৃত স্থানগুলোতে কয়েকজন চাষীর সাথে কথা বলে জানা যায়, খরা মৌসুমে পানির তীব্র সংকট থাকত এবং সেচ কাজে পানি পাওয়ার জন্য শ্যালো মেশিনের উপর নির্ভর করতে হতো, উপরন্তু লোডশেডিং এর কারণে সেচ বিঘ্নিত হতো। গভীর নলকূপগুলো স্থাপন করার ফলে সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। সর্বোপরি চাষাবাদে /সেচকাজে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যাচ্ছে এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ চাষীরা বছরে একটি ফসলের স্থলে পর্যায়ক্রমে তিনটি ফসলের উৎপাদন করতে পারছেন ।

১০.০ **প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগের বিবরণঃ**

১০.১ **মোটর সাইকেল ক্রয় :** প্রকল্পের আওতায় ৩০টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছিল প্রকল্প সমাপ্তির পর সাইকেলগুলো বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিকট Higher purchase ভিত্তিতে বিক্রি করে দেয়া হয় এবং এ মোটর সাইকেলগুলো গভীর নলকূপ মনিটরিং এর কাজে ব্যবহার করা হয় বলে BMDA এর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক জানান।

১০.২ **বৃক্ষরোপন :** প্রকল্প এলাকার রাস্তার পাশে ফলজ বনজ বৃক্ষের বারো চারা রোপন করা হয়েছে। পরিদর্শন কালে পরিদর্শিত এলাকায় এরুপ কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়েছে।

১১.০ **ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা :**

প্রকল্পের আওতায় দৈবচয়নের ভিত্তিতে দুটি অংগের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ :

১১.১ "পারচেজ এন্ড ইনস্টলেশন অব ট্রান্সফরমার সেট" অংগের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৯১৬.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১২৯টি ট্রান্সফরমার সেট ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু ডিপিপিতে ২০০০টি ট্রান্সফরমার ক্রয়ের জন্য ১৮০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল অর্থাৎ এ অংগে ১১৬.১০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় এবং ১২৯টি ট্রান্সফরমার সেট বেশী ক্রয় করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রয়োজনীয়তার নিরীখে অতিরিক্ত সংখ্যক (১২৯টি) ট্রান্সফরমার বিএমডিএ'র নিজস্ব অর্থে ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু ডিপিপি-তে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে সংস্থার নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের সংস্থান ছিল না। এ ক্ষেত্রে ডিপিপি'র প্রাক্কলিত অর্থের সাথে সংস্থার নিজস্ব অর্থ সংযুক্তপূর্বক অতিরিক্ত ব্যয়ে (১১৬.১০ লক্ষ টাকা) ও অতিরিক্ত সংখ্যক (১২৯টি) ট্রান্সফরমার ক্রয় করা বিধি সম্মত হয়নি। সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ক্রয় কার্যক্রম ডিপিপি'র ক্রয় কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত না করে আলাদা ভাবে ক্রয় করা সমীচীন ছিল।

১১.২ সাব-মার্সিবল পাম্প : ৩১৩৩.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০৮৯টি সাব মার্সিবল পাম্প ক্রয় করা হয়েছে। ডিপিপি-তে ২০০০টি সাব মার্সিবল পাম্পের সংস্থান ছিল এবং ব্যয় ধরা ছিল ৩০০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১৩৩.৭১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ে ৮৯টি অতিরিক্ত সাব-মার্সিবল পাম্প ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ অতিরিক্ত অর্থ (১৩৩.৭১ লক্ষ টাকা) বিএমডিএর নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়েছে।

১২.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

	উদ্দেশ্য		অর্জন (পিসিআর অনুসারে)
ক)	নলকূপ স্থাপন ও টেকসই সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত ৫০,০০০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় আনা;	**ক)**	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০০০ গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ফলে ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) হেক্টের জমি নিয়ন্ত্রিত সুষ্ঠু সেচ কাজের আওতায় এসেছে।
খ)	প্রকল্প এলাকার ৬০,০০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা ;	**খ)**	প্রকল্পের ৬০০০০ হেক্টর জমিতে সম্পুরক সেচের সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে।
গ)	গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক নির্মাণ ;	**গ)**	নবনির্মিত ২০০০ গভীর নলকূপগুলোতে বিদ্যুতায়ন করেছে বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এর মধ্যে দিয়ে নলকূপগুলোর যথাযথ কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়েছে।
ঘ)	প্রান্তিক চাষী ও দিনমজুরদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা ; এবং	**ঘ)**	সুষ্ঠু ও নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে বাস্তবায়িত এ প্রকল্প শস্য বহুমখীকরণ ও বিভিন্ন শষ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে।
ঙ)	মহিলাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা ;	**ঙ)**	কৃষিকাজের বিভিন্ন পার্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ থাকে। যেমন বীজ বপন, ফসল উত্তোলন অর্থাৎ মাড়াই, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে মহিলারা প্রত্যক্ষ- জড়িত থাকে। এই পকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি উৎপন্ন কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে মহিলাদের সম্পৃক্ততা ও আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে।

১৩.০ <u>সমস্যাঃ</u>

১৩.১ ডিপিপি'র নির্দেশনা না মেনে ট্রান্সফরমার সেট এবং সাব-মার্সিবল পাম্প ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপি'র প্রাক্কলিত অর্থ ও সংস্থার নিজস্ব অর্থ সংযুক্ত করে অতিরিক্ত অর্থ সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা হয়েছে। সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে ক্রয় কার্যক্রম ডিপিপি'র ক্রয় কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত না করে আলাদা ভাবে ক্রয় করা পরিকল্পনা শৃংখলা ও ডিপিপি সংস্থান পরিপন্থী

১৩.২ প্রকল্প মেয়াদে ০৪ (চার) জন প্রকল্প পরিচালক বদলী হন। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি করে ; এবং

১৩.৩ পিসিআর সংশোধনপূর্বক প্রেরণের ক্ষেত্রে ঘন ঘন বিলম্ব না করে যথাসময়ে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। পিসিআর এ ত্রুটি থাকায় তা সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রেরণের জন্য পত্র দেয়াসহ তিনবার তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রেও জবাবসহ সংশোধিত পিসিআর প্রেরণে অত্যধিক বিলম্ব করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিলম্ব সংস্থার উদাসীনতা বলে প্রতীয়মান হয়।

১৪.০ <u>সুপারিশ/মন্তব্য</u> :

১৪.১ ডিপিপি'র নির্দেশনা না মেনে ট্রান্সফরমার সেট এবং সাব-মার্সিবল পাম্প ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপি'র প্রাক্কলিত অর্থ ও সংস্থার নিজস্ব অর্থ সংযুক্ত করে অতিরিক্ত অর্থ সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা বিধিসম্মত হয়নি।সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে ক্রয় কার্যক্রম ডিপিপি'র ক্রয় কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত না করে আলাদা ভাবে ক্রয় করা সমীচীন ছিল। এবিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তদন্তপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করবে ;

১৪.২ PCR পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ছিল ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু, অবমুক্তি হয়েছিল ৪,৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বরাদ্দের তুলনায় ব্যয় ৩৮৫ লক্ষ টাকা অধিক ছিল। এ অতিরিক্ত অর্থ পরবর্তী অর্থ বছরে এডিপি'তে সমন্বয় করা হয়েছিল কিনা তা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে;

১৪.৩ ভবিষ্যতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী করা পরিহার করতে হবে ;

১৪.৪ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত/নির্মিত গভীর নলকূপ, পাম্প হাউজ ও পাইপ-লাইনসমূহ বিএমডিএ কর্তৃপক্ষ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করবে ; এবং

১৪.৫ পিসিআর প্রেরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে বিলম্ব না করে যথাসময়ে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। ভবিষ্যতে এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকতে সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মুল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্ননিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১	১	-	-	-	১	৫০%	-	-

০১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** খাদ্য মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত **১**টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

০২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	দেশের উত্তরাঞ্চলে ১.১০ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প	১৮৮২৩.২৭	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১২

০৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
(১)	(২)	(৪)
১।	দেশের উত্তরাঞ্চলে ১.১০ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প	ভবন নির্মাণের কতিপয় স্থানে জরাজীর্ণ ভবন থাকায় তা অপসারণের প্রক্রিয়াকরণে সময় অতিবাহিত হওয়ায় এবং পর্যাপ্ত এডিপি বরাদ্দ না পাওয়ায় যথাসময়ে অর্থ অবমুক্তি না করতে পারার কারণে সময় অতিবাহিত হয়েছে।

০৪. **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১ **দেশের উত্তরাঞ্চলে ১.১০ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পঃ** প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া এলএসডির নবনির্মিত গুদাম দুটি মূল কাম্পাসের বাইরে করা হয়েছে কিন্তু গুদাম দুটিকে ঘিরে সীমানা প্রাচীর করা হয়নি।	৪.১ **দেশের উত্তরাঞ্চলে ১.১০ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পঃ** যে সকল নতুন গুদাম মূল সীমানা প্রাচীরের বাইরে করা হয়েছে সেগুলোকে ঘিরে সীমানা প্রাচীর দেয়া প্রয়োজন।

দেশের উত্তরাঞ্চলে ১.১০ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ।

জুন, ২০১২

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : (ক) খাদ্য অধিদপ্তর
(খ) গণপূর্ত অধিদপ্তর।

২। প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয় : **খাদ্য বিভাগ / খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।**

৩। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৩.১ পটভূমিঃ

সারাদেশে সরকারের খাদ্য মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টিই খাদ্য গুদাম নির্মাণের মূল লক্ষ্য। দেশের উত্তরাঞ্চলেই উল্লেখযোগ্য পরিমান খাদ্য মজুদ হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে বিদ্যমান খাদ্য গুদাম সমূহের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৪.০০ লক্ষ মেঃটন। দেশের ৮০% খাদ্যশস্য উত্তরাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ফলে বিদ্যমান খাদ্য গুদাম সমূহের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। এছাড়া খাদ্যশস্যের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য পরিবহন ব্যয় কমাতে হলে খাদ্যশস্য সংগ্রহ এলাকায় নিকটবর্তী স্থানে খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রয়োজন। ফলে সরকারের খাদ্য মজুদ বৃদ্ধির লক্ষে দেশের উত্তরাঞ্চলে খাদ্য গুদাম নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.২ উদ্দেশ্যঃ

ক) খাদ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত১.১০ লক্ষ মেঃটন খাদ্যশস্য সংরক্ষনের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ;
খ) দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ ;
গ) খাদ্যশস্য সংগ্রহের মাধ্যমে অধিক খাদ্য ফলানোর বিষয়ে কৃষকদের খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা; ও
ঘ) অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহের বিকেন্দ্রীকরণ এর মাধ্যমে আপদকালীন বা সংকট মুহূর্তে খাদ্যশস্য সরবরাহ সূচারুরূপে সম্পন্ন করা।

৪। প্রকল্প এলাকাঃ

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৫টি জেলার (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা) ৭৬টি উপজেলা।

৫। প্রাক্কলিত ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

	স্থানীয় মুদ্রা	বৈদেশিক মুদ্রা	মোট
মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী	২৪১০০.০০	০.০০	**২৪১০০.০০**
সংশোধিত অনুমোদিত অনুযায়ী	২১৬৯৫.০০	০.০০	**২১৬৯৫.০০**

৬। বাস্তবায়নকাল

	আরম্ভ	সমাপ্তি
(ক) মূল অনুমোদিতঃ	**জুলাই, ২০০৯**	**জুন, ২০১১**
(খ) সংশোধিত অনুমোদিত	**জুলাই, ২০০৯**	জুন ২০১২

প্রকল্প অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি ১৩/১০/২০০৯ ইং তারিখে একনেক সভায় ২৪১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। পরে ডিপিপি সংশোধন করে ২১৬৯৫.০০ লক্ষ টাকা করা হয়।

৭। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

	জিওবি	ঋণ	মোট	উৎস
মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী	২৪১০০.০০	০.০০	২৪১০০.০০	DRGACF(Japan)
সংশোধিত অনুমোদিত অনুযায়ী	২১৬৯৫.০০	০.০০	২১৬৯৫.০০	DRGACF(Japan)

৮। **অংগ ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি :**

(লক্ষ টাকায়)

নং	অংগের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
a)	Revenue Component :						
01	PD+DPD Salary (2nos)	17.23	17.23	2	17.20	2	
02	Staff Salary (5nos)	1.69	1.69	5	1.67	5	
03	Allowances (7nos)	14.84	14.84	7	14.78	7	
04	(i) Petrol, Oil, Lubricant (POL) for 2 nos inspection vehicles (PD+DPD) & PWD field officer	31.90	31.90	47	28.89	47	
05	Stationaries , Stamp, Seal (LS)	5.00	5.00		5.00		
06	Advertisement for 30 package	1.50	1.50	30	1.50	30	
07	Soil investigation (139 Building)	60.88	60.88	140	60.88	140	
08	Testing of Matarials	0.00	0.00	140	0.00	140	
09	Honorarium of TEC(Tk.1.25 for 30 meetting) PIC (Tk. 0.89 for 12 meetting), PSC (Tk. 0.4 for 6 meetting) etc.	2.55	2.55	31	1.61	31	
	(i) Preparation of DPP (100 set) Tk. 0.50	0.75	0.75	150	0.75	150	
	(ii) Tender document (288 +50 set)	2.00	2.00	338	2.00	338	
10	(iii) Architechural Drawing	0.99	0.99	140	0.99	140	
11	(iv) Structural Drawing (for 139 nos Godown)	1.00	1.00	140	1.00	140	
12	(v) Repair & maintenanece of inspection vehicles of PWD field officers (30nos)	17.74	17.74	47	12.81	47	
	Sub Total (Revenue Compnent):	**158.07**	**158.07**		**149.07**		
b)	Capital Component :						
13	Purchase of 2 nos inspection vehicles (4 wheel 5 door 1 Jeep and Microbus for PD & DPD)	63.26	63.26	2	63.26	2	
14	Computer with Software, Pinter, Computer Table-Chair etc	4.14	4.14	5	4.14	5	

নং	অংগের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	complete 4 nos (3nos for PD office and 1nos For DOA)						
15	Office furniture 3 set	2.99	2.99	3	2.99	3	
	Construction of 80 Nos 1000 M.T. Food Godwon						
16	Site Development (1400 cum avg) Tk. 3.00 Lakh per sites)	38.95	38.95	31	32.00	31	
	(i) Civil Works (60,200,82 sqm)	12478.40	12478.40	63984	10537.63	63984	
	(ii) Internal Road (6.50 Lakh par site)	1321.60	1321.60	80	1303.12	140	
17	Electrical Works (interanal & Extarnal) (1.35 par Site)	134.02	134.02	80	112.46	140	
18.	Wooden Dummage (Made of Garjan wood) (520.24 sqm ×81) (Tk. 16.00 Lakh par site)	1061.64	1061.64	13440	1061.64	13440	
	Construction of 60 Nos 500 M. T. Food Godwn						
19.	Site Development	16.58	16.58	11	7.50	11	
	(i) Civil Works	5359.20	5359.20	25137	4593.07	25137	
	(ii) Internal Road (TK. 6.50 Lakh per Site)	591.53	591.53	60	494.58	140	
20.	Electrical Works (interanal & Extarnal) (1.35 par Site)	66.48	66.48	60	64.79	140	
21.	Wooden Dummage (Made of Garjan wood) (520.24 sqm ×81) (Tk. 16.00 Lakh par site)	398.14	398.14	5040	398.14	5040	
	Sub-Total (Capital Componet) :	**21536.93**	**21536.93**	**-**	**18678.19**	**-**	
	Total:	**21695.00**	**21695.00**	**-**	**18823.27**	**-**	

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
ক) খাদ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত১.১০ লক্ষ মেঃটন খাদ্যশস্য সংরক্ষনের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ;	ক) খাদ্য-শস্যের বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতার সাথে আরো ১.১০ লক্ষ মে:টন খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
খ) দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ ;	খ) দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
গ) খাদ্যশস্য সংগ্রহের মাধ্যমে অধিক খাদ্য ফলানোর বিষয়ে কৃষকদের খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা; ও	গ) খাদ্য-শস্য মজুতের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকরা অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহিত হচ্ছে।
ঘ) অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহের বিকেন্দ্রীকরণ এর মাধ্যমে আপদকালীন বা সংকট মুহূর্তে খাদ্যশস্য সরবরাহ সুচারূরুপে সম্পন্ন করা।	ঘ) খাদ্য চাহিদা/সংকট মেটাতে বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতার সাথে নতুন করে যোগ হওয়া গুদামগুলো থেকেও খাদ্যশস্য সরবরাহ করা সহজতর হবে।

১০। <u>পরিদর্শিত প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমঃ</u>

গত ০৭/০৯/২০১২, ০৮/০৯২০১২, ১৪/০৯/২০১২ এবং ১৫/০৯/২০১২ তারিখে যথাক্রমে গাইবান্ধা, বগুড়া সিরাজগঞ্জ এবং পাবনা জেলায় নির্মিত খাদ্যগুদাম সরেজমিনের পরিদর্শন করা হয় ।

(১) <u>গাইবান্ধা :</u>

<u>পলাশবাড়ী :</u> পলাশবাড়ী এলএসডি'র ধারণ ক্ষমতা ২৫০০ মে: টন । **FS3, FS4** এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৫০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন দুটি গুদাম। গুদাম দুটি ২৪/০৩/২০১১ তারিখে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ইতোমধ্যে গুদাম দুটি খাদ্য মজুতের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রকল্পের আওতায় **LSD** তে একটি অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, নির্মিত গুদাম দুটির এপ্রোন সংলগ্ন কোন ড্রেনেজ ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এছাড়া গুদাম দুটির বেশ কিছু **Ventilator** গ্লাসসবিহীন অবস্থায় দেখা যায়। সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় উপস্থিত গুদামের এএসআই অভিযোগ করেন যে, নিম্নমানের পুটিং ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে গ্লাস খুলে পড়ে ভেংগে গেছে। এছাড়া আরো পরিলক্ষিত হয় যে, **Ramp** সংলগ্ন দুই পাশে সিঁড়ি দেয়া হয়নি।

গাইবান্ধা সদর এলএসডি : গাইবান্ধা সদর এলএসডি তিনটি ব্লকে বিভক্ত: ৭ নং ব্লক, খানকাহ শরীফ ব্লক এবং স্টেশন রোড ব্লক। প্রকল্পের আওতায় স্টেশন রোড ব্লকে একটি ১০০০ মে: টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি গুদাম নির্মাণ করা হয়। গণপূর্ত বিভাগের কার্য-সহকারী জানান যে বহু বছরের একটি পরিত্যাক্ত গুদাম ভেংগে সে স্থানে এই গুদামটি নির্মাণ করা হয়েছে। সহায়ক কাজের মধ্যে গুদাম প্রাংগনে একটি অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এপ্রোন সংলগ্ন ড্রেনেজ ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এই গুদামেও **Ramp** পার্শ্বস্থ সিঁড়ি দেয়া হয়নি।

<u>ফুলছড়ি এলএসডি :</u> এই এলএসডি'র ধারণক্ষমতা ১০০০ মে: টন। পূর্বে মাত্র ৫০০ মে: টন ধারণক্ষমতার একটি গুদাম ছিল এখানে। এ প্রকল্পের আওতায় আরো একটি ৫০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম যোগ হয়েছে। নবনির্মিত গুদাম নম্বর হল **FS2** । নতুন এই গুদামের ক্ষেত্রেও গ্লাস বিহীন **Vantilator** লক্ষ্য করা হয়। **OCLSD** অভিযোগ করেন যে, ব্যবহৃত নিম্নমানের পুটিং ক্ষয় হয়ে যাবার ফলে গ্লাসগুলো পড়ে ভেঙ্গে গেছে। অন্যান্য এলএসডিতে নির্মিত গুদামের মত এখানেও নতুন গুদামের এপ্রোন সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ করা হয়নি। এখানেও **Ramp** এর দুপাশে সিঁড়ি পরিলক্ষিত হয়নি।

সাঘাটা এলএসডি : সাঘাটা এলএসডি'র **FS5** টি প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৫০০ মে: টন ধারণক্ষমতার নতুন গুদাম। এখানেও ড্রেন তৈরী করা হয়নি। **Ramp** এর সাথে পার্শ্ব সিঁড়ি নেই এবং যথারীতি **Glass** বিহীন **Vantilator** এখানেও পরিলক্ষিত হয়েছে।

(২) বগুড়া :

সোনাতলা এলএসডি : সোনাতলা এলএসডি'র ধারণ ক্ষমতা ১৫০০ মে: টন । এ প্রকল্পের আওতায় ৫০০ মে: টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন **FS2** গুদামটি নির্মাণ করা হয়। এই এলএসডিতে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি চোখে পড়েনি।

শিবগঞ্জ এলএসডি : শিবগঞ্জ এলএসডি'র মোট ধারণক্ষমতা ১০০০ মে: টন । ১.১০ লক্ষ মে: টন ধারণক্ষমতার নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৫০০ মে: টন ধারণক্ষমতার একটি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। গুদামটির কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে তবে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত কিছু কিছু কাঠের ডানেজে ফাটল দেখা গেছে।

দুপচাচিয়া এলএসডি : **LSD** টির বর্তমান ধারণ ক্ষমতা ৩০০০ মে: টন । পূর্বে এটির ধারণক্ষমতা ছিল মাত্র ৫০০ মে: টন।

অর্থাৎ পরবর্তীতে ২৫০০ মে: টন ধারণক্ষমতা যোগ হয়েছে তন্মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১০০০ মে: টন ধারণক্ষতার ২টি গুদাম নির্মিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সহায়ক (**Ancillary**) কাজের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। তবে নতুন গুদাম দুটি ঘিরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়নি।

(৩) <u>সিরাজগঞ্জ :</u>

<u>বেলকুচি এলএসডি :</u> এই **LSD** এর বর্তমান ধারণক্ষমতা ১৫০০ মে: টন । প্রকল্পের আওতায় ৫০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন **FS3** গুদামটি নির্মিত হয়েছে । নব নির্মিত এই গুদামটি ৩০/০৭/২০১১ তারিখে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কাছে হস্তান্তর কর হয়। বর্তমানে গুদামটি খাদ্য মজুতের কাজে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব তাজউদ্দীন হোসেন পরিদর্শনকালে উপস্থিত থেকে জানান যে, গুদামটি ৬০ নং প্যাকেজের আওতায় নির্মিত হয়। এই প্যাকেজের

আওতায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটি এলএসডিতে তিনটি ৫০০ মে: টন ধারণক্ষমতার গুদাম নির্মিত হয়েছে। ৬০ নং প্যাকেজের চুক্তি মূল্য ছিল ৩৯৩.৯৩ লক্ষ টাকা এবং তার বিপরীতে ব্যয় হয় ৩৬৯.১৩ লক্ষ টাকা। গুদামটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান মেসার্স সাদিয়া ট্রেডার্স।

কামারখন্দ এলএসডি : ১৫০০ মে: টন ধারণক্ষমতার এই এলএসডিতে ৫০০ মে: টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন **FS3** গুদামটির নির্মিত হয়। সহায়ক কাজের মধ্যে এলএসডি অভ্যন্তরে সড়ক নির্মাণ যা নতুন গুদামটির সামনে ও ডান পাশ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এই গুদামটিও ৬০ নং প্যাকেজের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে। খাদ্যগুদামটি ১৬/০৬/২০১১ তারিখে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। গুদামটিতে খাদ্য মজুত, লোডিং-আনলোডিং নিয়মিত হয়ে আসছে।

উল্লাপাড়া এলএসডি : উল্লাপাড়া এলএসডি’র দুটি অংশ, একটি নবগ্রাম ব্লক, অন্যটি স্টেশন ব্লক । নবগ্রাম ব্লকের ধারণক্ষমতা ২০০০ মে: টন যার মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১০০০ মে: টন ধারণক্ষমতার একটি গুদাম নির্মিত হয়। পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয় যে নির্মিত গুদামের সামনে আরসিসি ঢালাই সম্পন্ন রাস্তা না করে ইট বিছিয়ে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। বিষয়টি সর্ম্পকে জানতে চাইলে উপ-বিভাগী প্রকৌশলী জানান যে নির্মিত গুদামটির সামনের এক চতুর্থাংশ জলাভূমি ছিল যা উন্নয়ন করার পরও ট্রাকের চাপায় ডেবে যাচ্ছে ফলে আরসিসি ঢালাই দিয়ে সড়ক নির্মাণ করা হয়নি। যদি সড়ক করা হতো তবে সড়কটি ভেংগে যেতো এবং আর্থিক ক্ষতি হত। গুদামটি ০৮/১২/২০১১ তারিখে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং এতে নিয়মিত খাদ্য মজুত, লোডিং, আনলোডিং হচ্ছে। নির্মাণ প্রতিষ্ঠান হোসেন ট্রেডিং কর্পোরেশন গুদামটির নির্মাণ কাজ করে। প্যাকেজ নং ৫৯ এর আওতায় ভিন্ন আরেকটি গুদামসহ চুক্তি মূল্য ছিল ২৯৬.৪৬৬৫৬ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ব্যয় হয় ২৮১.৯১০০০ লক্ষ টাকা ।

(৪) <u>পাবনা :</u>

<u>পাবনা সদর এলএসডি</u> : এই এলএসডিতে ১০০০ মে: টন ধারণক্ষমতার ২টি গুদাম **FS6 and FS7** নির্মাণ করা হয়েছে। **Ancillary** কাজের মধ্যে সামনের অংশে **Connecting** সড়ক (অভ্যন্তরীণ মূল সড়কের সাথে সংযোগ সড়ক) এবং পিছন ও **FS6** গুদামের ডান পাশ জুড়ে একটি **Master Drain** তৈরী করা হয়েছে। গুদাম দুটি ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং গুদাম দুটিতে নিয়মিত মজুত, লোডিং-আনলোডিং এর কাজ হচ্ছে।

নূরপুর এলএসডি : ২০০০ মে: টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নূরপুর এলএসডিতে এ প্রকল্পের আওতায় ৫০০ মে: টন ধারণক্ষমতার একটি গুদাম নির্মিত হয়েছে। নব-নির্মিত গুদামটির ডানপাশ ও পিছনের অংশ জুড়ে অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এই গুদামটিও এপ্রিল ২০১১ মাসে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট হস্তান্তর করা হয় । গুদামটিতে নিয়মিত খাদ্য মজুত, লোডিং-আনলোডিং এর কাজ হচ্ছে ।

আটঘড়িয়া এলএসডি : আটঘরিয়া এলএসডি’র বর্তমান ধারণক্ষমতা ১৫০০ মে: টন । এর মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ৫০০ মে: টন ধারণক্ষমতার একটি গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে । গুদাম সংলগ্ন সামনের অংশে অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এই গুদামটিও অন্যন্য গুদামের ন্যায় এপ্রিল ২০১১ মাসে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। খাদ্য গুদামটি নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে।

<u>মূলাডুলি এলএসডি</u> : ৫২৫০০ মে: টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মূলাডুলি সিএসডিতে ১০০০ মে: টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন দুটি খাদ্যগুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। নব নির্মিত গুদাম দুটি হল **FS**৪১ ও **FS**৪২ । **FS**৪২ গুদামটিতে লক্ষ্য করা হয় যে মেঝের কিছু কিছু জায়গায় সিমেন্টের আবরন ভেংগে আছে। এরকম হবার কারণ কী জানতে চাইলে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জানান যে গুদামের খাদ্য আনলোডিং এর পর মেঝে পরিস্কারের জন্য কাঠের ডানেজগুলো এলাপাথারিভাবে এদিক সেদিক ফেলে রাখার জন্য এরকমটি হয়েছে। এ গুদাম দুটির দুপাশ দিয়ে পার্শ্ব রাস্তা এবং পিছনে টানা রাস্তা (অভ্যন্তরীণ রাস্তা) তৈরী করা হয়েছে । গুদাম দুটি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কাছে এপ্রিল ২০১১ মাসে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং গুদামে নিয়মিত খাদ্য মজুত, লোডিং-আনলোডিং এর কাজ হচ্ছে।

১১। সমস্যা:

(১) গাইবান্ধার এলএসডি গুলোতে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, নবনির্মিত গুদামের বেশ কিছু Vantilator এর গ্লাস নেই কারণ নিম্নমানের পুটিং খসে যাওয়ায় গ্লাস ভেঙ্গে গেছে।

(২) চারটি জেলার মধ্যে শুধু গাইবান্ধার নতুন গুদামগুলোতে Ramp এর পার্শ্ব সিঁড়ি তৈরী করা হয়নি।

(৩) দুপচাচিয়া এলএসডির নবনির্মিত গুদাম দুটি মূল ক্যাম্পাসের বাইরে করা হয়েছে কিন্তু এখনো গুদাম দুটিকে ঘিরে সীমানা প্রাচীর করা হয়নি।

(৪) উল্লাপাড়া এলএসডিতে নবনির্মিত গুদামের সামনে সড়ক নির্মাণ করা হয়নি (ভূমি উন্নয়নের সময় ঠিক মত মাটি কম্প্রেস করা হয়নি যার কারণে সড়ক নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি বলে জানান উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী)

১২। <u>মতামত/সুপারিশঃ</u>

(১) গাইবান্ধার নতুন গুদামগুলোর Vantilator এর গ্লাসগুলো পুন:স্থাপন করা প্রয়োজন।

(২) যে সকল গুদামগুলোতে (গাইবান্ধার নির্মিত নতুন গুদামসহ) Ramp এ পার্শ্ব সিঁড়ি তৈরী করা হয়নি সেসকল গুদামগুলোতে বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে সিঁড়ি স্থাপন করা প্রয়োজন।

(৩) যে সকল নতুন গুদাম মূল সীমানা প্রাচীরের বাইরে নির্মিত হয়েছে সে গুলোকে (দুপচাচিয়াসহ) ঘিরে সীমানা প্রাচীর দেয়া প্রয়োজন।

(৪) উল্লাপাড়া এলএসডিতে নির্মিত নতুন গুদামের সামনে অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন। একই সমস্যা যদি অন্য কোথাও থাকে সেখানেও ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

(৫) বিভিন্ন গুদাম পরিদর্শনকালে লক্ষ করা হয় যে, নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতার বেশি খাদ্য মজুত করা হয়। ধারণক্ষমতার অধিক খাদ্যশস্য মজুদ করা অব্যাহত থাকলে মেঝের ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে। তাই এ বিষয় সর্ম্পকে খাদ্য অধিদপ্তর মনোযোগী হতে পারে।

(৬) প্রতিবেদনটির উপর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২(দুই) মাসের মধ্যে অত্র বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন –সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**
১।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	খুলনার মাস্টার প্ল্যান এলাকা বর্ধিত করে মংলা শহর পর্যন্ত এলাকার স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান ও ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন (প্রথম সংশোধিত)।	**০১**	-	-	-	১	৬ বছর ৬মাস **(২২৫%)**	-	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : **৩**

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল : ৫৪১.৫৪ লক্ষ টাকা, জুলাই ২০০৫ হতে ডিসেম্বর ২০১১

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ : -

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ

সমস্যা		**সুপারিশ**	
৪.১	প্রকল্পের মাষ্টার প্ল্যানের ম্যাপগুলি সঠিক ভাবে সংরক্ষন করা :	**৪.১**	প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট আধুনিক ও উন্নত সার্ভে ম্যাপগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট থাকতে হবে।
৪.২	প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব (Time Over-run) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (Cost over-run) :	**৪.২**	ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্পে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৪.৩	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী :	**৪.৩**	প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।
৪.৪	অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা :	**৪.৪**	প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পন্নের ক্ষেত্রে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয় কে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ

সমস্যা		সুপারিশ	
			করত: আইএমইডিকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৪.৫	অত্র প্রকল্পের বিরুদ্ধে পাওয়া দুর্নীতির তদন্ত সংক্রান্ত :		অত্র প্রকল্পের বিরুদ্ধে পাওয়া অভিযোগনামার বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অতি দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করত: আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।
৪.৬	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) দাখিলে বিলম্ব :	**৪.৫**	ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডি-তে প্রেরণ করা প্রয়োজন।
৪.৭	স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান গেজেট আকারে প্রকাশিত হওয়া:		খুলনা মাষ্টার প্ল্যান এলাকা বর্ধিত করে মংলা শহর পর্যন্ত স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করত: গেজেট আকারে প্রকাশের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। অনুমোদনের পর ম্যাপসমূহ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইটে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে

''খুলনা মাষ্টার প্ল্যান এলাকা বর্ধিত করে মংলা শহর পর্যন্ত স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান''

সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১

১। **প্রকল্পের অবস্থানঃ** খুলনা ।

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ** খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ** গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকা)

প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
	মুল	সর্বশেষ সংশোধিত		মুল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোট	৫৪৫.১৩	৫৭১.১৫	৫৪১.৫৪	জুলাই ২০০৫ হতে জুন, ২০০৭	জুলাই ২০০৫ হতে ডিসেম্বর ২০১১	জুলাই ২০০৫ হতে ডিসেম্বর ২০১১	-	৬ বছর ৬মাস (২২৫%)

০৫। **<u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>**

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের সংস্থান, PCR -এ প্রদর্শিত তথ্য ও এ বিভাগে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডিসেম্বর,২০১১ সময় পর্যন্ত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সংক্রান্ত বিবরণ নীচের সারণীতে প্রদর্শিত হলো।

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (বৈঃমূঃ)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
১।	(ক) Personal					
	a. Key Personal	mm	২১৬	৩৩.৬৪	২১৬ (১০০.০০)	৩১.৯২ (৯৪.৮৮)
	b. Supporting Staff	mm	১৬৮.০০	১৫.৫৭	১৬৮.০০ (১০০.০০)	১৫.৫৭ (১০০.০০)

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (বৈঃমূঃ)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
২.	Consultancy	L.S	L.S	১৭২.১১	L.S	১৬২.৬৫ (৯৪.৫০)
৩.	Studies and Survey	''	''	২৫০.০০	''	২৫০.০০ (১০০.০০)
৪.	VAT Increased		''	৪৯.৫২	''	৪২.০৯ (৮৪.৯৯)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (বৈঃমূঃ)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
৫.	Procumbent of aerial maps and other maps and documents from SPARRSO and other agencies	,,	,,	৯.২৯	,,	৮.৬৯ (৯৩.৫৪)
	Equipment Purchase Photocopier, Survey Equipment, Cooling System for GIS lab (air cooler 24000 BIU split type) KDA Component)	,,	,,	৬.০০	,,	৫.৮১ (৯৬.৮৩)
	Hiring Car (KDA Component	,,	,,	৩.০০	,,	০.৯০ (৩০.০০)
	GIS (Lab –improvement)	,,	,,	৮.০০	,,	৭.৮৯ (৯৮.৬২)
	Foreign Training Tour for Six person (KDA Component)	সংখ্যা	৬	১০.০০	৬	৬.৪৮ (৬৪.৪৮)
	Honorarium of PAC members (KDA Component)	,,	১০	৪.০০	১০ (১০০.০০)	১.৫১ (৩৭.৭৫)
	Contingency Seminar, Workshops, Reproduction os maps, reports, Stationeries, honorarium for members of the technical & Steering Committee, TA, DA & others, contingency (KDA component 1 lakh		-	১০.০২	-	৮.০৩ (৮০.১৩)
	মোট=			**৫৭১.১৫**	**-**	**৫৪১.৫৪ (৯৪.৮১)**

০৬। **<u>প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u>** প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৭ **<u>প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি :</u>**

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়/পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছেঃ

- প্রকল্পের আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর তথ্য পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৭১.১৫ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমান ৫৪১.৫৪ লক্ষ টাকা যা মোট ব্যয়ের ৯৪.৮১%।

৮.১ প্রকল্পের পটভূমি :

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্প্রতি খুলনা মাষ্টার প্ল্যান প্রকল্পের আওতায় খুলনা মহনগরীর জন্য মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। এ মাষ্টার প্ল্যান এলাকা সম্প্রসারণ করে মংলা শহর পর্যন্ত স্ট্রাকচার প্ল্যান , মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করার লক্ষ্যে রূপসা ব্রীজ নির্মানের ফলে বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল এবং সর্বোপরি ভারত, নেপাল ও ভুটানকে মংলা বন্দরের সাথে স্থল পথে যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে খুলনা মহানগরীর মাষ্টার প্ল্যানকে সম্প্রসারিত করে মংলা পর্যন্ত ষ্ট্রাকচার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

সুপরিকল্পিত খুলনা মহা-নগরীর জন্য খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা। উক্ত মাষ্টার প্ল্যান এলাকার সম্প্রসারণ করে মংলা শহর পর্যন্ত ষ্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করাই ছিল আলোচ্য প্রকল্পটির মূখ্য উদ্দেশ্য।

৮.৩ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি ৫৪৫.১৩ লক্ষ(জিওবি- ৪৯১.১৩ লক্ষ+কেডিএ এর নিজস্ব-৫৪.০০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৬/৩/২০০৮ তারিখে মোট ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ সময়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি সংশোধন করা করা হয়। এক্ষেত্রে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে ২ বছর। পরবর্তীতে আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন, ২০১০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয় এবং পরিকল্পনা কমিশন ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়নকাল আরও ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন, ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এ ছাড়া পরামর্শক খাতে ভ্যাট ও আইটি এর হার সরকারীভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এ খাতে প্রয়োজনীয় বর্ধিত অর্থ এবং পে-স্কেল ২০০৯ কার্যকর হওয়ায় জনবল খাতে বেতন- ভাতা বাবদ বর্ধিত অর্থে সংস্থানের জন্য বাস্তবায়নকাল অপরিবর্তিত রেখে ৫৭১.১৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির বিশেষ সংশোধন করা হয় । প্রকল্পটির মোট ৬টি রিপোর্টের মধ্যে ৬ষ্ঠ রিপোর্টটি সম্পন্নের জন্য গণশুনানী, জাতীয় সেমিনার, জনসাধারণের সাথে মত বিনিময় সভা, গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল আরও ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় ।

৮.৪। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৮.৫ **প্রকল্পের সমাপনান্তে পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পটি ২৪/১১/২০১৩ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের সমস্ত কাজ শেষ করা হয়েছে।

৮.৫.১ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে নীচে প্রকল্পের ডিপিপিতে সংশোধিত এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্ত, বাৎসরিক ব্যয় প্রদর্শন করা হলোঃ

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্ত	ব্যয়
২০০৫-২০০৬	১৪.০০	১৪.০০	১৩.৪৪
২০০৬-২০০৭	৮০.০০	৮০.০০	৮০.৩৩
২০০৭-২০০৮	১৫৯.০০	৮৪.০০	৭৯.০৩
২০০৮-২০০৯	৯৪.০০	৮১.৬৫	৮.৫৭
২০০৯-২০১০	১৮০.০০	১৮০.০০	১৭৭.০৮
২০১০-২০১১	২০২.০০	১৫১.৫০	১২৭.৩৮
২০১১-২০১২	৫৭.০০	৫৫.২৭	৫৫.২৭
মোট	৭৮৬.০০	৬৪৬.৪২	৫৪১.১

উপরোক্ত ছক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিগত ০৭ বছরে অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৬৪৬.৪২ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৭১.১৫ লক্ষ টাকা। উপরোক্ত স্মারণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সংশোধিত এডিপিতে সর্বশেষ প্রাক্কলিত বরাদ্দের চেয়ে বেশী বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। এছাড়া অবমুক্তকৃত অর্থ প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ও বেশী দেখানো হয়েছে, যা অসমাঞ্জস্য বলে প্রতিয়মান হয়।

৮.৫.২ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনাঃ

নাম, পদবী		পূর্ণ/খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মন্তব্য
১।	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান টাউন প্ল্যানার	**অতিরিক্ত দায়িত্ব**	**০১.০৭.২০০৫**	**০৩.০১.২০০৬**	
২।	বেগম লায়লা নার্গিস সহকারী টাউন প্ল্যানার	**অতিরিক্ত দায়িত্ব**	**১৬.০২.২০০৬**	**১৪.০৫.২০০৭**	
৩।	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান **নির্বাহী প্রকৌশলী**	**অতিরিক্ত দায়িত্ব**	**১৪.০৫.২০০৭**	**-**	

৮.৫.৩ প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

(ক) **Key Personal** ঃ প্রকল্পের Key Personal খাতে ২১৬ জনমাস এর জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৩.৬৪ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়ছে ৩১.৯২ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৮৮%)।

(খ) **Supporting Stafft** Supporting Stafft খাতে ১৬৮ জনমাসের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৫.৫৭ লক্ষ টাকা যার মধ্যে সমসত্ম অর্থই ব্যয় হয়েছে যার আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(গ) **Consultancy t** Consultancy থোক বরাদ্দ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭২.১১ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ১৬২.৬৫ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৫০%।

(ঘ) **VAT Increased :** এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৯.৫২ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৪২.০৯ লক্ষ টাকা এবং এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.৯৯%।

(ঙ) **Proucment of aerial maps and other maps and documents from SPARRSO and other agencies** t উক্ত খাতে বরাদ্দ ছিল ৯.২৯ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৮.৬৯ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.৫৪%।

(চ) **Hiring Car (KDA Component:** Hiring Car (KDA Component) থোক বরাদ্দ খাতে ছিল ৩.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে খরচ করা হয়েছে ০.৯০ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৩০.০০%।

(ছ) **GIS (Lab –improvement)**: GIS (Lab –improvement) খাতে বরাদ্দ ছিল ৮.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৭.৮৯ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৬২%)।

(জ) **Foreign Training Tour for Six person (KDA Component):** এখাতে ৬ জন সদস্যের জন্য বরাদ্দ ছিল ১০.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৬.৪৮ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৬৪.৪৮%)।

(ঝ) **Honorarium of PAC members (KDA Component):** Honorarium of PAC members (KDA Component) খাতে ১০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ১.৫১ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৩৭.৭৫%)।

(ঞ) **Contingency Seminar, Workshops, Reproduction os maps, reports, Stationeries, honorarium for members of the technical & Steering Committee, TA, DA & others, contingency (KDA component 1 lakh**:
Contingency Seminar, Workshops, Reproduction os maps, reports, Stationeries, honorarium for members of the technical & Steering Committee, TA, DA & others, contingency (KDA component 1 lakh থোক খাতে বরাদ্দ ছিল ১০.০২ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৮.০৩ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৮০.১৩%)।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে	অর্জিত
সুপরিকল্পিত খুলনা মহা-নগরীর জন্য খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা। উক্ত মাষ্টার প্ল্যান এলাকার সম্প্রসারণ করে মংলা শহর পর্যন্ত ষ্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করাই ছিল আলোচ্য প্রকল্পটির মূখ্য উদ্দেশ্য।	সুপরিকল্পিত খুলনা মহা-নগরীর জন্য খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত মাষ্টার প্ল্যান এলাকার সম্প্রসারণ করে মংলা শহর পর্যন্ত ষ্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে কারণে প্রকল্পটির মূখ্য উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

নিম্নে প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত ম্যাপ দেয়া হলঃ

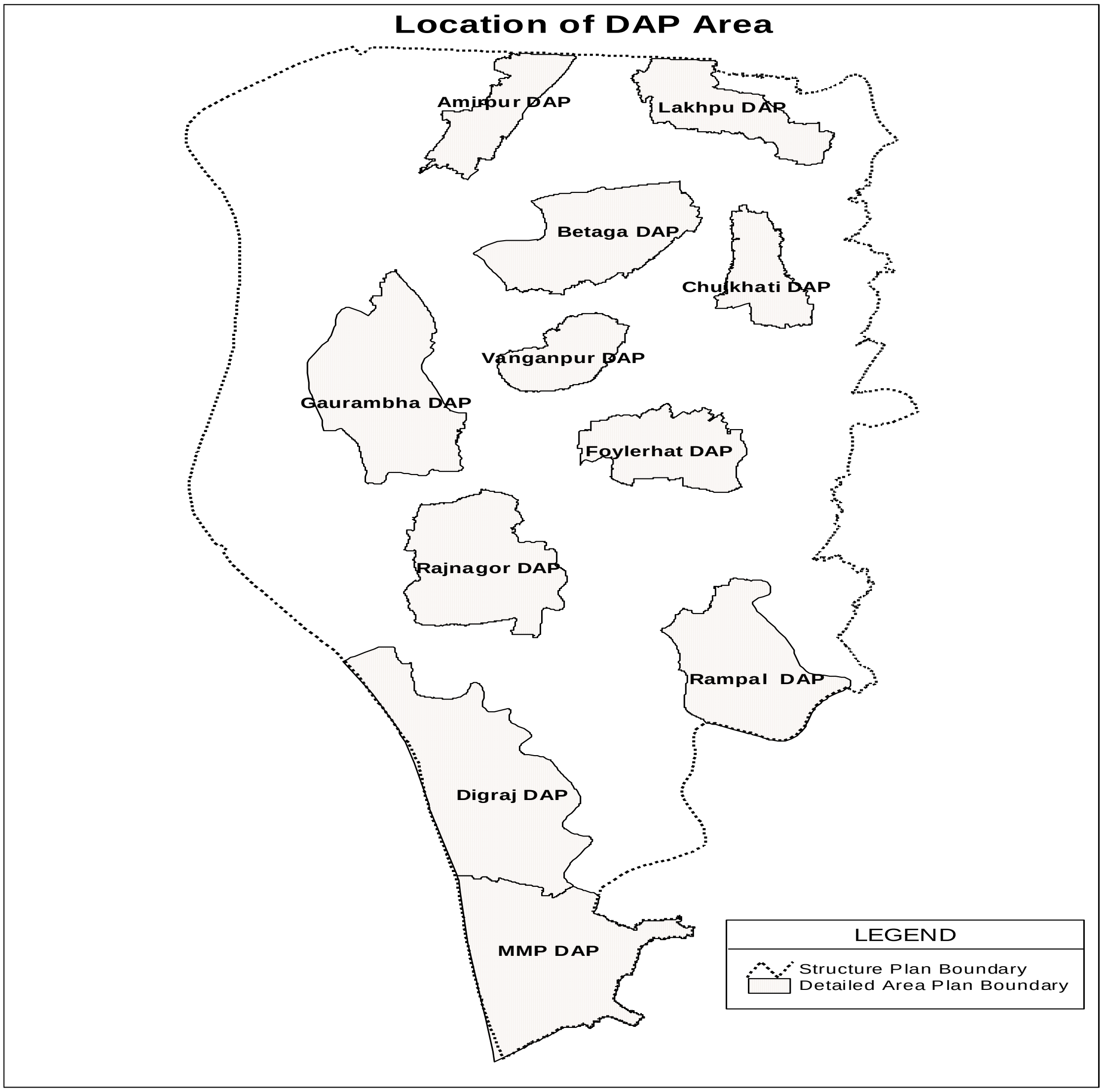

১০। **প্রকল্পের ক্রয়-পরিকল্পনা ও ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি :**

Description of Procurement (good/works/consultancy) as per bid documents	As per DPP	Contracted Value	Invitaiton Date	contract signing /L.C Opening Date	As per Contract	Actual
(১)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৮)	(৯)
Goods Works Consultancy with study and survey	471.63	471.60	01.12.2006	23.05.2007	31.12.2011	31.12.2011

১১। **প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

প্রশিক্ষণের নাম/ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	মন্তব্য
বৈদেশিক	৬	১২দিন	-

১২। **প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি (Internal /External)**

অডিট আপত্তির সাল	অডিট সংস্থার নাম	আপত্তির সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	অনিস্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	মন্তব্য
২০০৮-২০০৯ ২০০৯-২০১০	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর এবং পূর্ত অডিট অধিদপ্তর	৭	-	৭	ভ্যাট কর্তনসহ অন্যান্য যে ৭টি আপত্তি অনিস্পত্তি অবস্থায় রয়েছে, এ সম্পর্কে উপযুক্ত কাগজপত্র প্রকল্প পরিচালক পরিদর্শন কালে উপস্থাপন করতে পারে নাই । ফলে পরবর্তীতে অডিট আপত্তির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে, প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সর্বমোট ৭টি আপত্তি অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে মর্মে অবহিত করেন।

১৩। **সমস্যাঃ**

১৩.১ **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) :** মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৬ বছর ৬ মাস সময় ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ৪ বছর ৬ মাস বেশী (২২৫%)। ০২ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ২২৫% বেশী সময়ে বাস্তবায়ন কাম্য নয়। যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অনেক পূর্বেই সুফল পাওয়া যেতো।

১৩.২. **প্রকল্পের মাষ্টার প্ল্যানের ম্যাপগুলি সঠিক ভাবে সংরক্ষন না করা** : প্রকল্পের সার্ভে ম্যাপগুলি কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে তা পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য করা হয়। পরিদশনকালে দেখা যায় যে, ম্যাপগুলি সাধারন ভাবে র‌্যাকের উপর সংরক্ষণ করা হয়েছে যা মোটেও মানসম্মত নয়। কারণ ম্যাপগুলি ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর জন্য উপযোগী অবস্থায় থাকা খুবই জরুরী। সঠিকভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ম্যাপগুলি সংরক্ষণ না করা হলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বড় রকমের ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৩.৩ **পিসিআর প্রেরণে বিলম্বঃ** প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিধান রয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১১ সালে সমাপ্ত হলেও এ বিভাগে পিসিআর পাওয়া গেছে ১২/০৫/২০১৩ তারিখে যা কাম্য নয়।

১৩.৪ **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী :** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময় (২০০৫ থেকে ২০১১) পর্যন্ত ৬ বছর ৬ মাসে মোট ৩ জন কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সার্বক্ষনিক প্রকল্প পরিচালক না থাকায় ও ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলিজনিত কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হয়েছে ।

১৩.৫ **'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ তথ্যগত অসংগতি:**

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, সেটিতে বেশকিছু তথ্যগত অসংগতি রয়েছে। যেমন ০৯নং অনুচ্ছেদে ০১ (বি) তে প্রদর্শিত টেবিলের কলামে প্রদর্শিত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ-সংক্রান্ত তথ্যের সাথে অবমুক্ত এবং ব্যয় এর মোট যোগফল দেয়া হয়নি। ফলে মোট যোগফলের তথ্যে অসংগতি/ত্রুটি রয়েছে।

১৩.৬ **অডিট আপত্তি নিস্পত্তি না করা :**

প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পূরণকৃত পিসিআর এ অডিট আপত্তির বিষয়টি স্পষ্ট নয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকের নিকট অডিট আপত্তির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোন উপযুক্ত কাগজপত্র যেমন ভ্যাট কর্তনের টাকা জমা দেয়ার চালান সহ অন্যান্য কাগজপত্র উপস্থাপন করতে পারেন নাই। পরবর্তীতে অডিট আপত্তি সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাপারে আইএমইডি কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রের জবাবে প্রকল্পটিতে সর্বমোট ৭টি অডিট আপত্তি রয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। প্রাপ্ত অডিট আপত্তি বিষয়ক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ত্রি-পক্ষীয় অডিট কমিটির সভা আহবানের জন্য প্রকল্প অফিস হতে মন্ত্রণালয়ে একাধিক বার পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা আবশ্যক।

১৩.৭ **অত্র প্রকল্পের বিরুদ্ধে পাওয়া দুর্নীতির তদন্ত সংক্রান্ত:**

অত্র প্রকল্পের বিরুদ্ধে দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি অভিযোগনামা গত ০৮/৭/২০১২ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক গৃহীত হয়। উক্ত অভিযোগনামার প্রেক্ষিতে উহার উপর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবিহত করার জন্য ২৯/০৭/২০১২ তারিখে (স্মারক নং ২১.২৭২.০১৪.০০.০০.০২২.২০০৭-১১৪) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে পত্র মারফৎত অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু এ বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া না গেলে পরবর্তীতে গত ০২/০২/২০১৪ তারিখে (স্মারক নং ২১.২৭২.০১৪.০০.০০.০২২.২০০৭-১৫২) পুণরায় এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন মতামত বা তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়নি। ফলে বিষয়টি অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে।

১৩.৮ **স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান গেজেট আকারে প্রকাশিত না হওয়া:**

অত্র প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত খুলনা মাষ্টার প্ল্যান এলাকা বর্ধিত করে মংলা শহর পর্যন্ত স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান অদ্যাবধি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি। ফলে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচেছ।

১৪। **সুপারিশ :**

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সার্ভে কার্যক্রমের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে খুলনাবাসীরা ভূমি ব্যবহারে সঠিক ধারনা পাবেন। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ জাতীয় প্রকল্পের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে যা প্রসংশনীয় ।

১৪.২ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত কাজে যেন অস্বাভাবিক বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে সংস্থা, মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে ।

১৪.৩ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের 'সমাপ্তি প্রতিবেদন' যথাসময়ে আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট থাকতে হবে ।

১৪.৪ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কোন কর্মকর্তাকে সার্বক্ষনিকভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা যেতে পারে।

১৪.৫ প্রকল্পের পিসিআর পূরণের ক্ষেত্রে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সচেষ্ট থাকতে হবে। ভবিষ্যতে অন্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেন এ রকম ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

১৪.৬ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট আধুনিক ও উন্নত সার্ভে ম্যাপগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা

নিশ্চিত করার জন্য খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

১৪.৭ প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পন্নের ক্ষেত্রে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয় কে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করত: আইএমইডিকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪.৮ অত্র প্রকল্পের বিরুদ্ধে পাওয়া অভিযোগনামার বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অতি দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করত: আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১৪.৯ খুলনা মাষ্টার প্ল্যান এলাকা বর্ধিত করে মংলা শহর পর্যন্ত স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করত: গেজেট আকারে প্রকাশের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। অনুমোদনের পর ম্যাপসমূহ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইটে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১৪.১০ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১	১	০	০	১	১	২৫০%	১	১১১%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত মেয়াদকাল
১	২	৩	৪
১.	নতুন আদালত ভবন নির্মাণ, চট্রগ্রাম।	৭১৪৭.৮৪	জুলাই, ১৯৯৮ হতে জুন, ২০১২

০৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩
১.	নতুন আদালত ভবন নির্মাণ, চট্রগ্রাম।	পুরাতন আদালত ভবন সংস্কার ও সংরক্ষন কাজ অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বাজার দর বৃদ্ধির ফলে গণপূর্তের দর তফশীল **২০০৪, ২০০৬ ও ২০০৮** এ পরিবর্তন, বাস্তব প্রয়োজনে কিছু নতুন অংগের অন্তর্ভুক্তি, কিছু অংগের কাজের পরিমান বৃদ্ধি প্রভৃতির কারণে প্রকল্পটির ব্যয় ও মেয়াদ উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

নতুন আদালত ভবন নির্মাণ, চট্টগ্রাম
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	গণপূর্ত বিভাগ।
২.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ	ঃ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩.০	প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	চট্টগ্রাম।
৪.০	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	ঃ	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল					প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বর্ধিত	২য় সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বর্ধিত			
৩৩৮৯.৪৫	৪৭০৭.৪৪	৭২০০.৩৯	৭১৪৭.৮৪	জুলাই, ১৯৯৮ হতে জুন, ২০০২	জুলাই, ১৯৯৮ হতে জুন, ২০০৮	জুলাই, ১৯৯৮ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯	জুলাই, ১৯৯৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জুলাই, ১৯৯৮ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ১৯৯৮ হতে জুন, ২০১২	৩৭৫৮.৩৯ (১১১%)	১০ বছর ২৫০%)

৫.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৫.১ পটভূমি ঃ

১৮৯২ সালে নির্মিত বর্তমান জরাজীর্ণ ভবনটি ভেংগে স্থাপত্য অধিদপ্তরের নক্সা মোতাবেক তদস্থলে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য মূল প্রকল্পটি ৩৩.৮৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ১৯৯৮ হতে জুন, ২০০২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৫এপ্রিল, ২০০০ইং সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জাজেস ব্লকের (পুরাতন ভবনের) নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য দরপত্র আহ্বান করে ১৯৯৭ইং সালের দর তফশীল অনুযায়ী দরপত্র আহবান করা হয়। পুরাতন ভবনটি ভেংগে তদস্থলে প্রকল্প মোতাবেক নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে বিদ্যমান আদালত ভবনটি না ভাঙ্গার জন্য 'Forum for Planned Chittagong' বিভিন্ন সংগঠন ভবনটিকে ''পূরকীতি'' হিসাবে সংরক্ষনের দাবী উত্থাপন করে এবং ভবনটি না ভাঙ্গার জন্য মহামান্য হাইকোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে রীট পিটিশন নং-৫৮২৮/২০০১ দাখিল করলে হাইকোর্ট কর্তৃক ১২/৬/২০০২ইং তারিখের এক আদেশে ভবনটি না ভাঙ্গার জন্য সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এ অবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে তা নিরসনের লক্ষ্যে ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-প্রঃশাঃ/বিবিধ-১২/২০০২/৫৭৫ তারিখ-০৮/১০/২০০২ইং অনুযায়ী বুয়েটের অধ্যাপক ডঃ শামীমুজ্জামান বসুনিয়ার নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ''বিশেষজ্ঞ কমিটি'' গঠন করেন। বিশেষজ্ঞ কমিটি বিদ্যমান ভবনটির তৃতীয় তলা ভেংগে অপসারন এবং ১ম ও ২য় তলা বিদ্যমান স্থাপত্য শৈলী অক্ষুন্ন রেখে সংস্কার ও সংরক্ষনের মাধ্যমে ব্যবহার এবং ৩য় তলা ভাঙ্গার কারণে সৃষ্ট ফ্লোর এরিয়ার শূন্যতা পূরন ও বর্তমানে অতিরিক্ত অফিস স্থানের চাহিদা মিটানোর জন্য নতুন আরেকটি ভবন নির্মাণের সুপারিশ করেন। উক্ত সুপারিশের আলোকে পুরাতন আদালত ভবন সংস্কার ও সংরক্ষন কাজ অন্তর্ভুক্তপূর্বক প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। গত ৩০ জুন, ২০১২ ইং তারিখে প্রকল্পটি যথাযথভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে।

৬.২ উদ্দেশ্য ঃ

১) নতুন একটি আদালত ভবন তৈরী এবং পুরাতন আদালত ভবনের বিদ্যমান স্থাপত্য শৈলী অক্ষুন্ন রেখে সংস্কার ও সংরক্ষণ করা।

২) বিভাগীয় কমিশনার, উপ-বিভাগীয় কমিশনার, জেলা জাজ, মেট্রোপলিটান সেশন জাজ, চীফ মেট্রোপলিটান মেজিস্ট্রেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য অফিস একোমোডেশনের সংস্থান করা।

৭.০ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ**

"নতুন আদালত ভবন নির্মাণ, চট্টগ্রাম” শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩৩৮৯.৪৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ১৯৯৮ হতে জুন, ২০০২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৫ এপ্রিল, ২০০০ইং সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পুরাতন আদালত ভবন সংস্কার ও সংরক্ষন কাজ অন্তর্ভুক্তকরণ পূর্বক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়। ২৪/১০/২০০৪ তারিখে একনেক কর্তৃক ৪৭০৭.৪৪ লক্ষ টাকার ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি জুন, ২০০৮ইং পর্যন্ত সংশোধিত মেয়াদ নির্ধারনপূর্বক অনুমোদিত হয়। ২০০৮ সালে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে বাজার দর বৃদ্ধির কারণে গণপূর্তের দর তফশীল ২০০৪, ২০০৬ ও ২০০৮ এ পরিবর্তন, বাস্তব প্রয়োজনে কিছু নতুন অংগের অন্তর্ভুক্তি, কিছু অংগের কাজের পরিমান বৃদ্ধি প্রভৃতির কারণে ২য় বার প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে মোতাবেক প্রকল্পটি ৭২০০.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ১৯৯৮ হতে ডিসেম্বর ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২/১২/২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১১-২০১২ অর্থবছরের এডিপিতে চাহিদার তুলনায় কম বরাদ্দ দেয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ছয় মাস অর্থাৎ জুলাই ১৯৯৮ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
1.	Mokarramul Bari Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	07-09-1996	21-3-99
2.	J.J. Chakma Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	21-3-99	16-05-99
3.	Badrul Akter Chowdhury Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	16-05-99	19-8-2001
4.	AKM Shajahan Patwary Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	19-8-2001	14-02-2004
5.	Md. Nazrul Islam Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	14-02-2004	11-05-2004
6.	Muhammad Abdul Wahab Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	11-05-2004	23-11-2005
7.	Md. Shah alam Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	23-11-2005	02-01-2006
8.	Mahmud Hasan Siraji Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	02-01-2006	10-06-2007
9.	Dewan Md. Yeamin Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	10-06-2007	17-07-2007
10.	Kazi Golam Mortaza Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	17-07-2007	13-11-2008

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
11.	Md. Kabir Ahmed Bhuyan Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	13-11-2008	08-03-2009
12.	Md. Mohsin Mian Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	08-03-2009	18-12-2011
13.	RAM Abu Hannan Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	18-12-2011	26-12-2011
14.	Md. Mahbub Hasan Superintending Engineer Chittagong PWD Circle-1	26-12-2011	30-06-2012

৯.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে-৪তলা নতুন আদালত ভবন নির্মাণ, পুরাতন আদালত ভবন সংস্কার ও সংরক্ষণ, সারফেস কার পার্কিং, ৬০টি এজলাস নির্মাণ, অস্থায়ী শেড, রিটেইনিং ওয়াল, রেকর্ডরুম নির্মাণ ইত্যাদি।

১০.০ অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল ঃ

(Tk. in lakh)

Items of (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7
a) Revenue Component						
Sub- Total	--	--	--	--	--	
b) Capital Component						
1. New Court Building	22920.00 sqm	3119.59	22920.00 sqm	3229.29	(100%)	As per approved Inter component Adjustment vide Memo no-05.00.0000.241.14.23.09-65 Date:31/05/2012 Ministry of Public Administration
2. Renovation and restoration of old court building	10976.57 sqm	2153.47	10976.57 sqm	2153.47	(100%)	
3. Surface car parking	557.41 sqm	30.00	557.41 sqm	30.00	(100%)	
4. Internal sanitary & water Supply	1 job	182.60	1 job	182.60	(100%)	
5. External water supply	1 job	73.92	1 job	73.92	(100%)	
6. Overhead water tank	3 nos	15.00	3 nos	15.00	(100%)	
7. Internal Electrification	1 job	220.44	1 job	170.00	(100%)	
8. External Electrification	1 job	122.85	1 job	110.85	(100%)	
9. Lift	3 nos	105.00	3 nos	80.76	(100%)	
10. Gas Connection	1 job	10.00	1 job	1.00	(100%)	
11.Firefighting arrangement	1 job	8.00	1 job	10.00	(100%)	
12. Semi permanent shed	895.12 sqm	81.85	895.12 sqm	81.85	(100%)	
13. Temporary office	1 job	69.65	1 job	69.65	(100%)	

Items of (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7
accommodation						
14. Ejlash	60 nos	180.00	60 nos	180.00	(100%)	
15. Compound Drain	1 job	33.26	1 job	33.26	(100%)	
16. Internal Road	9588.42 sqm	158.94	9588.42 sqm	170.00	(100%)	
17. Brick masonry/RCC Retaining wall	220.00 rm	186.98	220.00 rm	186.98	(100%)	
18. Soil Investigation & Testing of Materials	1 job	10.00	1 job	7.50	(100%)	
19. Development of site	1 job	10.00	1 job	10.00	(100%)	
20. Arboriculture & Land scaping	1 job	10.00	1 job	10.00	(100%)	
21. Steel rack & Gang way	1454.00 sqm	150.00	1454.00 sqm	164.00	(100%)	
22. Air Condition & Exhaust Fan	18 nos	20.00	18 nos	42.50	(100%)	
23. Compound light with solar system	1 job	80.42	1 job	63.42	(100%)	
24. Rain water harvesting & Distribution	1 job	21.00	1 job	16.00	(100%)	
Sub Total (Capital Component)		7052.97		7116.29		
Total (a+b)		7052.97		7116.29		
c) Physical Contingency		147.42		55.82		
Grand Total (a+b+c)		7200.39		7147.87		

*অব্যয়িত (৭২০০.৩৯-৭১৪৭.৮৪) = ৫২.৫৫ লক্ষ টাকা বিধি অনুসারে সমর্পন করা হয়েছে।

১১.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণ ঃ

পিসিআর এর তথ্য এবং প্রকল্প অফিস থেকে জানা গেছে, সমুদয় কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন ঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
১) নতুন একটি আদালত ভবন তৈরী এবং পুরাতন আদালত ভবনের বিদ্যমান স্থাপত্য শৈলী অক্ষুন্ন রেখে সংস্কার ও সংরক্ষণ করা। ২) বিভাগীয় কমিশনার, উপ-বিভাগীয় কমিশনার, জেলা জাজ, মেট্রোপলিটান সেশন জাজ,চীফ মেট্রোপলিটান মেজিস্ট্রেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য অফিস একোমোডেশন সংস্থান করা।	১) নতুন একটি আদালত ভবন তৈরী করা হয়েছে এবং পুরাতন আদালত ভবনের বিদ্যমান স্থাপত্য শৈলী অক্ষুন্ন রেখে সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২) বিভাগীয় কমিশনার, উপ-বিভাগীয় কমিশনার, জেলা জাজ, মেট্রোপলিটান সেশন জাজ,চীফ মেট্রোপলিটান মেজিস্ট্রেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য অফিস একোমোডেশন নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ

প্রযোজ্য নয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

১৪.১ এ বিভাগের উপ-পরিচালক কর্তৃক চট্টগ্রামস্থ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন গণপূর্ত বিভাগের চট্টগ্রাম অংশের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নতুন ভবন নির্মাণের সাথে আনুষঙ্গিক কাজ যেমন -

পুরাতন আদালত ভবনের মেরামত ও সংস্কার, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, নতুন ভবনের জন্য রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ, জেনারেটর ও এয়ারকন্ডিশনার স্থাপন, সোলার প্যানেল স্থাপন, লিফট স্থাপন, স্যানিটারী, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ প্ল্যান্ট স্থাপন ও পানির রিজার্ভার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে দেখা যায়। নিম্নে পরিদর্শন বিবরণ দেয়া হল।

১৪.২ কোতোয়ালি থানাধীন সমতল থেকে প্রায় ৮২ ফুট উচ্চতায় ফেয়ারী পাহাড়ের চূড়ায় ১৮৯২ সালে নির্মিত দ্বিতল ভিতযুক্ত এবং ১০৯৭৬.৫৭ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট পুরাতন আদালত ভবনটি প্রাথমিকভাবে দ্বিতল ভবন ছিল। জানা যায়, পরবর্তীতে পাকিস্থান শাসনামলে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন করে ৩য় তলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ব্যবহার অনুপযোগী তয় তলা অপসারন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পুরাকৃর্তির অংশ হিসাবে এর পুরো কাঠামো অক্ষুন্ন রেখে মেরামত ও সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই ভবনটি বর্তমানে জনপ্রশাসনের আওতাভুক্ত। নতুন আদালত ভবনটি আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত রয়েছে। তবে প্রকল্পটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধিণে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই ভবনের ভিতর বর্তমানে জেলা প্রশাসন ও বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়গণের অফিস একোমোডেট করা হয়েছে। ভবনের পূর্ব দিকে সাবেক জাজেস ব্লক, মাঝের অংশ জেলা প্রশাসকের ব্লক এবং পশ্চিমের অংশে বিভাগীয় কমিশনারের ব্লক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আবদুল মান্নান এর সংগে আলাপকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভবনের ভগ্নদশা থেকে উন্নতি হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, ভবনের মেরামত ও সংস্কারের ফলে এর সৌন্দর্য ও আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন নির্মান ত্রুটি চোখে পড়েনি বলে জানান। তবে নতুন ভবনে বিচারক ও উকিলদের নিজস্ব জায়গা তৈরী হওয়া সত্বেও পুরাতন ভবনে জেলা জাজের এজলাসের ও খাস কামরা (২০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট) এবং উকিলদের জন্য ৩টি বড় কক্ষ (৪২০০ বর্গফুট বিশিস্ট) এখনও তারা বুঝে পাননি বলে জেলা প্রশাসন জানান। এই ভবনের অধিকাংশ দেয়াল, মেঝে ও ছাদ ভেংগে পুরাতন আংগিকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। সিঁড়িতে নতুন স্ট্রাকচার নির্মাণ করে নতুন কাঠের পাটাতন দেয়া হয়েছে। দোতলায় বিভাগীয় কমিশনারের রুমের বারান্দার ওপেনিং দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে সিঁড়ির কাঠ ভিজে যাচ্ছে মর্মে দেখা গেল। এছাড়া মাঝের ব্লকের দোতলায় এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহার করার ফলে পানি নির্গম করার পাইপ ভবনের সামনের বারান্দা দিয়ে নেয়া হয়েছে যা দৃষ্টিকুটু দেখা যায়। ভবনের ডিজাইনের কোন অসুবিধা না করে এই সমস্ত পাইপ কনসিল করা যায় কীনা তা ভেবে দেখা দরকার। এই ভবনের জন্য কোন রেইন ওয়াটার হার্ভেস্ট কিংবা সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়নি। গণপূর্ত বিভাগের তড়িৎ প্রকৌশলী জানান নতুন ভবনে স্থাপিত সোলার প্যানেল হতে পুরাতন ভবনের ডিসি ও বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে সীমিত পর্যায়ের সরবরাহ দেয়া সম্ভব হবে। জেলা প্রশাসনের জন্য রেকর্ড রুম ভবনের নীচতলায় বিভাগীয় কমিশার ব্লকে হওয়ায় এবং তার স্পেস হ্রাস পাওয়ায় কাজের অুসবিধা হচ্ছে মর্মে জেলা প্রশাসক উল্লেখ করেন। জরুরী সভায় অংশ গ্রহণের কারণে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি। তার একান্ত সচিব জানান, তারা অল্পদিন হলো ভবনে উঠেছেন। প্রকল্পের কাজ আপাততঃ ভাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। প্রাপ্যতা অনুযায়ী কক্ষ ও দখলকৃত জায়গা ফিরে পাওয়ার পর কক্ষ বন্টনের বিষয়টি পুণরায় বিবেচনায় আনা যেতে পারে। পুরাতন আদালত ভবন চত্বরে ৭টি সেমিপাকা শেড নির্মাণ করা হয়েছে। এই শেডসমূহে চীপ জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট কোর্টের ১০টি আদালত চালু রয়েছে। তাদের জন্য আদালত ভবনের পার্শ্বে ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। নতুন ভবনে শিফট হলেই এই সেমিপাকা শেডগুলো অপসরাণ করা হবে মর্মে জানা যায়।

১৪.২ নতুন ভবনটি পুরাতন আদালত ভবনের পেছনে পাহাড়ের ঢালুতে নির্মাণ করা হয়েছে। ৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট এবং ২২৯২০ বর্গমিটার আয়তনের নতুন ভবনটি বর্তমানে ৪তলার কাজ শেষ করা হয়েছ। এ ভবনের উপরে একতলার ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের জন্য ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক প্রস্তাবনা আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে উপস্থিত প্রকৌশলী জানান। নতুন ভবনে তিনটি লিফট স্থাপন করা হয়েছে। নতুন ভবনের তিনটি কনফারেন্স রুমে, পুরাতন আদালত ভবনে ডিসি ও বিভাগীয় কশিনারের রুম ও কনফারেন্স রুমসহ আরও কয়েকটি কক্ষে এসি স্থাপন করা হয়েছে। এই ভবনের ২য়, ৩য় ও চতুর্থ তলার প্রতিটিতে ৪টি আয়তনের ১৬টি এজলাস, মেট্রোপলিটান মেজিস্ট্রেটের ১৬টি খাস কামরা(এটাচড টয়লেটসহ),তাদের স্টাফদের জন্য ১৬টি কক্ষ, ৩টি স্থানে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক টয়লেট ,রেকর্ডরুম (মালখানা/আলামত খান), সিএমএম আদালতের জন্য লাইব্রেরী কক্ষ, আইন কর্মকর্তাদের জন্য ৬টি কক্ষ, ৫টি সিড়িঁ নির্মাণ করা হয়েছে। নীচ তলায় মহিলাদের জন্য ৩টি ও পুরুষদের জন্য ৪টি পৃথক হাজতখানা, একটি পোষ্ট অফিস, ব্যাংকের জন্য স্পেস, একটি ক্যাফেটেরিয়া, ২টি পুলিশ ব্যারাক, একটি গার্ডরুম, একটি সিকিউরিটি রুম, গণপূর্ত বিভাগের জন্য একটি রক্ষণাবেক্ষণ অফিস এবং ৩২৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট একটি কার পার্কিং এলাকা নির্মাণ ইত্যাদি সম্পন্ন করা

হয়েছে। জেলা ও দায়রা জজ জনাব আব্দুল কুদ্দুস মিয়া এর সাথে আলাপ কালে তিনি ভবনটির উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি বলেন, ৫ম তলায় অতিরিক্ত ১২টি এজলাস ও একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, পাহাড়ের ঢালে এ ধরণের ভবনের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনায় এনে ভবিষ্যতে তার ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের বিষয়টা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যৌক্তিক হবে বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি রেকর্ড রুম স্বল্পতার কথা বলেন। তিনি আরও জানান, পুরো ভবনের নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। নেই কোন বাউন্ডারি ওয়াল। সিসি ক্যামেরাও নেই। তিনি জানান, প্রস্তাবিত প্রকল্পে এসমস্ত বিষয়গুলো অবশ্যই রাখা প্রয়োজন। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রকল্প প্রকৌশলী জানান, প্রকল্পের আওতায় ভবনের নিরাপত্তা দেয়াল তৈরীর কোন সুযোগ ছিল না। নতুন ভবনের পূর্বদিকে মালখানা ব্লকের দুটি কক্ষ পরিদর্শন করা হয়। আলামত বা রেকর্ড রাখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত মুন্সি পদবীর একজন কর্মকর্তা জানান, আলামত সংরক্ষনের পর হাত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এ ব্লকে কোন পানির ব্যবস্থা নেই। বেসিন বা টয়লেট নেই। তারা জরুরী ভিত্তিতে এখানে বেসিন বা টয়লেট স্থাপনের অনুরোধ জানান। উপস্থিত প্রকৌশলী জানান, এ ব্লকে রেকর্ড রুম অবস্থিত হওয়ায় পানির লাইন সংযোগের কারিগরী অসুবিধার জন্য টয়লেট/বেসিন স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। নতুন ভবনের করিডরগুলো ইতোমধ্যে অপরিস্কার হয়েছে। বিভিন্ন দেয়ালে পানের পিক ফেলে নোংরা করা হয়েছে। লোকবলের অভাব এবং মেইনটেনান্সের ফান্ড না থাকায় এ সমস্যা প্রকট বলে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান। তবে পর্যাপ্ত ডাস্টবিনের অভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে নতুন ভবনের নীচতলায় আরো ডাস্টবিন সরবরাহ করা প্রয়োজন। এছাড়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে জন সাধারণের জন্য কোন প্রচার বা উদ্বুদ্ধকরণ সাইনবোর্ড দেখা যায়নি।

১৪.৩ উভয় ভবনে জিইসি ফ্যান লাগানো হয়েছে। পিয়ানো টাইপের সুইচ লাগানো হয়েছে। এগুলো বর্তমানে ভাল অবস্থায় দেখা গেল। নতুন ভবনের বেসমেন্টে ৮০০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন সাবস্টেশন, নতুন ভবনের জন্য ৩০০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। এ জেনারেটরটি প্রকল্প শেষ হওয়ায় জ্বালানীর সংস্থানের অভাবে নিয়মিত চালানো যাচ্ছে না বলে প্রকৌশলী জানানা।

১৫। সমস্যা ঃ

১৫.১ নতুন আদালত ভবনের ২য়, ৩য় ও চতুর্থ তলার বারান্দার ওপেন প্যারাফেট এসএস পাইপের রেলিং মাত্র ১ফুট উচ্চতায় দেওয়া হয়েছে। এ সমস্ত এলাকায় প্রচুর মানুষের চলাচল বিধায় এটি মারাত্বকভাবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরুপ।

১৫.২ আলামত বা রেকর্ড শাখায় আলামত সংরক্ষনের পর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য কোন পানির ব্যবস্থা নেই। সুতরাং কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ শাখা ফেলে অন্য ব্লকের টয়লেট বা বেসিনে যেতে হচ্ছে।

১৫.৩ নতুন ভবনের করিডোরগুলো ইতোমধ্যে অপরিস্কার হয়েছে। বিভিন্ন দেয়ালে পানের পিক ফেলে নোংরা করা হয়েছে। এতে সৌন্দর্যহানি ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হচ্ছে। লোকবলের অভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যাচ্ছে না মর্মে কর্মকর্তারা জানান। প্রতিটি ফ্লোরে ডাস্টবিনের সংখ্যাও অপ্রতুল। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে জন সাধারণের জন্য কোন প্রচার বা উদ্বুদ্ধকরণ সাইনবোর্ড নেই।

১৫.৪ পুরাতন ভবনের দোতলায় বিভাগীয় কমিশনারের রুমের বারান্দার ওপেনিং দিয়ে বৃষ্টি হলে পানি পড়ে সিঁড়ির কাঠ ভিজে থাকে। ফলে এ কাঠ দ্রুত নস্ট হয়ে সিঁড়ি চলাচলে বিঘ্ন হবে। এছাড়া মাঝের ব্লকের দোতলায় এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহার করার ফলে পানি নির্গম করার পাইপ ভবনের সামনের বারান্দা দিয়ে নেয়ায় তা দৃষ্টিকুটু হয়েছে।

১৫.৫ পুরাতন ও নতুন আদালত ভবনের নিরাপত্তার জন্য কোন বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিসের নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

১৬। <u>সুপারিশ</u> ঃ

১৬.১ নতুন আদালত ভবনের ২য়, ৩য় ও চতুর্থ তলার বারান্দার ওপেন প্যারাফেট এসএস পাইপের রেলিং এর উচ্চতা বাড়ানো যেতে পারে।

১৬.২ আলামত বা রেকর্ড শাখায় আলামত সংরক্ষনের পর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পানির ব্যবস্থা অর্থাৎ একটি বেসিন বা টয়লেট স্থাপন করা যেতে পারে।

১৬.৩ নতুন ভবনের করিডোর ও সংলগ্ন দেয়ালের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিটি ফ্লোরে পর্যাপ্ত ডাস্টবিন সরবরাহ করা যেতে পারে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে জন সাধারণের জন্য কোন প্রচার বা উদ্বুদ্ধকরণ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে।

১৬.৪ পুরাতন ভবনের দোতলায় বিভাগীয় কমিশনারের রুমের বারান্দার ওপেনিং দিয়ে যাতে বৃষ্টির পানি না পড়ে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ভবনের ডিজাইনের কোন অসুবিধা না করে এসির পানি নির্গমনের পাইপ কনসিল করা যায় কীনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৬.৫ পুরাতন ও নতুন আদালত ভবনের নিরাপত্তার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

জ্বালানী ও খনিজ বিভাগের আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

নম্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ							
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ		বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন ও সবোর্চ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন ও সবোর্চ্চ
	৭	৬	১	-	১	৫	৫০ ৪২৫	১	২১৪

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ৭

২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ব্যয় মেয়াদকাল

সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত মেয়াদকাল	সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়
রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক (২য় সংশোধিত)	জুলাই২০০৬ -ডিসেম্বর২০১১	৯৭৪২.০৯
‘Compensation Package for Rehabilitating the Affected People of Barapukuria Coal Mine (Central Part)’	ডিসেম্বর ২০১০-ডিসেম্বর ২০১১	১৪৯১৯.১৪
‘নবীগঞ্জ গ্যাস সরবরাহ ও বিতরণ প্রকল্প (সংশোধিত)’	জুলাই ২০০৯- জুন২০১২	২৮২৮.৬৩
অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেংদেনিং(রিগ প্রকিওরমেন্ট) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০০৩ -জুন ২০১২	২০৬৮৩.৫৫
‘সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন’ প্রকল্প	জুলাই ২০০৮-জুন ২০১২	৫৯৬৯.০০
টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ইএমআরডি) অব মিনিষ্ট্রি অব পাওয়ার, এনার্জি এন্ডমিনালের রিসোর্সেস এন্ড পেট্রোবাংলা এন্ড ইর্টস কোম্পানিজ (বিশেষ সংশোধিত)	জুলাই ২০০৬ - জুন ২০১২	৯৮৯.০৩
এনহেন্স ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ জিএসবি ফর মিটিগেশন অব জিওহ্যাজার্ডস ইন বাংলাদেশ	সেপ্টেম্বর২০০৯-জুন২০১২	৫৪০.০০

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ

সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ	সমাপ্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক (২য় সংশোধিত*)*	-	ভূমি অধিগ্রহনে বিলম্ব, বিডিং ডকুমেন্টে বর্ণিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন মোতাবেক যথাযথ বিড না পাওয়া, পর্যাপ্ত সংখ্যক বিডার অংশগ্রহণ না করা, দরপত্রে উল্লিখিত মূল্যের চেয়ে দাখিলকৃত আর্থিক প্রস্তাবের মূল্য বেশী হওয়ার কারণে বারবার দরপত্র আহবান করার ফলে পাইপলাইন সামগ্রীর প্রকিওরমেন্টে বিলম্ব হওয়া ও

সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ	সমাপ্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
		রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদেয় রোড কাটিং ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদানে বিলম্ব হওয়া ইত্যাদি।
'নবীগঞ্জ গ্যাস সরবরাহ ও বিতরণ প্রকল্প (সংশোধিত)'		প্রকল্পের অনুমোদনে বিলম্ব, বাস্তব পরিস্থিতিতে গ্যাসের উৎসমুখ পরিবর্তিত হওয়ায় বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড থেকে আউশকান্দি পর্যন্ত নূতন সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ ও বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন কার্যক্রমে অনুমোদিত সংস্থানের চেয়ে অতিরিক্ত সম্প্রসারণ, জমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রীতা, কিছু কিছু বৈদেশিক মালামাল আমদানীর ক্ষেত্রে বিডার না পাওয়ায় বার বার টেন্ডার আহবানে অনেক সময় ব্যয় হওয়া ইত্যাদি।
অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেংদেনিং(রিগ প্রকিওরমেন্ট) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	রিগের বাজার মূল্য যাচাই না করে কেবল দরপত্রে উদ্ধৃত মুল্য প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা বেশী হওয়ার কারণে বার বার দরপত্র আহবান করায়।	টেন্ডার ডকুমেন্ট চূড়ান্তকরণে বিলম্ব, মোট পাঁচবার দরপত্র আহবান, প্রতিটি ক্ষেত্রে দরপত্র আহবান/ প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব ইতাদি।
'সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন' প্রকল্প		সাইসমিক সার্ভের ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন ও মূল্যায়নের কাজ দক্ষ জনবল ও যন্ত্রপাতির অভাবে বিলম্ব প্রকল্পের কূপ লোকেশন পেতে ১ বছর বিলম্ব হওয়া, ভূমি অধিগ্রহণ ও পূর্ত কাজ বিলম্বে শুরু হওয়া, বর্ষাকাল শুরু হওয়ায় ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত কাজ বিঘ্নিত হওয়া, কূপ লোকেশন বিলম্বে পাওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রয় ব্যতিত অন্যান্য কাজ যেমন: রিগ শিফটিং, রিগ ইরেকশন, কমিশনিং ইত্যাদি বিলম্বে শুরু হওয়া ইত্যাদি।
টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ইএমআরডি) অব মিনিষ্ট্রি অব পাওয়ার, এনার্জি এন্ডমিনালের রিসোর্সেস এন্ড পেট্রোবাংলা এন্ড ইর্টস কোম্পানিজ (বিশেষ সংশোধিত)		প্রকল্পের টিপিপি বিলম্বে অনুমোদিত হওয়ায়, প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ার পরে প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টসমূহ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত সংস্থা পুন:নির্ধারণে বিলম্ব হওয়ায়, বৈদেশিক প্রশিক্ষণের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিলম্বের হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

প্রকল্পের নাম	**সমস্যা**	**সুপারিশ**
'নবীগঞ্জ গ্যাস সরবরাহ ও বিতরণ প্রকল্প (সংশোধিত)'	(ক)প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতিরিক্ত/নূতন সেবা প্রদানের সুযোগ হওয়ায় জেজিটিএন্ডডিএসএল এর আরো দক্ষ জনবলের প্রয়োজন রয়েছে। ফলশ্রুতিতে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট গ্যাস নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও গ্যাস বিপণন কার্যক্রম দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। (খ)আলোচ্য প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে বিলম্ব ঘটেছে। এর ফলে	(ক) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা/ জেজিটিএন্ডডিএসএল প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট নূতন গ্যাস নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও গ্যাস বিপণন কার্যক্রম দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (খ) প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন যাতে দ্রুততম

প্রকল্পের নাম	সমস্যা	সুপারিশ
	প্রকল্পের কাজ শুরূ করতেই ৪ (চার) মাস বিলম্ব হয়। (গ)প্রকল্পের অর্থ সময়মত ছাড় না হওয়ায় প্রকল্পের বিভিন্ন খরচ মেটাতে অসুবিধা হয়। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে জেজিটিএন্ডডিএসএল-নিজস্ব তহবিল হতে ব্রীজ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্পের খরচ নির্বাহ করতে হয়েছে। (ঘ)আলোচ্য প্রকল্পের ২০০৯-১০ খেতে ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়নি মর্মে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন হয়েছে বলে অবহিত করলেও এতদসংক্রান্ত কোন অডিট প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের অডিট সম্পাদন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।	সময়ের মধ্যে প্রদান করা যায় সে বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ভবিষ্যতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (গ)জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ভবিষ্যতে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক যথাসময়ে এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের অবমুক্তি নিশ্চিত করবে; (ঘ)জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রকল্পের ২০০৯-১০ খেতে ২০১১-১২ অর্থ-বছরের অডিট সম্পাদিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে এবং অডিট সম্পাদিত হয়ে থাকলে অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত অডিট আপত্তি/পর্যবেক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা তা আগামী ২০ দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে। অডিট সম্পাদিত না হয়ে থাকলে অডিট সম্পন্নকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ২০ দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে এবং অডিট প্রতিবেদনে অডিট আপত্তি/পর্যবেক্ষণ থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করে আইএমইডিকে অবহিত করবে।
রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক (২য় সংশোধিত)	(ক)আরডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অবকাঠামোর অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাক্রমে ১১ জন অফিসার ও ২৬ জন স্টাফের প্রয়োজন হলেও এর বিপরীতে পিজিসিএল-এ বর্তমানে রয়েছে যথাক্রমে ২ জন অফিসার ও ১২ জন স্টাফ। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গ্যাস ডিসট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও গ্যাস বিপণন কার্যক্রম দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। (খ) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাদ) কর্তৃক প্রকল্পের ২০০৬-০৭ হতে ২০১০-১১ অর্থ-বছরের অডিট সম্পাদিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরের অডিট প্রতিবেদনে প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকালীন সুদ, আদায়কৃত জরিমানার অর্থ ও ব্যাংক হিসেবে অর্জিত সুদ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করায় অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। একইভাবে, ২০১০-১১ অর্থ-বছরের অডিট প্রতিবেদনে নির্মাণকালীন সুদ, ব্যাংক হিসেবে অর্জিত সুদ ও দরপত্র বিক্রির অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করায় অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত অডিট আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে পরিদর্শনে জানা যায়। অডিট আপত্তিসমূহের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।	(ক) প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য সুবিধাদির অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্যাস বিপণন কার্যক্রম দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনার জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পিজিসিএল প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে; (খ) আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ২০০৯-১০ অর্থ-বছর ও ২০১০-১১ অর্থ-বছরের অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পিজিসিএল প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;
Compensation Package for Rehabilitating the Affected	(ক)জেলা প্রশাসন বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষের নিকট অধিগ্রহণকৃত জমি হস্তান্তর করলেও স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণকৃত সকল জমির ওপর এখনো নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। যে	(ক)অধিগ্রহণকৃত সকল জমি বিশেষ করে যে সকল জমির মালিকরা ইতোমধ্যেই পুনর্বাসিত হয়েছে, সে সকল জমির দখল গ্রহণের জন্য বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

প্রকল্পের নাম	সমস্যা	সুপারিশ
People of Barapukuria Coal Mine (Central Part)'	সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ইতোমধ্যে পুনর্বাসিত হয়েছে তাদের অনেকেই তাদের পূর্বের জমিতে বিশেষ করে কৃষি জমিতে চাষাবাদ অব্যাহত রয়েছে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পূর্বের ন্যায় বহাল রয়েছে। এমতাবস্থায় অধিগ্রহণকৃত সকল জমি বিশেষ করে যে সকল জমির মালিকরা ইতোমধ্যেই পুনর্বাসিত হয়েছে সে সকল জমি বিসিএমসিএল এর নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। *ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন/ দরিদ্র/প্রান্তিক কৃষকদের বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা হলেও তারা এখনো তাদের জমি ছাড়েনি এবং স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসিত হয়নি।* *(খ)জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের যে কাজ এ যাবত সম্পন্ন হয়েছে এবং যা সম্পন্নের বাকী রয়েছে তার কোন পরিবার/মালিকানা ও মৌজা ভিত্তিক ডেটাবেজ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিসিএমসিএল এর কাছে নেই। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় উক্ত ডেটাবেজ সম্পন্ন করা আবশ্যক।* (গ) প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য দিনাজপুর জেলা প্রশাসনকে দেয়া ১৯০.০০ কোটি টাকার মধ্যে জেলা প্রশাসন চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা অর্থ্যাৎ ১৫,৮৫,৫২,১৪৫/১৭ (পনের কোটি পঁচাশি লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত পয়তাল্লিশ টাকা সতের পয়সা) বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষকে ফেরত প্রদান করেছে। এক্ষণে উক্ত অর্থ অবিলম্বে বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। (ঘ) জমি মালিকানা নিয়ে বিরোধ, ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তির দাবীর স্বপক্ষে উপযুক্ত কাগজপত্র দাখিলে ব্যর্থতা, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি কারণে কিছু জমি অধিগ্রহণ ও এর ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ আনুষংগিক কাজ সমাপ্ত করা যায়নি যার আর্থিক মূল্য জেলা প্রশাসনের দেয়া হিসাবমতে ২৪,৯৫,৩৪,৪১৮/৩৩ টাকা। এ অর্থ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের নিকট রয়েছে। বর্ণিত বিষয়গুলো দীর্ঘদিন যাবত অনিষ্পন্ন রয়েছে এবং কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। অবশিষ্ট কাজ ও অর্থ ব্যয় কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে সে বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট হতে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় উক্ত জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের কাজ ত্বরান্বিত/ দ্রুত নিষ্পন্নের লক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, দিনাজপুর জেলা প্রশাসন, পেট্রোবাংলা, বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজনয়ীতা আছে বলে মনে হয়।	অবিলম্বে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (খ) বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সহায়তায় অধিগ্রহণকৃত জমি ও ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত অর্থের (আনুষংগিক খরচ সহ) *পরিবার/মালিকানা ও মৌজা ভিত্তিক* একটি বিস্তারিত হালনাগাদ ডেটাবেজ প্রস্তুত করবে। একইসাথে যে সকল জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রদানের কাজ বাকী রয়েছে তারও একটি বিস্তারিত ডেটাবেজ প্রস্তুত করবে এবং দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উক্ত কাজ দ্রুত সম্পন্নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড অবিলম্বে বিধি মোতাবেক টাকা ১৫,৮৫,৫২,১৪৫/১৭ (পনের কোটি পঁচাশি লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত পয়তাল্লিশ টাকা সতের পয়সা) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ঘ) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, দিনাজপুর জেলা প্রশাসন, পেট্রোবাংলা, বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড ও সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে অবশিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের অর্থ (আর্থিক মূল্য ২৪,৯৫,৩৪,৪১৮/৩৩ টাকা) প্রদানের কাজ দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ।
অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেংদেনিং(রিগ প্রকিওরমেন্ট) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	(ক)একটি আধুনিক খনন রিগ সংগ্রহের জন্য প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর বাস্তবায়নে অতি বিলম্ব ঘটেছে। ০৮ জুন ২০০৩ তারিখে প্রকল্প অনুমোদনের প্রায় ৪ মাসের ও বেশী সময় পরে অর্থ্যাৎ ১১অক্টোবর ২০০৩ তারিখে রিগ সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রনীত টেন্ডার ডকুমেন্ট বাপেক্সের বোর্ডে	(ক)জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও পেট্রোবাংলা আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘ বিলম্বের পেছনে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সীমাবদ্ধতা,দুর্বলতা/অদক্ষতার কারণগুলো

প্রকল্পের নাম	সমস্যা	সুপারিশ
	উপস্থাপন করা হয়। অত:পর উক্ত টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত করা হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে। অর্থ্যাৎ টেন্ডার ডকুমেন্ট চূড়ান্ত করতেই পনের মাস সময় ব্যয় হয়েছে যা আলোচ্য প্রকল্পের টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়নে বাপেক্সের অদক্ষতা ও সময়ক্ষেপনতাকেই তুলে ধরে।এরপর ১ম আন্তর্জাতিক দরপত্রের মূল্যায়নের প্রক্রিয়া শেষে দর প্রস্তাব বাপেক্সের বোর্ডের অনুমোদনের জন্য ০৭ মে ২০০৫ তারিখে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড দরপত্রগুলো বাতিল করে পুন:দরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থ্যাৎ টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়ন থেকে শুরু করে ১ম দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ করতেই প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছরেরও বেশী সময় অর্থ্যাৎ প্রকল্পের মূল বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। (খ)পরবর্তীতে আরো চার বার দরপত্র আহবান করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে আহবান/ প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব ঘটেছে। এর ফলে আলোচ্য রিগের দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ করে নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতেই পাঁচ বছরেরও বেশী সময় ব্যয় হয়েছে। কোন একটি প্রকিওরমেন্টে এ জাতীয় বিলম্ব খুব বেশ পরিলক্ষিত হয় না। টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণে ও টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে এ ধরনের বিলম্বের পেছনে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা/অদক্ষতার কারণসমূহ অনুসন্ধান করে চিহ্নিত করা অত্যাবশ্যক যাতে করে ভবিষ্যতে অন্য কোন প্রকল্পে এ ধরনের বিলম্ব না ঘটে। (গ) দরপত্র প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে প্রকল্পের ব্যয়ের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এর ফলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় যথাক্রমে ২১৪% ও ১৫২.৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের পর বিলম্ব পরিহার করে এবং পিপিআর-এর নির্দেশনা অনুসরণ করে যথাসময়ে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা গেলে আরো সাশ্রয়ী মূল্যে রিগ সংগ্রহ করার সুযোগ থাকত বলে মনে হয়। প্রথম দরপত্রে কারিগরিভাবে মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান এর উদ্ধৃত মূল্য ছিল ১০৭.৩৩ কোটি টাকা। উক্ত দর প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ২৫.৭৫ কোটি টাকা বেশী হওয়ায় বাপেক্স বোর্ড এ দরপত্র বাতিল ও পুন:দরপত্র আহবান করে। পুন:দরপত্রে একই প্রতিষ্ঠান কারিগরিভাবে যোগ্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয় যার উদ্ধৃত মূল্য ছিল ১৫৫.১২ কোটি টাকা যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৭৩.৫৪ কোটি টাকা বেশী এবং প্রথম দরপত্রের উদ্ধৃত সর্বনিম্ন মূল্য অপেক্ষা ৪৭.৭৯ কোটি টাকা বেশী। এটি ও বাতিল করে পুন:দরপত্র আহবান করা হয়। সর্বশেষ একই প্রতিষ্ঠান ৫ম দরপত্রে কারিগরিভাবে মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান ১৯২.৮০ কোটি টাকা মূল্য রিগটি সরবরাহ করে। উল্লেখ্য যে, পিপিআর ২০০৩ (বর্তমানে ২০০৮)মোতাবেক কোন দরপত্রের ক্ষেত্রে মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দর প্রাক্কলিত ব্যয় এবং একই সংগে বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশী হলে সেক্ষেত্রে দরপত্র বাতিল করে পুন:দরপত্র আহবান	অনুসন্ধান করে চিহ্নিত আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে। একইসাথে ভবিষ্যতে অন্য কোন প্রকল্পে যাতে এ জাতীয় বিলম্ব না ঘটে সে লক্ষ্যে সচেষ্ট হবে । (খ)প্রকল্পের কোন পণ্য/কার্য/সেবা-এর প্রকিওরমেন্টের ক্ষেত্রে পুন:দরপত্র আহবানের পূর্বে উল্লিখিত পণ্য/কার্য/সেবা-এর বাজার মূল্য যাচাই এর বিষয়ে পিপিআর ২০০৮-এর নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে।

প্রকল্পের নাম	সমস্যা	সুপারিশ
	করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম দরপত্র বাতিলের পূর্বে পিপিআর এর আলোকে খনন রিগের বাজার মূল্য যাচাই করার সুযোগ ছিল যেটি করা হয়নি। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন এর পরবর্তী সময়কালে অর্থ্যাৎ জানুয়ারি ২০০৩ এর পর আন্তর্জাতিক বাজারে স্টিল সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায়। সে হিসেবে প্রথম দরপত্র আহবান ও মুল্যায়নের সময়কাল অর্থ্যাৎ সেপ্টেম্বর ২০০৫ এ রিগের বাজার মূল্য ডিপিপিতে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা বেশী হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। তা সত্বেও রিগের বাজার মূল্য যাচাই না করে কেবল দরপত্রে উদ্ধৃত মুল্য প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা বেশী হওয়ার কারণে প্রথম দরপত্র বাতিল করা সমীচীন হয়নি। এর ফলে ১ম দরপত্রে ১০৭.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে রিগ সংগ্রহের অনুমোদন দেয়া না হলেও পরিশেষে এটি ১৯২.৮০ কোটি টাকা মূল্যে সংগ্রহ করতে হয়েছে।	
টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ইএমআরডি) অব মিনিষ্ট্রি অব পাওয়ার, এনার্জি এন্ড মিনালের রিসোর্সেস এন্ড পেট্রোবাংলা এন্ড ইর্টস কোম্পানিজ (বিশেষ সংশোধিত)	(ক)প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিভিন্ন কারণে তিন বছর বিলম্ব হয়েছে। প্রথমত: প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী জুলাই ২০০৬ এ প্রকল্পের কাজ শুরু করার কথা থাকলেও প্রকল্পের টিপিপি আগষ্ট ২০০৬ এ অনুমোদিত হয়। এরপর প্রকল্পটি ২০০৬-০৭ অর্থ-বছরের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থ্যাৎ প্রকল্পের কাজ শুরু করতেই ১ বছর বিলম্ব হয়। (খ)দ্বিতীয়ত: প্রাথমিকভাবে এডিবি অনুদানের সহায়তায় ‘গ্যাস সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি’কম্পোনেন্টটি সহ আরো তিনটি কম্পোনেন্টের (স্টেংদেনিং হাইড্রোকার্বন ইউনিট অব পেট্রোবাংলা, পেট্রোবাংলা, আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স ও সিস্টেম লস রিডাকশন অব তিতাস) বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেট্রোবাংলার ওপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু টেকনিক্যাল ও দক্ষ জনবলের অভাবের কারণে ‘গ্যাস সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি’ কম্পোনেন্টটি আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বর্ণিত অপর তিনটি কম্পোনেন্ট স্ব-স্ব সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা, বাপেক্স ও তিতাসের মধ্যে জুলাই ২০০৭ এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মূলত: এর পরেই এডিবি ও পেট্রোবাংলা এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের সিডিউল নির্ধারণ করে। সুতরাং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা চূড়ান্তকরণে বিলম্বের কারণেও প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে। তৃতীয়ত: বৈদেশিক প্রশিক্ষণের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণেই মূলত: প্রকল্পের অধিক বিলম্ব ঘটেছে। জানুয়ারি ২০০৮ এ বৈদেশিক প্রশিক্ষণের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হলেও EOI, RFP-এর ওপর মতামত প্রদানে, short listed ফার্ম সমূহের মূল্যায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এডিবি মতামত/সম্মতি পেতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। এডিবি’র মতামত/সম্মতি পেতে অনেক বিলম্বের পেছনে টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এডিবি’র বিভিন্ন requirement পূরণে ও Queries এর জবাব প্রদানে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ হতে কোন দীর্ঘসূত্রিতা বা সক্ষমতার অভাব ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।	(ক) এডিবি’র মতামত/সম্মতি পেতে বিলম্বের পেছনে টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এডিবি’র বিভিন্ন requirement পূরণে ও Queries এর জবাব প্রদানে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ হতে কোন দীর্ঘসূত্রিতা বা সক্ষমতার অভাব ছিল কিনা জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তা খতিয়ে দেখবে। (খ)ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সত্বর সম্পন্নকরণে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রকল্পের নাম	সমস্যা	সুপারিশ
	(গ)প্রকল্পের অধীনে একটি সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজনের সুযোগ থাকলেও সেটি করা হয়নি। এর ফলে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন আউটকাম সম্পর্কে গ্যাস সেক্টরের বিভিন্ন Stake holder ও বিশেষেজ্ঞগণের মতামত পরামর্শ/সুপারিশ গ্রহণ করা যায়নি। উক্ত সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজন না করার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন। একইসাথে প্রকল্পের আউটকামের ওপর পেট্রোবাংলার তার নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় একটি সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করতে পারে। এতে করে গ্যাস সেক্টরের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রকল্পের ২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরের অডিট সম্পন্ন হলেও ২০১১-১২ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়নি। উক্ত অর্থ-বছরের অডিট সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	(গ) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আরটিপিপিতে নির্ধারিত সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজন না করা কারণ অনুসন্ধান করে দেখবে। (ঘ) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ পেট্রোবাংলা গ্যাস সেক্টরের বিভিন্ন Stake holder ও বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণে প্রকল্পের আউটকামের ওপর একটি সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করবে।
এনহেন্স ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ জিএসবি ফর মিটিগেশন অব জিওহ্যাজার্ডস ইন বাংলাদেশ	(ক)ভূমিধ্বসের আগাম সতর্ক সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা স্থাপন করার অল্পদিনের মধ্যেই বিকল হয়ে পড়ায় এর কারিগরী ও যান্ত্রিক গ্রহনযোগ্যতা, উপযোগীতা ও স্থায়িত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। (খ) প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয় সমীক্ষা পরিচালনা করা হলেও সেটি আরটিপিপিতে উল্লিখিত ঢাকার কিছু দ্রুত বর্ধনশীল এলাকা যেমন:- পূর্বাচল, কেরানীগঞ্জ ও টংগীতে করা হয়েছে কিনা কিংবা কোন লোকেশনে করা হয়েছে সে সম্পর্কে জিএসবি ও NGI-এর প্রতিবেদনে কোন উল্লেখ নেই। এছাড়া ঢাকা শহর ও ঢাকা শহরের চারিপার্শ্বে বিভিন্ন জিওলজিকাল স্ট্রাকচার ও মৃত্তিকায় ভূমিকম্পের ঝাঁকুনির মাত্রা ও সময় নির্ণয় সম্পর্কিত আরটিপিপিতে উল্লিখিত 'Earthquake Microzonation Map' প্রস্তুত করা হয়নি। ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয় সমীক্ষায় যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছে সেটির In-depth Analysis করা হয়নি যেটি উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায় সম্পন্নকৃত সমীক্ষা ডিজাইন/মডেলিং এর কাজে কিংবা ভূমিকম্প সহনশীল অবকাঠামো তৈরীতে প্রকৌশলী ও জনগনের জন্য সহায়ক হবে না বলে মনে হয়। (গ) জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন দুর্বল জোন/ঝুঁকিপূর্ন এলাকা চিহ্নিতকরনের জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগের সংগে যৌথভাবে GPR সার্ভে করার বিষয়টি আরটিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এটি করা হয়নি যা অনভিপ্রেত। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের Scope বৃদ্ধি করে যে মোট পাঁচটি কম্পোনেন্ট/ কার্যক্রম আরটিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে এটিও ছিল। এ জন্য নরওয়ে প্রকল্পে অতিরিক্ত ১ কোটি টাকা প্রদান করে। আরটিপিপি মোতাবেক সড়ক ও জনপথ বিভাগকে সম্পৃক্ত	(ক) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে স্থাপিত ভূমিধ্বস আগাম সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ার কারিগরি/ যান্ত্রিক/অন্যান্য কারণ খতিয়ে দেখে আগামী ২০(বিশ) দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে। (খ) আরটিপিপিতে বর্ণিত পূর্বাচল, কেরানীগঞ্জ ও টংগীতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয় সমীক্ষা করা হয়েছে কিনা কিংবা কোন লোকেশনে করা হয়েছে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণ সহ আরটিপিপিতে উল্লিখিত 'Earthquake Microzonation Map' কেন প্রস্তুত করা হয়নি সে বিষয়ে আগামী ২০(বিশ) দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে। (গ) জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন দুর্বল জোন/ঝুকিপূর্ণ অংশ চিহ্নিতকরনের জন্য (GPR সার্ভে) আরটিপিপি মোতাবেক সড়ক ও জনপথ বিভাগকে কেন সম্পৃক্ত করা হয়নি, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আগামী ২০(বিশ) দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

প্রকল্পের নাম	সমস্যা	সুপারিশ
	করে জাতীয় মহাসড়কে GPR সার্ভে পরিচালনা করলে একদিকে যেমন সড়ক ও জনপথ বিভাগের অফিসিয়ালগণ নুতন এই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে সক্ষম হতেন তেমনি জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন দুর্বল জোন/ঝুঁকিপূর্ণ অংশ সনাক্তকরণ সম্ভব হতো যা ভবিষ্যতে জাতীয় মহাসড়কের প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমে সহায়ক হতো। (ঘ) প্রকল্পের আওতায় ৩ (তিন)টিসেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য আরটিপিতে ৩০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও দু'টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করেই পুরো অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। আরটিপিপিতে নির্ধারিত আন্তজার্তিক সেমিনারটি আয়োজন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় ওয়ার্কশপের গুরুত্ব বিবেচনায় এটিকে আরটিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া ওয়ার্কশপ দু'টির কোন প্রতিবেদন প্রণয়ন/ প্রকাশনা করা হয়নি। অথচ প্রতিবেদন প্রণয়ন/ প্রকাশনা খাতে সংস্থানকৃত ৩১.৬৮ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেদন প্রণীত না হওয়াতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম/আউটকাম সম্পর্কে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য/মতামত, বিশ্লেষণ. ও পরামর্শ/সুপারিশ সম্পর্কে জানার কোন সুযোগ নেই।	(ঘ) প্রকল্পের আওতায় ৩ (তিন) টি সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ (১টি আন্তজার্তিক সেমিনার সহ) আয়োজনের জন্য আরটিপিতে আর্থিক সংস্থান থাকলেও আন্তজার্তিক সেমিনারটি কেন আয়োজন করা হয়নি এবং উক্ত সেমিনারটি আয়োজন না করা সত্ত্বেও আরটিপিপিতে সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ খাতে সংস্থানকৃত সমুদয় অর্থ কেন ব্যয়িত হয়েছে, সে বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আগামী ২০(বিশ) দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে।অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ দু'টির প্রতিবেদন প্রণয়ন/ প্রকাশনা কেন করা হয়নি এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন/ প্রকাশনা না করা সত্ত্বেও আরটিপিপিতে সংস্থানকৃত প্রতিবেদন প্রণয়ন/ প্রকাশনা খাতের ৩১.৬৮ লক্ষ টাকা কেন সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছে সে বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আগামী ২০(বিশ) দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে।
	(ঙ) আলোচ্য প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন/আউটকাম, প্রস্তুতকৃত তথ্যাদি ও ডেটা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল stakeholder-কে এখনো অবহিত করা হয়নি। এছাড়া উক্ত প্রতিবেদন/ আউটকাম, তথ্যাদি ও ডেটা জিএসবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি।	(ঙ) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/জিএসবি আলোচ্য প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন/আউটকাম/প্রস্তুকৃত তথ্যাদি ও ডেটা সম্পর্কে সকল সকল stakeholder-কে অবিলম্বে অবহিত করবে এবং উক্ত প্রতিবেদন/ আউটকাম/ প্রস্তুকৃত তথ্যাদি ও ডেটা জিএসবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।
	(চ) প্রকল্পের নরওয়ে অংশের ব্যয়ের (২০০৯-১০ অর্থ-বছর থেকে ২০১০-১১ অর্থ-বছর) অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের অডিট হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের জিওবি অংশের কোন অডিট পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত হয়নি। (ছ) সার্বিকভাবে আরটিপিপিতে বর্ণিত সকল অংগের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যও পুরোপুরি অর্জিত হয়নি । এ জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রকল্প পরিচালকের ব্যর্থতা ও দায়িত্বহীনতা কে দায়ী করা যেতে পারে।	(চ) প্রকল্পের নরওয়ে অংশের খরচের ২০১১-১২ বছরের অডিট ও জিওবি অংশের খরচের (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২ বছর) অডিট সম্পন্নের জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/জিএসবি উদ্যোগী হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (ছ)ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালনায় জিএসবি-কে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে।

এনহেন্স ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ জিএসবি ফর মিটিগেশন অব জিওহ্যাজার্ডস ইন বাংলাদেশ
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

০৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ভূ-তাত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

০৪। প্রকল্পের এলাকাঃ প্রকল্প এলাকা : দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের পাবর্ত্য এলাকা (মূলত: চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম), ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা।

০৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ**

আর্থিক পরিমাণঃ (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	প্রাক্কলিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৪০.০০ ৫০.০০(in kind) ৩৯০.০০	৫৪০.০০ ৫০.০০(in kind) ৪৯০.০০	৫৪০.০০ ৫০.০০(in kind) ৪৯০.০০	সেপ্টেম্বর,২০০৯ হতে জুন,২০১২	-	সেপ্টেম্বর,২০০৯ হতে জুন,২০১২	২২.৭২% - ২২.৭২%	-

০৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ**

(আর্থিক পরিমাণঃ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্ব					
১।	ভ্রমণ ভাতা (স্থানীয়)			২৪.৯৫		২৪.৯৫(১০০%)
২।	ভ্রমণ ভাতা (আন্তর্জাতিক)			৩৪.৪৫		৩৪.৪৫(১০০%)
৩।	আন্তর্জাতিক ভ্রমণ			৬৮.০০		৬৮.০০(১০০%)
৪।	স্থানীয় ভ্রমণ			৭.৫০		৭.৫০(১০০%)
৫।	প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন্স (রিপোর্ট প্রণয়ন ও পাবলিকেশন্স)			৩১.৬৮		৩১.৬৮(১০০%)
৬।	প্রশিক্ষণ (জিএসবি'র সংশ্লিষ্ট অফিসিয়াল)	জন	৮	৪৭.৫২	৯(১১২.৫%)	৪৭.৫২(১০০%)
৭।	সেমিনার/কনফারেন্স (ওয়ার্কশপ)	সংখ্যা	৩	৩০.০০	২(৬৬.৬৬%)	৩০.০০(১০০%)
৮।	ম্যানেজমেন্ট চার্জ (মিটিগেশন প্ল্যান)			৫৬.৬৮		৫৬.৬৮(১০০%)
৯।	পরিবহন (ভাড়া এবং পি এন্ড এল)		১	২০.০০	১(১০০%)	২০.০০(১০০%)
১০।	সম্মানী (স্টিয়ারিং কমিটি'র সদস্য)			০.৭২		০.৭২(১০০%)

ক্রমিক নম্বর	অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১।	সার্ভে (ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন ও ডেটা কালেকশন)			৭.৯২		৭.৯২(১০০%)
১২।	বিবিধ			৭.৫০		৭.৫০(১০০%)
১৩।	জিওবি ((in kind)			৫০.০০		৫০.০০(১০০%)
	মূলধন					
১৪।	ইকুইপমেন্ট ও আনুষংগিক সামগ্রী (Geophysical সামগ্রী)			৮০.০০		৮০.০০(১০০%)
১৫।	ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী (ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট)			২৭.০০		২৭.০০(১০০%)
১৬।	কম্পিউটার সামগ্রী			১৫.০০		১৫.০০(১০০%)
১৭।	কম্পিউটার সফটওয়ার ও আনুষংগিক সামগ্রী			২২.৪৩		২২.৪৩(১০০%)
১৮।	অফিস সামগ্রী			৬.১৫		৬.১৫(১০০%)
১৯।	Meteorological ইনস্ট্রুমেন্ট		২	২.৫০	২(১০০%)	২.৫০(১০০%)
	সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)			**৫৪০.০০**		**৫৪০.০০**

০৭। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

০৭.১। পটভূমি :

জলবায়ুজনিত ও ভূ-তাত্ত্বিক দুর্যোগ বিবেচনায় বাংলাদেশ এশীয় অঞ্চলের ঝুকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ অবস্থায় বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প, সুনামী, ভূমিধ্বস ও উপকূলীয় ভূমিক্ষয় ইত্যাদির হুমকি যদি যথাযথভাবে মোকাবেলা না করা হয়, তবে দেশের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বর্ণিত সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুকি নিরসনের ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) জাতীয় ভূ-তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান, সব ধরনের Geological ও Geophysical ম্যাপিং, ভূ-দুর্যোগ সমীক্ষা যেমন সুনামী, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর তীর ভাংগন, বন্যা, ভূ-গর্ভস্থ পানির দূষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক/বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে। ভূ-দুর্যোগের ক্ষেত্রে জিএসবি নিজস্ব প্রকল্প ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের "Comprehensive Disaster Management Program (CDMP)"- এর সংগে ভূমিকম্প সম্পর্কিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ কর্মসূচিতে জিএসবি'র মূল কাজ হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরের Geology ও Geomorphology সম্পর্কিত তথ্যাদি CDMP-কে সরবরাহ করা।

উল্লেখ্য যে, Norwegian Geo-technical Institute (NGI) একটি বেসরকারি ফাউন্ডেশন হিসেবে Geo-science, Geo-technical, Geology, Hydrology, Environmental Geo-technology, Geo-hazards সম্পর্কিত বিষয়ে (প্রতিরোধ ও হ্রাসকরণ) গবেষণা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে আসছে। NGI উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ যথা:- ভিয়েতনাম, ভুটান, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকার সাথে প্রতিষ্ঠানিক সহযোগিতা গড়ে তুলেছে। বর্তমানে এ অঞ্চলে NGI- এর যে সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ভুটানে বিভিন্ন মহাসড়কে ভূমিধ্বসের ঝুঁকি মোকাবেলা সংক্রান্ত বিষয়ে ভুটানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা; নেপাল, ভুটান, ভারত ও শ্রীলংকাতে ভূমিধ্বসের প্রভাব হ্রাসকরণের বিষয়ে আঞ্চলিক দক্ষতা ত্বরান্বিত করা এবং পাকিস্তানের ভূমিধ্বস সম্পর্কিত দুর্যোগ ও ঝুঁকি নিরূপনের পদ্ধতিসমূহ উন্নীত করা ইত্যাদি।

NGI- এর এসকল কর্মকান্ডের বিষয়ে গত মার্চ, ২০০৯ সালে NGI- এর একটি প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ সফরকালে জিএসবি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও CDMP কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনায় দুর্যোগ বিশেষ করে ভূমিধ্বস সম্পর্কিত বিষয়ে জিএসবি ও NGI-এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব পায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে NGI-এর কারিগরি সহযোগিতায় দুর্যোগ চিহ্নিতকরণ ও নিরুপন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমকে আধুনিকীকরণ, পার্টনারশীপ উন্নয়ন, কমিউনিটি ক্ষমতাকরণ, জরুরিকালীন সাড়া প্রদানের ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক জিএসবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

০৭.২। **উদ্দেশ্য:**

- বিভিন্ন ধরণের মৃত্তিকায় ভূমিকম্পের কারণ ও প্রভাব নিরুপনের জন্য ঢাকা ও ঢাকার চারিপার্শ্বে 'ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয় সমীক্ষা' পরিচালনা করা;
- ভূমিধ্বসের কারণ নির্ণয় করা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে Landslide Early Warning Systems (LEWS) [1] স্থাপনের মাধ্যমে ভূমিধ্বসের আগাম সতর্ক সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা;
- মৃত্তিকা কাঠামো যেমন ডাইক, বাধ, ড্যাম ইত্যাদির ভূ-তাত্ত্বিক গঠনগত অনুসন্ধান ও ভূ-তাত্ত্বিক প্রকৌশলগত সমীক্ষার জন্য Ground Penetrating Radar (GPR)[2]বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জাতীয় মহাসড়কের দুর্বল জোন/ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণের জন্য GPR সার্ভে পরিচালনা করা;
- দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জিএসবি অফিসিয়ালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- জাতীয় দুর্যোগ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে জিএসবি'র ল্যাবরেটরী সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ/সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অংশীদারিত্ব মনোভাবের উন্নয়ন করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পের আউটকাম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।

০৮। **প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধনঃ**

মূল টিপিপি ১২ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে ৪৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর, ২০০৯ -জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। আরটিপিপি অনুমোদিত হয় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে। আরটিপিপিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ অপরিবর্তিত রয়েছে, তবে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪০.০০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[1] LEWS হলো একটি Tipping bucket raingauge, সোলার প্যানেলের সাথে সংযুক্ত ইন্সট্রুমেন্ট দিয়ে গঠিত ভূমিধ্বস আগাম সতর্ক প্রদান ব্যবস্থা। LEWS প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ রেকর্ড করে অনলাইন সিস্টেমে প্রেরণ করে। এটিকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে যাতে LEWS এ স্থাপিত Rainfall Threshold (একটানা ৩ ঘন্টায় ১০০ মিলিমিটার (মি:মি:), ২৪ ঘন্টায় ২০০ মি:মি: ও ৭২ ঘন্টায় ৩৫০ মি:মি: বৃষ্টিপাত) অতিক্রম করার সাথে সাথে এ ব্যবস্থা দুর্যোগে প্রথম সাড়া প্রদানকারী ৮টি প্রতিষ্ঠানের (জিএসবি, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ব্যুরো, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ভূগোল বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা প্রশাসকের দপ্তর, চট্টগ্রাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম) SMS বার্তা প্রেরণ করতে পারে । অত:পর বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বিত আন্ত:যোগাযোগের মাধ্যমে ভূমিধ্বস প্রবণ এলাকার সন্নিকটে বসবাসরত জনগণকে ভূমিধ্বসের আগাম সতর্ক সংকেত প্রদান করা হয় যা তাদের দ্রুত স্থান ত্যাগে সাহায্য করে। চট্টগ্রামে স্থাপিত LEWS সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত যা সোলার প্যানেল থেকে শক্তি গ্রহণ করে ব্যাটারীকে চার্জিত করে । এর জন্য শুধুমাত্র Mobile Telephone Coverage এর প্রয়োজন হয়। LEWS সিস্টেমটি Standard Mobile Telephone SIMS Cards দ্বারা চালিত হয় এবং স্থানীয় মোবাইল টেলিফোন অপারেটরের নিকট হতে কোন বিশেষ অবকাঠামোগত সুবিধার প্রয়োজন হয় না।

[2] GPR হল Geo-physical পদ্ধতি যার সাহায্যে রাডার পালস্ ব্যবহার করে সাব-সারফেসের ইমেজ পাওয়া যায়। এটি সাব-সারফেসের কোন বস্তু ও বস্তুর পরিবর্তন চিহ্নিতকরণে, সাব-সারফেসে শূণ্যস্থান, চিড়/ফাটল ইত্যাদি চিহ্নিতকরণে ব্যবহৃত হয়।

০৯। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ মূল** প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে নরওয়ে সরকারের পক্ষে NGI ৩৯০.০০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করেছে। অবশিষ্ট ৫০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি'র (in kind)। আরটিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪০.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৪৯০.০০ লক্ষ টাকা নরওয়েজিয়ান অনুদান ও ৫০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি'র (in kind) অর্থায়নে।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন :** প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমুদয় অর্থ অর্থ্যাৎ ৫৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১১। **প্রকল্প পরিচালকঃ** জিএসবি'র একজন পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জনাব রেশাদ মোঃ ইকরাম আলী প্রকল্পের শুরু হতে খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১২। **প্রকল্প পরিদর্শন:** প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত কাজ সরেজমিনে পরিদশর্নের জন্য গত ৭-৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম এবং ০৯ অক্টোবর ২০১২ তারিখে ঢাকাস্থ জিএসবি অফিস পরিদর্শন করা হয়। চট্টগ্রামে পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক এবং জিএসবি অফিস পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক এবং জিএসবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

আরটিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(ক) ভূমিধ্বসের কারণ নির্ণয় করা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে LEWS স্থাপন করা এবং এর মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ রেকর্ড করে ভূমিধ্বসের আগাম সতর্ক সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।	(ক) জিএসবি ও NGI কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত প্রতিবেদনে ভূমিধ্বসের কারণ হিসেবে মৃত্তিকার গঠনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ১টি করে মোট ২টি LEWS ইকুইপমেন্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দু'টি যন্ত্রই বিকল অবস্থায় রয়েছে।
(খ) মৃত্তিকা কাঠামো যেমন ডাইক, বাঁধ, ড্যাম ইত্যাদির ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও ভূ-তাত্ত্বিক প্রকৌশলগত সমীক্ষার কাজের জন্য GPR বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।	(খ) প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে।
(গ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জাতীয় মহাসড়কের দুর্বল জোন চিহ্নিতকরণের জন্য GPR সার্ভে পরিচালনা করা।	(গ) সড়ক ও জনপথ বিভাগের সহযোগিতায় জাতীয় মহাসড়কের দুর্বল জোন চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে GPR সার্ভে পরিচালনা করা হয়নি।
(ঘ)বিভিন্ন ধরণের মৃত্তিকায় ভূমিকম্পের কারণ ও প্রভাব নিরুপনের জন্য ঢাকা ও ঢাকার চারিপার্শ্বে (পূর্বাচল, টংগী, কেরাণীগঞ্জ) 'ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয় সমীক্ষা' পরিচালনা করা;	(ঘ) জিএসবি ও NGI কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত প্রতিবেদন মতে 'ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয় সমীক্ষা' করা হয়েছে। তবে ঢাকা শহর ও ঢাকা শহরের চারিপার্শ্বে বর্ণিত এলাকাসমূহের বিভিন্ন জিওলজিকাল স্ট্রাকচার ও মৃত্তিকায় ভূমিকম্পের ঝাকুনি নির্ণয়ের জন্য 'Earthquake Microzonation Map' প্রস্তুত করা হয়নি।
(ঙ) জিএসবি'র ল্যাবরেটরী সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।	(ঙ)জিএসবি'র ল্যাবরেটরীর জন্য ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে।
(চ) বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক যোগযোগ/সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অংশদারিত্ব মনোভাবের উন্নয়ন করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে প্রকল্পের আউটকাম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।	(চ) আরটিপিপিতে নির্ধারিত ৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের মধ্যে ২টি আয়োজন করা হয়েছে।

১৪। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তবায়ন বিবরণঃ**

প্রকল্পের সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা, প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে অলোচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ নিম্নরূপ:

(ক) প্রকল্পের একটি অংগ ছিল ভূমিধ্বসের কারণ নিরূপণ করা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে LEWS স্থাপন করা এবং এর মাধ্যমে নিয়মিত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ রেকর্ড করে ভূমিধ্বসের আগাম সতর্ক সংকেত প্রদান করা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১টি করে ২টি LEWS স্থাপনের জন্য ২.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে যার পুরোটাই খরচ হয়েছে। প্রকল্পের সরেজমিনে পরিদর্শনে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত LEWS পরিলক্ষিত হয়। তবে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এটি বর্তমানে কাজ করছে না। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে স্থাপিত অপর LEWS টিও যান্ত্রিক ভাবে বিকল রয়েছে। এটিকে প্রত্যাহার করে ঢাকাস্থ জিএসবি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন। প্রাথমিকভাবে বৃষ্টিপাতে ডেটা রেকর্ড করা গেলেও গত মার্চের পর হতে LEWS কার্যত: অচল অবস্থায় রয়েছে। যন্ত্রদু'টি মেরামত/প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

(খ) প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় কিছু দ্রুত বর্ধনশীল এলাকা যেমন পূর্বাচল, কেরানীগঞ্জ ও টংগীতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয় সমীক্ষা পরিচালনা এবং এসব এলাকার বিভিন্ন ধরণের মৃত্তিকায় ভূমিকম্পের কারণ ও প্রভাব নির্ণয়ের প্রভিশন রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত এলাকাসমূহের 'Shear Wave Velocity'[3] পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন জিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার/মৃত্তিকা ইউনিটের ওপর ভূমিকম্পের ঝাকুনির মাত্রা নিরূপন করা যা ভূমিকম্প সহনশীল অবকাঠামো তৈরীতে সহায়ক হবে। উক্ত সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। তবে পরিদর্শনের সময় উপস্থাপিত এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন "Shear wave Velocity Mapping at selected sites in around Dhaka city by Using Multi-channel Analyses of Surface Wave" পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত সমীক্ষা কোন্ লোকেশনে করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদনে কোন উল্লেখ নেই। এছাড়া ঢাকা শহর ও ঢাকা শহরের চারিপার্শ্বে বিভিন্ন জিওলজি ও মৃত্তিকায় ভূমিকম্পের সম্ভাব্য ঝাঁকুনির মাত্রা নির্ণয়ের জন্য আরটিপিপিতে উল্লিখিত 'Earthquake Microzonation Map' প্রস্তুত করা হয়নি।

(গ) সড়ক ও জনপথ বিভাগের সংগে যৌথভাবে জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন দুর্বল জোন চিহ্নিত করনের জন্য GPR সার্ভে করার বিষয়টি আরটিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এটি করা হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। তবে তুরাগ নদীর বাধের কিছু নির্বাচিত পয়েন্টে GPR সার্ভে ও একই সাথে জিএসবি অফিসিয়ালদের GPR সার্ভে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় জিএসবি অফিসিয়ালদের ৩টি বিষয়ে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রথম প্রশিক্ষনটি (২৮-২৯ ডিসেম্বর ২০১০) ছিল চট্টগ্রাম ও এর চারিপার্শে ভূমিধ্বস সার্ভে এবং ভূমিধ্বস প্রবন এলাকা চিহ্নিতকরণ ও LEWS স্থাপনের কারিগরি বিষয় সম্পর্কে। দ্বিতীয় প্রশিক্ষণটি (১৬-১৮ মার্চ, ২০১১) ছিল GPR- এর মাধ্যমে ডেটা একুইজিশন ও GPR পরিচালনা সংক্রান্ত। তুরাগ নদীর ডাইকের বিভিন্ন লোকশনে প্রশিক্ষণ/সার্ভেটি পরিচালনা করা হয়। ৩য় প্রশিক্ষণটি (১৫-১৮ নভেম্বর ২০১১) ভূমিকল্পের ঝুঁকি নির্ণয় সমীক্ষা সংক্রান্ত। গত ২২ মার্চ ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ স্থানীয় প্রশিক্ষণে সাইসমিক (ভূমিকম্প) ডেটা একুইজিশন এবং এর প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। স্থানীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াও নরওয়ে-তে দু'টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রথম প্রশিক্ষণটি (০৪-১১ জুলাই ২০১০) NGI-তে GPR- এর ওপর ও দ্বিতীয়টি (১২-১৯ জুন, ২০১১) Bergen University, Norway-তে সাইসমিক ডেটা একুইজিশন ও ইন্টারপ্রিটেশন বিষয় সম্পর্কিত।

(ঙ) প্রকল্পের আওতায় ৩ (তিন) টি সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য আরটিপিতে ৩০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। পুরো অর্থ ব্যয় হয়েছে। তবে দু'টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। জিএসবিতে গত ১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে ও ২১ মার্চ ২০১২ তারিখে যথাক্রমে "Bangladesh-Norwegian Cooperation in Geo-hazards Investigation-Emphasis on Geophysics Method" ও "Bangladesh-Norway Institutional Cooperation on Mitigation of Geo-hazards" শীর্ষক স্থানীয় ওয়ার্কশপ দু'টি অনুষ্ঠিত হয়।

---

[3] ভূমিকম্প দুর্যোগ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন স্থানের 'Shear Wave Velocity' হ'ল এ স্থানের মৃত্তিকায় ভুমিকম্পজনিত সম্ভাব্য ঝাকুনির মাত্রা ও ঝাকুনির স্থায়িত্ব নির্ণয় করা।

(চ) প্রকল্পের আওতায় মূলধন কম্পোনেন্টের জন্য ১৫৩.০৮ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। Geo physical ইকুইপমেন্ট, ইন্জিনিয়ারিং সামগ্রী, কম্পিউটার সামগ্রী, কম্পিউটার সফটওয়ার, Meteorological সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয়ে এ অর্থ ব্যয় হয়েছে।

১৫। সমস্যা ও পর্যবেক্ষণ :

১৫.১। বাংলাদেশে ভূ-দুর্যোগ বিশেষ করে ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বসের ঝুঁকি নিরসনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন ছিল একটি সময়োচিত পদক্ষেপ। প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে জিএসবি'র অফিসিয়ালগণ ভূ-দুর্যোগের ঝুঁকি নির্ণয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি ও কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে জিএসবি'র ল্যাবরেটরী সুবিধাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্জিত জ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ/ব্যবহার ভবিষ্যতে জিএসবি'র দুর্যোগ সংক্রান্ত গবেষনা কার্যক্রমে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

১৫.২। ভূমিধ্বসের আগাম সতর্ক সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা স্থাপন করার অল্পদিনের মধ্যেই বিকল হয়ে পড়ায় এর কারিগরী ও যান্ত্রিক গ্রহনযোগ্যতা, উপযোগীতা ও স্থায়িত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের সরেজমিনে পরিদর্শনে জানা যায় যে, ভূমিধ্বসের আগাম সংকেত পাওয়ার পরও ভূমিধ্বস প্রবণ এলাকার অধিবাসীদের ঘর-বাড়ি ছাড়ার ঝটনা খুব কম কারণ আপদকালীন সময়ে আশ্রয় নেয়ার মতো কোন অবকাঠামোগত সুবিধাদি (যেমনটি থাকে সাইক্লোনের ক্ষেত্রে সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র) না থাকায় ভূমিধ্বসের আগাম সংকেত পাওয়ার পরও অধিবাসীদের এলাকা ত্যাগ না করে ঝুঁকির মধ্যে থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। যদিও এ ধরণের আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়টি প্রকল্পের কোন অংগ ছিল না; পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে, সতর্ক বার্তায় অধিবাসীরা তখনই সাড়া দিবে যখন আপদকালীন সময়ে তারা কোন আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ পাবে।

১৫.৩। প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয় সমীক্ষা পরিচালনা করা হলেও সেটি আরটিপিপিতে উল্লিখিত ঢাকার কিছু দুত বর্ধনশীল এলাকা যেমন:- পূর্বাচল, কেরানীগঞ্জ ও টংগীতে করা হয়েছে কিনা কিংবা কোন লোকেশনে করা হয়েছে সে সম্পর্কে জিএসবি ও NGI-এর প্রতিবেদনে কোন উল্লেখ নেই। এছাড়া ঢাকা শহর ও ঢাকা শহরের চারিপার্শ্বে বিভিন্ন জিওলজিকাল স্ট্রাকচার ও মৃত্তিকায় ভূমিকম্পের ঝাঁকুনির মাত্রা ও সময় নির্ণয় সম্পর্কিত আরটিপিপিতে উল্লিখিত 'Earthquake Microzonation Map' প্রস্তুত করা হয়নি। ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয় সমীক্ষায় যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছে সেটির In-depth Analysis করা হয়নি যেটি উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায় সম্পন্নকৃত সমীক্ষা ডিজাইন/মডেলিং এর কাজে কিংবা ভূমিকম্প সহনশীল অবকাঠামো তৈরীতে প্রকৌশলী ও জনগনের জন্য সহায়ক হবে না বলে মনে হয়।

১৫.৪। জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন দুর্বল জোন/ঝুঁকিপূর্ন এলাকা চিহ্নিতকরনের জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগের সংগে যৌথভাবে GPR সার্ভে করার বিষয়টি আরটিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত (আরটিপিপি পৃষ্ঠা- ১, অনুচ্ছেদ -3 g) থাকলেও এটি করা হয়নি যা অনভিপ্রেত। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের Scope বৃদ্ধি করে যে মোট পাঁচটি কম্পোনেন্ট/ কার্যক্রম আরটিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে এটিও ছিল। এ জন্য নরওয়ে প্রকল্পে অতিরিক্ত ১ কোটি টাকা প্রদান করে। আরটিপিপি মোতাবেক সড়ক ও জনপথ বিভাগকে সম্পৃক্ত করে জাতীয় মহাসড়কে GPR সার্ভে পরিচালনা করলে একদিকে যেমন সড়ক ও জনপথ বিভাগের অফিসিয়ালগণ নুতন এই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে সক্ষম হতেন তেমনি জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন দুর্বল জোন/ঝুঁকিপূর্ণ অংশ সনাক্তকরণ সম্ভব হতো যা ভবিষ্যতে জাতীয় মহাসড়কের প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমে সহায়ক হতো।

১৫.৫। প্রকল্পের আওতায় ৩ (তিন) টি সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য আরটিপিতে ৩০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও দু'টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করেই পুরো অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। আরটিপিপিতে নির্ধারিত আন্তজার্তিক সেমিনারটি (আরটিপিপি পৃষ্ঠা-২,অনুচ্ছেদ-7 d)আয়োজন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় ওয়ার্কশপের গুরুত্ব বিবেচনায় এটিকে আরটিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া ওয়ার্কশপ দু'টির কোন প্রতিবেদন প্রণয়ন/ প্রকাশনা করা হয়নি। অথচ প্রতিবেদন প্রণয়ন/ প্রকাশনা খাতে সংস্থানকৃত ৩১.৬৮ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেদন প্রণীত না হওয়াতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম/আউটকাম সম্পর্কে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য/মতামত, বিশ্লেষণ. ও পরামর্শ/সুপারিশ সম্পর্কে জানার কোন সুযোগ নেই।

১৫.৬। পরিদর্শনে জানা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন/আউটকাম, প্রস্তুতকৃত তথ্যাদি ও ডেটা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল stakeholder-কে এখনো অবহিত করা হয়নি। এছাড়া উক্ত প্রতিবেদন/ আউটকাম, তথ্যাদি ও ডেটা জিএসবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি।

১৫.৭। প্রকল্পের নরওয়ে অংশের ব্যয়ের (২০০৯-১০ অর্থ-বছর থেকে ২০১০-১১ অর্থ-বছর) অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের অডিট হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের জিওবি অংশের কোন অডিট পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত হয়নি।

১৫.৮। সার্বিকভাবে আরটিপিপিতে বর্ণিত সকল অংগের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যও পুরোপুরি অর্জিত হয়নি (অনুচ্ছেদ ১৫.১ হতে অনুচ্ছেদ ১৫.৬)। এ জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রকল্প পরিচালকের ব্যর্থতা ও দায়িত্বহীনতা কে দায়ী করা যেতে পারে।

১৬। সুপারিশ:

১৬.১। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও জিএসবি আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ/ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৫.২। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে স্থাপিত ভূমিধ্বস আগাম সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ার কারিগরি/ যান্ত্রিক/অন্যান্য কারণ খতিয়ে দেখে আগামী ২০(বিশ) দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৫.৩। আরটিপিপিতে বর্ণিত পূর্বাচল, কেরানীগঞ্জ ও টংগীতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয় সমীক্ষা করা হয়েছে কিনা কিংবা কোন লোকেশনে করা হয়েছে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণ সহ আরটিপিপিতে উল্লিখিত ‘Earthquake Microzonation Map’ কেন প্রস্তুত করা হয়নি সে বিষয়ে আগামী ২০(বিশ) দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৫.৪। জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন দুর্বল জোন/ঝুকিপূর্ণ অংশ চিহ্নিতকরনের জন্য (GPR সার্ভে) আরটিপিপি মোতাবেক সড়ক ও জনপথ বিভাগকে কেন সম্পৃক্ত করা হয়নি, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আগামী ২০(বিশ) দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৫.৫। প্রকল্পের আওতায় ৩ (তিন) টি সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ (১টি আন্তজার্তিক সেমিনার সহ) আয়োজনের জন্য আরটিপিতে আর্থিক সংস্থান থাকলেও আন্তজার্তিক সেমিনারটি কেন আয়োজন করা হয়নি এবং উক্ত সেমিনারটি আয়োজন না করা সত্ত্বেও আরটিপিপিতে সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ খাতে সংস্থানকৃত সমুদয় অর্থ কেন ব্যয়িত হয়েছে, সে বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আগামী ২০(বিশ) দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৫.৬ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ দু’টির প্রতিবেদন প্রণয়ন/ প্রকাশনা কেন করা হয়নি এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন/ প্রকাশনা না করা সত্ত্বেও আরটিপিপিতে সংস্থানকৃত প্রতিবেদন প্রণয়ন/ প্রকাশনা খাতের ৩১.৬৮ লক্ষ টাকা কেন সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছে সে বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আগামী ২০(বিশ) দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৫.৭। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/জিএসবি আলোচ্য প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন/আউটকাম/প্রস্তুকৃত তথ্যাদি ও ডেটা সম্পর্কে সকল সকল stakeholder-কে অবিলম্বে অবহিত করবে এবং উক্ত প্রতিবেদন/ আউটকাম/ প্রস্তুকৃত তথ্যাদি ও ডেটা জিএসবি’র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে;

১৫.৮। প্রকল্পের নরওয়ে অংশের খরচের ২০১১-১২ বছরের অডিট ও জিওবি অংশের খরচের (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২ বছর) অডিট সম্পন্নের জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/জিএসবি উদ্যোগী হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৫.৯। ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালনায় জিএসবি-কে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে।

'Compensation Package for Rehabilitating the Affected People of Barapukuria Coal Mine (Central Part)'

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১১)

০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

০৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল),পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি

০৪। প্রকল্পের এলাকা : জেলা- দিনাজপুর, উপজেলা- পার্বতীপুর

০৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ**

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	প্রাক্কলিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯০৫৩.২০ ১৯০৫৩.২০ -	-	১৪৯১৯.১৪ ১৪৯১৯.১৪ -	ডিসেম্বর ২০১০- ডিসেম্বর ২০১১	-	ডিসেম্বর ২০১০- ডিসেম্বর ২০১১	-	-

০৬। **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি :**

সরকার জ্বালানী হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমানোর লক্ষ্যে জ্বালানীর বিকল্প উৎস অনুসন্ধানে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এবং খুব শ্রীঘ্র এর মজুদ শেষ হয়ে যাবে বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানীর অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভূগর্ভস্থ কয়লা একটি ভূমিকা রাখতে পারে। দেশে এ পর্যন্ত মোট ০৫ (পাঁচ) টি কয়লা ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কয়লার মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৩৩০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন যা ৭৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাসের সমান। উল্লেখ্য যে, আবিস্কৃত কয়লাক্ষেত্রগুলো ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। কয়লা উত্তোলনের জন্য বিস্তীর্ণ এলাকা অধিগ্রহণ এবং খনি এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের খনি এলাকা হতে অন্যত্র স্থানান্তর করা প্রয়োজন। একইসাথে কোন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়া নির্বিঘ্নে কয়লা উত্তোলনের জন্য খনি এলাকার জনগনকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও তাদের পুনর্বাসন করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আবিস্কৃত ভূ-অভ্যন্তরস্থ কয়লা খনি হচ্ছে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি যা দিনাজপুর জেলায় আনুমানিক ৬.৬৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এতে কয়লার পরিমাণ ৩৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং কয়লা স্তরের পুরত্ব ১১৮-৫০৯ মিটার। এ খনি থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৫-মে ২০০৬ পর্যন্ত বার্ষিক ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন হারে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উত্তোলন করা হয়েছে যার প্রায় সবটুকু খনির পাশ্ববর্তী ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং বাকী কয়লা বিভিন্ন ইট ভাটায় ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত কয়লা উত্তোলনের ফলে খনি এলাকার কিছু অংশ ধ্বসে যায়। এর ফলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা কয়লা উত্তোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাদের প্রকৃত/উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দেয়া পর্যন্ত কয়লা উত্তোলন বাধগ্রস্ত হয়। একই সময় বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষ কয়লা খনির ৩৬ মিটার পুরু স্তর হতে ৩ মিটার পুরু স্তরের মোট ০৮ টি স্লাইস (মোট ২৪ মিটার পুরুত্বের কয়লা) উত্তোলন করার পরিকল্পনা করে। এতে খনি এলাকার ৬০-৭০% উচ্চতা ধ্বসে যাওয়া সহ এলাকায় ঘরবাড়ী, স্থাপনা, রাস্তাঘাট, গাছপালা ও কৃষি জমি ধ্বসে গিয়ে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা যায়।

এমতাবস্থায় সরকার পুরো খনি এলাকা (ইনফ্লুয়েন্স জোন সহ) আনুমানিক ২৬৩ হেক্টর বসতি ও কৃষি জমি অধিগ্রহণের ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে করে ক্ষতিগ্রস্তরা স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসিত হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

০৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী:**

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে জ্বালানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি এলাকায় (ইনফ্লুয়েন্স জোন সহ) বসবাসরত অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার কোনরূপ ক্ষতি না করে প্রতিবছর ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন হারে কয়লা উৎপাদন করা।

প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যাবলী হচ্ছে নিম্নরূপ:

(ক) বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি এলাকার ইনফ্লুয়েন্স জোনের মধ্যে ৬৪৬ একর ভুমি অধিগ্রহণ করা যা অদূর ভবিষ্যতে ভুমিধ্বসের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে;

(খ) প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা যাতে তারা তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে খনি এলাকার পার্শ্ববর্তী গ্রামে অন্তত:পক্ষে পূর্বের ন্যায় জীবনযাপন করতে পারে; ও

(গ) প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন/ দরিদ্র/প্রান্তিক কৃষকদের বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা যাতে তারা খনি এলাকার পার্শ্ববর্তী গ্রামে অন্তত:পক্ষে পূর্বের ন্যায় জীবনযাপন করতে পারে।

০৮। **প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধনঃ**

প্রকল্পটি গত ০৯ নভেম্বর ২০১০ তারিখের একনেক সভায় ১৯০৫৩.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি অর্থায়নে ঋণ: ইক্যুইটি ৬০:৪০) ও ডিসেম্বর ২০১০-ডিসেম্বর ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

০৯। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন :** প্রকল্পের আওতায় ১৪৯১৯.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৮.৩০%।

১০। **প্রকল্প পরিচালকঃ** বিসিএমসিএল এর মহাব্যবস্থাপক (মাইনিং) জনাব মিজানুর রহমান প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১১ পর্যন্ত প্রকল্পের খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে বিসিএমসিএল এর উপ-মহাব্যবস্থাপক (টেকনিকাল সার্ভিস) জনাব আবু তাহের মো: নুর-উজ-জামান চৌধুরী প্রকল্পের বাকী মেয়াদ পর্যন্ত খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১১। **প্রকল্প পরিদর্শন:** জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে এ প্রকল্পের ‘প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)’ পাওয়ার পর ‘প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন’ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আইএমইডি’র পক্ষ হতে গত ২-৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয় ও দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। এ সময় প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

১২। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি**

১২.১। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণ সহ প্রকল্পের সকল ব্যয় দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষ ১৯০.০০ (একশত নব্বই কোটি) টাকা জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর বরাবর হস্তান্তর করে। প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা, প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য (কপি সংযুক্ত) ও দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসন জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের যে চূড়ান্ত হিসাব/প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তাতে অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি জমি এবং বসতি ও বাণিজ্যিক জমির পরিমাণ ডিপিপি’র প্রাক্কলনের চেয়ে যথাক্রমে ১৭.২৭% বৃদ্ধি ও ৬৭.৩০% হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে ডিপিপি’র বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বর্ণিত ক্ষতিপূরণ ও বিশেষ পুনর্বাসন অনুদানের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছে। সার্বিকভাবে চূড়ান্ত হিসাবে জমি অধিগ্রহণের মুল্য, ক্ষতিপূরণ ও বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান সহ আনুষংগিক ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ণীত হয়েছে টাকা ১৭৪,১৪,৪৭,৮৫৪/৮৩ (একশত চুহাত্তর কোটি চৌদ্দ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশত চুয়ান্ন টাকা তেরাশি পয়সা) যা ডিপিপি’র প্রাক্কলনের চেয়ে ৮.৬০% কম। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে টাকা ১৪৯,১৯,১৩,৪৩৬/৫০ (একশত উনপঞ্চাশ কোটি উনিশ লক্ষ তের হাজার চারশত ছত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। বাকী জমি অধিগ্রহণের মূল্য, ক্ষতিপূরণ ও

বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান সহ আনুষংগিক ব্যয়ের জন্য জেলা প্রশাসনের নিকট টাকা ২৪,৯৫,৩৪,৪১৮/৩৩ (চব্বিশ কোটি পচানব্বই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত আঠারো টাকা তেত্রিশ পয়সা) রয়েছে। অবশিষ্ট টাকা ১৫,৮৫,৫২,১৪৫/১৭ (পনের কোটি পচাশি লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত পয়তাল্লিশ টাকা সতের পয়সা) জেলা প্রশাসন বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষকে ফেরত প্রদান করেছে। নিম্নের সারণীতে ডিপিপি'র প্রাক্কলন অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা, জেলা প্রশাসনের চূড়ান্ত প্রাক্কলন ও প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়নের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে:

(আর্থিক পরিমাণঃ লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	ডিপিপি'র প্রাক্কলন অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের চূড়ান্ত প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন (চূড়ান্ত প্রাক্কলনের)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
রাজস্ব কম্পোনেন্ট							
বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান (কৃষি জমির জন্য)	একর	৪৮৬	৬৬৭৭.৬৪	৫৬৯.৯৭	৭৮৩১.৩৯	৫০৫.৪৭ (৮৮.৬৮)	৬৯৪৫.১৬ (৮৮.৬৮)
বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান (বসতি ও বাণিজ্যিক জমির জন্য)	একর	১৬০	২৪৯৭.৬০	৫২.৩১	৮১৬.৫৬	৪২.৫৯ (৮১.৪১)	৬৬৪.৯৯ (৮১.৪১)
বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান (ভুমিহীন/দরিদ্র/ প্রান্তিক কৃষকের জন্য)	পরিবার সংখ্যা	৩১৮	৬৩৬.০০	২৯৫	৫৯০.০০	২৯৫ (১০০)	৫৯০.০ (১০০)
অন্যান্য(অচিহ্নিত অন্য কোন ক্ষতি)	থোক	থোক	৫৯.৬১	১৫৮.০৩	৯৪.২০	-	-
মোট: রাজস্ব			**৯৮৭০.৮৫**		**৯৩৩২.১৫**		**৮২০০.১৫**
মুলধন কম্পোনেন্ট							
কৃষি জমি অধিগ্রহণ	একর	৪৮৬	৩০৪২.৩৬	৫৬৯.৯৭	৩৫৬৮.০১	৫০৫.৪৭ (৮৮.৬৮)	৩১৬৪.২৪ ৮৮.৬৮)
বসতি ও বাণিজ্যিক জমি অধিগ্রহণ	একর	১৬০	১৫০২.৪০	৫২.৩১	৪৯১.১৯	৪২.৫৯ (৮১.৪১)	৪০০.০২ (৮১.৪১)
অবকাঠামো অধিগ্রহণ	সংখ্যা	২০০০ (+)	৩৩০০.০০		৩২৪৪.৩৭		২৬৭৩.৩৪ (৮২.৩৯)
অধিগ্রহণের কারণে অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান পেরিনিয়ালের ক্ষতিপূরণ	সংখ্যা	১৭০০০০	৮০০.০০		২১৮.১৪		২১৩.৮২ (৯৮.০১)
শস্য ক্ষতিপূরণ	একর	৪৮৬	১২১.৫০		১৪৩.৮৩		১২৯.৯৯(৯০.৩৭)
ডিসলোকেশনের কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণ	সংখ্যা	২৭৬	১৩৮.০০	২৩৯	১১৯.৫০	২৩৯ (১০০)	১১৯.৫০ (১০০)
এলএও অফিসের আনুষংগিক খরচ (জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২%)	থোক	১০০	১৭৮.০৯		১৯৭.২৯		১৮.০৯(৯.১৬)
অন্যান্য (অচিহ্নিত অন্য কোন ক্ষতি বা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে সমন্বয় করা হয়নি এমন ব্যয়)	থোক		১০০.০০	১০০	১০০.০০	-	-
মোট: মূলধন			**৯১৮২.৩৫**		**৮০৮২.৩৩**		**৬৭১৮.৯৯**
মোট: রাজস্ব+মূলধন			**১৯০৫৩.২০**		**১৭৪১৪.৪৮**		**১৪৯১৯.১৪**

১২.২। ডিপিপিতে মোট ৬৪৬ একর জমি (৪৮৬ একর কৃষি জমি ও ১৬০ একর বসতি ও বাণিজ্যিক জমি) অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত আছে। চূড়ান্ত প্রাক্কলনে এর পরিমাণ ৬২২.২৮ একরে (৫৬৯.৯৭ একর কৃষি জমি ও ৫২.৩১ একর বসতি ও বাণিজ্যিক জমি) হ্রাস পেয়েছে। এর বিপরীতে অধিগ্রহণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৫০৫.৪৭ একর ও ৪২.৫৯ একর জমি। অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ ও বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা হয়েছে যথাক্রমে ৩৫৬৪.২৬ লক্ষ টাকা ও ৭৬১০.১৫ লক্ষ টাকা যা চূড়ান্ত হিসাবের যথাক্রমে ৮৭.৮০% ও ৮৭.৯৯%। 'বসতি ও বাণিজ্যিক' হিসেবে চিহ্নিত কিছু জমি

চূড়ান্ত যাচাই-বাছাইয়ের পর 'কৃষি জমি' ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কৃষি ক্যাটাগরির জন্য অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ও এর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের পরিমান উভয়ই ১৭.২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইসাথে 'বসতি ও বাণিজ্যিক' ক্যাটাগরিতে অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় জমি ও ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ ৬৭.৩০% হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র: বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উত্তোলিত কয়লা

চিত্র: কয়লা খনির জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির একাংশ

১২.৩। ডিপিপি মোতাবেক ৩১৮ টি ভূমিহীন/দরিদ্র/প্রান্তিক কৃষক পরিবারকে বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান প্রদানের প্রভিশন রয়েছে। দিনাজপুরের এডিসি (রাজস্ব) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত সংখ্যা ২৯৫ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৫৯০.০০ লক্ষ টাকা।

চিত্র: খনি এলাকার পার্শ্ববর্তী গ্রামে স্ব-উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন/বসতি স্থাপন

১২.৪। অবকাঠামো অধিগ্রহণের জন্য গনপূর্ত অধিদপ্তরের হিসাবে এ খাতের ব্যয়ের প্রাক্কলন ডিপিপি'র চেয়ে ১.৬৯% কমেছে। ব্যয় হয়েছে ২৬৭৩.৩৪ লক্ষ টাকা। পরিবেশ অধিদপ্তরের মূল্যায়ন অনুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান পেরিনিয়ালের ক্ষতিপূরণ খাতের ব্যয় প্রাক্কলন ডিপিপি'র তুলনায় ৭২.৭৩% কমেছে। ব্যয় হয়েছে ২১৩.৮২ লক্ষ টাকা। চূড়ান্ত প্রাক্কলন মোতাবেক মাঠে বিদ্যমান শস্য ক্ষতিপূরণের জন্য হিসাব করা হয়েছে ১৪৩.৮৩ লক্ষ টাকা। প্রকৃতপক্ষে মাঠে বিদ্যমান ফসলের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি। কেননা মাইনিং অপারেশনের কারণে কিছু ব্যক্তিগত জমি (২০১.৪৪ একর) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৮ সাল থেকে এ সকল জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় ২০১.৪৪ একর ক্ষতিগ্রস্ত জমির ২ টি ফসলের জন্য

৩.৫৭ লক্ষ টাকা/একর হারে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ১২৯.৯৯ লক্ষ টাকা। প্রকৃত যাচাই বাছাইয়ের পর ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য সংখ্যা ১৩.৪০% কমেছে। ব্যয় হয়েছে ১১৯.৫০ লক্ষ টাকা।

১২.৫। প্রকল্প এলাকায় ০৬ টি মসজিদ (০.২৪ একর) ও কিছু ব্যক্তিগত কবরস্থান (৪.৩৬ একর) রয়েছে। সরকারি বিধান মতে মসজিদ ও কবরস্থান অধিগ্রহণের অনুমতি নেই। এছাড়া এগুলো প্রকল্প এলাকা থেকে অপসারণ করাও সম্ভব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদ কমিটি ও কবরস্থানের মালিকদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে জমির জন্য ক্ষতিপূরনের অংক নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে চূড়ান্ত হিসাবে ব্যয় প্রাক্কলন ডিপিপি অপেক্ষা ৫৮.০৩% বৃদ্ধি পেয়ে ৯৪.২০ লক্ষ টাকা হয়েছে যার সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।

চিত্র: ক্ষতিপূরণের অর্থ পাওয়ার পরও জমি ছেড়ে না দেয়া ঘরবাড়ী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের একাংশ

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

ডিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি এলাকার ইনফ্লুয়েন্স জোনের মধ্যে ৬৪৬ একর ভুমি অধিগ্রহণ করা যা অদূর ভবিষ্যতে ভুমিধ্বসের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের চূড়ান্ত হিসাবে অধিগ্রহণযোগ্য জমির পরিমাণ ৬২২.২৮ একর। এর মধ্যে ৫৪৮.০৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা যাতে তারা তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে খনি এলাকার পাশ্ববর্তী গ্রামে অন্তত:পক্ষে পূর্বের ন্যায় জীবনযাপন করতে পারে।	চূড়ান্ত হিসাবে বিশেষ পুনর্বাসন অনুদানের পরিমাণ ৮৬৪৭.৯৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৭৬১০.১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। অধিবাসীদের অনেকেই স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসিত হয়েছে। পুনর্বাসন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন/ দরিদ্র/প্রান্তিক কৃষকদের বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা যাতে করে তারা খনি এলাকার পাশ্ববর্তী গ্রামে অন্তত:পক্ষে পূর্বের ন্যায় জীবনযাপন করতে পারে।	ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন/ দরিদ্র/প্রান্তিক কৃষকদের বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তবে তারা এখনো পুনর্বাসিত হয়নি।

১৪.০। পর্যবেক্ষণ:

১৪.১। আলোচ্য প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও জমি অধিগ্রহণের অনুমোদন প্রাপ্তিতে বিলম্ব (জুলাই ২০১১ এ) হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ যথাসময়ে শুরু করা যায়নি। জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণের কাজ প্রকল্পের মেয়াদে সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা সমীচীন ছিল। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়নি যা সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ হয়নি। প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ ২০১২ সালে সম্পন্ন হয় এবং এখনো কিছু জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণের কাজ বাকী রয়েছে। এমতাবস্থায় জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রকল্পের 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' প্রেরণ করলেও কার্যত: প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

১৪.২। পরিদর্শনে জানা যায় যে, অধিকাংশ পরিবার/ব্যক্তি (ভূমির মালিক) ক্ষতিপূরণের অর্থ পেয়েছে এবং স্ব-উদ্যোগে খনির পার্শ্ববর্তী গ্রামে ও অন্যত্র পুনর্বাসিত হয়েছে এবং কৃষি জমি ক্রয় করেছে। জেলা প্রশাসন বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষের নিকট অধিগ্রহণকৃত জমি হস্তান্তর করলেও স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণকৃত সকল জমির ওপর এখনো নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তবে পরিদর্শনে দেখা যায়, যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ইতোমধ্যে পুনর্বাসিত হয়েছে তাদের অনেকেই তাদের পূর্বের জমিতে বিশেষ করে কৃষি জমিতে চাষাবাদ অব্যাহত রয়েছে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পূর্বের ন্যায় বহাল রয়েছে। এমতাবস্থায় অধিগ্রহণকৃত সকল জমি বিশেষ করে যে সকল জমির মালিকরা ইতোমধ্যেই পুনর্বাসিত হয়েছে সে সকল জমি বিসিএমসিএল এর নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৪.৩। অপরদিকে *ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন/ দরিদ্র/প্রান্তিক কৃষকদের বিশেষ পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা হলেও তারা এখনো তাদের জমি ছাড়েনি এবং স্ব-উদ্যোগে পুনর্বাসিত হয়নি। এ প্রসংগে জানা যায় যে, বিসিএমসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত গ্রুপকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে খনি এলাকার চার/পাঁচ কিলোমিটার দূরে জমি ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে অন্য একটি প্রকল্পের আওতায় উক্ত সাইটে তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয় যে, জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের যে কাজ এ যাবত সম্পন্ন হয়েছে এবং যা সম্পন্নের বাকী রয়েছে তার কোন পরিবার/মালিকানা ও মৌজা ভিত্তিক ডেটাবেজ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিসিএমসিএল এর কাছে নেই। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় উক্ত ডেটাবেজ সম্পন্ন করা আবশ্যক।*

১৪.৪। পরিদর্শনে অবহিত হওয়া গেছে যে, প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য দিনাজপুর জেলা প্রশাসনকে দেয়া ১৯০.০০ কোটি টাকার মধ্যে জেলা প্রশাসন চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা অর্থ্যাৎ ১৫,৮৫,৫২,১৪৫/১৭ (পনের কোটি পঁচাশি লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত পয়তাল্লিশ টাকা সতের পয়সা) বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষকে ফেরত প্রদান করেছে। এক্ষণে উক্ত অর্থ অবিলম্বে বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৪.৫। জমি মালিকানা নিয়ে বিরোধ, ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তির দাবীর স্বপক্ষে উপযুক্ত কাগজপত্র দাখিলে ব্যর্থতা, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি কারণে কিছু জমি অধিগ্রহণ ও এর ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ আনুষংগিক কাজ সমাপ্ত করা যায়নি যার আর্থিক মূল্য জেলা প্রশাসনের দেয়া হিসাবমতে ২৪,৯৫,৩৪,৪১৮/৩৩ টাকা। এ অর্থ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের নিকট রয়েছে। বর্ণিত বিষয়গুলো দীর্ঘদিন যাবত অনিষ্পন্ন রয়েছে এবং কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। অবশিষ্ট কাজ ও অর্থ ব্যয় কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে সে বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট হতে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় উক্ত জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের কাজ ত্বরান্বিত/ দ্রুত নিষ্পন্নের লক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, দিনাজপুর জেলা প্রশাসন, পেট্রোবাংলা, বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজনয়ীতা আছে বলে মনে হয়।

১৫.০। সুপারিশ:

১৫.১। অধিগ্রহণকৃত সকল জমি বিশেষ করে যে সকল জমির মালিকরা ইতোমধ্যেই পুনর্বাসিত হয়েছে, সে সকল জমির দখল গ্রহণের জন্য বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড অবিলম্বে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৪.২);

১৫.২। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সহায়তায় অধিগ্রহণকৃত জমি ও ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত অর্থের (আনুষংগিক খরচ সহ) *পরিবার/মালিকানা ও মৌজা ভিত্তিক* একটি বিস্তারিত হালনাগাদ ডেটাবেজ প্রস্তুত করবে। একইসাথে যে সকল জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রদানের কাজ বাকী রয়েছে তারও একটি বিস্তারিত ডেটাবেজ প্রস্তুত করবে এবং দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উক্ত কাজ দ্রুত সম্পন্নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৪.৩);

১৫.৩। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড অবিলম্বে বিধি মোতাবেক টাকা ১৫,৮৫,৫২,১৪৫/১৭ (পনের কোটি পঁচাশি লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত পয়তাল্লিশ টাকা সতের পয়সা) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৪.৪);ও

১৫.৪। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, দিনাজপুর জেলা প্রশাসন, পেট্রোবাংলা, বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড ও সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে অবশিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের অর্থ (আর্থিক মূল্য ২৪,৯৫,৩৪,৪১৮/৩৩ টাকা) প্রদানের কাজ দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৪.৫)।

রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক (২য় সংশোধিত)
(সমাপ্ত ঃ ডিসেম্বর, ২০১১)

০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

০৩। বাস্বায়নকারী সংস্থা ঃ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল),পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি

০৪। প্রকল্পের এলাকা ঃ উপজেলা - রাজশাহী, পবা ও বোয়ালিয়া, জেলা: রাজশাহী, বিভাগ- রাজশাহী

০৫। **প্রকল্পের বাস্বায়ন কাল ও ব্যয় ঃ**

আর্থিক পরিমাণ ঃ (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	প্রাক্কলিত বাস্বায়ন কাল		প্রকৃত বাস্বায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্বায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১২৬২.৩০ ৫৯৬৭.২০ ৫২৯৫.১০	১০৫০০.০০ ৫৯২৮.০০ ৪৫৭২.০০	৯৭৪২.০৯ ৫৩৬৯.৫১ ৪৩৭২.৫৯	জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০০৯	জুলাই,২০০৬ হতে ডিসেম্বর,২০১১	জুলাই,২০০৬ হতে ডিসেম্বর,২০১১	-	২ বছর ৬মাস (৮৩.৩৩%)

০৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্ব অগ্রগতি ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্বায়ন	
			বাস্ব	আর্থিক	বাস্ব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব					
১।	অফিসারের বেতন	সংখ্যা	২৫	২১০.০০	(১০০%)	২০৩.১৪(৯৬.৭৩%)
২।	স্টাফদের বেতন	সংখ্যা	২২	৫০.০০	(১০০%)	৪৮.৭৩(৯৭.৪৬%)
৩।	ভাতা	থোক	থোক	৭০.০০	থোক	৬৯.৮০(৯৯.৭১%)
৪।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	২১০.০০	থোক	২০৩.৬৩(৯৬.৯৬%)
৫।	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	থোক	৪৫.০০	থোক	৩৯.৬১(৮৮.০২%)
৬।	ব্লক বরাদ্দ	থোক	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০(১০০%)
	মোট রাজস্ব			**৫৮৮.০০**		**৫৬৭.৯১**
	(খ) মূলধন					
	সম্পদ সংগ্রহ					
৭।	লাইন পাইপ	কিলোমিটার(কি:মি:)	২৮০	২৯৭১.০০	২৭০ (৯৬.৪২%)	২৯৭০.৯৫(৯৯.৯৯%)
৮।	মালামাল (আমাদানি)	লট	লট	১৫০০.০০	লট	১৪০১.৬৪(৯৩.৪৪%)

ক্রমিক নম্বর	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্বায়ন	
			বাস্ব	আর্থিক	বাস্ব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯।	স্থানীয় মালামাল (এলসি কমিশন)	লট	লট	১৫০.০০	লট	১৩৫.৬৬(৯০.৪৪%)
১০।	পরিবহন/ভেহিক্যাল	সংখ্যা	১	২০.০০	১(১০০%)	১৯.৯৫(৯৯.৭৫%)
	অফিস সরঞ্জাম					
১১।	কম্পিউটার ও প্রিন্টার	সেট	৪	২০.০০	১০০%	১৯.৯৭(৯৯.৮৫%)
১২।	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১			
১৩।	ফোন ও ফ্যাক্স	সংখ্যা	৩			
১৪।	ফার্নিচার	থোক	থোক			
১৫।	এয়ার কন্ডিশানর	সংখ্যা	৩			
১৬।	অন্যান্য	থোক	থোক			
	ভূমি অধিগ্রহণ / ক্রয়					
১৭।	টিবিএস, ডিআরএস, কন্ট্রোল রুম ও অফিসের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৭.৫০	৫০৩.০০	৫.০১ (৬৬.৮%)	৫০২.৯৬(৯৯.৯৯%)
১৮।	ভূমি অধিগ্রহণ ও রোড কাটিং কমপেনসেশন	কি:মি:	২৮০	১৪২৬.০০	২৭০ (৯৬.৪২%)	১২৯৪.৮৫(৯০.৮০%)
	পূর্ত কাজ					
১৯।	সকল ধরণের ভূমি উন্নয়ন			১৬০.০০	১০০%	১৫৯.৮৫(৯৯.৯০%)
২০।	অভ্যন্তরীণ সড়ক ও বাউন্ডারী ওয়াল			১৩১.০০	১০০%	১৩০.৪৭(৯৯.৫৯%)
২১।	মাটি পরীক্ষা সহ ভবন নির্মাণ			১৭১.০০	১০০%	১৬৩.১০(৯৫.৩৮%)
২২।	পাইপ লাইন কন্সট্রাকশন	কি:মি:	২৮০	৬৩০.০০	২৭০ (৯৬.৪২%)	৬০৪.৩৭(৯৫.৯৩%)
২৩।	ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম	কি:মি:	২৮০	১০০.০০	২৭০ (৯৬.৪২%)	৫৩.১৯(৫৩.১৯%))
২৪।	টিবিএস, ডিআরএস ফেবরিকেশন	সংখ্যা	৩	৯৯.০০	৩(১০০%)	৯৮.১১(৯৯.১০%)
২৫।	উন্নয়ন আমদানি ডিউটি ও ভ্যাট	থোক	থোক	১১৭০.০০	থোক	১০৬৩.৯৭(৯০.৯৩%)
২৬।	ল্যান্ডিং চার্জ, প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন, সিএন্ডএফ কমিশন ইত্যাদি	থোক	থোক	১০০.০০	থোক	৬৫.৪৪(৬৫.৪৪%)
২৭।	নির্মাণকালীন সুদ	থোক	থোক	৫০০.০০	থোক	৪৮৯.৭০(৯৭.৯৪%)
২৮।	ফিজিকাল কন্টীজেন্সী	থোক	থোক	৬০.০০	থোক	-
২৯।	প্রাইস কন্টীজেন্সী	থোক	থোক	২০১.০০	থোক	-
	মোট মূলধন			**৯৯১২.০০**		**৯১৭৪.১৮**
	সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)			**১০৫০০.০০**	**৯৯.০৫%**	**৯৭৪২.০৯(৯২.৭৮%)**

০৭। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** কোন কাজ অসমাপ্ত নেই। তবে, চূড়ান্ত ডিজাইন মোতাবেক আরডিপিপিতে বর্ণিত ২৮০.০০ কি:মি: পাইপলাইনের পরিবর্তে ২৭০.০০ কি:মি: পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

০৮। **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্য ঃ**

০৮.১। **প্রকল্পের পটভূমি :** প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানী উৎস। প্রাকৃতিক গ্যাস শুধুমাত্র আধুনিক শিল্পায়নের মূল চালিকা শক্তি নয় বরং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচকও বটে।

ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক গুরুত্ব বিবেচনায় বাণিজ্যিক ও শিল্পায়নের জন্য রাজশাহী একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী। প্রাচীনকাল থেকে রাজশাহী রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। রাজশাহীতে অনেক ছোট বড় রেশম শিল্প রয়েছে। রেশম শিল্প ছাড়া ও রাজশাহীতে সুগারমিল, জুটমিল, টেক্সটাইল মিল ও রাজশাহী বিসিক স্টেটে ১২৮টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া বিভাগীয় শহর হিসেবে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল ও মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট, অনেক সরকারি ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জনগন দীর্ঘদিন যাবৎ গ্যাসের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ১৯৯৮ সালে যমুনা সেতু নির্মাণের পর দেশের উভয় অংশের মধ্যে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে সমতা আনয়নের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাজশাহীর জনগণ গ্যাসের সুবিধা থেকে বঞ্চিত বিধায় সরকার ও জনগণ এ অঞ্চলে পরিকল্পিত নগরায়ন, আবাসন ও শিল্পায়নের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। যমুনা সেতু হওয়ার পর ঢাকা থেকে রাজশাহীর ভ্রমণ দূরত্ব কমে যাওয়ায় এবং রাজশাহীর সাথে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় রাজশাহীতে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য শিল্প উদ্যোক্তাদের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্ত গ্যাস সুবিধা না থাকায় আকাংখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে বাঘাবাড়ীতে স্থাপিত ৭১ মেগাওয়াট ও ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ওয়েস্টমন্ট বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া পিজিসিএল-এর তত্ত্বাবধানে পাবনা, ঈশ্বরদী (ইপিজেডসহ), বাঘাবাড়ী সিজিএস হতে ঈশ্বরদী ইপিজেড পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং বগুড়া শহরে ২২০.০০ কি: মি: ডিস্ট্রিবিশন নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ অনেক আগেই গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে রাজশাহীতে গৃহস্থালী, হোটেল, শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা ও ব্রীক ফিল্ডে কাঠ, কেরোসিন, ডিজেল, ফার্নেস ওয়েল ব্যবহৃত হচ্ছে। এসকল জ্বালানী ব্যবহারের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। রাজশাহীতে গ্যাস সরবরাহ শুরু হলে জনগণ গ্যাসের সংকট হতে মুক্তি পাবে, শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে, বৃক্ষ নিধন কমে যাবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। এ প্রেক্ষাপটে "রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

০৮.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাইপ লাইনের মাধ্যমে রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিশেষত: বাসস্থান, বাণিজ্যিক, শিল্প ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের সুবিধাদি সৃষ্টি করা। প্রকল্পের আওতায় যে সকল মূল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তা নিম্নরূপ :

- লাইন পাইপ ও অন্যান্য আনুসংগিক মালামাল/ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ।
- ২৮০ কি:মি: গ্যাস ড্রিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন নির্মাণ;
- ১টি টাউন বর্ডারিং সিস্টেম (টিবিএস) ও ২টি ডিস্ট্রিক্ট রেগুলেটিং স্টেশন (ডিআরএস) ও ক্যাথোডিক প্রকেটশন (সিপি) সিস্টেম মেটিরিয়ালস স্থাপন;
- জমি অধিগ্রহণ

০৯। **প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন ঃ** মূল প্রকল্পটি ২৬ জুলাই ২০০৬ এ একনেক সভায় ১১২৬২.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ -জুন, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।১ম আরডিপিপি ১০৫৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬- জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২ মার্চ ২০১০ এ অনুমোদিত হয়। ১৮ মে ২০১১ এ প্রকল্পের ২য় আরডিপিপি ১০৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ -ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

১০। **প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ** প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে জিওবি'র অংশ ৫৯২৮.০০ লক্ষ টাকা ও এডিবি'র অংশ ৪৫৭২.০০ লক্ষ টাকা। এডিবি প্রকল্পের বৈদেশিক মুদ্রা অংশ প্রকল্প সাহায্য (ঋণ) হিসেবে এর "Gas Transmission and Development" প্রকল্প, ADB Loan No. ২১৮৮-এর আওতায় যোগান দিয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি'র মধ্যে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬ এ একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১১। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্বায়ন ঃ** প্রকল্পের আওতায় মোট ৯৭৪২.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯২.৭৮%। প্রকল্পের আওতায় গ্যাস ডিসট্রিবিউশন পাইপলাইন স্থাপন ও এতদসংক্রান্ত অবকাঠামো স্থাপন ও কমিশনিং করা হয়েছে।

১২। **প্রকল্প পরিচালক ঃ** বাপেক্সের একজন জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম খান প্রকল্পের শুরু হতে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শন:** প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদশর্নের জন্য গত ২৪-২৫ মে, ২০১২ এ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক ও পিজিসিএল-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তবায়ন বিবরণ ঃ** ১-৮ ইঞ্চি ব্যাসের ২৮০ কি:মি: গ্যাস ড্রিস্ট্রিবিউশন লাইন পাইপ সংগ্রহ ও পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে যথাক্রমে ২৯৭১.০০ লক্ষ টাকা ও ৬৩০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। লাইন পাইপ সংগ্রহের জন্য ব্যয় হয়েছে ২৯৭০.৯৫ লক্ষ টাকা যা এ খাতে সংস্থানের ৯৯.৯৯%। প্রকল্পের আওতায় ১ ইঞ্চি ব্যাসের ৪.৬৭ কি:মি:, ২ ইঞ্চি ব্যাসের ১২৩.৬৭ কি:মি:, ৩ ইঞ্চি ব্যাসের ২৯.৫০ কি:মি:, ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৪৯.২০ কিমি:, ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ২৯.৭৬ কি:মি: ও ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৩.৩৬ কি:মি: অর্থ্যাৎ সর্বমোট ২৭০ কি:মি: পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য ব্যয় হয়েছে ৬০৪.৩৭ লক্ষ টাকা যা আরডিপিপিতে সংস্থানের ৯৫.৯৩%।পরিদর্শনে জানা যায় যে, ডিপিপি প্রণয়ণের সময় পিজিসিএল-এর প্লানিং ও ডেভলপমেন্ট ডিভিশন কর্তৃক সম্পাদিত রুট সার্ভেতে কিছু কন্টিজেন্সি ধরে পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ২৮০.০০ কি:মি: নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অনুমোদিত নকশা অনুসরণ করে পাইপলাইন নির্মাণ করায় পাইপলাইনের মোট দৈর্ঘ্য দাড়িয়েছে ২৭০.০০ কি:মি:।

কোটিং মেটিরিয়ালস্ (টেপ ও প্রাইমার), এন্ড ক্যাপ, ফ্লানজেস, গ্যাসকেট, স্টুড বোল্টস্, ট্রি) ভালবস্, মিটার, রেগুলেটর, ওডোরাইজার,ফিল্টার/ফিল্টার সেপারেটর, সিপি মেটিরিয়ালস্ সংগ্রহের জন্য আরডিপিপিতে ১৫০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। ব্যয় হয়েছে ১৪০১.৬৪ লক্ষ টাকা যা সংস্থানের ৯৩.৪৪%।

১টি টিবিএস, ২টি ডিআরএস, কন্ট্রোল রুম ও অফিসের জন্য ৭.৫০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য আরডিপিপিতে রয়েছে ৫০৩.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৫০২.৯৬ লক্ষ টাকা। ভূমি অধিগ্রহণ ও রোড কাটিং কমপেনসেশনের জন্য ১৪২৬.০০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় রয়েছে ১২৯৪.৮৫ লক্ষ টাকা।

১টি টিবিএস ও ২টি ডিআরএস এবং সিপি সিস্টেম স্থাপনের জন্য ডিপিপিতে যথাক্রমে ৯৯.০০ লক্ষ টাকা ও ১০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৯৮.১১ লক্ষ টাকা ও ৫৩.১৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ১টি যানবাহনের (ডাবল কেবিন পিকআপ)জন্য আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৯.৯৫ লক্ষ টাকা।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিশেষত: বাসস্থান, বাণিজ্যিক, শিল্প ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ২৮০ কি:মি: গ্যাস ডিসট্রিবিউশন পাইপলাইন (টিবিএস, ডিআরএস, সিপি সিস্টেম সহ) স্থাপন করা।	চূড়ান্ত ডিজাইন মোতাবেক রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ২৭০ কি:মি: গ্যাস ডিসট্রিবিউশন পাইপলাইন স্থাপন (টিবিএস,ডিআরএস, সিপি সিস্টেম সহ) ও কমিশনিং করা হয়েছে। কিন্তু নতুন গ্যাস সংযোগের বিষয়ে সরকারের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় গ্যাস সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

১৬। **সমস্যা**/পর্যবেক্ষণ ঃ

১৬.১। মূল প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল।কিন্তু প্রকল্পটি শেষ করতে ২ বছর ৬ মাস বেশী সময় লেগেছে। প্রকল্পের সরেজমিনে পরিদর্শন, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ও নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভূমি অধিগ্রহনে বিলম্ব হওয়ায়, বিডিং ডকুমেন্টে বর্ণিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন মোতাবেক যথাযথ বিড না পাওয়ায়, পর্যাপ্ত সংখ্যক বিডার অংশগ্রহণ না করায়, দরপত্রে উল্লিখিত মূল্যের চেয়ে দাখিলকৃত আর্থিক প্রস্তাবের মূল্য বেশী হওয়ার কারণে বারবার দরপত্র আহবান করার ফলে পাইপলাইন সামগ্রীর প্রকিওরমেন্টে বিলম্ব হওয়ায় ও রাজশাহী সিটি

কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদেয় রোড কাটিং ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় প্রথমবার প্রকল্পের সংশোধন সহ মেয়াদ জুন ২০১১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

এরপর ডিআরএস, অফিস ও আবাসিক ভবনের জন্য প্রকল্পের বর্ধিত সময়ের মধ্যে জমি অধিগ্রহণে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ায়, রাজশাহী জেলা প্রশাসন বর্নিত জমির (১.৪৪৩৫ একর) মূল্য বাবদ আরডিপিপি-তে বরাদ্দকৃত সংস্থানের চেয়ে ২৬১.০০ লক্ষ টাকা অধিক প্রাক্কলন করায় ও ২০০৯ সালের নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণার ফলে বেতন ভাতা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আরডিপিপি-তে রাজস্ব ও মূলধন-এর কিছু কিছু অংগে মূল্য পরিবর্তন করে সমন্বয়ের প্রয়োজনয়ীতা দেখা দেয়। এ ফলে প্রকল্পের ২য় সংশোধন সহ মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। তবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ দু'বার বৃদ্ধি করা হলেও এবং পুন:পুন: দরপত্র আহবান করা হলেও প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি।

১৬.২। গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের সময় কিছু কিছু লোকেশনে 'Right of Way' সংক্রান্ত জটিলতার সৃষ্টি হয়। মূলত: জমির মালিকরা সময়মত ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় এমন ঘটে। এতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাঝে মধ্যে বাধার সম্মুখীন হয়। তবে, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় এসব সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

১৬.৩। আরডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অবকাঠামোর অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাক্রমে ১১ জন অফিসার ও ২৬ জন স্টাফের প্রয়োজন হলেও এর বিপরীতে পিজিসিএল-এ বর্তমানে রয়েছে যথাক্রমে ২ জন অফিসার ও ১২ জন স্টাফ। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গ্যাস ডিসট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও গ্যাস বিপণন কার্যক্রম দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬.৪। পরিদর্শনে জানা যায় যে, পিজিসিএল বর্তমানে জাতীয় গ্রীড হতে ৮৬-৯০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ পাচ্ছে। এর মধ্যে পিজিসিএল-এর আওতাধীন সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন বিদ্যুত কেন্দ্র ও সিরাজগঞ্জ শহরে ৮৫ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা হয়। বর্ণিত বিদ্যুত কেন্দ্রগুলি পুরো মাত্রায় চালু হলে আরো ২০ এমএমসিএফডি গ্যাসের প্রয়োজন হবে। এছাড়া আরডিপিপিতে বর্নিত ৪০০০ গৃহস্থালী, ১৫০ বাণিজ্যিক ও ৭৫ টি শিল্প গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হলে জাতীয় গ্রীড হতে পিজিসিএল-এর অনুকূলে আরো গ্যাসের বরাদ্দ রাখার প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য যে, নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদানের বিষয়ে সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে ডিপিপিতে বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের অনুকূলে এখনই গ্যাস সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকার অধিবাসী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট প্রকল্পের সুফল পৌঁছাতে যেমন বিলম্ব হচ্ছে তেমনি পিজিসিএল-এর রাজস্ব আয় বৃদ্ধিও বিলম্বিত হচ্ছে।

১৬.৫। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাদ) কর্তৃক প্রকল্পের ২০০৬-০৭ হতে ২০১০-১১ অর্থ-বছরের অডিট সম্পাদিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরের অডিট প্রতিবেদনে প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকালীন সুদ, আদায়কৃত জরিমানার অর্থ ও ব্যাংক হিসেবে অর্জিত সুদ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করায় অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। একইভাবে, ২০১০-১১ অর্থ-বছরের অডিট প্রতিবেদনে নির্মাণকালীন সুদ, ব্যাংক হিসেবে অর্জিত সুদ ও দরপত্র বিক্রির অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করায় অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত অডিট আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে পরিদর্শনে জানা যায়। অডিট আপত্তিসমূহের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৭। <u>সুপারিশ:</u>

১৭.১। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য সুবিধাদির অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্যাস বিপণন কার্যক্রম দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনার জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পিজিসিএল প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৭.২। আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ২০০৯-১০ অর্থ-বছর ও ২০১০-১১ অর্থ-বছরের অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পিজিসিএল প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৭.৩। রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হওয়ায় পিজিসিএল-এর অনুকূলে জাতীয় গ্রীড হতে পর্যাপ্ত গ্যাসের বরাদ্দ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও পেট্রোবাংলা পিজিসিএল-এর আওতাধীন এলাকাসমূহে গ্যাসের চাহিদার বিষয়টি পুন:মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

‘সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন’
সমাপ্ত : জুন, ২০১১

০১। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

০৩। প্রকল্পের এলাকা:জেলা : নোয়াখালী, উপজেলা- কোম্পানিগঞ্জ, ইউনিয়ন- চরফকিরা, গ্রাম-চরফকিরা

০৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল:

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	প্রাক্কলিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৩৬৫.০০ ৭৩৬৫.০০ ০.০০	-	৫৯৬৯.০০ ৫৯৬৯.০০ -	জুলাই ২০০৮-ডিসেম্বর ২০১০	জুলাই ২০০৮-জুন ২০১২	জুলাই ২০০৮-জুন ২০১২	-	১বছর ৬ মাস (৬০%)

০৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি)অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব অংগ					
১	দৈনিক ভাতা (ফিল্ড মেসিং)	থোক	থোক	৭৫.০০		৭১.৭৯১৭৫(৯৫.৭২%)
২	অন্যান্য ভাতা (বেসিক বেতনের ১০%ফিল্ড ভাতা)	থোক	থোক	১৫.০০		১০.৮১৬২৪(৭২.১০%)
৩	কনভেন্স	থোক	থোক	২.০০		০.২৫২৭২(২৫.২৭)
৪	ভ্রমণ ভাতা	থোক	থোক	১৫.০০		১৪.৩০৬৯৩(৯৫.৩৭%)
৫	কাস্টমস্ ডিউটি	থোক	থোক	২০৩.০১		১৯১.৮০৫৬৬(৯৪.৪৮%)
৬	পোস্টাল বিল	থোক	থোক	১.০০		-
৭	টেলিফোন বিল	থোক	থোক	৩.০০		১.৮৪১১(৬১.৩৭%)
৮	ফ্যাক্স বিল/ই-মেইল বিল	থোক	থোক	১.০৫		০.৩০২০৬(২৮.৭৬%)
৯	পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	৩২১.৫৬		২৯৯.২৮৯৩১(৯৩.০৭%)
১০	বীমা	থোক	থোক	৬০.০০		৫৩.৫৬(৮৯.২৬%)
১১	ব্যাংক চার্জ	থোক	থোক	৯.১৪		৯.০৩০১৯(৯৮.৭৯%)
১২	স্টেশনারী, সীল, স্ট্যাম্প	থোক	থোক	৫.০০		৩.৪৪৮২৪(৬৮.৯৬%)
১৩	আপ্যায়ন খরচ	থোক	থোক	২.৫০		২.৩২৭৩৫(৯৩.০৯%)
১৪	রিগ মোবিলাইজেশন – ডিমোবিলাইজেশন	থোক	থোক	৭১.০০		৪৮.৯৬৮২(৬৮.৯৬%)
১৫	গাড়ী ভাড়া জিপ	সংখ্যা	 ১	৪২.০০		২৮.২১৪৭৫(৬৭.১৭%)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি)অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	মাইক্রোবাস		১			
১৬	শস্য ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য ক্ষতিপূরণ খরচ	থোক	থোক	১৪.০০		১৪.০০(১০০%)
১৭	কেজুয়াল লেবার	থোক	থোক	১০৫.০০		১০৪.৭০৯০৫(৯৯.৭২%)
১৮	কেমিক্যাল ক্রয় (আমদানি)	লট	২৫০	২৬৫.০০	২২৫(৯০%)	২৫৩.৮৫৮৬(৯৬.৫২%)
১৯	চিকিৎসা ব্যয়	থোক	থোক	২.০০		০.১৮৯৩৫(৯.৪৬৭৫%)
২০	সিকিউরিটি গার্ড	থোক	থোক	৩০.০০		১৭.০৩২(৫৬.৭৭৩%)
২১	**থার্ড পার্টি সার্ভিসেস**					
	ওয়ার লগিং সার্ভিসেস	লট	৪	৮০০.০০	৪(১০০%)	৭৯৯.৭৪৩২৭(৯৯.৯৭%)
	ডিএসটি সার্ভিসেস	লট	১	৪৮৩.০০	১(১০০%)	৩১৭.৫০(৬৫.৭৩%)
	ব্যাকআপ সার্ভিসেস (সিমেন্টিং ইউনিট ও অন্যান্য)	লট	১	৪০.০০	১(১০০%)	২৫.০০(৬২.৫%)
২২	টেন্ডার নোটিস পাবলিশিং	থোক	থোক	৮.০০		৬.৯৮৮৮(৮৭.৩৬%)
২৩	বাড়ী, গোডাউন ও ইয়ার্ড ভাড়া	থোক	থোক	১০.০০		৭.১১৫০৬(৭১.১৫০৬%)
২৪	**মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন**					
	ভেহিকেল (হেভী ভেহিকেল ও ক্রেন)	থোক	থোক	১৫.০০		৯.৯৮৭৪১(৬৬.৫৮%)
	মেটিরিয়ালস্ এন্ড ইকুইপমেন্ট	থোক	থোক	৫.০০		৪.০৭৬৯(৮১.৫৩)
	(খ) মূলধন অংগ					
২৫	যানবাহন (পিকআপ ডাবল কেবিন)	সংখ্যা	১	১৬.৫০	১(১০০%)	১৬.৪১১৯৭(৯৯.৪৬%)
২৬	মেশিনার ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট (আমদানি)	লট	লট	৩৪০৪.০০		৩০০৪.৫০১১৭৬(৮৮.০৩ %)
২৭	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	লট	৩	৩.০০	৩(১০০%)	২.৯৩১৮(৯৭.৭২%)
২৮	অফিস ইকুইপমেন্ট	লট		৫.০০		৩.৫৬২৬(৭১.২৫)
২৯	ফার্নিচার	লট		৫.০০		৩.৯৯৫৯(৭৯.৯১%)
৩০	ইলেকট্রিক স্পেয়ার এন্ড ইকুইপমেন্ট	লট		১৭.০০		১৪.২৯৫৫(৮৪.০৯%)
৩১	অন্যান্য (স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মেটিরিয়ালসস্, ইকুইপমেন্ট ও স্পেয়ারস)	লট		৪৫.০০		৪৪.২৪৩৫৮(৯৮.৩১%)
৩২	**ভূমি অধিগ্রহণ/অধিযাচন**					
	কূপ খনন	হেক্টর	৩	৮.০০	৩(১০০%)	৮.০০(১০০%)
	রাইট অব ওয়ে	হেক্টর	০.৭৫	৩.০০	০.৭৫(১০০%)	২.২০৭৮৬(৭৩.৫৯%)
৩৩	ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি:	৯০০০	৫.০০	৯০০০(১০০%)	৫.০০(১০০%)
৩৪	**অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো**					
	গোডাউন ফ্লোর ও ফাউন্ডেশন ফ্লোর	বর্গ মি:	১০০০	২০.০০	১০০০(১০০%)	২০.০০(১০০%)
	সংযোগ/ডাইভারশন রোড (বিদ্যমান ও নতুন)	বর্গ মি:	৮০০০	৪৮.০০	৮০০০(১০০%)	৪৮.০০(১০০%)
	অফিস, অফিসার	বর্গ মি:	১২০	১২.৭০	১২০(১০০%)	১১.০৫৯৩(৮৭.০৮%)
	স্টাফ	বর্গ মি:	১৭০০	১৫৭.৩৬		১৫৭.২২৬৫৮(৯৯.৯১%)
	রিগ ফাউন্ডেশন এন্ড ওয়েল সাইট কনস্ট্রাকশন	বর্গ মি:	৩৪৮৫	৯৮.০০	৩৪০০(৯৭.৫৬%)	৯৭.২৪১৬(৯৯.২২%)
	ডিপটিউবয়েল ফাউন্ডেশন ও ১টি শ্যালো টিউবওয়েল (পানি সরবরাহ ব্যবস্থা)	বর্গ মি:	২০	৩০.০০	২০.০০(১০০%)	৩০.০০(১০০%)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি)অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ওয়েল সাইট ইয়ার্ড, ক্যাটওয়ার্ক, পাইপ র‌্যাক, সরফেই ড্রেইন, টয়লেট, সেফটি টেন্ড, সোকওয়েল ইত্যাদি	বর্গ মি:	২০০০	৩০.০০	২০০০(১০০%)	৩০.০০(১০০%)
৩৫	উন্নয়ন আমদানি ডিউটি ও ভ্যাট	থোক	থোক	১৩৫.৬৪		১৩৩.০০(৯৮.০৫%)
৩৬	EIA	থোক	থোক	৬.০০		৬.০০(১০০%)
৩৭	জেটি খরচ	থোক	থোক	২৮.০০		২৭.৯৬০৫৬(৯৯.৮৫%)
৩৮	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন ফি	থোক	থোক	৭.০০		৬.৯৮৩৭৫(৯৯.৭৬%)
	মোট মুলধন			**৪০৮৪.২০**		**৩৬৭২.৬৩২৭৩**
	(গ) কস্ট এস্কালেশন			**৬৬৯.৫৫**		
	সর্বমোট(ক+খ+গ) :			**৭৩৬৫.০০**	**৭৩৬৫.০০**	**৫৯৬৮.৭৮৭৬**

০৬। <u>প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ</u>

০৬.১। পটভূমি:

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ১০ নভেম্বর ২০০৩ এ বাপেক্সকে বেগমগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড বরাদ্দ প্রদান করে। এর পূর্বেই বাপেক্স এ গ্যাস ফিল্ডে ১৪১ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করে। বেগমগঞ্জ ও ফেনী গ্যাস ফিল্ডের সন্নিকটে হওয়ায় সুন্দলপুর হাইড্রোকার্বনের এক উজ্জল আধার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ২০০৬ সালে কেয়ার্ন এনার্জি সুন্দলপুর স্ট্রাকচারে এক সমীক্ষা পরিচালনা করে। উক্ত সমীক্ষার ফলাফল বিশেষ করে সুন্দলপুরে হাইড্রোকার্বনের মজুদের সম্ভাবনা, ঝুঁকি, সম্পদ ও উত্তোলনযোগ্য সম্পদের বিবেচনায় বাপেক্স এ স্ট্রাকচারে ৩৩০০ (±২০০) মিটার গভীরতা সম্পন্ন একটি অনুসন্ধানমূলক কূপ খননের প্রস্তাব করে। তবে মূল অনুসন্ধান কূপ খননের পূর্বে বাপেক্সের নিজ খরচে ২০৫ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা এবং সাইসমিক ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনের মাধ্যমে কূপের অবস্থান নির্ণয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সার্বিকভাবে সুন্দলপুর স্ট্রাকচারে তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

০৬.২। **উদ্দেশ্যঃ**

(ক) কূপের অবস্থান নির্ণয়ের লক্ষ্যে সুন্দলপুর স্ট্রাকচারে ২০৫ কিলোমিটার লাইন ২-ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা;
(খ) সুন্দলপুর স্ট্রাকচারে আনুমানিক ৩৩০০ (±২০০) মিটার গভীরতা সম্পন্ন অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন করা এবং তেল/গ্যাস আবিস্কারের লক্ষ্যে কূপের পরীক্ষা সম্পন্ন করা।

০৭। **<u>প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধনঃ</u>**

প্রকল্পের মূল ডিপিপি প্রকল্পের ২২ মে ২০০৮ তারিখের একনেক সভায় ৭৩৬৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি) ও জুলাই ২০০৮ - ডিসেম্বর ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ম বার ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ও ২য় বার জুন ২০১২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

০৮। **<u>প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় ৫৯৬৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮১.০৪%।

৯। **<u>প্রকল্প পরিচালকঃ</u>** বাপেক্সের একজন মহাব্যবস্থাপক জনাব মো: আবদুল হালিম প্রকল্পের শুরু হতে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

আরটিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(ক) কূপের অবস্থান নির্ণয়ের লক্ষ্যে সুন্দলপুর স্ট্রাকচারে ২০৫ কিলোমিটার লাইন ব্যাপী ২-ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা (খ) সুন্দলপুর স্ট্রাকচারে আনুমানিক ৩৩০০ (±২০০) মিটার গভীরতা সম্পন্ন অনুসন্ধান কূপ খনন করা এবং তেল/গ্যাস আবিস্কারের লক্ষ্যে কূপের টেস্টিং সম্পন্ন করা।	(ক) সুন্দলপুর স্ট্রাকচারে ১৯৭.৫৬ লাইন কি:মি: ২-ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করার মাধ্যমে প্রস্তাবিত কূপের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। (খ) সুন্দলপুর স্ট্রাকচারে ৩৩২৭ মিটার গভীরতা সম্পন্ন একটি অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন করা হয়েছে। ৩(তিন)টি সম্ভাব্য গ্যাস বিয়ারিং জোন চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি জোনের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষণের সময় একটি জোন থেকে গ্যাসের প্রবাহ পাওয়া যায়। খননকৃত কূপ প্রতিদিন ৯-১০ মিলিয়ন কিউবিক হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে।

১১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ বাস্তবায়নের বিবরণঃ**

১১.১। প্রকল্পের আওতায় ওয়েল সাইটের জন্য ৩ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ ও রাইট অব ওয়ের জন্য ০.৭৫ হেক্টর জমি অধিযাচনের জন্য যথাক্রমে ৮.০০ লক্ষ টাকা ও ৩.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। এ সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৮.০০ লক্ষ টাকা ও ২.২০৭৮ লক্ষ টাকা।

চিত্র ১: সুন্দলপুরে কুপের খনন কার্য

চিত্র:২ কূপ খনন ও পরীক্ষণ শেষে ভালভ্/ফিটিংস সম্বলিত কূপের X-mass Tree

১১.২। মেশিনারি ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট (আমদানি) এর আওতায় ড্রিলীং, রিগ মেইনটিন্যান্স,ওয়েল সার্ভিস ও প্রোডাকশন টেস্টিং এর মালামাল সংগ্রহের জন্য আরডিপিপিতে মোট ৩৪০৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৩০০৪.৫১ লক্ষ টাকা যা এ খাতে সংস্থানের ৭৬.৬৭%। প্রকল্পের মূল কাজ অর্থ্যাৎ কূপের খনন ২১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে শুরু হয়ে ৩৩২৭ মিটার খনন কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে শেষ হয়েছে। কূপ খননের জন্য আইডিকো এইচ ১৭০০ রিগ ব্যবহার করা হয়।

১১.৩। প্রকল্পের পূর্ত কাজের মধ্যে গোডাউন, লিংক/ডাইভারসন রোড (বিদ্যমান ও নতুন), অফিস, অফিসার ক্যাম্প ও স্টাফ ক্যাম্প, রিগ ফাউন্ডেশন ও ওয়েল সাইট কনস্ট্রাশন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ওয়েল সাইট ইয়ার্ড, ক্যাটওয়ার্ক, পাইপ র‍্যাক, সারফেস ড্রেইন, টয়লেট, সেফটি ট্যাংক, সোকওয়েল ইত্যাদি কার্য সম্পন্নের জন্য আরডিপিপিতে ৩৯৬.০৬ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৩৯৩.৫২ লক্ষ টাকা।

১২। **পর্যবেক্ষণঃ**

১২.১। আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুন্দলপুর স্ট্রাকচারের গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে খননকৃত কূপ হতে প্রতিদিন ৯-১০ মিলিয়ন কিউবিক ফুট হারে গ্যাস বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা ও জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে যা দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ করছে। প্রকল্পের আওতায় সুন্দলপুর স্ট্রাকচারে হাইড্রোকার্বনের স্ট্রাকচার সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং একটি সাব-সারফেস স্ট্রাকচারাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে এ ফিল্ডে নূতন কূপ খনন পরিকল্পনায় সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

১২.২। আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নে অনেক বিলম্ব ঘটেছে। সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম জুন ২০০৮ এর মধ্যে শেষ হলেও এর ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন ও মূল্যায়নের কাজ দক্ষ জনবল ও যন্ত্রপাতির অভাবে প্রায় ০১(এক) বছর বিলম্ব হয়। যার ফলে প্রকল্পের কূপ লোকেশন পেতে ১ বছর বিলম্ব হয়। কূপ লোকেশন বিলম্বে পাওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণ ও পূর্ত কাজ বিলম্বে শুরু হয়। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের পরে বর্ষাকাল শুরু হওয়ায় ভুমি উন্নয়ন ও পূর্ত কাজ আশানুরূপ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়নি। কূপ লোকেশন বিলম্বে পাওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রয় ব্যতিত অন্যান্য কাজ যেমন: রিগ শিফটিং, রিগ ইরেকশন, কমিশনিং ইত্যাদি বিলম্বে শুরু করতে হয় যার ফলে প্রকল্পের খনন কাজ শুরু ও শেষ করতে বিলম্ব হয়।

১২.৩। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ডাবল কেবিন পিকআপ গাড়ীটি প্রকল্প সমাপ্তির পর সরকারি নিয়ম অনুসরণ না করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি নীতিমালা মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন স্বীয় টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবে। তবে টিওএন্ডই-এর বহির্ভূত/অতিরিক্ত যানবাহন সরকারি পরিবহনপুলে জমা দিতে হবে। বর্ণিতাবস্থায় সমাপ্ত প্রকল্পের গাড়ি পরিবহনপুলে স্থানান্তরের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২.৪। বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অডিট প্রতিবেদনে বিভিন্ন অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যেগুলোর জবাব প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রদান করেনি। ২০০৯-১০ অর্থ-বছরের অডিট প্রতিবেদনে ঠিকাদারের জামানত বাবদ বাজেয়াপ্ত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করে বাপেক্সের রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করায় আপত্তি দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১১-১২ অর্থ-বছরের অডিট প্রতিবেদনে প্রতিযোগিতামূলক উম্মুক্ত টেন্ডার আহবান না করে অনিয়মিতভাবে সরাসরি ক্রয় চুক্তির মাধ্যমে বৈদেশিক মালামাল ক্রয় করায় অনিয়ম, প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতাকে ক্যারাভান নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান না করে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকে প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি সাধন, সুন্দলপুর গ্যাস ক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য হেলিকপ্টার ভাড়া বাবদ অর্থ ব্যয় ইত্যাদি কারণে অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। এ সকল অডিট আপত্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দ্রুত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন।

১৩। **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৩.১। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স সুন্দলপুর গ্যাস ফিল্ডে নূতন কূপ খননের সম্ভাবনার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারে;

১৩.২। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সরকারি নীতিমালা মোতাবেক সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিবহনপুলে অথবা অনুমোদিত অন্য কোন প্রকল্পে স্থানান্তরের বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৩.৩। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রকল্পের সকল অডিট আপত্তি দ্রুত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে আইএমইডিকে আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে অবহিত করবে।

অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেনদেনিং (রিগ প্রকিউরমেন্ট) প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)
(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

০৩। বাস্বায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

০৪। প্রকল্পের এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ

০৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ**

প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	প্রাক্কলিত বাস্বায়ন কাল		প্রকৃত বাস্বায়ন কাল	অতিক্রান্ ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	অতিক্রান্ সময় (মূল বাস্বায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮১৫৮.০০ ৮১৫৮.০০ -	২৫৬৫০.০০ ২৫৬৫০.০০ -	২০৬৮৩.৫৫ ২০৬৮৩.৫৫ -	জানুয়ারি ২০০৩ – ডিসেম্বর ২০০৪	জানুয়ারি ২০০৩ জুন ২০১২	জানুয়ারি ২০০৩ - জুন ২০১২	২১৪% ১৭৪৯২.০০	৮ বছর ৬মাস (৪২৫%)

০৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্ব অগ্রগতি ঃ**

(আর্থিক পরিমাণ ঃ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি)অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১২ পর্যন্ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			বাস্ব	আর্থিক	বাস্ব	আর্থিক(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক)রাজস্ব কম্পোনেন্ট					
১।	টিএ/ডিএ	থোক	থোক	৬.০০	থোক	৪.১৫
২।	পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	৪৫.০০	থোক	৩১.৯৪
৩।	ইন্সুরেন্স	থোক	থোক	৩৪০.০০	থোক	৩৩৬.২৩
৪।	ইনল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট	থোক	থোক	৪০.০০	থোক	০.০০
৫।	ব্যাংক কমিশন	থোক	থোক	১৩৫.০০	থোক	১৮.৬৪
৬।	আপ্যায়ন	থোক	থোক	২.০০	থোক	১.৮৩
৭।	টেলিফোন	থোক	থোক	১.০০	থোক	.১৭
৮।	কম্পিউটার	থোক	থোক	২.০০	থোক	১.৯৯
৯।	স্টেশনারী	থোক	থোক	১.০০	থোক	০.৯২
১০।	ভাতা/ফি	থোক	থোক	১.৫০	থোক	১.২১
১১।	ল্যান্ডিং ও ট্রান্সপোর্ট	থোক	থোক	২০০.০০	থোক	১৮৬.৮২
১২।	ক্যাজুয়েল লেবার	থোক	থোক	৬.৫০	থোক	৬.৫০
১৩।	আমদানিকৃত মালামাল ও ইকুইপমেন্ট	রিগ	১টি	২২৭০০.০০	১টি(১০০%)	১৯২৮০.০৩
১৪।	অফিস ইকুইপমেন্ট	থোক	থোক	২.০০	থোক	১.৯৬
১৫।	ফার্নিচার	থোক	থোক	২.০০	থোক	১.৯৮

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি)অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬।	স্থানীয় মালামাল	থোক	থোক	৪০.০০	থোক	৩৯.৯৭
১৭।	প্রি-শিপমেন্ট	থোক	থোক	৯০.০০	থোক	২৪.৩৮
১৮।	জমি ভাড়া	থোক	থোক	১.০০	থোক	০.০০
১৯।	এআইটি এন্ড ভ্যাট	থোক	থোক	৬৯০.০০	থোক	৬৯০.০০
২০।	পোর্ট ডিউজ	থোক	থোক	১৫০.০০	থোক	৬.৯৪
২১।	সি এন্ড এফ কমিশন	থোক	থোক	৭০.০০	থোক	৪৭.৮৯
২২।	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	থোক	১১২৫.০০	থোক	০.০০
	মোট			**২৫৬৫০.০০**		**২০৬৮৩.৫৫**

০৭| **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্য ঃ**

দেশের অভ্যন্তরে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন ও প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) জুলাই ১৯৮৯ সাল হতে কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে এ কোম্পানি তিনটি গভীর কূপ খনন রিগ ও একটি কূপ ওয়ার্কওভার রিগ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। তিনটি গভীর কূপ খনন রিগের মধ্যে রাশিয়ার প্রস্তুতকৃত Uralmash-3d-61 রিগ এবং রুমানিয়ার প্রস্তুত F-400 রিগ দু'টি প্রথম হতেই ব্যবহার অনুপযোগী ছিল। ১৯৮২ সালে ফরাসী ঋণের আওতায় সংগৃহিত অপর IDECO-H-1700 Drilling রিগটি দ্বারা ফেঞ্চুগঞ্জ, পাথারিয়া, শাহবাজপুর এবং সালদা নদীতে দু'টি সহ মোট পাঁচটি কূপ খনন করা হয়েছে। এ রিগ এক পর্যায়ে গভীর কূপ খননে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। রিগের পুনর্বাসনের মাধ্যমে কয়েকটি কূপ খননের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলেও একটি মাত্র রিগ দ্বারা দীর্ঘমেয়াদি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করা বাপেক্সের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলশ্রুতিতে বাপেক্সকে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে একটি আধুনিক রিগ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

০৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ**

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে বাপেক্সের অপারেশন ক্যাপাবিলিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে AC/AC SCR পাওয়ার সিস্টেম ক্যাপাসিটি সম্পন্ন ৫ ইঞ্চি ড্রিলিং পাইপ (এক্সেসরিজ সহ) ৫০০০(+) মিটার গভীর কূপ খনন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আধুনিক ইলেকট্রিকাল ডিপ ড্রিলিং রিগ সংগ্রহ করা।

০৯। **প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধনঃ**

মূল ডিপিপি ০৮ জুন ২০০৩ তারিখে ৮১৫৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০০৩ -ডিসেম্বর ২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) ১৪২০৪.৪০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও জানুয়ারি ২০০৩-ফেব্রুয়ারি ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৯ জুলাই ২০০৬ তারিখে একনেক সভাতে অনুমোদন প্রদান করা হয়। ২য় আরডিপিপি ২৪ নভেম্বর ২০০৮ তারিখের একনেক সভাতে ২৫৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও জানুয়ারি ২০০৩- ডিসেম্বর ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।এছাড়া জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের এ প্রশাসনিক আদেশে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০১২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন :** প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২০৬৮৩.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮০.৬৩%।

১১। **প্রকল্প পরিচালকঃ** বাপেক্সের একজন মহাব্যবস্থাপক জনাব মো: মাহবুবুর রহমান প্রকল্পের শুরু হতে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১২। **প্রকল্প পরিদর্শন:** প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত কাজ সরেজমিনে পরিদশর্নের জন্য গত ১৬-১৭ মে ২০১৩ তারিখে ফেঞ্চুগঞ্জ এবং ২৭ মে ২০১৩ তারিখে ঢাকাস্থ বাপেক্স অফিস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক এবং বাপেক্সের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

আরটিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
বাপেক্সের অপারেশন ক্যাপাবিলিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে AC/AC SCR পাওয়ার সিস্টেম ক্যাপাসিটি সম্পন্ন ৫ ইঞ্চি ড্রিলিং পাইপ(এক্সেসরিজ সহ) ৫০০০(+) মিটার গভীর কূপ খনন ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক ইলেকট্রিকাল ডিপ ড্রিলিং রিগ সংগ্রহ করা।	উক্ত ড্রিলিং রিগ সংগৃহিত হয়েছে।

১৪। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তবায়ন বিবরণঃ**

AC/AC SCR পাওয়ার সিস্টেম ক্যাপাসিটি সম্পন্ন ৫ ইঞ্চি ড্রিলিং পাইপ (এক্সেসরিজ সহ) ৫০০০(+) মিটার গভীর কূপ খনন ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক ইলেকট্রিকাল ডিপ ড্রিলিং রিগ সংগ্রহ করাই প্রকল্পের মূল কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে মোট মোট পাঁচবার আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। ৫ম দরপত্রে কারিগরিভাবে যোগ্য সর্বনিম্ন দরদাতা M/S Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. Ltd, China-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রিগের জন্য আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ২২৭০০.০০ বিপরীতে ১৯২৮০.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ঠিকাদার জুন ২০১০ এ রিগ ও এক্সেসরিজ সরবরাহ সম্পন্ন করেছে। উল্লিখিত রিগ দ্বারা ০৭ জানুয়ারি- ১৭ মে ২০১১ সময়কালে ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রের ৪ নং কূপের খনন (৩৬০০ মিটার) ও ১০ আগষ্ট ২০১২- ০৮ মার্চ ২০১৩ সময়কালে সুনেত্র কূপের খনন (৪৬০১ মিটার)করা হয়েছে। বর্তমানে ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রের ৫ নং কূপের খনন কাজের জন্য উক্ত রিগ ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে আনয়ন করা হয়েছে।

চিত্র:১ ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের ৫ নং কূপের খনন কাজের জন্য সাইটে আনা রিগের বিভিন্ন পার্টসের একাংশ
(প্রকল্প পরিদর্শনের সময় ধারণকৃত)

চিত্র:২ সূনেত্র ফিল্ডে ড্রিলিং এ নিয়োজিত রিগ
(প্রকল্প পরিচালক হতে সংগৃহিত)

১৫। **পর্যবেক্ষণ** ঃ

১৫.১। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর থেকে বাপেক্স যে খনন রিগ ব্যবহার করে আসছিল তা ছিল মূলত: মেকানিক্যাল রিগ। এর পরিচালনা ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী এবং খনন অপারেশনও তুলনামূলকভাবে ধীরগতি সম্পন্ন বিধায় খনন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য একটি আধুনিক রিগ সংগ্রহ করা বাপেক্সের জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক ইলেকট্রিকাল রিগ সংগৃহিত হওয়ায় ফলে বাপেক্সের নিজস্ব এবং সহযোগী কোম্পানি/বিদেশ কোম্পানিগুলোর খনন কার্যক্রম পরিচালনা যথাযথভাবে তদারকির প্রয়োজনে রিগের অভাব যেমন কিছুটা দূরীভূত হবে তেমনি বাপেক্সের খনন কার্যক্রমে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং গতি সঞ্চারিত হবে বলে আশা করা যায়।

১৫.২। একটি আধুনিক খনন রিগ সংগ্রহের জন্য প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর বাস্তবায়নে অতি বিলম্ব ঘটেছে। ০৮ জুন ২০০৩ তারিখে প্রকল্প অনুমোদনের প্রায় ৪ মাসের ও বেশী সময় পরে অর্থ্যাৎ ১১অক্টোবর ২০০৩ তারিখে রিগ সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রনীত টেন্ডার ডকুমেন্ট বাপেক্সের বোর্ডে উপস্থাপন করা হয়। অত:পর উক্ত টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত করা হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে। অর্থ্যাৎ টেন্ডার ডকুমেন্ট চূড়ান্ত করতেই পনের মাস সময় ব্যয় হয়েছে যা আলোচ্য প্রকল্পের টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়নে বাপেক্সের অদক্ষতা ও সময়ক্ষেপনতাকেই তুলে ধরে।এরপর ১ম আন্তর্জাতিক দরপত্রের মূল্যায়নের প্রক্রিয়া শেষে দর প্রস্তাব বাপেক্সের বোর্ডের অনুমোদনের জন্য ০৭ মে ২০০৫ তারিখে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড দরপত্রগুলো বাতিল করে পুন:দরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থ্যাৎ টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়ন থেকে শুরু করে ১ম দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ করতেই প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছরেরও বেশী সময় অর্থ্যাৎ প্রকল্পের মূল বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীতে আরো চার বার দরপত্র আহবান করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে আহবান/ প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব ঘটেছে। এর ফলে আলোচ্য রিগের দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ করে নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতেই পাঁচ বছরেরও বেশী সময় ব্যয় হয়েছে। কোন একটি প্রকিওরমেন্টে এ জাতীয় বিলম্ব খুব বেশ পরিলক্ষিত হয় না। টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণে ও টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে এ ধরনের বিলম্বের পেছনে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা/অদক্ষতার কারণসমূহ অনুসন্ধান করে চিহ্নিত করা অত্যাবশ্যক যাতে করে ভবিষ্যতে অন্য কোন প্রকল্পে এ ধরনের বিলম্ব না ঘটে।

১৫.৩। দরপত্র প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে প্রকল্পের ব্যয়ের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এর ফলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় যথাক্রমে ২১৪% ও ১৫২.৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের পর বিলম্ব পরিহার করে এবং পিপিআর-এর নির্দেশনা অনুসরণ করে যথাসময়ে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা গেলে আরো সাশ্রয়ী মূল্যে রিগ সংগ্রহ করার সুযোগ থাকত বলে মনে হয়। প্রথম দরপত্রে কারিগরিভাবে মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান এর উদ্ধৃত মূল্য ছিল ১০৭.৩৩ কোটি টাকা। উক্ত দর প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ২৫.৭৫ কোটি টাকা বেশী হওয়ায় বাপেক্স বোর্ড এ দরপত্র বাতিল ও পুন:দরপত্র আহবান করে। পুন:দরপত্রে একই প্রতিষ্ঠান কারিগরিভাবে যোগ্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয় যার উদ্ধৃত মূল্য ছিল ১৫৫.১২ কোটি টাকা যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৭৩.৫৪ কোটি টাকা বেশী এবং প্রথম দরপত্রের উদ্ধৃত সর্বনিম্ন মূল্য অপেক্ষা ৪৭.৭৯ কোটি টাকা বেশী। এটি ও বাতিল করে পুন:দরপত্র আহবান করা হয়। সর্বশেষ একই প্রতিষ্ঠান ৫ম দরপত্রে কারিগরিভাবে মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান ১৯২.৮০ কোটি টাকা মূল্য রিগটি সরবরাহ করে।

উল্লেখ্য যে, পিপিআর ২০০৩ (বর্তমানে ২০০৮)মোতাবেক কোন দরপত্রের ক্ষেত্রে মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দর প্রাক্কলিত ব্যয় এবং একই সংগে বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশী হলে সেক্ষেত্রে দরপত্র বাতিল করে পুন:দরপত্র আহবান করা যায়। কিন্ত এক্ষেত্রে প্রথম দরপত্র বাতিলের পূর্বে পিপিআর এর আলোকে খনন রিগের বাজার মূল্য যাচাই করার সুযোগ ছিল যেটি করা হয়নি। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন এর পরবর্তী সময়কালে অর্থ্যাৎ জানুয়ারি ২০০৩ এর পর আন্তর্জাতিক বাজারে স্টিল সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায়। সে হিসেবে প্রথম দরপত্র আহবান ও মুল্যায়নের সময়কাল অর্থ্যাৎ সেপ্টেম্বর ২০০৫ এ রিগের বাজার মূল্য ডিপিপিতে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা বেশী হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। তা সত্বেও রিগের বাজার মূল্য যাচাই না করে কেবল দরপত্রে উদ্ধৃত মুল্য প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা বেশী হওয়ার কারণে প্রথম দরপত্র বাতিল করা সমীচীন হয়নি। এর ফলে ১ম দরপত্রে ১০৭.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে রিগ সংগ্রহের অনুমোদন দেয়া না হলেও পরিশেষে এটি ১৯২.৮০ কোটি টাকা মূল্যে সংগ্রহ করতে হয়েছে।

১৫.৪। প্রকল্প মেয়াদের বিভিন্ন অর্থ-বছরসমূহে এ প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন। তবে পিসিআর-এ অডিট প্রতিবেদন সংক্রান্ত কোন তথ্য নেই। এছাড়া পরিদর্শনের সময়ও এ প্রকল্পের অডিট প্রতিবেদন সমূহ উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে আলোচ্য প্রকল্পের অডিট প্রতিবেদন/ অডিট পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স কর্তৃক অডিট প্রতিবেদন সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন এবং অডিট প্রতিবেদনে কোন অডিট আপত্তি/পর্যক্ষেণ থাকলে তা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৬। সুপারিশ:

১৬.১। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও পেট্রোবাংলা আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘ বিলম্বের পেছনে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সীমাবদ্ধতা,দুর্বলতা/অদক্ষতার কারণগুলো অনুসন্ধান করে চিহ্নিত আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে। একইসাথে ভবিষ্যতে অন্য কোন প্রকল্পে যাতে এ জাতীয় বিলম্ব না ঘটে সে লক্ষ্যে সচেষ্ট হবে (অনুচ্ছেদ-১৫.২);

১৬.২। প্রকল্পের কোন পণ্য/কার্য/সেবা-এর প্রকিওরমেন্টের ক্ষেত্রে পুন:দরপত্র আহবানের পূর্বে উল্লিখিত পণ্য/কার্য/সেবা-এর বাজার মূল্য যাচাই এর বিষয়ে পিপিআর ২০০৮-এর নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৫.৩);

১৬.৩। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স আলোচ্য প্রকল্পের বিভিন্ন অর্থ-বছরসমূহের এক্সটারনাল অডিটের প্রতিবেদন সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে এবং অডিট প্রতিবেদনে কোন অডিট আপত্তি/পর্যবেক্ষণ থাকলে তা আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে। একইসাথে অডিট আপত্তি/পর্যবেক্ষণসমূহ জরুরি ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করে আইএমইডিকে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ-১৫.৪)।

“টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ইএমআরডি) অব মিনিষ্ট্রি অব পাওয়ার, এনার্জি এন্ড মিনালের রিসোর্সেস এন্ড পেট্রোবাংলা এন্ড ইর্টস কোম্পানিজ” (বিশেষ সংশোধিত)

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

৪। প্রকল্পের এলাকা : পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা

৫। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	প্রাক্কলিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৫৪৫.০০ ১৪৫.০০ ১৪০০.০০	১০৫৩.১৮ ৩৭৪.৭৮ ৬৭৮.৪০	৯৮৯.০৩ ২৮৮.৩৫ ৭০০.৬৮	জুলাই ২০০৬ - জুন ২০০৯	জুলাই ২০০৬ - জুন ২০১২	জুলাই ২০০৬ - জুন ২০১২	-	৩ বছর (১০০%)

৬। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্য :

৬.১। পটভূমি :

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতিটি সেক্টরে বিশেষ করে জ্বালানী সেক্টরে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাদি না থাকায় এ সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন জোরদার হচ্ছে না। মানব সম্পদ উন্নয়নের উপায় হিসেবে উপযুক্ত বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের অফিসিয়ালদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়া আধুনিক কলা ও প্রযুক্তি দ্বারা জ্বালানী সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে বলে মনে করা হয়। জ্বালানী সেক্টরের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যাতে করে দেশের বৃহৎ অংশে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানী পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য ও দারিদ্র বিমোচনের ওপর প্রত্যক্ষ ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। সার্বিকভাবে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নীতি প্রণয়ন/সেক্টরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, পেট্রোবাংলার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি, সু-শাসন, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি রিফর্মের বিষয়ে পর্যালোচনা করা ও পলিসি উদ্ভাবনে রেগুলেটরি সুপারিশ গ্রহণের জন্য আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

৬.২। উদ্দেশ্যে :

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ বিশেষ করে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড (এসজিএফএল), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল), বাংলাদেশ এক্সপ্লোরেশন ও প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স), তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এবং ডিসিট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল) ও পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্যাস কোম্পনি লিমিটেড (পিজিসিএল) এর মানব সম্পদ উন্নয়ন করা। এছাড়া জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অফিসিয়ালদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট ও অন্যান্য অফিস ইকুইপমেন্টের সুবিধাদি স্থাপন করা।

৭। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি</u> :**

ক্রমিক নং	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত টিপিপি (আরিপপি) অনুযায়ী কাজ/ অংগ	কাজের একক	অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্ব কম্পোনেন্ট					
১	বৈদেশিক প্রশিক্ষনের কোর্স ফি, বৈদেশিক প্রশিক্ষিনের জন্য perdium খরচ ও এয়ার ফেয়ার (৪০ জন)	থোক	থোক	৬৭৮.৪০	১০০%	৬৪৪.১৬ (৯৪.৯৪%)
২	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	থোক	থোক	৩৯.১৪২	১০০%	৩৯.১৪২(১০০%)
৩	সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ	থোক	থোক	৬.০০		০.৬৮(১১.৩৩%)
৪	স্টেশনারী	থোক	থোক	৪.০০		৩.৯২(৯৮%)
৫	কম্পিউটার এক্সেসরিজ ও কনজুমেবলস্‌	থোক	থোক	৬.৫০		৬.৪৬৬(৯৯.৪৭%)
৬	পোস্টেজ	থোক	থোক	০.৭৫		০.০১(১.৩৩%)
৭	টেলিফোন বিল	থোক	থোক	০.৫০		০.০৭(১৪%)
৮	ফ্যাক্স	থোক	থোক	০.২৫		
৯	বিবিধ খরচ (টেন্ডার/কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্ট প্রস্তুত, দরপত্র আহবান, ভেটিং, মূল্যায়ন ইত্যাদি)	থোক	থোক	৫.০০		৪.৮৮৫(৯৭.৭%)
১০	যাতায়ত ভাতা	থোক	থোক	১.৫০		০.২১(১৪%)
১১	ভিসা/ভ্রমণ কর	থোক	থোক	৫.০০		-
১২	গাড়ী ভাড়া	সংখ্যা	১	১৪.৭৬৩		১২.০১৫(৮১.৩৮%)
১৩	পেট্রোলিয়াম এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	৪.৭১৬		৪.৭০৬(৯৯.৭৮%)
১৪	VAT ও AIT	থোক	থোক	২২৬.১৪		২১৪.৭২(৯৪.৯৫%
১৫	অন্যান্য	থোক	থোক	২.০০		০.৬৬(৩৩%)
১৬	আপ্যায়ন	থোক	থোক	২.০০		০.৮৬(৪৩%)
	মোট রাজস্ব			**৯৯৬.৬৬**		**৯৩২.৫১**
	মুলধন কম্পোনেন্ট					
১৭	ডেস্কটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	১০	৫২.৬৫	১০(১০০%)	৫২.৬৫(১০০%)
১৮	ল্যাপটপ কম্পিউটার		০২		০২(১০০%)	
১৯	লেজার প্রিন্টার		০২		০২(১০০%)	
২০	মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর		০২		০২(১০০%)	
২১	ফটোকপিয়ার		০২		০২(১০০%)	
২২	স্ক্যানার		০২		০২(১০০%)	
২৩	ফ্যাক্স মেশিন		০২		০২(১০০%)	
২৪	LAN স্থাপন ও ইন্টারনেট (জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য)				১০০%	
২৫	ল্যান্ডফোন (প্রকল্প পরিচালনা)		১		০১(১০০%)	
	ইউপিএস	সংখ্যা	১০		০১(১০০%)	
২৬	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	২	০.৪১	০২(১০০%)	০.৪১(১০০%)
২৭	এয়ারকুলার	সংখ্যা	২	০.৯৬	০২(১০০%)	০.৯৬(১০০%)
২৮	অফিস ফার্নিচার	লট		২.৫০	১০০%	২.৫০(১০০%)
	মোট মুলধন			**৫৬.৫২**		**৫৬.৫২**
	সর্বমোট (রাজস্ব+মুলধন)			**১০৫৩.১৮**		**৯৮৯.০৩**

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন** : প্রকল্পের মূল টিপিপি ৩০ আগষ্ট ২০০৬ সালে অনুমোদিত হয়। ১ম ও ২য় সংশোধিত টিপিপি অনুমোদিত হয় যথাক্রমে ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে ও ০৩ এপ্রিল ২০১২ তারিখে। প্রকল্পের ২য় সংশোধিত (বিশেষ সংশোধিত) টিপিপি অনুমোদিত হয় ০৩ এপ্রিল ২০১২ তারিখে।

৯। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন** : প্রকল্পের আওতায় ৯৮৯.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৩.৯০%।

১০। **প্রকল্প পরিচালক** :পেট্রোবাংলার একজন উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মো: ফরিদুজ্জামান প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১১। **প্রকল্প পরিদর্শন** : প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য গত ১৮ জুলাই ২০১৩ তারিখে ঢাকায় পেট্রোবাংলার প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন** :

আরটিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(ক) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ বিশেষ করে জিটিসিএল, এসজিএফএল, বিজিএফসিএল, বাপেক্স, টিজিটিডিসিএল ও পিজিসিএল এর মানব সম্পদ উন্নয়ন করা।	(ক) বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়েছে।
(খ) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অফিসিয়ালদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট ও অন্যান্য অফিস ইকুইপমেন্টের সুবিধাদি স্থাপন করা।	(খ)জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে কম্পিউটার, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট ও অন্যান্য অফিস ইকুইপমেন্টের সুবিধাদি স্থাপন করা হয়েছে।

১৩। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ বাস্তবায়নের বিবরণ :

১৩.১। প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (২-৮ সপ্তাহব্যাপী) সম্পাদনের জন্য M.Power India (P) (MEIL)-এর সাথে পেট্রোবাংলার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ৪০ জন কর্মকর্তা ভারতের University of Petroleum and Energy Studies এ তেল ও গ্যাস সম্পর্কিত প্রকল্প পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, পেট্রোলিয়াম প্রকল্পের কারিগরি ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন, ৩-ডি সাইসমিক একুইজিশন, ইন্টারপ্রিটেশন ও প্রসেসিং, রিজার্ভার কৌশল ও ব্যবস্থাপনা, গ্যাস প্রসেসিং প্লান্ট, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন, অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ, এক্সপ্লোরেশন জিওফিজিক্স ইন স্ট্রেটাটিগ্রাফী ও বেসিন টেকনোলজি, কম্প্রেসর স্টেশন টেকনোলজি ও এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির ওপর প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন। বৈদেশিক প্রশিক্ষনের কোর্স ফি, Perduim খরচ ও এয়ার ফেয়ার বাবদ ব্যয় হয়েছে ৬৪৪.১৬ লক্ষ টাকা যা এ খাতের সংস্থানের ৯৪.৯৪%।

১৩.২। অপরদিকে স্থানীয় প্রশিক্ষনের জন্য (১-৪ সপ্তাহব্যাপী) Bizex Bangladesh Limited এর সাথে ২৭ মার্চ ২০০৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। এতে তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সেক্টরে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও গ্যাস পাইপলাইনের সর্তকতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, রিজার্ভার মজুদ প্রাক্কলন ও ব্যবস্থাপনা, প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট, প্লান্ট অপারেশন ও মেইনটিন্যান্স, জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম, পাইপলাইন ডিজাইন ও এনালাইসিস, ক্যাথোডিক প্রটেকশন, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা, ওয়েল্ডিং, জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ ও অপারেশন, বিস্ফোরণ মজুদ ও ব্যবহার, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সু-শাসন, কোম্পানি আইন, বাজেটিং, অডিটিং ও প্রকিওরমেন্ট, ট্যাক্সেশন ও ভ্যাট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে মোট ৩০০ জন অফিসিয়ালকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ খাতের আরটিটিপিপিতে সংস্থানের সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।

১৩.৩। কম্পিউটার ও আনুষংগিক সামগ্রী, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স মেশিন, মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি ও জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে LAN স্থাপন ও ইন্টারনেট সুবিধাদির জন্য আরটিপিপিতে ৫২.৬৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল যার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে।

১৪। <u>পর্যবেক্ষণ</u> :

১৪.১। আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের গ্যাসের অনুসন্ধান ও উৎপাদন, গ্যাস সঞ্চালন ও পরিবহণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর প্রকল্প বাস্তবায়ন দক্ষতা, আর্থিক ব্যবস্থপনা, অপারেশনাল দক্ষতা তথা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। একইসাথে গ্যাস সেক্টরের পলিসি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও পেট্রোবাংলার সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে। তবে প্রকল্পের আওতায় অফিসিয়ালদের লব্ধ জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ হচ্ছে এবং এর ফলে গ্যাস সেক্টরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে একটি মূল্যায়ন করে দেখা প্রাসংগিক ও আবশ্যক বলে বিবেচিত হতে পারে।

১৪.২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিভিন্ন কারণে তিন বছর বিলম্ব হয়েছে। প্রথমত: প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী জুলাই ২০০৬ এ প্রকল্পের কাজ শুরু করার কথা থাকলেও প্রকল্পের টিপিপি আগষ্ট ২০০৬ এ অনুমোদিত হয়। এরপর প্রকল্পটি ২০০৬-০৭ অর্থ-বছরের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থ্যাৎ প্রকল্পের কাজ শুরু করতেই ১ বছর বিলম্ব হয়। দ্বিতীয়ত: প্রাথমিকভাবে এডিবি অনুদানের সহায়তায় ‘গ্যাস সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি’কম্পোনেন্টটি সহ আরো তিনটি কম্পোনেন্টের (স্টেংদেনিং হাইড্রোকার্বন ইউনিট অব পেট্রোবাংলা, পেট্রোবাংলা, আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স ও সিস্টেম লস রিডাকশন অব তিতাস) বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেট্রোবাংলার ওপর ন্যস্ত ছিল। কিন্ত টেকনিক্যাল ও দক্ষ জনবলের অভাবের কারণে ‘গ্যাস সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি’ কম্পোনেন্টটি আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বর্ণিত অপর তিনটি কম্পোনেন্ট স্ব-স্ব সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা, বাপেক্স ও তিতাসের মধ্যে জুলাই ২০০৭ এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মূলত: এর পরেই এডিবি ও পেট্রোবাংলা এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের সিডিউল নির্ধারণ করে। সুতরাং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা চূড়ান্তকরণে বিলম্বের কারণেও প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে। তৃতীয়ত: বৈদেশিক প্রশিক্ষণের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণেই মূলত: প্রকল্পের অধিক বিলম্ব ঘটেছে। জানুয়ারি ২০০৮ এ বৈদেশিক প্রশিক্ষণের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হলেও EOI, RFP-এর ওপর মতামত প্রদানে, short listed ফার্ম সমূহের মূল্যায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এডিবি মতামত/সম্মতি পেতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। এডিবি’র মতামত/সম্মতি পেতে অনেক বিলম্বের পেছনে টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এডিবি’র বিভিন্ন requirement পূরণে ও Queries এর জবাব প্রদানে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ হতে কোন দীর্ঘসূত্রিতা বা সক্ষমতার অভাব ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

১৪.৩। প্রকল্পের অধীনে একটি সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজনের সুযোগ থাকলেও সেটি করা হয়নি। এর ফলে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন আউটকাম সম্পর্কে গ্যাস সেক্টরের বিভিন্ন Stake holder ও বিশেষেজ্ঞগণের মতামত পরামর্শ/সুপারিশ গ্রহণ করা যায়নি। উক্ত সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজন না করার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন। একইসাথে প্রকল্পের আউটকামের ওপর পেট্রোবাংলার তার নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় একটি সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করতে পারে। এতে করে গ্যাস সেক্টরের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রকল্পের ২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরের অডিট সম্পন্ন হলেও ২০১১-১২ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়নি। উক্ত অর্থ-বছরের অডিট সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৫.০। সুপারিশ:

১৫.১। প্রকল্পের আওতায় অফিসিয়ালদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাস্তব ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ হচ্ছে এবং এর ফলে গ্যাস সেক্টরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন গুনগত পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মূল্যায়নের জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও পেট্রোবাংলা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৫.২। এডিবি’র মতামত/সম্মতি পেতে বিলম্বের পেছনে টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এডিবি’র বিভিন্ন requirement পূরণে ও Queries এর জবাব প্রদানে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ হতে কোন দীর্ঘসূত্রিতা বা সক্ষমতার অভাব ছিল কিনা জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তা খতিয়ে দেখবে;

১৫.৩। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সত্বর সম্পন্নকরণে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৫.৪। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আরটিপিপিটিতে নির্ধারিত সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজন না কারা কারণ অনুসন্ধান করে দেখবে;

১৫.৫। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ পেট্রোবাংলা গ্যাস সেক্টরের বিভিন্ন Stake holder ও বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণে প্রকল্পের আউটকামের ওপর একটি সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করবে;

১৫.৬। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ পেট্রোবাংলা ২০১১-১২ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং অডিট প্রতিবেদনে কোন অডিট আপত্তি থাকলে তার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

‘নবীগঞ্জ গ্যাস সরবরাহ ও বিতরণ প্রকল্প (সংশোধিত)’

(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
০৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিসট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিএন্ডডিএসএল)
০৪। প্রকল্প এলাকা: উপজেলা-নবীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ
০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা(জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	প্রাক্কলিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৪১০.৯১ ৪৪১০.৯১ -	৩৫৪১.০০ ৩৫৪১.০০ -	২৮২৮.৬৩ ২৮২৮.৬৩ -	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১২	জুলাই ২০০৯ হতে জুন,২০১২	-	১ বছর(৫০%)

০৬। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫		৭
রাজস্ব কম্পোনেন্ট						
১	অফিসারদের বেতন	সংখ্যা	৮	৮৬.৯৫		৮২.৮৯(৯৫.৩৩%)
২	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	৭	২৬.০০		১৯.৫৮(৭৫.৩০%)
৩	আপ্যায়ন ভাতা	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৪.৪৬(৮৯.২০%)
৪	টিএ/ডিএ	থোক	থোক	১২.০০	থোক	১১.৮৮ (৯৯%)
৫	ওভারটাইম	থোক	থোক	৭.০০	থোক	৫.৭১(৮১.৫৭%)
৬	অফিস ভাড়া	থোক	থোক	৬.০০	থোক	৩.৪৫(৫৭.৫০%)
৭	মোবাইল/টেলিফোন	থোক	থোক	৪.৬১	থোক	১.৪৬(৩১.৬৭%)
৮	বিদ্যুৎ	থোক	থোক	১.৫০	থোক	১.২৮(৮৫.৩৩%)
৯	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	১০.০০	থোক	৭.৮০(৭৮%)
১০	ষ্টেশনারী	থোক	থোক	৭.৫০	থোক	৫.৬৫(৭৫.৩৩%)
১১	সাইটে পরিবহন খরচ, মেরিন ইন্সুরেন্স, পিএসআই ইত্যাদি	থোক	থোক	৬৬.০০	থোক	৬২.২০(৯৪.২৪%)
১২	যানবাহন (ভাড়ার ভিত্তিতে)	সংখ্যা	১	১২.৯৮	১০০%	১১.৮৬(৯১.৩৭%)
১৩	সার্ভে (ফিজিবিলিটি ষ্টাডি, ডিজাইন, ড্রইং ইত্যাদি)	থোক	থোক	৮.৯৬	থোক	২.৯৫(৩২.৯২%)
	মোট: রাজস্ব			**২৫৪.৫০**		**২২১.১৭**

ক্রমিক নং	অংগের নাম	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫		৭
	মূলধন কম্পোনেন্ট					
১৪	**মেশিনারী এবং অন্যান্য ইকুইপমেন্ট**					
	লাইন পাইপ মেটিরিয়ালস	লট	লট	৭১২.০০	লট	৬৩১.২০(৮৮.৬৫%)
	অফ-টেক মেটিরিয়ালস	লট	লট	২০০.০০	লট	৩২.০০(১৬%)
	ডিআরএস মেটিরিয়ালস	লট	লট	১০২০.০০	লট	৯৪৮.২৪(৯২.৯৬%)
	সিপি মেটিরিয়ালস	লট	লট	৪৬.০০	লট	৪৪.৯৮(৯৭.৭৮%)
	টেপ, প্রাইমা এবং অন্যান্য ফিটিংস	লট	লট	২০০.০০	লট	১৫৮.৮২(৭৯.৪১%)
১৫	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	লট	লট	৭.০১	লট	৭.০১(১০০%)
১৬	ফার্নিচার	লট	লট	৭.৯৮	লট	৭.৭৬(৯৭.২৪%)
১৭	ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	০.৫৪	৭৪.৯৯	১০০%	৭১.১৯(৯৪.৯৩%)
১৮	রাইট অব ওয়ে	কি:মি:	৪০	৫০.০০		৪২.৬৭(৮৫.৩৪)
১৯	ভূমি উন্নয়ন	ঘন মিটার	৯৬৫০	২০.০০		১৫.৬৩(৭৮.১৫%)
২০	**অন্যান্য নির্মাণ কাজ**					
	পাইপ লাইন	কি: মি:	৪৫	১৫৩.৫২		১১৫.৪৪(৭৫.১৯)
	অফ-টেক নির্মাণ	সংখ্যা	১	৫০.০০	১০০%	৫০.০০(১০০%)
	ডিআরএস নির্মাণ	সংখ্যা	২	৭৫.০০	১০০%	৭০.৮২(৯৪.৪২)
	সিপি ষ্টেশন স্থাপন	সংখ্যা	২	২০.০০	১০০%	১৬.৭০(৮৩.৫০%)
২১	সিডি-ভ্যাট	লট	লট	৬৫০.০০		৩৯৫.০০(৬০.৭৬%)
	মূলধন			**৩২৮৬.৫০**		**২৬০৭.৪৬**
	মোট: রাজস্ব +মূলধন			**৩৫৪১.০০**		**২৮২৮.৬৩**

০৭। **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

০৭.১। **প্রকল্পের পটভূমি:**

সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশ হতে জ্বালানী আমদানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন: প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। নবীগঞ্জ উপজেলাটি হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এখানে কোন গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা নেই। এ উপজেলায় বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে এবং বিবিয়ানা-রশিদপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে মার্চ, ২০০৭ হতে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে। এর ফলে নবীগঞ্জবাসীর গ্যাস সরবরাহের দাবী আরো জোরদার হয়েছে। নবীগঞ্জ ছাড়া বৃহত্তর সিলেটের অধিকাংশ উপজেলা/শহর ইতোমধ্যে গ্যাস নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। এ এলাকার অনেক লোক বিদেশে বসবাস করে। দেশের জিডিপিতে তাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এলাকায় গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হলে এখানে বিভিন্ন ধরণের শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে এবং প্রবাসীগণ তাতে বিনিয়োগে সক্ষম হবেন যা এলাকার উন্নয়ন ও জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে “নবীগঞ্জ গ্যাস সরবরাহ ও বিতরণ প্রকল্প” গ্রহণ করা হয়।

০৭.২। **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:**

নবীগঞ্জ শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক এবং নবীগঞ্জ শহর সংলগ্ন এলাকায় (হবিগঞ্জ জেলার অধীন) গ্যাস সরবরাহ করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সকল কার্যক্রম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) তে অন্তর্ভুক্ত আছে সেগুলি হ'ল:

- বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র থেকে আউশকান্দি পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার হাই প্রেশার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন;
- আউশকান্দি থেকে নবীগঞ্জ পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার হাই প্রেশার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন;
- নবীগঞ্জের দক্ষিণ- পূর্ব অঞ্চলে ১৪.৮০ কিলোমিটার লো প্রেশার গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন ;
- নবীগঞ্জের উত্তর- পশ্চিম অঞ্চলে ১৫.২০ কিলোমিটার লো প্রেশার গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের দক্ষিণ প্যাডে একটি অফ-টেক (গ্যাসের উৎস মুখ)নির্মাণ;
- ০২ (দুই) টি ডিস্ট্রিক্ট রেগুলেটিং স্টেশন (ডিআরএস) ও ২ (দুই) টি ক্যাথোডিক প্রটেকশন (সিপি) স্টেশন নির্মাণ।

০৮। **প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধনঃ**

প্রকল্পের মূল ডিপিপি ০৭ জুলাই ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ০১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) অনুমোদিত হয়। আরডিপিপিতে প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে কিন্তু প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৯। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ** প্রকল্পের আওতায় ২৮২৮.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৯.৮৯%।

১০। **প্রকল্প পরিচালকঃ** জেজিটিএন্ডডিসিএল-এর একজন উপ- মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী জসীমউদ্দিন আহমদ পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

আরডিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে নবীগঞ্জ শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক এবং নবীগঞ্জ শহর সংলগ্ন এলাকায় (হবিগঞ্জ জেলার অধীন) গ্যাস সরবরাহ করা (প্রাথমিকভাবে ৬৫০ টি গৃহস্থালী, ১০টি বাণিজ্যিক ও ২ টি সিএনজি স্টেশনে)	গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১১৭০ টি গৃহস্থালী, ০৬টি বাণিজ্যিক, ১ টি সিএনজি স্টেশনে গ্যাসের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

১২। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন বিবরণ:**

১২.১। **মেশিনারি ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট (আমদানি):**

প্রকল্পের মেশিনারি ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট আমদানির আওতায় লাইন পাইপ মেটিরিয়ালস, অফ-টেক মেটিরিয়ালস, ডিআরএস মেটিরিয়ালস, সিপি মেটিরিয়ালস, টেপ, প্রাইমা, সিপি মেটিরিয়ালস্ ও অন্যান্য ফিটিংস আমদানির জন্য আরডিপিপিতে ২১৭৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৮১৫.২৪ লক্ষ টাকা।

চিত্র ১: বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে আউশকান্দি পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম

চিত্র ২: আউশকান্দিতে ডিআরএস স্থাপন

১২.২। জমি অধিগ্রহণ/রাইট অব ওয়ে/ ভূমি উন্নয়ন :

প্রকল্পের আওতায় ০.৫৪ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ ও ৪০ কিলোমিটার রাইট অব ওয়ের জন্য আরডিপিপিতে মোট ১২৪.৯৯ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। জমি অধিগ্রহণ ও রাইট অব ওয়ের জন্য জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ১০৮.২০ লক্ষ টাকা। হাই প্রেশার ও লো প্রেশার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনা, ডিআরএস ও অনুষংগিক স্থাপনা ও অফ-টেক এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১২.৩। নির্মাণ কাজ:

প্রকল্পের আওতায় ৪৫ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন, ০২ (দুই) টি ডিআরএস ও ২ (দুই) টি সিপি স্টেশন নির্মাণ, বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের দক্ষিণ প্যাডে একটি অফ-টেক নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ২৯৮.৫২ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। ব্যয় হয়েছে ২৫২.৯৬ লক্ষ টাকা।

চিত্র ৩: সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সংযোগ

চিত্র ৪: রেষ্টুরেন্টে গ্যাস সংযোগ

১৩। **পর্যবেক্ষণঃ**

১৩.১ আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নবীগঞ্জ শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে যা এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করবে। গ্যাসের সরবরাহের ফলে ভবিষ্যতে এ এলাকায় গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কল কারখানা গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে।এর ফলে এলাকার জনগণের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।এছাড়া এলাকায় জ্বালানী হিসেবে ডিজেল,কেরোসিন,ফার্নেস ওয়েল ও কয়লার ব্যবহার ও বৃক্ষ নিধন উল্লেখজনকভাবে হ্রাস পাবে যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

১৩.২। নবীগঞ্জ শহরে গ্যাস নেটওয়ার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জেজিটিএন্ডডিএসএল-এর কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের পরিদর্শনে জানা যায় যে, এ অতিরিক্ত/নূতন সেবা প্রদানের জন্য এ কোম্পানির আরো দক্ষ জনবলের প্রয়োজন রয়েছে। ফলশ্রুতিতে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট গ্যাস নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও গ্যাস বিপণন কার্যক্রম দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৩.৩। আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিভিন্ন কারণে বিলম্বিত হয়েছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও একনেক কর্তৃক ০৭ জুলাই ২০০৯ তারিখে অনুমোদন লাভের পর প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন ০৫ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে প্রদান করা হয়। এর ফলে প্রকল্পের কাজ শুরু করতেই ৪ (চার) মাস বিলম্ব হয়। এরপর বাস্তব পরিস্থিতিতে গ্যাসের উৎসমুখ পরিবর্তিত হওয়ায় বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড থেকে আউশকান্দি পর্যন্ত নূতন সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ ও বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন কার্যক্রমে অনুমোদিত সংস্থানের চেয়ে অতিরিক্ত সম্প্রসারণ, জমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রীতা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়নে মূল ডিপিপি অপেক্ষা বেশী সময় ব্যয় হয়েছে। তবে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেলেও সার্বিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় আরডিপিপি'র প্রাক্কলন অপেক্ষা ২০.১১% হ্রাস পেয়েছে। আন্তজার্তিক বাজারে ডিআরএস মেটিরিয়ালসের মূল্য হ্রাস ও একইসাথে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের কারণে কম মূল্যে ডিআরএস মেটিরিয়ালস প্রাপ্তি, টার্ণ-কি ভিত্তির পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে ডিআরএস ফেবরিকেশন ও স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ইত্যাদি কারণে আরডিপিপি'র প্রাক্কলনের চেয়ে কম খরচে প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

১৩.৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের সময় জমির মালিকদের সাথে বিরোধ দেখা দেয় যা স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সমাধান করা হয়। কিছু কিছু বৈদেশিক মালামাল আমদানীর ক্ষেত্রে বিডার না পাওয়ায় বার বার টেন্ডার আহবানে অনেক সময় ব্যয় হয়। এতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পিছিয়ে পড়ে। প্রকল্পের অর্থ সময়মত ছাড় না হওয়ায় প্রকল্পের

বিভিন্ন খরচ মেটাতে অসুবিধা হয়। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে জেজিটিএন্ডডিএসএল-নিজস্ব তহবিল হতে ব্রীজ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্পের খরচ নির্বাহ করতে হয়েছে।

১৩.৫। আলোচ্য প্রকল্পের ২০০৯-১০ খেতে ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়নি মর্মে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন হয়েছে বলে অবহিত করলেও এতদসংক্রান্ত কোন অডিট প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের অডিট সম্পাদন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

১৪। সুপারিশ :

১৪.১। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা/জেজিটিএন্ডডিএসএল প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট নূতন গ্যাস নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও গ্যাস বিপণন কার্যক্রম দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৪.২। প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রদান করা যায় সে বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ভবিষ্যতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৪.৩। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ভবিষ্যতে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক যথাসময়ে এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের অবমুক্তি নিশ্চিত করবে;

১৪.৪। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রকল্পের ২০০৯-১০ খেতে ২০১১-১২ অর্থ-বছরের অডিট সম্পাদিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে এবং অডিট সম্পাদিত হয়ে থাকলে অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত অডিট আপত্তি/পর্যবেক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা তা আগামী ২০ দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে। অডিট সম্পাদিত না হয়ে থাকলে অডিট সম্পন্নকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ২০ দিনের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে এবং অডিট প্রতিবেদনে অডিট আপত্তি/পর্যবেক্ষণ থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন
প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পর ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	ডাক ও টেলিযোগযোগ	০১	০১	_	_	০১	০১	৬৭%	০১	৭.১৮%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ ০১-০৭-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১২

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ ১) ভূমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত জটিলতার জন্য

২) নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলন ২০০৮ সালের গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল অনুযায়ী করা । তাই অনেকক্ষেত্রে সংশোধন করার পূবে তার উপর কাজ করা সম্ভব হয়নি বলে মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়েছে।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১. ভবন নির্মাণ তদারকির অভাব	৪.১. তদারকী নিশ্চিত কল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়েছে
৪.২. দান বা বিনামূল্যে জমি না পাওয়া	৪.২. এধরনের অপশন ডিপিপিতে অন্তভূর্ক্ত করার পূবে অধিকতর চিন্তাভাবনা করে নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনে ভূমি প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে ভূমি সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।
৪.৩. ডাক বিভাগের প্রকোশলী সেট আপ এর জনবল সংকট	৪.৩. অবিলম্বে শূন্য পদগুলোর বিপরীতে প্রকোশলী নিয়োগ দিতে হবে।
৪.৪. নির্মাণ সামগ্রীর গুনগত মান	৪.৪. নির্মাণ সামগ্রীর গুনাগুন পরীক্ষার জন্য দৈবচায়ন ভিত্তিতে নমুনা আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।

“বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন থানা সদরে ডাকঘর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ প্রকল্প”

সমাপ্তঃ জুন ২০১২

১। **প্রকল্পের অবসহান** : সমগ্র বাংলাদেশ। (প্রকল্পের আওতায় ১১৬ টি থানা ডাকঘরের কাজ সমাপ্ত আছে; যার মধ্যে সম্প্রসারণ কাজ ৫২ টি, পুনঃনির্মাণ ৩৯ টি এবং নতুন নির্মাণ ২৫ টি)

২। **বাস্তবায়নকারী সংসহা** : বাংলাদেশ ডাক বিভাগ।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত মেয়াদ বৃদ্ধি)	অতিক্রামত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রামত সময় (মূল বাস্তবায়নু কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭২১.১৩	২২৫৬.৫৫	১৮৪৪.৬৯	০১–০৭–২০০৭ হতে ৩০–০৬–২০১০	০১–০৭–২০০৭ হতে ৩০–০৬–২০১২	০১–০৭–২০০৭ হতে ৩০–০৬–২০১২	১২৩.৫৬ (৭.১৮%)	২ বছর (৬৭%)

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u>** বাংলাদেশ ডাক বিভাগ হতে প্রাপ্ত PCR(Project Completion Report) এর তথ্যানুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	সার্ভিস	থোক		১২.০০		
২।	ভূমি অধিগ্রহণ	সংখ্যা	১৭	১১০.০০	১৫(৮৮%)	৬০.৭৩(৫৫%)
৩।	নির্মাণ কাজ	সংখ্যা	১১৬	১৮৬৮.৪	১১২(৯৭%)	১৬১৯.৮৩(৮৬%)
৪।	কম্পিউটার ও অন্যান্য সামগ্রী	সংখ্যা	৬৪	৩৮.৪০	৬৪ (১০০%)	৩৭.৯৫(৯৯%)
৫।	ইক্যুইপমেন্ট ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	২৩২	৫৭.৯৭	২৩২(১০০%)	৪১.১৪(৭১%)
৬।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৬৪	৩২.০০	৬৪(১০০%)	৩৫.০৫(১০৯%)
৭।	বিবিধ	থোক		৩৬.৬০	-	৩৬.৫৭(১০০%)
	মোটঃ			**২২৫৬.৫৬**	**৯৬%**	**১৮৪৪.৬৯(৮২%)**

সূত্রঃ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)।

৬। **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:</u>** নতুন ২৫টি ভবন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২২ টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৩ টি ভবন নির্মাণ করা যায়নি। তন্মধ্যে যমুনা সেতু পশ্চিম থানায় ১ টি। সেখানে কেন উক্ত কাজ করা যায়নি তা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে উক্ত এলাকায় কার্যক্রম অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একপর্যায়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় যে উক্ত এলাকা সরকার কর্তৃক ঘোষিত KPI(Key Point Installation) এলাকা হওয়ায় সেখানে ডাকঘর নির্মাণ করা যাবে না। ফলে উক্ত এলাকায় তা নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। অন্য ১ টি এলাকা হলো ঢাকার

বাসাবো। সেখানে ৩ কাঠা জায়গা বুঝে পাওয়ার পর এক পর্যায়ে সহানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীকে DO পত্র দেন এ মর্মে যে উক্ত এলাকায় স্থানীয় জনসাধারণ কোন প্রকার ডাকঘর নির্মাণ চান না। মাননীয় সংসদ সদস্যের DO পত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র দিয়ে উক্ত এলাকায় উক্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। অপর ১ টি এলাকা হলো চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ। উক্ত এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে উচ্চ মূল্যের জমি ক্রয়/ অধিগ্রহণ করতে না পারায় সেখানে ডাকঘর নির্মাণ সম্ভব হয়নি।

৭। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

বাংলাদেশের ডাক বিভাগ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ন্যূনতম খরচে নিয়মিত ও দ্রুততার সংগে দেশের আপামর জনসাধারনকে ডাক সেবা প্রদান ডাক বিভাগের উদ্দেশ্য। এছাড়াও ডাক দ্রব্যাদি, পার্শেবল, রেজিষ্ট্রেশন, বীমাকৃত দ্রব্য, ভিপিপি, মানি অর্ডার সার্ভিস, জিইসি, ইএমএস, ইন্টেল পোষ্ট, ডাকঘর, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড, ষ্ট্যাম্প মুদ্রণ বিতরণ, আয়কর ও বিভিন্ন বিল বিতরণ ও আদায়ের কাজ করে থাকে।

প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সরকারী নীতি অনুযায়ী থানাকে জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১৯৮২-৮৩ অর্থ বছরে জরুরী ভিত্তিতে মনোনীত ২৫১ টি থানা সদরে জমি হুকুম দখলসহ ডাকঘর ভবন ও পোষ্টমাষ্টারের বাসা নির্মাণ ও ৪৬৫টি ডাকঘরের ডাক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সংগ্রহে একটি প্রকল্প গ্রহন করে। উক্ত প্রকল্পের নাম ছিল ''২৫১ টি থানা সদরে ডাকঘর ভবন ও উপ-পোষ্টমাষ্টারের বাসা নির্মাণ''। জমি অধিগ্রহণের জটিলতার জন্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল দীর্ঘায়িত হয় এবং ৬০টি অংগ বাদ রেখেই ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। ফলে উক্ত প্রকল্পে বাদ পড়া বেশ কিছু থানা বাদ রয়ে যাওয়ায় সেখানে ডাকঘর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ হয়নি। ভাড়া বাড়িতে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে এ ধরণের বেশ কিছু ডাকঘরের কাজকর্ম চালানো হচ্ছিল। অতঃপর ১১৪টি থানা সদরে ডাকঘর নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ শীর্ষক অপর একটি প্রকল্প ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পটি গত জুন ২০০৫ সালে সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্প ভুক্ত ১১২টি থানায় ডাকঘর নির্মাণ করা হযেছিলো। জমির জটিলতার কারণে ২টি জায়গায় নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হয়নি। ডাকঘর সহাপনাগুলো সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিস্তৃত। একদিকে নতুন নতুন ডাকঘর নির্মাণ করা হলেও অপর দিকে সময়ের সাথে সাথে এগুলো সংস্কার এবং পুনঃনির্মানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাছাড়া কর্মসংসহান এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের সাথে সাথে নতুন ডাকঘর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনভূত হয়। তাই গত ৩১-০৮-২০০০ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলোচ্য ''বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন থানা সদরে ডাকঘর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

-দেশের সকল অঞ্চলের পোষ্টাল সার্ভিসের মান উন্নয়ন;
-গ্রাহকের চাহিদা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং
-পোষ্ট অফিসের আধুনিকীকরণ ।
- প্রকল্প এলাকায় স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংসহান সৃষ্টি করা।

৯। **প্রকল্প অনুমোদনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি ১৭-০৯-২০০৭ তারিখে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২২৫৬.৫৫ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়।

১১। **পরিদর্শনঃ** সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রনয়ণের উদ্দেশ্যে গত ২৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে আইএমইডির সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক, পরিচালক ও সহকারী পরিচালক টঙ্গী থানাসহ ডাকঘর সম্প্রসারণের কাজ সরোজমিনে পরিদর্শণ করেন। অনিবার্য কারণবশতঃ ও সময় স্বল্পতার কারণে অন্য কোন ডাকঘরের কাজ সরাসরি পরিদর্শন করা সম্ভব হয় নি। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে তৎকালীন পরিচালক জনাব আবু মোঃ মহিউদ্দিন কাদেরী বগুড়া জেলার মাঝিড়া উপজেলা অংশ সরোজমিনে পরিদর্শন করেন। এছাড়া গত ১৬ জুন ২০১২ তারিখে তৎকালীন পরিচালক (শিল্প) বেগম সখিনা বেগম প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি উপজেলা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার অংশ পরিদর্শন করেন। এছাড়া ও প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প প্রকৌশলী কর্তৃক বাস্তবায়নকালীন সময়ে পরিদর্শনকৃত বেশ

কয়েকটি ষ্টেশনের সাইট বই এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা পূর্বক এ প্রতিবেদনটি তৈরি করা হলো । প্রতিবেদনে প্রাপ্ত অগ্রগতি, মান ও এ সম্পর্কিত মন্তব্য ও সুপারিশ নিম্নে উপসহাপন করা হলোঃ

কাজের নাম	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও কার্যাদেশ মূল্য	কাজের অংগ সমূহ	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা ও তাদের সুপারিশ/মন্তব্য
রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানা ডাকঘরের সংস্কার	সোনালী কনষ্টাকশন ৫.৮৭ লক্ষ টাকা	সিভিল কাজ, পানি সরবরাহ, পয়ঃ প্রনালী এবং বৈদ্যুতিক কাজ	সখিনা বেগম, পরিচালক। সৃষ্ট সুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণে ডাক বিভাগকে আরও অধিক যত্নশীল হতে হবে। তবে কাজের মান সন্তোষজনক।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানা ডাকঘরের সংস্কার	মোঃ আব্দুল মালেক, রাজশাহী ৬.৪০ লক্ষ টাকা	সিভিল কাজ,বৈদ্যুতিক কাজ	সখিনা বেগম, পরিচালক। সৃষ্ট সুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণে ডাক বিভাগকে আরও অধিক যত্নশীল হতে হবে। তবে কাজের মান সন্তোষজনক।
বরগুনা জেলার বেতাগী থানা ডাকঘরের নির্মাণ কাজ	মেসার্স এস.আর এন্টারপ্রাইজ ২৯.৮৭ লক্ষ টাকা	সিভিল ,বৈদ্যুতিক কাজ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কাজ	উপসহকারী প্রকৌশলী, ডাক অধিদপ্তর ভবনটিতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি।
ময়মনসিংহ জেলার তারকামদা উপজেলা পোষ্ট অফিস নির্মাণ	ব্রাদার এমড ব্রাদার কনস্ট্রাকশন ২৮.৬৩ লক্ষ টাকা	সিভিল স্যানিটারী বৈদ্যুতিক কাজ, যাতায়াতের রাস্তার কাজ, বাউন্ডারী ওয়াল, আসবাবপত্র	উপসহকারী প্রকৌশলী, ডাক অধিদপ্তর ভবনটিতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি।
নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর থানা ডাকঘর নির্মাণ	মেসার্স রিপন এন্টারপ্রাইজ ৩৪.৮৬ লক্ষ টাকা	সিভিল, স্যানিটারী, বৈদ্যুতিক কাজ	উপসহকারী প্রকৌশলী, ডাক অধিদপ্তর ভবনটিতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি।
চট্রগ্রাম জেলার চমদনাইশ থানা ডাকঘর নির্মাণ	মেসার্স রয়েল ট্রেডার্স ২৫.০০ লক্ষ টাকা	সিভিল ,স্যানিটারী ,বৈদ্যুতিক কাজ, যাতায়াতের রাস্তার কাজ, সীমানা প্রাচীর	উপসহকারী প্রকৌশলী, ডাক অধিদপ্তর ভবনটিতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি।
টঙ্গী থানা ডাকঘর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	# মেসার্স পারভেজ কনস্ট্রাকশন ৫১.৮৬ লক্ষ টাকা	সিভিল, স্যানিটারী, বৈদ্যুতিক কাজ, রাস্তার কাজ, সীমানা প্রাচীর, ফার্ণিচার	মহাপরিচালক, পরিচালক, ও সহঃ পরিচালক, আইএমইডি ফিনিশিং কাজ মোটেই সন্তোষজনক হয়নি। অত্যন্ত নিম্নমানের কাঠ এবং প্লাইউড ব্যবহার করা হয়েছে। মেঝের কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের। ওয়ালের বিভিন্ন জায়গায় প্লাইউড উঠে যাচ্ছে। ছাদ দিয়ে পানি এসে ছাদ নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো মেরামত করা এবং উন্নত মানের কাঠ এবং প্লাইউড দিয়ে ফার্ণিচার মেরামতের কাজ ডাক বিভাগকে উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।
কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলা পোষ্ট অফিস নির্মাণ	মেসার্স এম আর এন্টারপ্রাইজ ৩৪.৫০ লক্ষ টাকা	সিভিল, স্যানিটারি, বৈদ্যুতিক কাজ, যাতায়াতের রাস্তার কাজ	জনাব আবু মোঃ মহিউদ্দিন কাদেরী, পরিচালক,আইএমইডি ভালমানের ইট ব্যবহার করা হচ্ছিল না। ফ্লোরের মাটির ভাল কমপেকশন হয়নি।।

এখানে ১ টি অংশ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ এবং অপর অংশটি সম্প্রসারণ।

১২। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

প্রকল্পটি জুন ২০১২ এ সমাপ্ত ঘোষিত হয়। প্রকল্পের আওতায় জুন ২০১২ পর্যমত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৮৪৪.৬৮ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের **৮২%** এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৬%।

চিত্রঃ টেকনাফ থানা ডাকঘর।

চিত্রঃ কুতুবদিয়া থানা ডাকঘর।

চিত্রঃ টঙ্গী ডাকঘরের দেয়াল

চিত্রঃ টঙ্গী ডাকঘরের ফ্লোর

১৩। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকল্পের অর্জিন
(ক) পল্লী এলাকার ডাক সার্ভিসের মান উন্নয়ন করা;	পূর্বে সাধারণত পোষ্ট মাষ্টারের নিজের বাড়ীতে বা দোকানে ডাক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এখন একটি নির্মিত পাকা সরকারী ভবনে ডাক কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় পল্লী এলাকায় ডাক সার্ভিসের মান উন্নয়ন হয়েছে।
(খ) পল্লী এলাকার ওভারহেড এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখা;	পলস্নী এলাকায় নিয়মিত ডাক বিনিময় হওয়ায় এবং মোবাইল মানি অর্ডার চালু হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়েছে।
(গ) পল্লী এলাকার 'গ্রাহক ভিত্তি' সম্প্রসারণ করা;	গ্রামীণ এলাকায় ডাক সেবাসমূহ অধিকতর সহজলভ্য হচ্ছে।
(ঘ) পল্লী এলাকার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত পল্লী ডাক অফিসকে উন্মোচন করা;	গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণের কারণে ডাকঘরটি এলাকার মানুষের একটি মিলন সহলে পরিণত হয়েছে।
(ঙ) বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পল্লী এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা	প্রকল্প মেয়াদে গ্রামীণ এলাকায় ডাক সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।
(চ) ডাক বিভাগের আয় বৃদ্ধি করা।	প্রকল্প মেয়াদে পোষ্টাল রেভিনিউ বৃদ্ধি পেয়েছে।
(ছ) প্রকল্প এলাকায় স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংসহান প্রবাহ সৃষ্টি করা;	প্রকল্প এলাকায় স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংসহান সৃষ্টি হয়েছে।
(জ) বন্যায় ক্ষতিগ্রসহ ডাক অফিস নির্মাণ করা।	ডাকঘর গুলো পাকা ভবন এবং ভূমি উন্নয়ন করে নির্মিত হওয়ায় বন্যায় ক্ষতিগ্রসহ হওয়ার ঝুঁকি কমে গেছে।

১৪। <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাবলীঃ</u>

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরণ	সময়কাল
১।	জনাব আবদুলস্নাহ আল মাহবুবুর রশীদ	পরিচালক (পরিকল্পনা)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১.০৭.২০০৮ হতে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত

১৫। <u>প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>

১৫.১ **<u>জমি প্রাপ্তিতে বিলমব/জমি না পাওয়াঃ</u>** এ প্রকল্পের অধীন গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণের জন্য একটি শর্ত ছিল তিন শতাংশ জমি ডাকঘর নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে ডাক বিভাগের নামে রেজিষ্ট্রি করে দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এ জমি পেতে বিলমব হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত সহানে ডাকঘর নির্মাণ করতে না পারায় বিকল্প সহানে ডাকঘর নির্মাণ করতে হয়েছে।

১৫.২ **<u>ভবন নির্মাণে তদারকীর অভাবঃ</u>** বাংলাদেশ ডাক বিভাগের প্রকৌশল সেলের জনবল ও লজিষ্টিক সাপোর্ট কম থাকায় ভবন নির্মাণের কাজ সঠিকভাবে তদারকি করা যায়নি।

১৫.৩ **<u>গ্রামীণ বাজার এলাকায় ডাকঘর নির্মাণের সমস্যাঃ</u>** দান বা বিনামূল্যে জমি না পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ বাজার এলাকায় ডাকঘর নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

১৫.৪ **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলন ২০০৮ সালের গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল অনুযায়ী করা। তাই অনেক ক্ষেত্রে সংশোধন করার পূর্বে তার উপর কাজ করা সম্ভব হয়নি বলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বের অন্যতম একটি কারণ।

১৬। **সুপারিশঃ**

১৬.১ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যাদি সম্পন্ন করার বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। এ ধরনের প্রকল্পের ডিজাইন ও প্রাক্কলন নির্ধারনে কারিগরী পরামর্শকের সংসহান রাখা বাঞ্চনীয়।

১৬.২ সুষ্ঠু নির্মাণ কাজের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবিড় তদারকি ও পরিবীক্ষণ দরকার। ভবিষ্যতে অবকাঠোমোমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর উর্ধ্বতন ব্যবসহাপনা কর্তৃক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করতে হবে।

১৬.৩ গ্রামীণ এলাকায় অধিকতর ডাক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাকঘরসমূহ গ্রামীণ বাজার এলাকায় নির্মাণ করতে হবে।

১৬.৪ নির্মিত ভবনসমূহের সহায়িত্ব রক্ষা এবং নির্মাণ কাজের যে যে অংশের মান নিমণতর মনে হয়েছে তার প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কারের ব্যাপারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় যথোচিত ব্যবসহা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে সংশিস্নষ্ট ঠিকাদারের পারফরমেন্স গ্যারান্টি ফেরত দেয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় মেরামত, সংস্কার তাদেরকে দিয়ে করিয়ে নেয়া অথবা তাদের বিরম্নদ্ধে কার্যকরী ব্যবসহা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৬.৫ ব্যাপকভিত্তিক অবকাঠোমোমূলক Umbrella প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ডাক অধিদপ্তরের প্রকৌশল সেট-আপ শক্তিশালী করতে হবে। অবিলম্বে শূন্য পদগুলোর বিপরীতে প্রকৌশলী নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে ভূমি প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে ভূমি সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে।

১৬.৬ প্রকল্পে ব্যবহৃত সব ধরনের নির্মাণ সামগ্রীর গুনাগুন পরীক্ষার জন্য দৈবাচয়ন ভিত্তিতে নমুনা সংগ্রহ করে আইএমইডি- তে প্রেরণ করতে হবে।

১৬.৭ পোষ্টাল সার্ভিসের মান উন্নীত হচ্ছে কিনা এবং গ্রাহকের চাহিদা ও সন্তুষ্টি প্রকৃত অর্থে অর্জিত হচ্ছে কিনা তার উপর একটি মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের
এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মুল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	**তথ্য মন্ত্রণালয়**	৫	৪	১	-	৩	৪	২০% ২০০%	৩	১৬.৬৮% ৪৮.৪২%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ **৫টি**

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা প্রঃসাঃ	প্রকৃত মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	বাংলাদেশ টেলিভিশনের উন্নয়নমূলক চ্যানেল প্রবর্তন (সংশোধিত)	২৮৯১.৩২ ২৮৯১.৩২	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২
২।	বাংলাদেশ বেতার কবিরপুর কেন্দ্রে একটি ২৫০ কিঃওঃ ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ যন্ত্র উন্নয়ন ও শক্তিশালী করণ	৫৭৭৮.৮৯ ৫৭৭৮.৮৯	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১২
৩।	শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) সংশোধিত	২৯১৮.৮৬ ১০৩৭.০১ ১৮৮১.৮৫	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২
৪।	এডভোকেসী অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যু থ্রু ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন টিএসপি (৩য় পর্যায়)	৬১৮.৭৫ - (৬১৮.৭৫)	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১
৫।	পিআইবি কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	৯৫৩.১৯ ৯৫৩.১৯ (-)	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২

০৩। **ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
(১)	(২)	(৪)
৩.১	শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৩য় পর্যায়)	প্রকল্পের আওতায় ৮টি সংস্থা কর্তৃক সভা, সেমিনার, মাইকিং, ভিডিও, কার্টুন ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন, লোকসংগীত, প্রেস-কনফারেন্স, রচনা প্রতিযোগিতা, বিশেষ দিবস উদযাপন, প্রশিক্ষণ, মেলা/প্রদর্শনী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
(১)	(২)	(৪)
		নির্ধারিত মেয়াদে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
৩.২	Advocacy on Reproductive Health and Gender Issues through Department of Mass Communication (3rd Phase)	মূল অনুমোদিত টিপিপি'র বাইরে ইয়ুথ কনসার্ট ও একটি অতিরিক্ত স্টাডি ট্যুরসহ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, পল্লী গীতির গায়কদের সম্মানী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধন করা হয় হয়।
৩.৩	বাংলাদেশ বেতার কবিরপুর কেন্দ্রে ২৫০ কিঃওঃ ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ যন্ত্র (ট্রান্সমিটার) উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ (সংশোধিত)	যন্ত্রপাতি খাতের মধ্যে ২টি উপ-খাতের বরাদ্দ সমন্বয়, জনবলের বেতন-ভাতাদি ও যানবাহনের জ্বালানী খাতের ব্যয়সহ মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।
৩.৪	বাংলাদেশ টেলিভিশনের উন্নয়নমূলক চ্যানেল প্রবর্তন (২য় সংশোধিত)	প্রকল্পের সংস্থানকৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

০৪. **প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

	সমস্যা		সুপারিশ
৪.১	অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে Right Time নির্বাচন করা হয়নি। ফলে অধিকাংশ জনগন সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সুফল প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।	৪.১	ভবিষ্যতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ অধিকাংশ দর্শক যাতে উপভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে উপযুক্ত/সুবিধাজনক সময়ে (সন্ধ্যা অথবা রাতের প্রথমার্ধ) সম্প্রচার করা সমীচীন হবে
৪.২	ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন	৪.২	প্রকল্পের কার্যক্রম সার্বিকভাবে সফল করার জন্য ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে।
৪.৩	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কতিপয় অংগে অনুমোদিত টিপিপির সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়।	৪.৩	কতিপয় অংগে অননুমোদিতভাবে বেশি অর্থ ব্যয় করার কারণ আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরকে সত্বর অবহিত করতে হবে।
৪.৪	পারফরমেন্স সিকিউরিটি ব্যতীত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন	৪.৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রকল্পের আওতায় Broadcastiong সংগ্রহের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদনকালে পারফরমেন্স সিকিউরিটি না রাখার বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডি'কে অবহিত করবে।

“বাংলাদেশ টেলিভিশনের উন্নয়নমূলক চ্যানেল প্রবর্তন” (২য় সংশোধিত)

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা সদর।
২.০	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	তথ্য মন্ত্রণালয়
৩.০	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বাংলাদেশ টেলিভিশন

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৪৭৮.০০ ২৪৭৮.০০ (-)	৩২৫৪.০০ ৩২৫৪.০০ (-)	২৮৯১.৩২ ২৮৯১.৩২	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২	৪১৩.৩২ ১৬.৬৮%	৪ বছর ২০০%

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (তথ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১।	কর্মকর্তাদের বেতন	থোক	৩৩.৭০	--	৩২.১২	--
২।	কর্মচারীদের বেতন	থোক	৬.৩০	--	৬.০০	--
৩।	বাড়ি ভাড়া ভাতা	থোক	২৩.৭০	--	২২.৫৬	--
৪।	উৎসব ভাতা	থোক	৬.৫০	--	৬.২৩	--
৫।	চিকিৎসা ভাতা	থোক	৩.২০	--	৩.০০	--
৬।	টিফিন ভাতা	থোক	০.২০	--	০.১১	--
৭।	ভ্রমন ভাতা	থোক	২.৪০	--	১.৭৮	--
৮।	বীমা এবং ব্যাংক চার্জ	থোক	২৬.০০	--	২৩.১৭	--
৯।	ষ্টেশনারী/সীল/স্ট্যাম্প	থোক	২.০০	--	১.৯৭	--
১০।	পরিবহন/বন্দর চার্জ/ক্লিয়ারিং হ্যান্ডেলিং/গাড়ি ভাড়া	থোক	১৪.০০	--	৯.৮১	--
১১।	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	২.০০	--	১.৯৭	--
১২।	সম্মানী/ফি	থোক	৩.০০	--	২.৪৮	--
১৩।	প্রোগ্রাম প্রডাকশন	থোক	১২৬.০০	--	১১৫.৮	--
১৪।	হায়ারিং ট্রান্সপোন্ডার	থোক	৮৭০.০০	--	৮৩৭.৮২	--
১৫।	বিবিধ	থোক	১৫.০০	--	১৩.৫৭	--
১৬।	যন্ত্রপাতি (আর্থ স্টেশন, টিভি আরও, স্পেয়ার, ট্রান্সমিটার, ইএফফি/ইএনজি, নন-লিনিয়ার ইডিট সুইট, ভিটিআর ও এনসিলারি ইকুইপমেন্ট	থোক	১৬৭০.০০	--	১৫৩০.১৫	--
১৭।	সিডি/ভ্যাট	থোক	৪৫০.০০	--	২৮২.৭৮	--
	সর্বমোটঃ		**৩২৫৪.০০**	**--**	**২৮৯১.৩২**	**--**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশ টেলিভিশন বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, জনসংখ্যা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আসছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের লক্ষ্য শুধু অনুষ্ঠান সম্প্রচার করাই নয়, বরং জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে দারিদ্র্য বিমোচনসহ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যেমন-প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারী শিক্ষা, মহিলা ও শিশু অধিকার, বৃক্ষরোপন, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য গুরুত্ব সহকারে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কারিগরি অসুবিধার কারণে সকল সেক্টরের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আওতায় আনা সম্ভব হয় না। এছাড়া পরিবর্তীত প্রেক্ষাপটে বেসরকারী টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার পাশাপাশি কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক সৃষ্টিশীল অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি নতুন উন্নয়নমূলক চ্যানেল প্রবর্তন করে উন্নয়নধর্মী ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিদ্যমান নেটওয়ার্কের আওতায় জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ও সংসদ কার্যক্রম সম্প্রচারের জন্য পৃথক একটি টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল প্রবর্তন করা।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

মূল প্রকল্পটির উপর গত ২০/০৬/২০০৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত প্রকল্পটি ২৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ৩১/০৭/২০০৬ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ গত ১৮/০৮/২০০৯ তারিখে জুন, ২০১০ পর্যন্ত অর্থাৎ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের সংস্থানকৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক বিগত ২২/০৩/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭২৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কার্যাবলী সমাপ্ত না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ২৬/১০/২০১১ তারিখে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত অর্থাৎ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ প্রকল্পে সংস্থানকৃত ট্রান্সপোন্ডার ভাড়া বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৫/০৪/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি ২য় বার সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৫৪.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিদ্যমান নেটওয়ার্কের আওতায় জাতীয় উন্নয়ন কর্যক্রমের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ও সংসদ কার্যক্রম সম্প্রচারের জন্য পৃথক একটি টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল প্রবর্তন করা।	প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় সম্প্রচারের জন্য “সংসদ বাংলাদেশ” নামক ডিজিটাল টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া পূর্বে প্রবর্তিত “BTV National” এবং “BTV World” সহ নতুন প্রবর্তিত “সংসদ বাংলাদেশ” অর্থাৎ মোট ৩টি চ্যানেলের স্যাটেলাইট সম্প্রচারের জন্য ফ্রিকুয়েন্সী ভাড়া করা হয়েছে।

১০.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১১.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পের শুরু থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বেতারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ	নিয়োগের ধরণ
০১	জনাব কাজী সোলায়মান ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার	০১/০৭/২০০৭	০৫/০৫/২০০৯	খন্ডকালীন
০২	জনাব শেখ মোঃ কামরুল হাসান ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার	০৪/০৬/২০০৯	২৭/০৯/২০১০	খন্ডকালীন
০৩	জনাব শেখ মোঃ কামরুল হাসান সিনিয়র প্রকৌশলী	২৭/০৯/২০১০	২৭/১১/২০১১	খন্ডকালীন
০৪	জনাব মহেষ চন্দ্র রায় প্রধান প্রকৌশলী	২৭/১১/২০১১	০৮/০২/২০১২	খন্ডকালীন
০৫	জনাব কাজী সোলায়মান অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	১২/০৩/২০১২	প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত	খন্ডকালীন

১২.০ প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

১২.১ **জনবলঃ** প্রকল্পের আওতায় মোট ২৪জন জনবল নিয়োগের সংস্থান ছিল। সংস্থান মোতাবেক ২৪ জন জনবল নিয়োগ করা হয়। সংস্থানকৃত জনবলের বেতন, বাড়ী ভাড়া, উৎসবভাতা ও চিকিৎসাভাতা খাতে মোট ৭৩.৪০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প মেয়াদে এসকল খাতে মোট ৬৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা অনুমোদিত ব্যয়ের ৯৫.২৫%।

১২.২ **যন্ত্রপাতিঃ** প্রকল্পের আওতায় স্যাটেলাইট চ্যানেল প্রবর্তনের জন্য ট্রান্সমিটার ও আনুষংগিক যন্ত্রপাতি এবং প্রোডাকশন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান ছিল। অনুমোদিত সংস্থান মোতাবেক ৩ সেট Digital Terestrial TV Transmitter সহ আনুষংগিক যন্ত্রপাতি এবং প্রোডাকশন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতি সংগ্রহ খাতে মোট ১৬৭০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৫৩০.১৫ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত সংস্থানের মোট ৯১.৬৩%।

১২.৩ **হায়ারিং ট্রান্সপোন্ডারঃ** বিটিভি কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যমান ২টি চ্যানেল BTV National, BTV World এবং প্রকল্পের আওতায় প্রবর্তিত চ্যানেল "সংসদ বাংলাদেশ" এর স্যাটেলাইট সম্প্রচার-এর জন্য 9MHz Segment ট্রান্সপোন্ডার (ফ্রিকোয়েন্সী) ব্যবহারের নিমিত্ত Asia Sat-3S এর সহিত প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ জুন ২০১২ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই খাতের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৭০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৮৩৭.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যা অনুমোদিত সংস্থানের ৯৬.৩০%।

১২.৪ **প্রোগ্রাম প্রোডাকশনঃ** অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় ২৯৮টি অনুষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। এ খাতে ১২৬.০১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে মোট ব্যয় হয়েছে ১০৯.৭৭ লক্ষ টাকা।

১৩.০ **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ টেলিভিশনে বাস্তবায়িত কার্যক্রম গত ১৩/১১/২০১৩ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ডিজিটাল টেরেস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিটার ও প্রোডাকশন যন্ত্রপাতি সচল অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত প্রোগ্রামের ক্যাসেটসমূহ ফাইল ক্যাবিনেটে সংরক্ষিত অবস্থায় দেখা যায়। উক্ত ক্যাসেটসমূহ হতে দৈবভিত্তিতে ২টি প্রোগ্রাম যথাঃ "দীঘিনালায় মৎস্য চাষ প্রকল্পঃ সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত" এবং "নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন" চয়ন করে দেখা হয়। ২টি প্রোগ্রামের অডিও এবং ভিডিও এর মান সন্তোষজনক মর্মে দেখা গেছে। তবে তৈরীকৃত প্রোগ্রামসমূহের ক্যাসেটসমূহ গুণগত মান বজায় রেখে দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশে রাখা হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র ১: Control Room Equipment

চিত্র ২: Camera

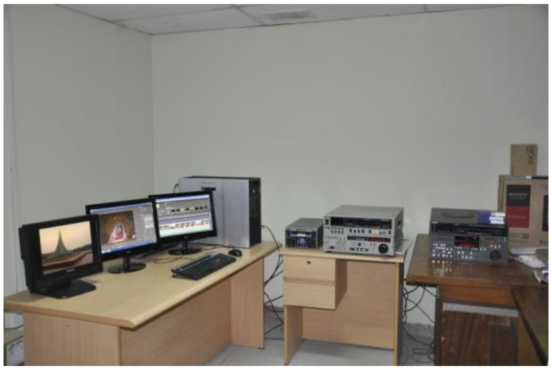

চিত্র ৩: Edit Suit

চিত্র ৪: Digital Terrestrial Transmitter

১৪.০ বাস্তবায়ন সমস্যা/বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ বিটিভি কর্তৃক প্রবর্তিত চ্যানেলের সার্বিক বিষয়াদির দায়িত্ব জাতীয় সংসদের নিকট হস্তান্তরঃ

দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে জনগণের সামনে তুলে ধরাসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে শিক্ষা, শিশু ও নারীর অধিকার, বৃক্ষরোপন, ক্ষুদ্রঋণ, মৎস্য ও পশুপালন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি উন্নয়নমূলক চ্যানেল প্রবর্তনই ছিল প্রকল্পের প্রধান কাজ। বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে উক্ত চ্যানেল পরিচালনার দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ টেলিভিশনের অধীনে থাকাই যৌক্তিক। কিন্তু পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় প্রবর্তিত চ্যানেল “সংসদ বাংলাদেশ” নামে অভিহিত করে এর অনুষ্ঠানমালা প্রণয়ন, বিষয়বস্তু নির্মাণসহ সার্বিক বিষয়াদির দায়িত্ব জাতীয় সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয় মর্মে পরিদর্শনকালে জানানো হয়। প্রবর্তিত নতুন চ্যানেলের মাধ্যমে যাতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য মোতাবেক দেশের উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৪.২ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের LC পুনঃপুনঃ সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে TV Broadcasting Equipment সংগ্রহের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিগত ১০/০৬/২০১০ তারিখে চুক্তি

স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক উক্ত যন্ত্রপাতি বিগত ১৫/০৪/২০১১ তারিখ শিপমেন্টের জন্য নির্ধারিত ছিল। যন্ত্রপাতি নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ না করায় গত ০৩/০৩/২০১১ তারিখে ১ম বার এবং ২০/০৫/২০১১ তারিখে ২য় বার LC সংশোধন করা হয়। ১০/০৬/২০১০ তারিখে চুক্তি সম্পাদন এবং ২০/০৫/২০১১ তারিখে ২য় বার LC সংশোধন এর মধ্যবর্তী প্রায় ০১ (এক) বছর সময়ে উক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কোন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেনি। বিটিভি কর্তৃপক্ষ দরপত্র দাতাকে শুধু একবার মাত্র ১টি তাগিদপত্র দিয়েছে।

১৪.৩ **পারফরমেন্স সিকিউরিটি ব্যতীত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনঃ**

প্রকল্পের আওতায় TV Broadcasting Equipment সংগ্রহের লক্ষ্যে বিগত ১০/০৬/২০১০ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোন পারফরমেন্স সিকিউরিটি গ্রহণ করা হয়নি। অত:পর চুক্তি সম্পাদনের দীর্ঘ ৮ মাসের অধিক সময় পর গত ০১/০৩/২০১১ তারিখে পারফরমেন্স সিকিউরিটি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় গত ২৯/০৬/২০১১ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিল করা হয়। উল্লেখ্য, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি-২৭ মোতাবেক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পারফরমেন্স সিকিউরিটি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে বিটিভি কর্তৃপক্ষ পারফরমেন্স সিকিউরিটি গ্রহণ ব্যতিরেকে চুক্তি সম্পাদন করে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধান লঙ্ঘণ করেছে। আরও উল্লেখ্য, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্বে অবহেলা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ব্যত্যয় সাধন-এর বিষয়টি খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইএমইডি'র একজন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটির প্রতিবেদনে এ অনিয়মের বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক, প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকের দায়-দায়িত্ব রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ আইএমইডি'কে অদ্যাবধি অবহিত করা হয়নি।

১৪.৪ **প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণে অস্বাভাবিক বিলম্বঃ**

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত। প্রকল্পটির কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে গত ২৯/০৪/২০০৯ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ সমাপ্তির প্রায় ১০ মাস পর আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অত্যধিক বিলম্বে প্রেরণ করায় এবং প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদ ১ বছরের মধ্যে ১০ মাস অতিক্রান্ত হওয়ায় আইএমইডি কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধির সমর্থনে সুপারিশ করা হয়নি। পরবর্তীতে ১ বছরের পরিবর্তে ২ বছর অর্থাৎ জুন ২০১০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৯ জুলাই ২০০৯ তারিখ অর্থাৎ অনুমোদিত মেয়াদ সমাপ্তির ১ বছর ১ মাস ১৯ দিন পর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল দীর্ঘায়িত হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী সুফল প্রাপ্তি সময় বিলম্বিত হয়।

১৪.৫ **তৈরিকৃত প্রোগ্রামসমূহের ক্যাসেট সংরক্ষণ:**

প্রকল্পের আওতায় দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ২৯৮টি প্রোগ্রাম তৈরী করা হয়েছে। এ সকল তৈরীকৃত প্রোগ্রামসমূহ দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশে না রেখে ফাইল ক্যাবিনেটের মধ্যে মজুদ করে রাখা হয়েছে। ফলে তৈরীকৃত প্রোগ্রামসমূহ দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়াই যৌক্তিক। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, ইতোপূর্বে বিটিভি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রোগ্রামসমূহও একইভাবে বিটিভির লাইব্রেরীতে মজুদ করা হয়েছে।

১৫.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় প্রবর্তিত চ্যানেলে সম্প্রচারের জন্য অনুষ্ঠানমালার বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যাতে অনুমোদিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৫.২ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রকল্পের আওতায় TV Broadcastiong Equipment সংগ্রহের ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ LC সংশোধন এবং চুক্তি সম্পাদনকালে পারফরমেন্স সিকিউরিটি না রাখার বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডি'কে অবহিত করবে। এছাড়া ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থা অধিক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সচেষ্ট থাকবে।

১৫.৩ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় এবং আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিটিভি কর্তৃক তৈরীকৃত প্রোগ্রামসমূহের গুণগত মান বজায় রেখে দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণের নিমিত্ত আর্কাইভিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

“Advocacy on Reproductive Health and Gender Issues through Department of Mass Communication (3rd Phase)”

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ
২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : তথ্য মন্ত্রণালয়
৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)*	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪১৬.৮৮ - (৪১৬.৮৮)	৬৪৭.০৬ - (৬৪৭.০৬)	৬১৮.৭৫ - (৬১৮.৭৫)	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	২০১.৮৭ (৪৮.৪২%)	১ বছর (২২.২২%)

* UNFPA

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১।	প্রজেক্ট পারসোনেল	সংখ্যা	৪৭.৭৯	১	৪৭.২৮	১
০২।	ভ্রমণ	থোক	৮.২০	-	৫.৯৫	-
০৩।	মূল্যায়ন	থোক	১৪.৩৯	-	০	-
০৪।	চলচ্চিত্র নির্মাণ	সংখ্যা	৪২.৪৬	২	৩০.১৪	২
০৫।	সপ্তাহব্যাপী বিশেষ প্রচারাভিযান	সংখ্যা	৪৮.৫৬	৩৯	৪৯.৫৯	৩৯
০৬।	ওরিয়েন্টেশন/রিফ্রেসার ওয়ার্কশপ (জেলা তথ্য অফিসারদের)	সংখ্যা	৯.১০	৫	৮.১৫	৫
০৭।	রিফ্রেসার ওয়ার্কশপ জেলা পর্যায়	সংখ্যা	২.৩৭	৬	৫.৮০	৬
০৮।	মিডিয়া ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ	থোক	২.১৬	-	২.১৬	-
০৯।	শিক্ষা সফর	সংখ্যা	৩৯.৬৪	৩	২১.১২	৩
১০।	সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা	সংখ্যা	০.৮৮	২	০.৩৮	২
১১।	স্থানীয় শিল্পীদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা	সংখ্যা	১.৩৩	৭	১.৩৩	৭
১২।	নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা	সংখ্যা	২৪.৩৬	১১৯	২২.৮০	১১৯
১৩।	কমিউনিটি সভা	সংখ্যা	১৪.৫০	১৫	১৩.০৫	১৫
১৪।	জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের কর্মশালা	সংখ্যা	৬.৬৮	৮	৮.৮৪	৮

ক্রমিক নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৫।	সাংবাদিকদের কর্মশালা (২ জেলা)	সংখ্যা	৫.৮১	১৪	৫.৯৩	১৪
১৬।	এইডস দিবস উদযাপন	সংখ্যা	২৩.৪১	১৮	১৮.৮৯	১৮
১৭।	পর্যালোচনা কর্মশালা	সংখ্যা	৪.৪২	৫	২.৩৭	৫
১৮।	মিডিয়া হাউজ (সাংবাদিকদের)	সংখ্যা	২.৬৭	১	২.৮৯	১
১৯।	মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড (সাংবাদিকদের)	সংখ্যা	১.০৩	১	০	১
২০।	চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সংগীত আয়োজন ৬২ জেলা	সংখ্যা	৭৯.৪১	১৪৬০৪	৮৫.০০	১৪৬০৪
২১।	চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সংগীত আয়োজন ২ জেলা	সংখ্যা	৪৪.১৬	১২০৮৭	৩৯.৮৯	১২০৮৭
২২।	সংগীত শিল্পীদের বেতন	জনমাস	১৬৫.৬৬	৭২	১৬৮.৪৩	৭২
২৩।	স্টিয়ারিং কমিটির সভা	সংখ্যা	০.৫২	৮	০.৫৩	৮
২৪।	পিআইসি সভা	সংখ্যা	০.৪৭	১৫	০.৪৮	১৫
২৫।	আনুষঙ্গিক	থোক	৪.৪০	-	৩.৬৪	-
২৬।	রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১০.৮৯	-	৪.৩৮	-
২৭।	ইয়ুথ কনসার্ট	সংখ্যা	২৭.৪০	১	২৭.৪০	১
২৮।	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৪.৩৯	৬	৪২.৬৩	৬
	মোটঃ		**৬৪৭.০৬**	**-**	**৬১৮.৭৫**	**-**

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য Assessment of Impact করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি এবং এ অংগ UNFPA কর্তৃক বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। কিন্তু কি কারণে এই অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়নি, তা প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানাতে পারেননি।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ পটভূমিঃ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়েরা সাধারণতঃ কিশোরী বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তারা ১৮ বছর বয়সের পূর্বেই গর্ভবতী বা মা হয়। ফলে তারা অল্প বয়সে মাতৃ মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়ে এবং এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের কিশোরী মায়েদের মাতৃ মৃত্যুর হার (Maternal Mortality Rate-MMR) জাতীয় মাতৃ মৃত্যুর হারের দ্বিগুণ। এছাড়াও তারা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। আবার বাংলাদেশের নারীরা সমাজে পুরুষের তুলনায় সবসময় অবহেলিত। নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে গণসচেতনতায় গণমাধ্যমের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে UNFPA-এর ৭ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে জনসংখ্যা সমস্যা, নিরাপদ মাতৃত্ব, নারীদের অধিকার, HIV/AIDS সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১ম ও ২য় পর্যায়ের ধারাবাহিকতায় আলোচ্য প্রকল্পটি ৩য় পর্যায়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্যঃ**

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

(১) প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক কল্যাণে মানুষের আচরণগত পরিবর্তনে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা;

(২) জনগণের মাঝে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টি করা; এবং

(৩) এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার ইস্যুতে যুক্ত হবার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করা।

দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পটির দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হচ্ছে- প্রজনন স্বাস্থ্য ও পারিবারিক কল্যাণের উন্নতি করে জনগণের দারিদ্র হ্রাস।

প্রকল্পের কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রাঃ

(১) ৫৬০৮টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ৯১৪৮টি পল্লী গীতি আয়োজন, ৬৪০০ জন কমিউনিটি নেতাদের জন্য ১৬০টি ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ, ৫৭৬টি সমাবেশ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ২৫৬০ জন স্থানীয় আর্টিষ্ট এবং পারফরমিং আর্টিষ্টদের জন্য ১২৮টি ওরিয়েন্টেশন মিটিং, ৪২০ জন পল্লী গীতি গায়কদের জন্য ৭টি পল্লী গীতি ওরিয়েন্টেশন এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;

(২) জাতীয় দৈনিকের ৩০ জন সাংবাদিকদের জন্য ২টি কর্মশালা এবং ১৮০ জন মিডিয়া ব্যক্তিত্বের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে ৬টি কর্মশালার আয়োজন করা, যার মধ্যে ২টি কর্মশালা প্রিন্ট মিডিয়ার ৩০ জন সাংবাদিক এবং ১টি কর্মশালা ৩০ জন স্বাস্থ্য/পরিবেশ রিপোর্টারদের জন্য;

(৩) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(৪) প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং ও পর্যালোচনার জন্য জেলা কার্যালয়ে এবং প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত সভা আয়োজন করা; এবং

(৫) প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার কার্যক্রমে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে এমন একটি এশীয় দেশে ৩০ জন কর্মকর্তার জন্য তিনটি স্টাডি ট্যুর আয়োজন করা।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

৮.১ প্রকল্প অনুমোদনঃ UNFPA-এর ৭ম দেশীয় কর্মসূচির আওতায় প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু অধিকার, জেন্ডার বিষয় এবং HIV/AIDS রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পের টিপিপি ২৬-০২-২০০৬ তারিখে ৪১৬.৮৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ UNFPA কর্তৃক মূল অনুমোদিত টিপিপি'র বাইরে ইয়ুথ কনসার্ট ও একটি অতিরিক্ত স্টাডি ট্যুরসহ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, পল্লী গীতির গায়কদের সম্মানী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি ০৪/১২/২০১১ তারিখে ৬৪৭.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত হয়।

১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১	জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, মহাপরিচালক	১০/০৩/২০০৫	২৭/০৪/২০০৯
০২	জনাব তাসির আহমদ, মহাপরিচালক	২৭/০৪/২০০৯	৩১/১২/২০১১

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ০৪/০৩/২০১৩ তারিখে ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। এ সময় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখার পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং সহকারী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	**অর্জন**
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার ইস্যুতে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা।	প্রকল্প কার্যালয়ের কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, পল্লী গীতি ও ইয়ুথ কনসার্ট আয়োজনের মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার ইস্যুতে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে জনগণের মাঝে কি ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে বা সচেতনতা সৃষ্টি হলেও সেক্ষেত্রে এ প্রকল্পের ওহঃবৎাবহঃরড়হ কতটুকু তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

১৩.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

১৩.১ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক কল্যাণে মানুষের আচরণগত পরিবর্তনে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করাসহ জনগণের মাঝে প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত জেলা-উপজেলা পর্যায়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পল্লী গীতি আয়োজন, ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপসহ সমাবেশ এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। তবে প্রজনন স্বাস্থ্য, পারিবারিক কল্যাণ ও জেন্ডার ইস্যুতে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে বা এসব বিষয়ে মানুষের মাঝে কি ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। কাজেই আলোচ্য প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে কি-না বা প্রজনন স্বাস্থ্য, পারিবারিক কল্যাণ এবং জেন্ডার ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও সেক্ষেত্রে এ প্রকল্পের অবদান কতটুকু সেটি বলা সম্ভব নয়। তবে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে পল্লী গীতি আয়োজন এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল, যার বিষয়বস্তু ছিল নিরাপদ মাতৃত্ব, পরিবার পরিকল্পনা, জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। কিন্তু এসব চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং পল্লী গীতি অনুষ্ঠানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ বা যাদের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার ইস্যু ইত্যাদি যাদের বেশি প্রয়োজন তারা কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র পর্যালোচনা করে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত সভা, সেমিনার, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, প্রশিক্ষণ কোর্স, পল্লী গীতি আয়োজন, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। তবে প্রকল্প কার্যালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান তারা বিভিন্ন সভা,সেমিনারে যোগদানের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো ভালভাবে অবহিত হতে পেরেছেন এবং এতে তারা উপকৃত হয়েছেন।

১৩.২ তবে আলোচ্য টিপিপি'র আওতায় প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন করার নিমিত্ত Assessment of Impact কার্যক্রমটি UNFPA কর্তৃক বাস্তবায়নের কথা থাকলেও বাস্তবে এ অংগের কাজ বাস্তবায়নই করা হয়নি।

১৪.০ <u>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>

১৪.১ **<u>বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ</u>** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১১'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ১৩/১১/২০১২ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ১১ মাস পর।

১৪.২ **<u>ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণঃ</u>** মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত পিসিআর-এ অনেক জায়গায় ভুল ছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৬১৮.৭৫ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা। কিন্তু প্রতিটি অংগের ব্যয় যোগ করে দেখা যায় যে, আর্থিক অগ্রগতি হবে ৬১০.৭৩ লক্ষ টাকা। আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শনের সময় এ ব্যাপারে জানানো হলে পরবর্তীতে প্রকৃত ব্যয় সংশোধন করে সঠিক পিসিআর ০২/০৫/২০১৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়। সংশোধিত পিসিআর-এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৬১৮.৭৫ লক্ষ টাকা অপরিবর্তিত রয়েছে এবং এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি খাতে প্রথমবারের চেয়ে ২৯.২৪ লক্ষ টাকা বেশি খরচ দেখানো হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য কিছু অংগে প্রথম বারের পিসিআর-এর তুলনায় সংশোধিত পিসিআর-এ খরচের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকে জানানো হয় যে, যন্ত্রপাতিগুলো (কম্পিউটার ও অন্যান্য) UNFPA থেকে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ UNFPA-ই খরচ করেছে।

১৪.৩ **<u>অননুমোদিতভাবে বিভিন্ন অংগের খরচ বৃদ্ধিঃ</u>** প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১১'তে সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৪/১২/২০১১ তারিখে সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু অংগভিত্তিক ব্যয় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পে মোট ২৮টি অংগের মধ্যে ১০টি অংগের ব্যয় সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত টিপিপি থেকে ০.০১ লক্ষ টাকা থেকে ২৮.২৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এক্ষেত্রে কারও অনুমোদন নেয়া হয়নি।

১৪.৪ **<u>প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি-না তা নিরূপিত না হওয়াঃ</u>** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, পরিবার কল্যাণ, জেন্ডার ইস্যুজ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের আচরণগত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, পল্লী গীতি, সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু এর ফলে মানুষের আচরণগত কি পরিবর্তন হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির কার্যক্রম জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইস্যুজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে সেসব অঞ্চলের মানুষকে বর্ণিত

প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে সেটিও নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

১৪.৫ **প্রকল্পের দ্বৈততা থাকাঃ** জেন্ডার ইস্যুজ, প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ আরও কয়েকটি মন্ত্রণালয় প্রায় একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করেছিল এবং বর্তমানেও বাস্তবায়ন করছে। যেমন- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক “নারী ও পুরুষের সমতার উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন” এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক “নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ” প্রকল্প চলমান রয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকল্প সাহায্যে গৃহীত এসব প্রকল্প Demand Driven না হয়ে Supply Driven হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্য কতটুকু Effective কিংবা Value Add কিভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

১৪.৬ **প্রকল্পের একটি অংগ বাস্তবায়িত না হওয়াঃ** প্রকল্পের একটি অংগ হচ্ছে Impact Assessment যা UNFPA কর্তৃক বাস্তবায়ন করার কথা। কিন্তু UNFPA তা করেনি। যেহেতু প্রকল্পের Visible কোন Output/Outcome নেই কাজেই প্রকল্পটির Impact Assessment করা অবশ্যই উচিত ছিল এবং এটি বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে কারও অনুমোদন নেয়া হয়নি, যা মোটেই কাঙ্খিত নয়।

১৪.৭ **ডিপিএ অংশের অডিট রিপোর্ট নেইঃ** প্রকল্পটির অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির আরপিএ অংশের FAPAD রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ডিপিএ অংশের কোন অডিট করা হয়নি।

১৫.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৫.১ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ এবং পিসিআর-এ ভুল থাকা মোটেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে অবশ্যই সময়মতো এবং নির্ভুল পিসিআর প্রেরণ করতে হবে;

১৫.২ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১১’তে সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৪/১২/২০১১ তারিখে সংশোধন করা হলেও ১০টি খাতে অননুমোদিতভাবে বেশি অর্থ ব্যয় করার কারণ আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরকে সত্বর অবহিত করতে হবে। অধিকন্তু কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এসব করা হয়েছে তাও এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

১৫.৩ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি-না, সেজন্য প্রকল্পের একটি Impact Assessment করার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু UNFPA কারও অনুমতি ব্যতিরেকে এই অংগটি বাস্তবায়ন করেনি। ভবিষ্যতে এসব ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে এবং যেকোন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীর সমন্বয়ে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি মূল্যায়ন-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে বেইজলাইন সার্ভের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

১৫.৪ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৩টি গ্রুপে ৩০ জন কর্মকর্তা স্টাডি ট্যুরে গিয়েছিলেন। এসব কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী, অফিসসহ নামের তালিকা এবং এসব স্টাডি ট্যুর হতে কি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে তা জরুরি ভিত্তিতে আইএমইডি’কে অবহিত করতে হবে;

১৫.৫ জেন্ডার ইস্যুজ নিয়ে অনেকগুলো মন্ত্রণালয় (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) প্রায় একই ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কাজেই এসব প্রকল্পের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয় থাকলে প্রকল্প সাহায্য অনেক বেশি Effective হবে। আর প্রকল্প সাহায্য দিয়ে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে Supply Driven না হয়ে Demand Driven নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশ বেতার কবিরপুর কেন্দ্রে ২৫০ কিঃওঃ ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ যন্ত্র (ট্রান্সমিটার) উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ (সংশোধিত)

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

২.০	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা
৩.০	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	তথ্য মন্ত্রণালয়
৪.০	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বাংলাদেশ বেতার

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫৯৯৭.০০ ৫৯৯৭.০০ (-)	৬১৮০.৭৫ ৬১৮০.৭৫ (-)	৫৭৭৮.৮৯ ৫৭৭৮.৮৯	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১১	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	-	১ বছর (৬৬.৬৬%)

৬.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (তথ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১।	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা	জন	৩	৮.০০	৩	৫.৯০ (৭৪%)
২।	গ্যাস এবং ফুয়েল	মাস	২৬	৬.৫০	৭৫%	৪.৮৩ (৭৪%)
৩।	ইন্সুরেন্স এবং ব্যাংক চার্জ	থোক	-	৮৫.০০	৯৯%	৮৪.৯৯ (১০০%)
৪।	কমিশন/সুদ	থোক	-	৫৫.০০	৯৯%	৫৪.৯৯ (১০০%)
৫।	স্টেশনারী	থোক	-	৬.০০	৯৯%	৫.৯৯ (১০০%)
৬।	ট্রান্সপোর্টেশন (ইক্যুইপমেন্ট)	থোক	-	১০.০০	৯৯%	১০.০০ (১০০%)
৭।	সম্মানী	থোক	-	৫.০০	৬০%	৩.১৪ (৬২.৮৮%)
৮।	যানবাহন ভাড়া	মাস	২৬	৮.৫০	২৩ (৯০%)	৮.২২ (৯৭%)
৯।	অন্যান্য ব্যয়	থোক	-	১২.০০	১০০%	১২.০০ (১০০%)
১০।	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৩	৪৪৬৯.০০	২৩ (১০০%)	৪৪৬২.২৫ (৯৯.৮৫%)
১১।	কম্পিউটার এবং আনুষংগিক	সেট	২	৩.২৫	২ (১০০%)	৩.২৫ (১০০%)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১২।	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	৩	৩.৭৫	৩ (১০০%)	৩.৭৫ (১০০%)
১৩।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৬৬	১০.০০	১৬৪ (৯৯%)	৯.৯৭ (৯৯.৭০%)
১৪।	ভূমি উন্নয়ন	বর্গমিঃ	৬০০	১৮.০০	৫৯৪ (৯৯%)	১৭.৮৫ (৯৯.১৭%)
১৫।	অফিস ভবন	বর্গমিঃ	৬০০	২০.০০	৫৯৪ (৯৯%)	১৯.৯০ (৯৯.৫%)
১৬।	অন্যান্য নির্মাণ ও অবকাঠামো	বর্গমিঃ	১৪০০	৫৭২.০০	১৩৮৬ (৯৯%)	৫৭১.৮৫ (১০০%)
১৭।	সিডি/ভ্যাট	থোক	-	৮৮৮.৭৫		৫০০.০০ (৫৬.২৬%)
	সর্বমোটঃ			**৬১৮০.৭৫**		**৫৭৭৮.৮৯ ৯৩.৫০%**

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

৮.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানমালা বহির্বিশ্বে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সনে ঢাকার কবিরপুরে ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ যন্ত্র ও এরিয়াল সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং ইউরোপের যুক্তরাজ্য, হল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশসমূহে বাংলা, ইংরেজি, আরবী, হিন্দী, উর্দু ও নেপালীসহ মোট ৬টি ভাষায় সংবাদসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে প্রেরণ যন্ত্র দুটির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা কমে গেছে। অন্যদিকে প্রেরণ যন্ত্রের কর্মকাল সাধারণতঃ ১০-১৫ বছর নির্ধারিত থাকে। এছাড়া প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান খুচরা যন্ত্রাংশের উৎপাদন অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। আশির দশকে প্রস্তুতকৃত যন্ত্র দুটির প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবে যন্ত্র দুটির পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং ঘন ঘন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বহির্বিশ্বে সম্প্রচার কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রেরণ যন্ত্রের গ্রহণযোগ্য সিগনালের শক্তি কমে আসায় সম্প্রচার এলাকাও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের জাতীয় ভাবমূর্তি বিকাশের ধারা সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার স্বার্থে বহির্বিশ্ব সম্প্রচার কার্যক্রমের একমাত্র বাহন অর্থাৎ প্রেরণ যন্ত্রের উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ করা আবশ্যক। বহির্বিশ্বে যথাঃ ইউরোপের স্পেন, যুক্তরাজ্য, হল্যান্ড ইত্যাদি দেশে বাংলাদেশের পক্ষে মতামত তৈরি, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় ইত্যাদি প্রচার কার্যক্রম আরো গতিশীল ও সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল- কবিরপুর কেন্দ্রে বিদ্যমান পুরাতন ২টি ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ যন্ত্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত ১টি যন্ত্রের উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার কার্যক্রম অক্ষুন্ন রাখা এবং বহির্বিশ্বের সম্প্রচারের লক্ষ্যমাত্রাসমূহে উন্নত ও সুষ্ঠু মানের বেতার অনুষ্ঠান গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৯.০ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ**

মূল প্রকল্পটির উপর গত ২৯/০৪/২০০৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত প্রকল্পটি ৫৯৯৭.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ২১/০১/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে যন্ত্রপাতি খাতের মধ্যে ২টি উপ-খাতের বরাদ্দ সমন্বয়, জনবলের বেতন-ভাতাদি ও যানবাহনের জ্বালানী খাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধিসহ অন্যান্য কতিপয় খাত/উপ-খাতের প্রাক্কলন সংশোধন এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক বিগত ১৩/১২/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১৮০.৭৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত।

১০.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
কবিরপুর কেন্দ্রে বিদ্যমান পুরাতন ২টি ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ যন্ত্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত ১টি যন্ত্রের উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার কার্যক্রম অক্ষুন্ন রাখা এবং বহির্বিশ্বের সম্প্রচারের লক্ষ্যমাত্রাসমূহে উন্নত ও সুষ্ঠু মানের বেতার অনুষ্ঠান গ্রহণ নিশ্চিত করা।	পূর্বের দুইটি ট্রান্সমিটারের মধ্যে একটি ট্রান্সমিটার প্রতিস্থাপন করে ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষুদ্র তরঙ্গ মডুলার ট্রান্সমিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে উন্নত ও সুষ্ঠু মানের বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে।

১১.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১২.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্পের শুরু থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বেতারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	০৯/০৩/২০১০	৩০/০৬/২০১২

১৩.০ **প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ**

১৩.১ জনবলঃ প্রকল্পের আওতায় ৩ জন জনবল যথা- ১ জন কম্পিউটার অপারেটর, ১ জন একাউনটেন্ট এবং ১ জন এমএলএসএস-এর বেতন-ভাতাদি বাবদ ৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সংস্থানকৃত ৩ জন জনবল নিয়োগ করা হয় এবং এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৫.৯০ লক্ষ টাকা।

১৩.২ যন্ত্রপাতিঃ বিবেচ্য প্রকল্পে মডুলার ট্রান্সমিটার, রোটেটেবল এন্টেনা, ভোল্টেজ রেগুলেটর ও ডামি লোডসহ মোট ২৩টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৪,৪৬৯.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রাপ্ত পিসিআর মোতাবেক ৪৪৬২.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্থানকৃত সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। প্রধান যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষুদ্র তরঙ্গ মডুলার রেডিও ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিটার, ১০০০ কেভিএ এইচ.টি অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর, ৪০০ কিলোওয়াট ডামি লোড, ৯০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর এবং রোটেটেবল এন্টেনা ক্রয় করা হয়।

১৩.৩ পূর্ত ও নির্মাণ কাজঃ অনুমোদিত ডিপিপি'তে পূর্ত ও নির্মাণ কাজ বাবদ মোট ৫৯২.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প মেয়াদে সংস্থানের বিপরীতে মোট ব্যয় হয় ৫৯১.৭৬ লক্ষ টাকা। পূর্ত ও নির্মাণ কাজের আওতায় ৫০০ একর জমির চতুর্পাশে ৫০২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯,৬০০ ফুট দীর্ঘ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। এছাড়া ১ তলা ভিতের উপর ১ তলা বিশিষ্ট জেনারেটর কক্ষ ও সাব-স্টেশন কক্ষ এবং প্রশাসনিক ভবন থেকে নতুন স্থাপিত রোটেটেবল এন্টেনা পর্যন্ত ২২০০ ফুট দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৩৫০০ বঃফুট বিশিষ্ট ১ তলা ভিতের উপর ১ তলা প্রশাসনিক ভবন, ১ তলা ভিতের উপর ১ তলা বিশিষ্ট ট্রান্সমিটার হল ও তলা ভিতের উপর ১ তলা বিশিষ্ট জেনারেটর রুমসহ সকল বাথরুমের সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার কবিরপুরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম গত ২৬/০২/২০১৩ তারিখ আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪.১ যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য মোতাবেক সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Thomson Broadcast & Multimedia কর্তৃক একক প্যাকেজের আওতায় ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষুদ্র তরঙ্গ মডুলার রেডিও ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিটার, ১০০০ কেভিএ এইচ.টি অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর, ৪০০ কিলোওয়াট ডামি লোড, ৯০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর সরবরাহ করা হয়। অপর এক প্যাকেজের আওতায় Thomson Broadcast & Multimedia কর্তৃক রোটেটেবল এন্টেনা সরবরাহ করা হয়। আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে এসকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। এ সকল যন্ত্রপাতি সচল রয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়।

১৪.২ পূর্ত ও নির্মাণঃ পূর্ত ও নির্মাণ কাজের আওতায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে ১১টি লটে ১৯,৬০০ ফুট দীর্ঘ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। জেনারেটর কক্ষ একটি লটে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে, সাব-স্টেশন কক্ষ একটি লটে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে এবং ২,২০০ ফুট দীর্ঘ রাস্তা একটি লটে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়। এছাড়া প্রশাসনিক ভবন, ট্রান্সমিটার হল ও জেনারেটর কক্ষ মেরামত কাজ কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়। পরিদর্শনকালে পূর্ত ও নির্মাণ কাজের গুণগতমান বাহ্যিকভাবে ভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৫.০ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলাফলঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের নিকট তথ্যভিত্তিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সহজে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে ৬টি ভাষার জনগণের নিকট তাদের ভাষায় সাহিত্য, শিল্প, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়নমূলক ও তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া রোটেটেবল এ্যান্টেনা সফটওয়্যার বেজড হওয়ায় নিখুঁতভাবে টার্গেট এরিয়াতে অনুষ্ঠান প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। আলোচনায় জানা যায়, বর্তমানে ৬টি টার্গেট এরিয়াতে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ইংরেজি, নেপালে নেপালী, পাকিস্তানে উর্দু, ভারতে হিন্দী, ইউরোপে ইংরেজি/বাংলা, মধ্যপ্রাচ্যে আরবী ও বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে।

১৬.০ বাস্তবায়ন সমস্যা/ বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পের আওতায় পুরনো দু'টি ক্ষুদ্র তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের মধ্যে একটি ট্রান্সমিটার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অপর পুরনো ট্রান্সমিটারটি প্রকল্প এলাকায় অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। এটাকে পুনঃব্যবহার করা সম্ভব নয়। এ প্রকল্প হতে প্রতিস্থাপিত নতুন ট্রান্সমিটারটিতে কোনভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে অনুষ্ঠান প্রচার বিঘ্নিত হতে পারে। এছাড়া সাধারণভাবে একটি ট্রান্সমিটারে একটি এন্টেনা সংযোগ দিয়ে একটি দিকে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা সম্ভব। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন, জেনেভা হতে কবিরপুর ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ কেন্দ্রের জন্য ২৫০ কিলোওয়াট সম্পন্ন দু'টি ট্রান্সমিটার স্থাপনের অনুমোদন রয়েছে। এটি একটি সুযোগ। সার্বিক বিবেচনায় আরও একটি নতুন ট্রান্সমিটার স্থাপন করা প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৬.২ প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীদের ঘনত্ব বিচারে সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, দুবাইসহ অন্যান্য দেশে এ ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ অব্যবহৃত পুরনো ট্রান্সমিটারটি প্রতিস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; এবং

১৭.২ প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঘনত্ব বিচারে সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, দুবাইসহ অন্যান্য দেশে এ ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

“শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৩য় পর্যায়)”
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : তথ্য মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জাতীয় গণমাধ্যম ইনষ্টিটিউট, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা এবং পরিকল্পনা অধিশাখা, তথ্য মন্ত্রণালয়

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের%)
মূল মোট জিওবি প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি প্রঃসাঃ	মোট জিওবি প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৪৮৫.০০ ৯৯৫.০০ ১৪৯০.০০	৩৪২০.০০ ১০৪০.০০ ২৩৮০.০০	২৯১৮.৮৬ ১০৩৭.০১ ১৮৮১.৮৫	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২	৪৩৩.৮৬ (১৭.৪%)	১২ মাস (২০%)

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (তথ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১।	জনবল	জন	৫	৪৮.৫০	০৫	৪২.৬৯ (৮৮%)
২।	যানবাহন	সংখ্যা	১	১.০০	০১	০.৯৩ (৯৩%)
৩।	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৫৪	১০৩.৩০	৪০	৭৫.৮৩ (৭৩.৪%)
৪।	ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৫১	৬৪.৫০	৪৮	৬৩.১৪ (৯৭.৯%)
৫।	প্রোগ্রাম	-	থোক	২০০২.৭০	থোক	১৯৭৪.৬৯ (৯৮.৬%)
৬।	কমিউনিটি রেডিও	-	থোক	১৭১.৫০	থোক	১৩.৩৭ (৭.৮%)
৭।	প্রশিক্ষণ	জন	৭৮	৩৬.৫০	২২	৪.৭০ (১২.৯%)
৮।	স্টাডি ট্যুর	জন	১৫	১৫.০০	০	০ (০%)
৯।	মূল্যায়ন	সংখ্যা	০৩	৩৩.০০	০৩	৩০.৬৭ (৯৩%)
১০।	ওভারহেড কস্ট	-	থোক	৮৯.০০	থোক	৮৪.৯০ (৯৫.৪%)
১১।	ভ্যাট	-	থোক	৫.০০	থোক	০ (০%)
১২।	ইউনিসেফ	-	থোক	৮৫০.০০	থোক	৬২৭.৯৪ (৭৩.৯%)
	মোটঃ		-	**৩৪২০.০০**	-	**২৯১৮.৮৬ (৮৫.৩৫%)**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ অনুমোদিত প্রকল্পে সংস্থানকৃত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং স্টাডি ট্যুর বাস্তবায়ন করা হয়নি। এছাড়া কমিউনিটি রেডিও-কে কার্যকরী করার লক্ষ্যে একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হলেও কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার করা হয়নি। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক দাতা সংস্থা ইউনিসেফ কর্তৃক অর্থ ছাড় না করায় বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনিসেফের যৌথ অর্থায়নে জুলাই, ১৯৯৬ হতে জুন, ২০০১ বাস্তবায়ন মেয়াদে “বাংলাদেশের শিশু ও মহিলাদের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম” শীর্ষক প্রকল্পের ১ম পর্যায় এবং জুলাই, ২০০১ হতে জুন, ২০০৬ মেয়াদে প্রকল্পটির ২য় পর্যায় বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির ১ম ও ২য় পর্যায়ের সফল বাস্তবায়ন শেষে এর ধারাবাহিকতায় ইউনিসেফ-এর ৮ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় তথ্য মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন ৮টি সংস্থা কর্তৃক সভা, সেমিনার, মাইকিং, ভিডিও, কার্টুন ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন, লোকসংগীত, প্রেস-কনফারেন্স, রচনা প্রতিযোগিতা, বিশেষ দিবস উদযাপন, প্রশিক্ষণ, মেলা/প্রদর্শনী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ সামগ্রিক উদ্দেশ্যঃ

(ক) ছিন্নমূল ও দরিদ্র শিশু বিশেষ করে উপজাতীয় শিশু, কর্মজীবি শিশু, সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক শিশুদের অবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরার বিষয়টি শক্তিশালী করা;

(খ) শিশু ও নারীদের প্রতি প্রচলিত বৈষম্যমূলক অবস্থান ও আচরন দূরীকরণের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং

(গ) কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

৭.৩ প্রকল্পের অর্থায়নঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি যৌথভাবে বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনিসেফের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪২০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অবদান ১০৪০.০০লক্ষ টাকা এবং ইউনিসেফের অনুদান ২৩৮০.০০ লক্ষ টাকা।

৭.৪ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ২৪৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪৯০.০০ লক্ষ টাকা) এবং জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে একনেক সভা কর্তৃক গত ২২/০২/২০০৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রাক্কলিত ব্যয় এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করে সংশোধিত প্রকল্পটি একনেক সভা কর্তৃক বিগত ০২/১১/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। সংশোধিত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪২০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রঃসাঃ ২৩৮০.০০ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত।

৭.৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
(ক)ছিন্নমূল ও দরিদ্র শিশু বিশেষ করে উপজাতীয় শিশু, কর্মজীবি শিশু, সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক শিশুদের অবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরার বিষয়টি শক্তিশালী করা;	(ক) প্রকল্পের আওতায় ছিন্নমূল ও দরিদ্র শিশুদের অবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তরসহ ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করা হয়। এছাড়া জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে ফিচার লেখা, কার্টুন তৈরী, মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন তৈরী, আর্টিক্যাল লেখা ইত্যাদি কার্যক্রমসহ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং তথ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।
(খ)শিশু ও নারীদের প্রতি প্রচলিত বৈষম্যমূলক অবস্থান ও আচরন দূরীকরণের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।	(খ) প্রকল্পের আওতায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮টি সংস্থার মাধ্যমে পূর্বে বর্ণিত (উদ্দেশ্য অর্জন-ক) গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। এ সকল গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম শিশু ও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
(গ) কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।	(গ) কমিউনিটি রেডিও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে হয়েছে। এছাড়া কমিউনিটি রেডিও বিষয়ে জনগণকে জানানো এবং কমিউনিটি রেডিওকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জেলা তথ্য অফিস এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে প্রকল্পে সংস্থান থাকা সত্ত্বেও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম চালু করা হয়নি।

৭.৬ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

৭.৭ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্পের শুরু থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত ৮ (আট) জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ	নিয়োগের ধরণ
০১	জনাব মীর মোশারফ হোসেন যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)	১২/১১/২০০৬	০৩/০৪/২০০৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০২	জনাব মোঃ জহিরুল আলম যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)	১০/০৪/২০০৭	২৫/০৭/২০০৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৩	জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)	০৫/০৮/২০০৭	২২/১১/২০০৮	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৪	জনাব মোঃ হানিফ যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)	২৪/১২/২০০৮	০৮/০২/২০০৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৫	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)	২২/০২/২০০৯	০৭/০৯/২০০৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৬	জনাব মোখলেছুর রহমান খান যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)	২৭/১০/২০০৯	৩১/১২/২০০৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৭	জনাব মোঃ সুলতান-উল-চৌধুরী যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)	০৩/০১/২০১০	০৭/১২/২০১১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৮	জনাব এস এম হারুন-অর-রশিদ যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)	২৯/১২/২০১১	৩০/০৬/২০১২	অতিরিক্ত দায়িত্ব

৮.০ **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাবলী সংগ্রহের লক্ষ্যে গত ১৯/০২/২০১৪ তারিখ আইএমইডি কর্তৃক বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকায় অবস্থিত প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব এস.এম. হারুন-অর-রশীদ, প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসারসহ বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনষ্টিটিউটের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় এবং প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের নাম ও ফোন নম্বর সংগ্রহ করে টেলিফোনে মতামত গ্রহণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীগণ জানান যে, তারা আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। কর্মশালায় নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কিত দলিলাদি যথা: UN-CRC, CEDAW, PRS, MDGs ইত্যাদির আলোকে শিশু ও নারীর অধিকার সম্পর্কে এবং নারী ও শিশুর অধিকার সংরক্ষণে পালনীয় কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়। সাক্ষাৎ প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

ক্রঃ নং	নাম ও কর্মস্থল	ফোন
০১	এস, এম জসিম উদ্দিন, ইটিভি	০১৭১২-৪৮১৬৫৬
০২	ফিরোজ আমিন সরকার, এটিএন বাংলা	০১৭২১০১০৫০৩
০৩	পার্থ সারথী দাস, মোহনা টিভি	০১৭১৬০৩২৮৭৩
০৪	মাসুমা হাশেম লিসা, ইটিভি	০১৭১১৭০৯৫৯০
০৫	রেহানা সামদানী, চ্যানেল আই	০১৭১৫৭০০৫৫৬
০৬	বিবেকানন্দ রায়, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	০১৭১১৮১৫৮৮১
০৭	নমিতা সরকার, সুলগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	০১৭১৬-৮৩১১১৭
০৮	মোঃ সেলিম আহমেদ, দিগন্ত টিভি	০১৭১৮৬৩০১১৭
০৯	মাহফুজা আকতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন	০১৭১২৫০২৮৭৭
১০	রিশিতা জাহান, একুশে টেলিভিশন	০১৭৩২৯৮৩৭৪৫
১১	মোঃ হাসান আকতার, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী	০১৭১৬৩৪৭২২০
১২	মোঃ শফিউর রহমান, তথ্য মন্ত্রণালয়	০১৭১৫৪৭৮৬০৪
১৩	ফরিদা পারভীন, বাংলাদেশ বেতার	০১৭১৫৭২৭৪৭১
১৪	মোঃ নুরুল ইসলাম খান, বাংলাদেশ বেতার	০১৭১৭০৬২৮৬৮

৯.০ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত মূল কার্যক্রমসমূহঃ

প্রকল্পের আওতায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮টি সংস্থার মাধ্যমে শিশু ও নারীর অধিকার, নিরাপদ মাতৃত্ব, টিকা, আয়োডিনযুক্ত খাবার লবনের ব্যবহার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, মাতৃদুগ্ধ পান, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, যৌতুক, জন্ম নিবন্ধীকরণ, স্যানিটেশন, এইচআইভি/এইড্স্ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ের উপর ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮টি সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

বাংলাদেশ বেতারঃ পরিবারের নারী ও শিশু সদস্যদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও তাদের অধিকারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তরসহ ১২টি আঞ্চলিক ষ্টেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, কুমিল্লা) থেকে প্রতিদিন নাটক, গান, আলোচনা, কুইজ, জারী গান, কথিকা ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্রকল্পের পুরো মেয়াদকালে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পাশাপাশি ১৫টি কর্মশালা, ৩১৫টি উদ্ভাবনীমূলক অনুষ্ঠান, ৯৩টি বিশেষ দিবস কর্মসূচী, ১৬৮৫ টি কুইজ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনঃ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঢাকা কেন্দ্র থেকে সপ্তাহের শুক্রবার বাদে অবশিষ্ট ৬ দিন প্রতিদিন ২৫ মিনিট করে নারী ও শিশুর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে শিশু ও নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কিত নাটক, গান, আলোচনা অনুষ্ঠান, সাক্ষাৎকার, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, শিশুদের মুক্ত আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য মোতাবেক প্রকল্পের পুরো মেয়াদে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা নির্মাণ ও সম্প্রচারের পাশাপাশি ০২টি কর্মশালা, ১০০টি উদ্ভাবনীমূলক অনুষ্ঠান, ৫৮টি বিশেষ দিবস কর্মসূচী পালন এবং নিউজ রিপোর্টিং এর উপর ১৬৮ টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরঃ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সকল জেলায় মাঠ পর্যায়ে নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় জেলা তথ্য কর্মকর্তাগণ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে information dissemination ও motivation campaign করেছেন। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্রকল্প মেয়াদে সারাদেশ ব্যাপী মোট ১০টি পরিকল্পনা কর্মশালা, ৩৪টি পর্যালোচনা কর্মশালা, ২১,৩১৮টি মোবাইল ফিল্ম শো, ৭,৪৭০টি কমিউনিটি সভা, ১,১৩১টি মাইকিং কার্যক্রম এবং ১২১টি শিশু মেলার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটঃ প্রকল্পের আওতায় জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মকর্তা এবং জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের শিশু ও নারী বান্ধব অনুষ্ঠান তৈরীর ও রিপোর্টিং উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক বেতার ও টিভি কর্মকর্তাদের নিয়ে মোট ০৯টি কর্মশালা, ১৮টি স্ক্রিপ্ট লেখার প্রশিক্ষণ, ১০টি জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ০৭টি শিশুদের উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য মোতবেক ২৪টি ব্যাচে সাংবাদিক প্রশিক্ষণ, ৭টি ব্যাচে শিশু সাংবাদিক প্রশিক্ষণ এবং ৬টি ব্যাচে সম্ভাব্য সাংবাদিকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নারী ও শিশু বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক স্বল্প দৈর্ঘের ভিডিওচিত্র নির্মাণ করা হয়। নির্মিত ভিডিওসমূহ বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন বেসরকারী চ্যানেলে সম্প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাঃ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে নারী ও শিশুর অধিকার, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জন্মনিবন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে ফিচার লেখা, কার্টুন তৈরী, মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন তৈরী, আর্টিক্যাল লেখা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় ৪৫২টি ফিচার ও ৩৫০টি আর্টিক্যাল লেখা, ৪০০টি কার্টুন তৈরী ও প্রকাশ করা হয়।

তথ্য অধিদপ্তরঃ তথ্য অধিদপ্তর প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নারী ও শিশু বিষয়ক ৪২৯টি ফিচার লেখা, ৩৬৩টি কার্টুন তৈরী এবং ৩৫৮টি আর্টিক্যাল লেখা ও বিতরণ করা হয়।

১০.০ বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ

১০.১ **বিটিভি কর্তৃক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের নির্ধারিত সময়ঃ** প্রকল্পের আওতায় বিটিভি কর্তৃক প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত ছয় দিনের প্রতিদিন ২৫ মিনিট করে নারী ও শিশু বিষয়ক অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করা হয়। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল অনুষ্ঠান প্রকল্প মেয়াদে সম্প্রচারের জন্য বিটিভি কর্তৃক পর্যাপ্ত Air-Time বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ফলে নির্মিত কিছু অনুষ্ঠান প্রকল্প সমাপ্তির পরও সম্প্রচার করা হয়। বিটিভি কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অধিকাংশ অনুষ্ঠানই দুপুর বেলায় সম্প্রচার করেছে। উল্লেখ্য, দুপুর বেলায় অধিকাংশ সুবিধাভোগী কর্মব্যস্ত থাকেন বিধায় সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ দর্শন/উপভোগ করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে Right Time নির্বাচন করা হয়নি। ফলে অধিকাংশ জনগন সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সুফল প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।

১০.২ **মীনার চরিত্রের ভূমিকায় বৈচিত্র্য আনয়নঃ** আলোচ্য প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য ও সফল অনুষ্ঠান হ'ল "মীনা" শীর্ষক কার্টুন চিত্র। বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক সম্প্রচারিত এ কার্টুন চিত্রটি তৃণমূল পর্যায়ে কন্যা শিশুর প্রতি ইতিবাচক ধারণা তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে এ চরিত্রটি যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। মীনা চরিত্রের গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে মীনা চরিত্রে আরও বৈচিত্র আনয়নের মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীদের বিষয়ে জনসচেতনতা ও জনসমর্থন বৃদ্ধি করা এবং সামাজিক বিভিন্ন নেতিবাচক আচরণ যেমন: দুর্নীতি, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০.৩ **প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক কমিউনিটি রেডিও এর মাধ্যমে নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কিত অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের জন্য সংস্থান ছিল। এছাড়া অনুমোদিত প্রকল্পে প্রশিক্ষণ ও স্টাডি ট্যুরের সংস্থান ছিল। অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান থাকা সত্ত্বেও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং স্টাডি ট্যুর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া কমিউনিটি রেডিও-এর উপর একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হলেও কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার করা হয়নি। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর এ এসকল কার্যক্রম অবাস্তবায়িত থাকার কারণ হিসেবে দাতাসংস্থা কর্তৃক অর্থ ছাড় না করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দাতা-সংস্থা এবং সরকারের মধ্যকার স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করার ক্ষেত্রে দাতা-সংস্থার দায়িত্ব রয়েছে। এছাড়া, দাতা-সংস্থা কর্তৃক অর্থ ছাড়ের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দাতা সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বের অংশ। আরও উল্লেখ্য যে, অনুমোদিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত যে সকল অংগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় ঐ সকল অংগ বাদ দিয়ে প্রকল্প সংশোধন করা যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রকল্প সংশোধন না করে অনুমোদিত অংগের কার্যক্রমসমূহ অবাস্তবায়িত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করেছে যা সমীচীন নয়।

১০.৪ **প্রকল্পের যানবাহনঃ** আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে মাইক্রোবাস ও জীপ ক্রয়ের সংস্থান না থাকলেও পূর্ববর্তী ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে ব্যবহৃত ১টি জীপ ও ৩টি মাইক্রোবাস আলোচ্য প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য প্রকল্প সমাপনান্তে উক্ত

যানবাহনের মধ্য হতে ২টি মাইক্রোবাস পরবর্তী ধারাবাহিক “শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে মর্মে আলোচ্য প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে।

১০.৫ **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৬ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত ৬ বছর মেয়াদকালে বিভিন্ন সময়ে মোট ৮ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রকল্পে মোট ২০% Time over-run হয়েছে।

১০.৬ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাস ১৫ দিনের মধ্যে আইএমইডি'তে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ১ বছর ৬ মাস পর আইএমই'তে পিসিআর পাওয়া যায়। ফলে বর্ণিত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নসহ সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সংকলন প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছে।

১১.০ সুপারিশঃ

১১.১ আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের ধারাবাহিক “শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়)” শীর্ষক চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্মিত অনুষ্ঠানমালা যথাসম্ভব প্রকল্প মেয়াদে সম্প্রচার সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ অধিকাংশ দর্শক যাতে উপভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে উপযুক্ত/সুবিধাজনক সময়ে (সন্ধ্যা অথবা রাতের প্রথমার্ধ) সম্প্রচার করা সমীচীন হবে (অনুচ্ছেদ ১১.১)।

১১.২ মীনা চরিত্রের গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে মীনা চরিত্রে আরও বৈচিত্র আনয়নের মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীদের বিষয়ে জনসচেতনতা ও জনসমর্থন বৃদ্ধি করা এবং সামাজিক বিভিন্ন নেতিবাচক আচরণ যেমন: দুর্নীতি, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে (অনুচ্ছেদ ১১.২)।

১১.৩ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপিতে সংস্থানকৃত সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ ১১.৩)।

১১.৪ আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পে ব্যবহৃত যানবাহনসমূহ প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক পরবর্তী “শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে স্থানান্তরের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১১.৪)।

১১.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান পরিপত্রের অনুসরণে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহারের লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১১.৫)।

১১.৬ ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাস ১৫ দিনের মধ্যে আইএমইডি-তে পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে (অনুচ্ছেদ ১১.৬)।

১১.৭ আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পে প্রস্তুতকৃত/সংগৃহীত প্রচারণা ও জনসচেতনতামূলক উপকরণসমূহ পরবর্তী ধারাবাহিক “শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে ব্যবহারের বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে।

‘‘পিআইবি কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়)’’
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা
২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : তথ্য মন্ত্রণালয়
৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৯৫৩.৮৮ ৯৫৩.৮৮ (-)	--	৯৫৩.১৯ ৯৫৩.১৯ (-)	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	--	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	--	--

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১।	ষ্টেশনারী	থোক	২.০০	-	২.০০	-
২।	সম্মানী/আপ্যায়ন/ভাতা	থোক	২.০০	-	২.০০	-
৩।	ভবন নির্মাণ	বঃমিঃ	৭৬৫.০৬	৪০০০	৭৬৫.০৬	৪০০০
৪।	যন্ত্রপাতি ক্রয়	থোক	৮১.৭০	-	৮১.৬৯	-
৫।	ফার্ণিচার	থোক	৫২.০০	-	৫২.০০	-
৬।	বিছানাপত্র ও তৈজসপত্র	থোক	৯.১২	-	৮.৮৫	-
৭।	যানবাহন ক্রয়	সংখ্যা	৪২.০০	১	৪১.৫৯	১
	মোটঃ		**৯৫৩.৮৮**		**৯৫৩.১৯**	

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ সরকারি অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদ ব্যক্তিত্বদের চাকুরি চলাকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান, মিডিয়া ও প্রকাশনা বিষয়ে গবেষণা, উপদেশ ও কনসালটেন্সী প্রদান, সাংবাদিকতার সাথে জড়িত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, মাইক্রোফিল্ম ইউনিট ও নিউজপেপার রেফারেন্স সেন্টারসহ মর্গ স্থাপন, প্রকাশনা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান এবং বাংলাদেশের সাংবাদিকতার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ১৯৭৬ সালে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট তার চারটি উইং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পিআইবিতে ঢাকার বাইরে ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীগণ প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। এছাড়া সংবাদপত্রের হার্ডকপি সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক তথ্যাদি পিআইবিতে সংরক্ষণ করা হয়। যার জন্য বাড়তি স্থান সংকুলানের প্রয়োজন পড়ে। ২০০৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ২৯২টি দৈনিক, ১৯৪টি সাপ্তাহিক, ৫৪টি মাসিক, ৩৫টি সাময়িকী ও ৪টি ত্রৈমাসিক পত্রিকা/সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে। পিআইবি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ৬১০টি প্রশিক্ষণ, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। বর্তমানে পিআইবিতে একটি এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। এছাড়াও পিআইবি সাংবাদিকতায় মাষ্টার্স কোর্স চালু করতে যাচ্ছে। আলোচ্য কর্মকান্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পিআইবি ভবনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তাই বিদ্যমান ৮ তলা ভিতের ওপর নির্মিত এক তলা ভবনের ৮ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক শাখার অফিস এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডরমিটরী স্থাপনের জন্য বিদ্যমান এক তলা ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে আটতলা ভবন নির্মাণ করে পিআইবি কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ;

(খ) পিআইবি কমপ্লেক্সে প্রতি বছর বিভিন্ন কোর্সে অংশ নিতে আসা প্রায় ১৫০০ জন স্থানীয়, জেলা এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের জন্য শ্রেণিকক্ষ, ডরমিটরী, আধুনিক ক্যাফেটরিয়াসহ অধিকতর সুবিধাদি তৈরি করা; এবং

(গ) দৈনিক পত্রিকার আর্কাইভ সংরক্ষণের জন্য ডকুমেন্টেশন ইউনিটের জন্য আধুনিক ডিজিটাল সিস্টেম সরবরাহ করা এবং সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ও গণমাধ্যম ব্যক্তিদের আরো উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ফটোগ্রাফী ইউনিটের আধুনিকীকরণ।

৮.০ **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

৮.১ প্রকল্প অনুমোদনঃ প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর গত ১৭/০৬/২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত ১২/১২/২০০৯ তারিখে ৯৫৩.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৮.২ প্রকল্প সংশোধনঃ প্রকল্পে সংস্থানকৃত বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র খাতে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় এবং প্রশিক্ষণের জিনিসপত্র দেশের বিভিন্ন এলাকায় বহন করে নেয়ার জন্য ক্যাবিন ভ্যান ক্রয় করার নিমিত্ত যানবাহন ক্রয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৭/০৬/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১৯/০৬/২০১২ তারিখে সংশোধন করা হয়।

৯.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালকগণ নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১	জনাব একেএম শামীম চৌধুরী মহা-পরিচালক	০১/০৭/২০০৯	১৮/০২/২০১০
০২	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক মহা-পরিচালক	১৯/০২/২০১০	২০/০৫/২০১০
০৩	জনাব দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস মহা-পরিচালক	২০/০৫/২০১০	৩০/০৬/২০১২

১০.০ **প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণঃ** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়/পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছেঃ

- প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর তথ্য পর্যালোচনা; এবং
- সরেজমিনে পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা।

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ২০/০৩/২০১৪ তারিখে ঢাকাস্থ প্রকল্প কার্যালয় ও প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন সাপেক্ষে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিশ্লেষণ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১০.১ **ষ্টেশনারিঃ** কাগজ, কলম এবং অফিসের বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় বাবদ ডিপিপি'তে বরাদ্দকৃত ২.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

১০.২ **সম্মানী/আপ্যায়ন/ভাতাঃ** বিভিন্ন মিটিং-এর সম্মানী, আপ্যায়ন এবং পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা বাবদ ডিপিপি'তে বরাদ্দকৃত ২.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ বর্ণিত খাতটির সমুদয় অর্থ খরচের ব্যাপারে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ খাতের খরচের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেনঃ

কমিটির নাম/ খরচের খাত	মিটিং-এর সংখ্যা	খরচের ধরণ	মন্তব্য
PSC এবং DPEC	PSC- ২/৩টি	সম্মানী এবং আপ্যায়ন	ডিপিপি অনুযায়ী ৯ সদস্য বিশিষ্ট PSC কমিটির সম্মানী জনপ্রতি ১০০০/- টাকা করে এবং ১৭/০৬/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত DPEC-তে মোট ৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তবে প্রকল্পে কোন PIC ছিল না।
PWD'র সাথে Work Progress সভা	PEC- ১টি	আপ্যায়ন	--
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	TOC ও TEC সভা	সম্মানী এবং আপ্যায়ন	প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি OTM পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়।

১০.৩ **ভৌত অবকাঠামো নির্মাণঃ** পিআইবি কমপ্লেক্সের বিদ্যমান ১ তলা ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৮ম তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ, স্যানিটারী ও পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ, সেন্ট্রি বক্স ও সাব-স্টেশন, বাউন্ডারী ওয়াল ও কম্পাউন্ড ড্রেন, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার, জেনারেটর ও পাম্প মটর ক্রয়, পাম্প হাউজ নির্মাণ ইত্যাদি বাবদ ডিপিপি'তে বরাদ্দকৃত ৭৬৫.০৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে পুরো অর্থই ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, ভবনটি ০৪/১১/২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পিআইবি ভবন উদ্বোধন

পিআইবি ভবনের বাহ্যিক অবস্থা

আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ ভবনটির নির্মাণ দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ কাগজপত্র (সংশ্লিষ্ট ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১ কর্তৃক সরবরাহকৃত) পর্যলোচনা করে দেখা যায় যে, দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পিপিআর-২০০৮ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ভবনটি যে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার বিবরণ নিম্নরূপ (পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রাপ্ত):

তলার নাম	যে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে	মন্তব্য
নীচ তলা	সাব-স্টেশন, নামাজ ঘর এবং পার্কিং-এর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে	--
২য় তলা	ক্যাফেটরিয়া এবং হিসাব শাখার অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে	ক্যাফেটরিয়াটি সব সময় চালু থাকে না। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, আবাসিক প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে বিদ্যমান জনবল নিয়ে ক্যাফেটরিয়াটি চালু করা হয়।
৩য় তলা	প্রশাসন শাখার অফিস	--
৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা	অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগ (৪র্থ তলা), ৩টি শ্রেণি কক্ষ ৩০ জন করে ও শিক্ষকদের জন্য বসার কক্ষ (৫ম তলা), কম্পিউটার ল্যাব, শ্রেণিকক্ষ এবং সেমিনার কক্ষ (৬ষ্ঠ তলা)	--
৭ম ও ৮ম তলা	ডরমিটরী	৭ম তলায় ২টি করে ভিআইপি কক্ষসহ ১২ জন এবং ৮ম তলায় ২টি ভিভিআইপি কক্ষসহ ১৮ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

৮ম তলার ডরমিটরীর একটি কক্ষ

৬ষ্ঠ তলার একটি শ্রেণি কক্ষ

৫ম তলায় প্রশিক্ষণার্থীদের Group Work- এর জন্য কক্ষ

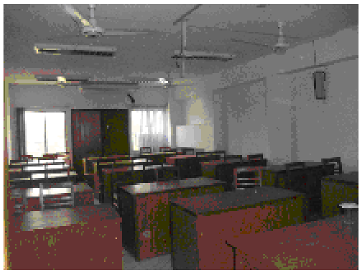

৫ম তলার একটি শ্রেণিকক্ষ

২য় তলায় অবস্থিত ক্যাফেটরিয়া

প্রকল্পের আওতায় ভবনটিতে Wi-fi সুবিধা সরবরাহ করা হয়েছে

১০.৪ **যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ** বিভিন্ন ধরনের অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে বরাদ্দকৃত ৮১.৭০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৮১.৬৯ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এ খাতে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে- ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, এয়ার কন্ডিশনার, টেলিভিশন, ফ্রিজ, ডিজিটাল ক্যামেরা, কম্পিউটার সার্ভার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি।

আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৪৫টি ইক্যুইপমেন্ট ক্রয় করার জন্য ৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ১৭/০৬/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি কমিটির সুপারিশক্রমে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী এ খাতে ৮১.৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তবে যন্ত্রপাতির সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ পূর্বের সংখ্যাই বহাল রয়েছে। প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোট ১০০টি ইক্যুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপিপি'র নিম্নরূপ ব্যত্যয় হয়েছে।

উপকরণের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংখ্যা	প্রকৃত ক্রয়	মন্তব্য
ডেস্কটপ কম্পিউটার	১৯টি	১৭টি	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, ডিপিইসি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অতিরিক্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। লক্ষ্যণীয়ঃ ডিপিইসি কমিটির কার্যবিবরণী'তে অফিস ইক্যুইপমেন্টের সংখ্যা সম্পর্কিত কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১টি	৪টি	
ল্যাপটপ	৩টি	৩৫টি	
ফটোকপি মেশিন	২টি	৪টি	
এসি	১টি	৩টি	
ফ্রিজ	১টি	৩টি	

পরিদর্শনের সময় কয়েকটি ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, এসি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, এগুলো কাজ করছে এবং মানসম্মত। তবে দৈনিক পত্রিকার আর্কাইভ সংরক্ষণের জন্য ডকুম্যেন্টেশন ইউনিটের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে, এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে এগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে কি-না তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। দৈনিক

পত্রিকার সফট কপি সংরক্ষণ করা প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য (৩ নং) ছিল। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে এ কাজটি করা সম্ভব হচ্ছে না।

১০.৫ **আসবাবপত্রঃ** ডরমিটরীর জন্য খাট, টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার ক্রয়; শ্রেণিকক্ষের জন্য আসবাবপত্র; ক্যাফেটরিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ডিপিপি'র বরাদ্দকৃত ৫২.০০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে।

আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত এসব আসবাবপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মানসম্মত বলে মনে হয়েছে। তবে ক্যাফেটরিয়াটি চালু না থাকায় আসবাবপত্রগুলোর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না।

১০.৬ **বেডিং/ইউটেনসীলসঃ** ৭ম ও ৮ম তলায় অবস্থিত ৩০ আসন বিশিষ্ট ডরমিটরীর জন্য কম্বল, তোষক, জাজিমসহ অন্যান্য আনুষংগিক উপকরণ এবং ২য় তলার ক্যাফেটরিয়ার জন্য বিভিন্ন কিচেন উপকরণ সংগ্রহ বাবদ বরাদ্দকৃত ৯.১২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৮.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১০.৭ **যানবাহন ক্রয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় একটি ডাবল কেবিন ভ্যান ক্রয় করা বাবদ বরাদ্দকৃত ৪২.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪১.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১১.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক শাখার অফিস এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডরমিটরী স্থাপনের জন্য বিদ্যমান এক তলা ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে আটতলা ভবন নির্মাণ করে পিআইবি কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ;	বিদ্যমান এক তলা ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে আটতলা ভবন নির্মাণ করে পিআইবি কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়েছে। নতুন নির্মিত ভবনে প্রশাসনিক শাখার অফিস স্থাপন করা হয়েছে, এছাড়াও ভবনটির ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে/হবে এবং ৭ম ও ৮ম তলা প্রশিক্ষণার্থীদের ডরমিটরী হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
(খ) পিআইবি কমপ্লেক্সে প্রতি বছর বিভিন্ন কোর্সে অংশ নিতে আসা প্রায় ১৫০০ জন স্থানীয়, জেলা এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের জন্য শ্রেণিকক্ষ, ডরমিটরী, আধুনিক ক্যাফেটরিয়ার আরো অধিকতর সুবিধা তৈরি করা।	পিআইবি কমপ্লেক্সে প্রশিক্ষণ নিতে আসা সাংবাদিকদের জন্য শ্রেণিকক্ষ, ডরমিটরী এবং ক্যাফেটরিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
(গ) দৈনিক পত্রিকার আর্কাইভ সংরক্ষণের নিমিত্ত ডকুমেন্টেশন ইউনিটের জন্য আধুনিক ডিজিটাল সিস্টেম সরবরাহ করা এবং সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ও গণমাধ্যম ব্যক্তিদের আরো উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ফটোগ্রাফী ইউনিটের আধুনিকীকরণ।	দৈনিক পত্রিকার আর্কাইভ সংরক্ষণের নিমিত্ত ডকুমেন্টেশন ইউনিটের জন্য স্ক্যানার, সফটওয়্যার ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু লোকবলের অভাবে দৈনিক পত্রিকার সফট কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফটোগ্রাফি ইউনিটের জন্য একটি আধুনিক লেন্স ক্যামেরা সংগ্রহ করা হয়েছে।

১২.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০১২'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ০২/০৩/২০১৪ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ১৮ মাস পর।

১২.২ **প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়াঃ** প্রকল্পটির অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক পত্রিকার হার্ডকপিসমূহ সংরক্ষণের পাশাপাশি সফট কপি সংরক্ষণ করা। কিন্তু পরিদর্শনের সময় সফট কপি সংরক্ষণের কোন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেখাতে পারেনি। ফলে প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। তবে সফট কপি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান, জনবল সংকটের কারণে এটি করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, পিআইবি ১৯৮৩ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার হার্ডকপি সংরক্ষণ করে আসছে।

১২.৩ **ডিপিপি সংস্থানের অতিরিক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করাঃ** যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট অনুমোদন ব্যতীত অনুচ্ছেদঃ ১০.৪-এ বর্ণিত অতিরিক্ত ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে, যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

১২.৪ **ক্যাফেটরিয়া সবসময় চালু রাখতে না পারাঃ** বিভিন্ন মেয়াদে (১/৩/৫/৭ দিন এবং ১০ মাস মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স) প্রশিক্ষণ নিতে আসা সাংবাদিক এবং সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য আধুনিক ক্যাফেটরিয়া চালু করা প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য ছিল এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (নির্মিত ভবনের ২য় তলা) এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন কিচেন উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু ক্যাফেটরিয়াটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মতে প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে) সম্ভব হয়নি। ফলে এসব অবকাঠামো এবং উপকরণ বছরের অধিকাংশ সময়ে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, আবাসিক কোর্স চলাকালীন সময়ে বিদ্যমান কিছু জনবল দিয়ে ক্যাফেটরিয়াটি পরিচালনা করা হয়।

১২.৫ **প্রকল্পের আওতায় মাস্টার্স কোর্স চালু করতে না পারাঃ** বর্ণিত প্রকল্পটির উপর ১৭/০৬/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার ২.৩.৩ নং সিদ্ধান্ত অনুসারে পিআইবি কমপ্লেক্সে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করার কথা এবং এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নির্মিত ভবনে শ্রেণিকক্ষসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কমপ্লেক্সে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে ভবনের অবকাঠামোসমূহ বছরের অধিকাংশ সময় অব্যবহৃত থেকে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ইতোমধ্যে প্রায় সম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা সম্ভব হবে।

১৩.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৩.১ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ অনাকাংখিত। কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৩.২ প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জন অর্থাৎ দৈনিক পত্রিকার সফট কপি সংরক্ষণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অতি সত্ত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৩.৩ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ডিপিপি সংস্থানের অতিরিক্ত ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়ের বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরী;

১৩.৪ ভবনের অবকাঠামো এবং ক্রয়কৃত উপকরণসমূহের যথাযথ ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্তে আবাসিক প্রশিক্ষণের সময় ছাড়াও পিআইবি'তে কর্মরতদের জন্য ক্যাফেটরিয়াটি বছরের সব সময় চালু রাখার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং

১৩.৫ পিইসি সভার সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং যে উদ্দেশ্যে অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে, তার যথার্থ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পিআইবি কমপ্লেক্সে স্নাতকোত্তর কোর্স দ্রুত চালু করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্ননিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১	১	-	-	-	-	-	১	৮.৫৪%

০১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

০২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প	৩১৪১৮.০০	জুলাই ২০০৯ হতে ২০১২

০৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
(১)	(২)	(৪)
	গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প	নির্মাণ সামগ্রী ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং এলজিইডির রেট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

০৪. সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১ **গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পঃ** পরিকল্পনা বিভাগের একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক জারীকৃত (স্মারক নং-পরি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯, তারিখঃ ০৮/১১/২০০৯) পরিপত্রের ১.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বা তদুর্দ্ধ হলে পূর্ণকালীন যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার কথা। প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলো ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক। তিনি তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া, পরিপত্রের অনুচ্ছেদ ১.৪ অনুযায়ী "একই ব্যক্তিকে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা যাবে না"। আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক একই সাথে পাবর্ত্য জেলায় বাস্তবায়িত "পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জেলায় ছোট ছোট (১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দেখা যায় যে, প্রকল্পটি পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নেই এবং একই ব্যক্তি একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, এটি একদিকে যেমন পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী, অন্যদিকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম তথা মনিটরিং এর জন্যও যথেষ্ট নয় মর্মে প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা গেছে।	৪.১ **গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পঃ** ইতোপূর্বে আইএমইডি কর্তৃক "গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করার প্রতি অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও এ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে পরিপত্রের ব্যত্যয় ঘটিয়ে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। অতএব, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র পুরোপুরি অনুসরণ করার প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল।
৪.২ প্রকল্প তদারকির ক্ষেত্রে মনিটরিং কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) প্রকল্পের দরপত্র আহবান, অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদনের সাথে জড়িত। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) তার কাজের জবাব দিহিতার জন্য জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তার নিকট দায়ী থাকলেও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে উক্ত কর্মকর্তার কোন ভূমিকা নেই মর্মে জানা যায়। । এর ফলে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তারা প্রকল্প এলাকায় মনিটরিং কাজে গুরুত্ব প্রদান করেননা বলে পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা গেছে।	৪.২ সেতু/কালভার্ট নির্মাণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির Monitoring & Supervision ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন। সেতু/কালভার্ট এর কাজ চলাকালীন সময়ে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকের ঘনঘন তদারকি করা উচিত। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ডিপিপি/প্রকল্পের সংস্থান অনুসারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পিআইসি কমিটি থাকা প্রয়োজন।

"গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ" (২য় পর্যায়)

(সমাপ্ত জুন/২০১২)

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর।
৩। প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয়ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রকল্প এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ (তিন পাবর্ত্য জেলা ব্যতীত)।
৫। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৫.১ পটভূমিঃ

স্বাধীনতাত্তোর কালে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য USAID'র পিএল-৪৮০ টাইটেল-II এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৯৭৫-৭৬ সাল হতে গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। কিন্তু এ সমস্ত রাস্তার গ্যাপে প্রয়োজনীয় সেতু/কালভার্ট নির্মাণ না করায় সার্বিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি বিধায় ১৯৮২ সাল হতে USAID'র পিএল-৪৮০ টাইটেল-II এর আওতায় প্রদত্ত গমের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সীমিত আকারে গ্রামীণ সড়কে CARE বাংলাদেশ এর তত্ত্বাবধানে অনুর্ধ ৪০ ফুট (১২ মিটার) পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ শুরু হয় এবং এ কর্মসূচি ১৯৯৩ ইং পর্যন্ত চলে। USAID'র এ কর্মসূচি ১৯৯৩ সালে সমাপ্তির পর জিওবি অর্থে ৫৯.১৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প ১৯৯৪ইং হতে ১৯৯৯ইং পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ২৭৪টি উপজেলায় ১২৭৫টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পটি জুন/১৯৯৯ এ সমাপ্তির পর জুলাই/১৯৯৯ হতে "কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় নির্মিত রাস্তায় ছোট ছোট (৪০ ফুট/১২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ" শীর্ষক অপর একটি প্রকল্প ২৩৯০৪.০০ (দুইশত উনচল্লিশ কোটি চার লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জিওবি অর্থে বাস্তবায়নের জন্য প্রণয়ন করা হয় এবং এ প্রকল্পটি জুন/২০০৫ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় দেশের সমতল এলাকার ৪৪৫টি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে ৩/৪টি ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়, যা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল ছিল। পরবর্তীতে গ্রামীণ রাস্তায় ১৫,১৩৩ মিঃ সেতু/কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যে ১৩৬২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৫ হতে জুন/২০০৮ বাস্তবায়ন মেয়াদে "গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মিঃ পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় (২য় পর্যায়) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

৫.২ উদ্দেশ্যঃ

ক) গ্রামীণ রাস্তায় সেতু/কালভার্ট নির্মাণপূর্বক স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ;

খ) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের মাধ্যমে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বার্ষিক ও মৌসুমভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬। বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২৯,০০০.০০	৩১৪৬৭.৫০	৩১,৪১৮.০০	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১২	জুলাই,২০০৫ হতে জুন ২০১২	জুলাই,২০০৫ হতে জুন ২০১২	৪৯.৫০ ৮.৫৪%	-

৭। **প্রকল্প অনুমোদন অবস্থাঃ**

প্রকল্পটি জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১২ বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ৮/৯/২০০৯ইং তারিখে ECNEC কর্তৃক সর্বমোট ২৯,০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে নির্মাণ সামগ্রী ও পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি এবং এলজিইডির ২০১১ সালের সিডিউল রেট পরিবর্তিত হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদকাল অপরিবর্তীত রেখে প্রকল্প ব্যয় ৮.৫১% বৃদ্ধি করে ৩১৪৬৭.৫০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে প্রথম সংশোধন করা হয়, যা গত ১১/১০/২০১১ তারিখের ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে গত ২১/১১/২০১১ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ১৫,৭৮৬ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ বাবদ ৩১,১২১.৬১ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে দরপত্র আহবান করা হলে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ বাবদ সংস্থানকৃত অর্থ হতে ৭৭৬.০০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়। এ সাশ্রয়কৃত অর্থ দ্বারা আরো ৩৪০ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদকাল ও ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে ২য় সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে তা ২১-০৩-২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮। প্রকল্পের অর্থায়নঃ বাংলাদেশ সরকার ।

৯। প্রকল্পের মুল কার্যক্রমঃ প্রকল্পের মুল কার্যক্রম হচ্ছে ১৬,১২৬ মিঃ সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।

১০। প্রকল্প পরিচালকের তথ্যাদিঃ

নাম ও পদবী (বেতন স্কেলসহ)	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব একের অধিক প্রকল্পে	তারিখ		মন্তব্য
				যোগদান	বদলী	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
জনাব মোঃ জহিরুল হক, (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক ৩৩,৫০০/- ৩৯,৫০০/-	-	খন্ডকালীন	হ্যাঁ	০৭/১০/২০০৯	১৪/১০/২০১২	-

১১। প্রকল্প শুরু হতে বছর ভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয় (%)
২০০৯-২০১০	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৮৯১৫.১৬ (২৮.৩৩%)
২০১০-২০১১	৮৯৫৫.০০	৮৯৫৫.০০	৮৭৪২.৭২(২৭.৭৮%)
২০১১-২০১২	১৩৭৮৬.৫০	১৩৭৮৬.৫০	১৩৭৬১.০০(৪৩.৭৩%)
মোটঃ	**৩১৭৪১.৫০**	**৩১৭৪১.৫০**	**৩১৪১৮.৪৪ (৯৯.৮৪%)**

১২। প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ্য টাকায়)

নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
(ক)	**রাজস্ব ব্যয়ঃ**						অব্যয়িত অর্থ
০১।	অফিসারদের বেতন	৫জন	১৩.২৭	৪ জন	৮.৯২	৪ জন	
০২।	কর্মচারীদের বেতন	১,,	০.০০	১,,		-	
০৩।	বাড়ী ভাতা	৬,,	৬.৬০	৬,,	৪.৩৭	৪ জন	
০৪।	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৬,,	০.০০	৬,,		-	

নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
০৫।	উৎসব ভাতা	৬,,	১.৬৪	৬,,	০.৭৮	৪ জন	
০৬।	চিকিৎসা ভাতা	৬,,	০.৬৪	৬,,	০.৪৩	৪ জন	
(ক)	রাজস্ব ব্যয়ঃ						
০৭।	টিফিন ভাতা	১,,	০.০০	১,,		-	
০৮।	যাতায়াত ভাতা	১,,	০.০০	১,,		-	
০৯।	অন্যান্য (গ্রাচুয়িটি)	থোক	২.৬০	-	২.৫০	-	
	মোট =		**২৪.৭৫**		**১৭.০০**		৭.৭৫
	সরবরাহ ও সেবাঃ						
১০।	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৩.৯৫	থোক	১.৬৭	থোক	
১১।	টেলিফোন ব্যয়	৫টি	০.৯২	৫টি	০.৬৩	৫টি	
১২।	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৩টি গাড়ির	১৯.৪৫	৩টি গাড়ির	১৯.৪৩	৩টি	
১৩।	মুদ্রণ	থোক	০.০০	থোক		থোক	
১৪।	ষ্টেশনারী, সীলস এন্ড ষ্টাম্পস্	,,	২২.৭৭	,,	২২.৬৩	,,	
১৫।	দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন	,,	০.৪১	,,	০.২৭	,,	
১৬।	প্রশিক্ষণ	,,	২.৮২	,,	২.৮২	,,	
১৭।	সম্মানী ভাতা	,,	২.৭১	,,	১.১০	,,	
১৮।	অনুলিপি ব্যয়	,,	৬.২৭	,,	৬.২৩	,,	
১৯।	অন্যান্য (পিআইও অফিস)	,,	২৪৯.০২	,,	২৪১.৩৭	,,	
২০।	যানবাহন মেরামত	৩টি জিপ	৮.৮৫	৩টি জিপ	৮.৬৫	৩টি	
	মোট =		**৩১৭.১৭**		**৩০৪.৭৮**		**১২.৩৯**
	(a) রাজস্ব ব্যয়ঃ		**৩৪১.৯২**		**৩২১.৭৮**		
	(b) মূলধন ব্যয়ঃ						
২১।	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	২সেট	১.৯৯	২সেট	১.৯৯	২সেট	
২২।	অফিস ইকুইপমেন্ট (আইপিএস)	২টি	১৯৮	২টি	১.৯৭	২টি	
	মোট =		**৩.৯৭**		**৩.৯৬**		**০.০১**
	নির্মাণব্যয়:						
২৩।	সেতু/কালভার্ট		৩১,১২১.৬১	১৬১২৬ মিঃ	৩১,০৯৩.১৩	১৬১২৬ মিঃ	
	(a+b) মোট =(মুলধনী অংগভিত্তিক)		**৩১,১২৫.৫৮**		**৩১,০৯৭.১০**		**২৮.৪৮**
	a) Physical Cont:		**০.০০**				
	b) Price cent:		**০.০০**				
	সর্বমোট =		**৩১,৪৬৭.৫০**		**৩১,৪১৮.৮৮**		**৪৮.৬৩**

১৩। কাজ অসমাপ্ত থাকলে বিবরণঃ
প্রকল্পের আওতায় অসমাপ্ত কোন কাজ নেই।

১৪। প্রধান প্রধান অংগের বিরবণঃ

প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায় ছোট ছোট (১২ মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) ১৬১২৬ মিঃ ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ। এখাতে বরাদ্দ ছিল ৩১১২১.৬১ লক্ষ টাকা। মোট ১৬১২৬ মিঃ সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে এবং এখাতে ব্যয় হয়েছে ৩১০৯৩.১৩ লক্ষ টাকা, যা প্রদত্ত পিসিআর হতে জানা যায় । এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৫। পরিদর্শিত প্রকল্প এলাকার বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

প্রকল্প সমাপ্তির পর গত ২০/০১/২০১৩ তারিখে পাকুন্দিয়া, ২১/০১/২০১৩ তারিখে ভৈরব, ০৪/০৫/২০১৩ তারিখে ফেঞ্চুগঞ্জ, ২৭/০৫/২০১৩ তারিখে দিনাজপুর সদরে, ২১/০৬/২০১৩ তারিখে নাচোল উপজেলা ও ২২/০৬/২০১৩ তারিখে চাপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার কয়েকটি সেতু সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১৫.১ পাকুন্দিয়া উপজেলাঃ

গত ২০/০১/২০১৩ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উক্ত উপজেলায় ৩টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুগুলো হচ্ছে-

(ক) চকদিকা পূর্ব পাড়া সিংড়া নদীর উপর ব্রিজ (অর্থ বৎসর -২০১০-২০১১)
(খ) পুটিয়া-দিগম্বরদী সংযোগ সড়ক সেতু (অর্থ বৎসর ২০০৯-২০১০)
(গ) চন্ডিপাশা-নারান্দী সংযোগ সড়ক সেতু (অর্থ বৎসর ২০১১-২০১২)

পরিদর্শিত (০২) দুটি সেতুর বিরবণ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১৫.১.১ চকদিকা পূর্বপাড়া সিংড়া নদীর উপর ব্রিজঃ

পাকুন্দিয়া উপজেলায় পাটুয়াভাংগা ইউনিয়নে চকদিকা গ্রামে সিংড়া নদীর উপর ৪০ ফুট/১২.১৯ মিটার সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ১৫.৪০ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স সিরাজ ট্রেডাসকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী অনুমোদিত সময়ের মধ্যে সেতুটি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা যায় । ব্রিজটির এপ্রোচরোডের একটি অংশ মূল সড়কের সাথে সংযোগ হয়েছে। উক্ত সড়কটি এলাকার একটি বাজারকে সংযোগ ঘটিয়েছে। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ব্রিজটি এপ্রোচরাস্তা থেকে উঁচু, যার ফলে সেতু দিয়ে কোন যানবাহন চলাচল করতে পারে না। এ বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানিয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সিকিউরিটি অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়নি। এপ্রোচ রাস্তাটি ঠিকাদার কর্তৃক যথাযথভাবে নির্মাণ করা হবে। স্থানীয় বাজার এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যতায়াতের জন্য এ ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রিজটি নির্মাণের পূর্বে এ স্থানে একটি বাঁশের সাঁকো ছিল। ব্রিজটি নির্মাণ করার ফলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে এবং এলাকার জনগণেরও যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে বলে স্থানীয় উপকারভোগীরা জানিয়েছেন। এর ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বেড়েছে এবং স্থানীয় জনগণের কৃষিপণ্য পরিবহণে সুবিধা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৫.১.২ চন্ডীপাশা-নারান্দী সংযোগ সেতুঃ

পাকুন্দিয়া উপজেলার চন্ডীপাশা-নারান্দী ইউনিয়নের মাঝে ৩৩ ফুট/১০.০৫ মিঃ সংযোগ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৯.৮৬ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স শিবলী এন্টারপ্রাইজকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী অনুমোদিত সময়ের মধ্যে সেতুটি নির্মাণ কাজ করা হয়েছে বলে জানা যায়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, অনুমোদিত নকশা ও ডিজাইন অনুযায়ী সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে চন্ডীপাশা ও নারান্দী ইউনিয়নের মধ্যে

যোগাযোগ ক্ষেত্রে সংযোগ তৈরী হয়েছে। এর ফলে দুটি ইউনিয়নের জনগণ সহজে এক ইউনিয়ন থেকে অন্য ইউনিয়নে যাতায়াত করতে পারছে।

১৫.২। ভৈরব উপজেলাঃ

গত ২১/০১/২০১৩ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ভৈরব উপজেলায় ০৪টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুগুলো হচ্ছে-

ক। আগানগর উমনাথপুর সেতু (অর্থ বছর ২০১১-২০১২)
খ। শিমুলকান্দি বাউসমরা সেতু (অর্থ বছর ২০১১-২০১২)
গ। বাঁশগাড়ী বাঘাইকান্দি সেতু (অর্থ বছর ২০১০-২০১১)
ঘ। কালিকাপ্রসাদ সেতু (অর্থ বছর ২০০৯-২০১০)।

পরিদর্শিত (০২) দুটি সেতুর বিরবণ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১৫.২.১ **কালিকাপ্রসাদ সেতুঃ**

ভৈরব উপজেলার কালিকাপ্রসাদ দক্ষিণ পাড়া ঈদগাহ হতে খেয়াঘাট রাস্তা মহরম আলীর বাড়ির নিকট ৩৩ ফুট/ ১০.০৫মিঃ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১৯.৮২ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে মেসার্স তারা মিয়াকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী অনুমোদিত সময়ের মধ্যে সেতুটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা যায়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সেতুর সংযোগ সড়কের মাটি অনেকাংশে সরে গেছে। সেতুটি সংযোগ সড়ক হতে উচুঁ হওয়ায় রিক্সাসহ অন্যান্য যানবাহন চলাচল করতে পারেনা। সেতুটির সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা অতি জরুরী। এ বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তাৎক্ষনিকভাবে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সেতুটি নির্মাণের পূর্বে এ স্থানে একটি ডিংগি নৌকা দ্বারা জনগণ খাল পার হতো। বতমানে সেতুটি নির্মাণের ফলে জনগণের যাতায়াত কিছুটা সহজ হয়েছে। জনগণ হেঁটে ঈদগাহ মাঠে সহজে আসতে পারে বলে উপকারভোগীরা অবহিত করেছে।

১৫.২.২ **শিমূল কান্দি বাউসমারা সেতুঃ**

ভৈরব উপজেলায় শিমূল কান্দি ইউনিয়নে বাউসমারা গ্রামের খালের উপর ৪০ ফুট ১২.১৯ মিঃ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২২.৪৩ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মের্সাস কাজল ট্রেডাসকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী অনুমোদিত সময়ের মধ্যে সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। সেতুটি নির্মাণের পূর্বে স্থানীয় জনগণের যাতায়াতে খুবই অসুবিধা হতো। বর্তমানে তাদের যাতায়াতে সহজ হয়েছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য সেতুটি একটি পাকা রাস্তাকে সংযোগ ঘটিয়েছে যা উপজেলা এবং জেলার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

১৫.৩। ফেঞ্চুগঞ্জঃ

গত ০৪/০৫/২০১৩ তারিখে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা অংশে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উক্ত উপজেলায় (০৩) তিনটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে । সেতুগুলো হচ্ছে-

১। উত্তর কুশিয়ারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রাস্তায় খালের উপর সেতু (অর্থ বছর ২০১১-২০১২)।
২। বিজামপুর হতে পানবাড়ী সড়কের এওলাছাড়া বাধেঁর উপর সেতু (অর্থ বছর ২০১০-২০১১)।
৩। ডাকবাংলা হতে প্রাইমারী স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় সেতু (অর্থ বছর ২০০৯-২০১০)।

পরিদর্শিত (০১) একটি সেতুর পরিদর্শন বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

১৫.৩.১ উত্তর কুশিয়ারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যাওয়ার রাস্তায় খালের উপর সেতু নির্মাণঃ-

উত্তর কুশিয়ারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তায় খালের উপর ৩৩ ফুট/১০.০৫ মিঃ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৮.৯৭ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মের্সাস শাহীন ট্রেডার্সকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী অনুমোদিত সময়ের মধ্যে সেতুটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা যায়। একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত করার জন্য এ সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের আঙিনা হতে প্রায় ১০০ গজ দূরে একটি খালের উপর এ সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটির সাইট নির্বাচন

করা যথাযথ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। পূর্বে এ স্থানে প্রায় ২ ফুট প্রস্থ একটি সেতু ছিল। এ সেতু দিয়ে শুধু হেঁটে চলাচল করা যেতো কোন যানবাহন চলাচল করতে পারতো না। ১৪ ফুট প্রসস্থ এ সেতুটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত সহজ হয়েছে বলে জানা যায়। তাছাড়া, সেতুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পাকা সড়ক যা ফেঞ্চুগঞ্জ হতে কানাইঘাট উপজেলায় চলে গেছে এর মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে। সেতুটি অনুমোদিত নকশা ও ডিজাইন অনুযায়ী করা হয়েছে। সেতুর নির্মাণ কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক।

১৫.৪। দিনাজপুর সদরঃ

গত ২৭/০৫/২০১৩ তারিখে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের অধীনে দিনাজপুর সদর উপজেলায় (০৩) তিনটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে । সেতুগুলো হচ্ছে-

১। ঠাকুরাইন বাজার হতে কিশমতশালকী যাওয়ার রাস্তায় মনিপুরখাড়ীর উপর ব্রিজ নির্মাণ (অর্থ বছর ২০০৯-২০১০)।
২। রামডুবি বাজার হতে পশ্চিম সদরপুর রাস্তায় গর্ভেশ্বরী খালের উপর সেতু নির্মাণ (অর্থ বছর ২০১০-২০১১)।
৩। আরজি পাঁচকেয়া হতে কিশমত শালকী রাস্তায় মনিপুর খাড়ীর উপর সেতু নির্মাণ (অর্থ বছর ২০১১-২০১২)।

১৫.৪.১ ঠাকুরাইন বাজার হতে কিশমতশালকী যাওয়ার রাস্তায় মনিপুর খাড়ীর উপর ব্রিজ নির্মাণঃ

ঠাকুরাইন বাজার হতে কিশমত শালকী যাওয়ার রাস্তায় মনিপুর খাড়ীর উপর ৩৩ ফুট/১০.০৫ মিটার সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১৭.৭১ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মের্সাস রফিকুল ইসলামকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী (০৩) তিন মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায়। সেতুটি নির্মাণের ফলে এলাকাবাসীর যাতায়াতের সুবিধা ও কৃষিপণ্য পরিবহণে সহজ হয়েছে বলে স্থানীয় ইউপি সদস্য জানিয়েছেন। সেতুটি নির্মাণের পূর্বে খালের উপর একটি বাশেঁর সেতু ছিল যা দিয়ে যাতায়াত করাও কষ্টকর ছিল। বর্তমান সেতুটি নির্মাণের ফলে তাদের কষ্ট লাগব হয়েছে বলে স্থানীয় জনগণ অবহিত করেছে। সেতুর উইংওয়াল ও এপ্রোচরোড যথাযথভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যা পরিদর্শনকালে দেখা যায়।

১৫.৪.২ রামডুবি বাজার হতে পশ্চিম সদরপুর রাস্তায় গর্ভেশ্বরী খালের উপর সেতু নির্মাণঃ

রামডুবি বাজার হতে পশ্চিম সদরপুর রাস্তায় গর্ভেশ্বরী খালের উপর ৩৬ ফুট /১০.৯৭ মিঃ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ১৮.০৩ লক্ষ টাকা চুক্তিমুল্যে মের্সাস নাজিম উদ্দিনকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী গত ২৮/১২/২০১০ তারিখে নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ৬/৩/২০১১ তারিখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। একটি বাজারের পাশে খালের উপর সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি সাইট নির্বাচন করা যথাযথ হয়েছে বলে মনে হয়। সেতুটি নির্মাণের ফলে গ্রামবাসী কৃষিপণ্য সহজে বাজারে আনতে পারছে। বাহ্যিকভাবে সেতুটির নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।

১৫.৪.৩ আরজি পাঁচকেয়া হতে কিশমত শালকী রাস্তায় মনিপুর খাড়ীর উপর সেতু নির্মাণঃ

অরজি পাঁচকেয়া হতে কিশমত শালকী যাওয়ার বাস্তায় মনিপুর খাড়ির উপর ৩৩ ফুট/ ১০.০৫ মিটার সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৮.১৭ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মোল্লা সারওয়ার মোর্শেদকে ১৯/১০/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ১২/১২/২০১১ তারিখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সেতুটির উইংওয়াল যথাযথভাবে করা হয়েছে। ফসলের মাঠে একটি খালের উপর এ সেতুটি নির্মাণ করা হয়। সেতুটি নির্মাণের ফলে গ্রামবাসীরা তাদের কৃষি ফসল সহজেই বাড়িতে আনতে পারছে বলে উপকারভোগীরা অবহিত করেছেন।

১৫.৫। চাপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাঃ

গত ২২/০৬/২০১৩ তারিখে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উক্ত উপজেলায় ৩টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুগুলো হচ্ছে-

ক) চর অনুপনগর ইউপি এর নীলমনিচর রাস্তায় মেজাদুল বিশ্বাসের জমির পার্শ্বে সেতু (অর্থ বছর ২০০৯-১০)

খ) চর অনুপনগর ইউপি অফিস চৌমোহনী হতে অনুপনগর গ্রাম রাস্তায় পুরাতন সেতুর স্থানে সেতু নির্মাণ (অর্থবছর ২০১০-১১)

গ) মোল্লানগর গ্রাম হতে খাড়িবোনা রাস্তায় ধসনাপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট সেতু (২০১১-১২)

পরিদর্শিত ২টি সেতুর রিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১৫.৫.১। চরঅনুপনগর ইউনিয়ন অফিস চৌমোহনী হতে অনুপনগর গ্রাম রাস্তায় পুরাতন স্থানে সেতু নির্মাণঃ

চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চর অনুপনগর ইউনিয়ন অফিস চৌমোহনী বালিকা বিদ্যালয় হতে অনুপনগর গ্রাম রাস্তায় পুরাতন সেতুর স্থানে ৩৬ ফুট/১০.৯৭ মিটার সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ১৭.৩৮ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মের্সাস কামরুল ইসলামকে গত ১৯/১২/২০১০ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী গত ১০/০৩/২০১১ তারিখে সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা যায়। মূলতঃ একটি পাকা রাস্তার সাথে সংযোগ সাধন এবং বালিকা বিদ্যালয় এর সাথে পাকা রাস্তার সংযোগ সাধনের জন্য ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রিজটি একটি খালের উপর যা ৩৬ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১৪ ফুট প্রস্থ্য। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সংযোগ সড়কে মাটি ধরে রাখার জন্য ব্রিজটির উইংওয়াল বাস্তবতার নিরিখে করা হয়েছে। ব্রিজটি নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের যাতায়াত সহজ এবং মূল পাকা রাস্তার সাথে একটি গ্রামের যোগাযোগের সংযোগ সাধিত হয়েছে। ব্রিজটির নির্মাণ কাজের গুণগতমান বাহ্যিকদৃষ্টিতে সন্তোষজনক।

১৫.৫.২। মোল্লানগর গ্রাম হতে খড়িবোনা রাস্তায় ধসনাপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট সেতু নির্মাণঃ

চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মোল্লানগর গ্রাম হতে খড়িবোনা রাস্তায় ধসনাপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট ৩৩ ফুট/ ১০.০৫ মিটার সেতু নির্মাণ করার লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২১.২০ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মের্সাস সাইফুল ইসলামকে গত ১২/০১/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী গত ২৩/০৩/২০১২ তারিখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা যায়। জেলা শহরের পাকা রাস্তার সাথে সংযোগ স্থাপন এবং একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি নিমার্ণের ফলে জেলা শহরে যাতায়াত করা জনগণের জন্য সুবিধা হয়েছে বলে জানা যায়। তাছাড়া সেতুটি নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করাও শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ হয়েছে এবং উপস্থিতির হার বেড়েছে বলে জানা যায়।

১৫.৬। নাচোল উপজেলাঃ

গত ২১/০৬/২০১৩ তারিখে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উক্ত উপজেলায় ০২টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুগুলো হচ্ছে-

ক) কসবা ইউনিয়নের অধীন গোলাবাড়ী খাড়ীর উপর সেতু নির্মাণ (অর্থ বছর ২০১১-২০১২)

খ) পাহাড়পুর রাস্তায় মহাদাড়াঁ খাড়ির উপর সেতু নির্মাণ (অর্থ বছর ২০১১-২০১২)

পরিদর্শিত একটি সেতুর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১৫.৬.১। পাহাড়পুর রাস্তায় মহাদাড়াঁ খাড়ির উপর সেতুঃ

নাচোল উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে অবস্থিত পাহাড়পুর রাস্তায় মাহদাড়াঁ খাড়ির উপর ৩৩ ফুট/১০.০৫ মিটার দৈর্ঘ্য সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৮.৯৭ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মের্সাস আশা কন্সট্রাকশনকে গত ০৫/১২/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী অনুমোদিত সময়ের মধ্যেই সেতুটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা যায়। একটি বাজারে যাতায়াতের সুবিধার্থে সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি রেল ব্রিজের সাথে অবস্থিত। এ সেতুটি নির্মাণের পূর্বে স্থানীয় জনগণ রেলব্রিজের উপর দিয়ে পার হতো বলে জানা যায় যা ছিল জীবনের জন্য ঝুঁকিস্বরূপ।

সেতুটি নির্মাণের ফলে জনগণ স্বাচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারছে এবং কৃষিপণ্য বাজারে পরিবহণ করতে পারছে। সেতুটি নির্মাণের গুণগতমান বাহ্যিকদৃষ্টিতে সন্তোষজনক বলে জানা যায়।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
ক) গ্রামীণ রাস্তায় সেতু/কালভার্ট নির্মাণপূর্বক স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্ট্রার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ;	গ্রামীণ রাস্তায় সেতু/কালভার্ট নির্মাণপূর্বক স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্ট্রার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।	
খ) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের মাধ্যমে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বার্ষিক ও মৌসুম ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের মাধ্যমে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বার্ষিক ও মৌসুম ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	কতজন লোক দৈনিক কত হারে মজুরি পেয়েছেন তার হিসাব পিসিআরে দেওয়া হয়নি।

১৭। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে কিনা?

উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৮। সমস্যাঃ

১৮.১। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে পরিপত্র অনুসরণ না করাঃ

পরিকল্পনা বিভাগের একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক জারীকৃত (স্বারক নং-পরি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯, তারিখঃ ০৮/১১/২০০৯) পরিপত্রের ১.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বা তদুর্দ্ধ হলে পূর্ণকালীন যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার কথা। প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলো ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক। তিনি তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া, পরিপত্রের অনুচ্ছেদ ১.৪ অনুযায়ী "একই ব্যক্তিকে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা যাবে না"। আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক একই সাথে পাবর্ত্য জেলায় বাস্তবায়িত "পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জেলায় ছোট ছোট (১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দেখা যায় যে, প্রকল্পটি পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নেই এবং একই ব্যক্তি একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, এটি একদিকে যেমন পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী, অন্যদিকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম তথা মনিটরিং এর জন্যও যথেষ্ট নয় মর্মে প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা গেছে।

১৮.২। তদারকির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবঃ

প্রকল্প তদারকির ক্ষেত্রে মনিটরিং কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) প্রকল্পের দরপত্র আহবান, অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদনের সাথে জড়িত। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) তার কাজের জবাব দিহিতার জন্য জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তার নিকট দায়ী থাকলেও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে উক্ত কর্মকর্তার কোন ভূমিকা নেই মর্মে জানা যায়। । এর ফলে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তারা প্রকল্প এলাকায় মনিটরিং কাজে গুরুত্ব প্রদান করেননা বলে পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা গেছে।

১৮.৩। ডিপিপিতে ব্রিজ/কালভার্টের নাম উল্লেখ না থাকাঃ

প্রকল্পের ডিপিপিতে নির্মিত ব্রিজ/কালভার্টের নাম উল্লেখ নেই, শুধু উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নির্দেশে/ইচ্ছামাফিক ব্রিজ/কালভার্ট করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু ডিপিপিতে ব্রিজ/কালভার্টের নাম উল্লেখ থাকলে প্রকল্প চলাকালীন বা শেষ পর্যায়ে Monitoring & Supervision করা সহজ হয় । তাছাড়া ইতোপূর্বে যেসব ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে তার দ্বৈততা পরিহার/সর্তকতা অবলম্বনের জন্য ডিপিপিতে প্রত্যেকটি ব্রিজ/কালভার্টের সাইট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল যা, আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে নেই। প্রথম পর্যায় থেকে এ পর্যন্ত নির্মিত প্রত্যেক ব্রিজ/কালভার্ট এর আনুক্রমিক নম্বর থাকলে দ্বৈততা পরিহার/মনিটরিং করা সহজ হতো।

১৮.৪। এপ্রোচ সড়ক যথাযথভাবে নির্মাণ না করাঃ

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হলেও এ্যাপ্রোচ রাস্তা যথাযথভাবে নির্মাণ করা হয়নি, যার ফলে সে সকল সেতু/কালভার্ট দিয়ে কোন যানবাহন চলাচল করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ- পাকুন্দিয়া উপজেলার চকদিকা পূর্বপাড়া সিংড়া নদীর উপর ব্রিজ এবং ভৈরব উপজেলার কালিকাপ্রসাদ সেতু।

১৮.৫। প্রকল্প পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট মহলের সহযোগিতার অভাবঃ

প্রকল্প পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত পরিদর্শনসূচি মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করা হলেও কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহলের সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। পরির্দর্শিত স্থানে গিয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মোবাইল ফোন সংগ্রহ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়েছে। অনেক সময় প্রকল্প এলাকায় গিয়ে ২/৩ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে যা পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার জন্য বিব্রতকর। এ ব্যাপারে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার (পিআইও), দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তাঁরা জানিয়েছেন যে, আইএমইডি'র পরিদর্শনের ব্যাপারে তাদের উধ্বর্তন কর্মকর্তারা তাদেরকে অবহিত করেনি। বিষয়টি খুবই নাজুক।

১৮.৬। চুক্তিমূল্যে ভিন্নতাঃ

পরিদর্শির্ত ব্রিজগুলোর নিমার্ণকাজের কাযার্দেশ (NOA) পযালোচনা করে দেখা যায় যে, একই দৈর্ঘ্যের ব্রিজের নির্মাণ কাজের চুক্তিমূল্য এক এক এলাকায় এক এক রকম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে দিনাজপুর সদর উপজেলার "রামডুবি বাজার হতে পশ্চিম সদরপুর রাস্তায় গর্ভেশ্বরী খালের উপর ৩৬ ফুট সেতুর" নির্মাণ কার্যাদেশের চুক্তি মূল্য ১৮.০৩ লক্ষ টাকা এবং একই অর্থ বছরে চাপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার "চরঅনুপনগর ইউনিয়ন অফিস চৌমোহনী হতে অনুপনগর গ্রাম রাস্তায় পুরাতন স্থানে ৩৬ফুট সেতুর" নির্মাণের চুক্তিমূল্য ১৭.৩৮ লক্ষ টাকা যা অনুচ্ছেদ (১৫.৪.২. ও ১৫.৫.১) এ উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে চাপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় ২০১১-২০১২ অর্থ সালে নির্মিত ৩৩ ফুট দীর্ঘ "মোল্লানগর গ্রাম হতে খড়িবোনা রাস্তায় ধসনাপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট সেতু" এর কার্যাদেশের চুক্তিমূল্য ২১.২০ লক্ষ টাকা এবং একই অর্থ বছরে নাচোল উপজেলায় নির্মিত ৩৩ ফুট দীর্ঘ "পাহাড়পুর রাস্তায় মহাদাঁড়া খাড়ির উপর সেতু" নির্মাণ কার্যাদেশের চুক্তি মূল্য ১৮.৯৭ লক্ষ টাকা, যা অনুচ্ছেদ (১৫.৫.২ ও ১৫.৬.১) এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯। <u>সুপারিশঃ</u>

১৯.১ ইতোপূর্বে আইএমইডি কর্তৃক "গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করার প্রতি অনুরোধ জানানো সত্বেও এ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে পরিপত্রের ব্যত্যয় ঘটিয়ে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। অতএব, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র পুরোপুরি অনুসরণ করার প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল।

১৯.২ সেতু/কালভার্ট নির্মাণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির Monitoring & Supervision ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন। সেতু/কালভার্ট এর কাজ চলাকালীন সময়ে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকের ঘনঘন তদারকি করা উচিত। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ডিপিপি/প্রকল্পের সংস্থান অনুসারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পিআইসি কমিটি থাকা প্রয়োজন।

১৯.৩। প্রকল্পের পরিদর্শনসূচি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দপ্তর/সংস্থা/মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে সহযোগিতা না করার বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। ভবিষতে এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে না হয় সেব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে আরো আন্তরিক ও সচেতন হওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

১৯.৪। পরিদর্শিত সেতুগুলোর এ্যাপ্রোচরোড এর ত্রুটি বিচ্যুতি যা ১৫.১.১ ও ১৫.২.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ্ করা হয়েছে তা মেরামতের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ব্রিজ/কালভার্টগুলোর যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে তা মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

১৯.৫। সেতু/কালভার্ট এর এ্যাপ্রোচ রোডের মাটি ধরে রাখার জন্য উইংওয়ালের দৈর্ঘ্য ও ঢাল এর ডিজাইন বাস্তবতার নিরিখে নির্ধারণ করতে হবে এবং টার্ফিং করে এপ্রোচের মাটি ধরে রাখতে হবে।

১৯.৬। সেতু/কালভার্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে দুই পাশে মাটি ভরাট করে যেন সেতু নির্মাণ না করা হয় অর্থাৎ নদী/খাল/নালা এর প্রস্থ্ কমিয়ে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা যাবে না।

১৯.৭। সেতু/কালভার্ট এর স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের চাহিদা, উপযোগিতা ও বাস্তব অবস্থা বিবেচনা পূর্বক সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন।

১৯.৮। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রত্যেকটি সেতুর ছবি এলবামে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন যাতে পরবর্তীতে প্রকল্পের নতুন পর্যায় গ্রহণ করা সহজ হয়। প্রকল্পের প্রথম পর্যায় থেকে এ পযর্ন্ত যতগুলো ব্রিজ নিমির্ত হয়েছে তা একটি ইউনিক কোড নাম্বারের আওতায় এনে একটি ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে এবং ভবিষতে যেসমস্ত ব্রিজ নির্মাণ করা হবে তাও উক্ত কোডের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী করা যথাযথ হবে। প্রত্যেকটি কোডে বিপরীতে ব্রিজের বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকবে।

১৯.৯। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত যেসকল ব্রিজ/কালভার্টের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশের চুক্তিমূল্যে স্বাভাবিকতার বেশি ভিন্নতা রয়েছে সেগুলোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৮.৬)।

১৯.১০। যে সমস্ত ব্রিজ কোন গ্রোথ সেন্টার, হাট-বাজারকে সংযোগ করেনি, শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সংযোগ করেছে তার জন্য ফুটব্রিজ নির্মাণ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে স্বল্প ব্যয়সম্বলিত আলাদা ডিজাইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৩.১)।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মুল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ**
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ২০১১-১২ অর্থবছরে এডিপিভূক্ত মোট ১টি প্রকল্প (কারিগরী সহায়তা) সমাপ্ত হয়।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**
প্রকল্পটির ব্যয় মূল প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ১৪.২২% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের চেয়ে ১ বছর অর্থাৎ ২০% বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**
UNFPA কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পটির মেয়াদকাল ও অর্থ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে।

৪। **সমাপ্ত প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের পরিমাণ ও ধরন/প্রকৃতিঃ**
অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত ছিল না।

৫। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১) **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আইএমইডি'তে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১১'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ২৭/০২/২০১৩ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ১৪ মাস পর।	১) বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ মোটেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
২) **ফলোআপ কার্যক্রম না থাকাঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইস্যু, পরিবার কল্যাণ, HIV/AIDS, সন্ত্রাস প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি, যৌতুক প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদেরকে প্রশিক্ষিত করা যাতে তারা এলাকার জনগণকে এসব বিষয়ে সচেতন করতে পারে। বিশেষ করে, মুসলিম ধর্মীয় নেতারা যেন শুক্রবার জুম্মার নামাজের খুতবার পূর্বে এসব বিষয়ে আলোচনা করেন যাতে এলাকার মানুষের মাঝে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়। কিন্তু প্রশিক্ষিত ধর্মীয় নেতারা এসব বিষয় সম্পর্কে এলাকায় আলোচনা করেছেন কি-না বা এখনও করেন কি-না সে বিষয়ে কোন ফলো-আপ কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ছিল না।	২) কোন বিষয়ে ধর্মীয় নেতা বা ইমামদের মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্যোগ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং এ পদ্ধতিটি খুবই Effective। জনসাধারণকে সচেতন করার নিমিত্ত বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ধর্মীয় নেতাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় কোন ফলোআপ কার্যক্রম, রিফ্রেসার্স কোর্স এবং প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।
৩) **রিফ্রেসার্স কোর্স না থাকাঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২০,৬৫০ জন ধর্মীয় নেতাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে কোন ধরনের রিফ্রেসার্স কোর্স না থাকায় প্রশিক্ষিত ধর্মীয় নেতারা প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান গণসচেতনার জন্য কিভাবে ব্যবহার করছে সেটা জানা সম্ভব হয়নি।	

“মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)”

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১)

১.০	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	সমগ্র বাংলাদেশ
২.০	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.০	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৮৪৪.০০ ১০.০০ (৮৩৪.০০)*	৯৬৮.০০ ১০.০০ (৯৫৮.০০)	৯৬৪.০০ ১০.০০ (৯৫৪.০০)	জানুঃ ২০০৬ হতে ডিসেঃ ২০১০	জানুঃ ২০০৬ হতে ডিসেঃ ২০১১	জানুঃ ২০০৬ হতে ডিসেঃ ২০১১	১২০.০০ (১৪.২২%)	১ বছর (২০%)

* ইউএনএফপিএ

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	জন	১০.২০	২৬০	১০.০১	২৬০
২।	ইমাম প্রশিক্ষণ	জন	৩৫৫.৩০	১৭৩৯০	৩৫৫.৩০	১৭৩৯০
৩।	ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ	জন	৬২.৬৯	৩৬৬০	৬২.৬৬	৩৬৬০
৪।	হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ	জন	৫৬.৪০	২৬০০	৫৬.৪০	২৬০০
৫।	বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ	জন	১৫.৮০	৬৬০	১৫.৪৫	৬৬০
৬।	কাজীদের পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ	জন	৭.২০	৪০০	৭.০৬	৪০০
৭।	আন্তঃধর্মীয় সমঝোতা বৃদ্ধিকল্পে ধর্মীয় নেতাদের পরিচিতিমূলক ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৯২.৮০	৩৫০	৯২.৩৭	৩৫০
৮।	ধর্মীয় নেতাদের মিটিং	সংখ্যা	১৯.৪০	১০	১৯.৪০	১০
৯।	পরামর্শ সভা (৬৪ জেলায়)	সংখ্যা	৬১.১২	৭৬৮	৬০.৯৭	৭৬৮
১০।	বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায় ধর্মীয় নেতাদের সম্মেলন	সংখ্যা	১১৯.৯০	২৩	১১৯.৪৭	২৩
১১।	বার্ষিক সভা	সংখ্যা	৩০.৩০	৬	৩০.১১	৬
১২।	জনবলের প্রশিক্ষণ	থোক	০.০০	-	১৯.৫০	-
১৩।	বেতন এবং অন্যান্য ভাতা	থোক	৪৪.১২	৫	৪৪.৪২	৫
১৪।	শিক্ষা ভ্রমণ/ফেলোশীপ	সংখ্যা	১৯.৫০	২	১৯.৫০	২

ক্রমিক নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১৫।	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, হ্যান্ড আউট, বই ছাপানো	থোক	২১.০০	-	১৯.৬৫	-
১৬।	মূল্যায়ন	থোক	২.১৫	১	২.১২	১
১৭।	ওয়ার্ক প্লান রিভিউ এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন ব্যয়	থোক	১.০০	-	১.০০	-
১৮।	প্রয়োজন ভিত্তিক গবেষণা	থোক	৯.০০	-	৯.০০	-
১৯।	পরিদর্শন ও ভ্রমণ	থোক	৮.৫০	-	৮.৪৫	-
২০।	জ্বালানী এবং রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৪.০০	-	১৪.০০	-
২১।	কমিটি সভা	থোক	১.০০	-	১.০০	-
২২।	সানড্রাই/অন্যান্য	থোক	৬.৪২	-	৫.৭৬	-
২৩।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	০.৬০	৬	৮.০০	৬
২৪।	অফিস যন্ত্রপাতি এবং মেরামত	সেট	৭.৪০	৭		৭
২৫।	পরিবহন (মোটর সাইকেল)	সংখ্যা	২.২০	২	২.২০	২
	মোটঃ		**৯৬৮.০০**	**-**	**৯৬৪.০০**	**-**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল অংগের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। কাজেই জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে রোধ করে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে তা দেশ ও জাতির উন্নয়নে সহায়ক হবে। এমতাবস্থায়, জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের এ বিরাট জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম হিসেবে গড়ে তুলে মানব সম্পদে রূপান্তর করা প্রয়োজন। সমাজে মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং জনগণের ধারণা ও আচরণগত পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সম্পৃক্ত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ রয়েছে। অতীতে ধারণা করা হতো জনসংখ্যা কার্যক্রমে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে এ কার্যক্রমে সক্রিয় সহযোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করা হলে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব হবে। কেননা সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাগণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। উপরোক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ধর্মীয় নেতাদের জনসংখ্যা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এবং “প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার ইস্যু” বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)-এর অর্থায়নে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

ক) প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইস্যু ও পরিবার কল্যাণের অনুকূলে পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে জনসাধারণের আচরণগত পরিবর্তনের জন্য সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে পরামর্শদাতা হিসেবে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করা;

খ) প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা;

গ) প্রকল্প মেয়াদে ২০,৬৫০ জন ধর্মীয় নেতাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইস্যু, HIV/AIDS, সন্ত্রাস প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি ও যৌতুক প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

ঘ) প্রকল্প মেয়াদে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর উপর ধর্মীয় আলোকে ৪০০ জন কাজী ও ৩,৬৬০ জন ধর্মীয় মনোভাবসম্পন্ন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

৮.১ প্রকল্প অনুমোদনঃ প্রকল্পটির টিপিপি'র উপর ০৫/০১/২০০৬ তারিখে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের টিপিপি ৮৪৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৩৪.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬/০৩/২০০৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ ১ম সংশোধনঃ মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে UNFPA-এর ৭ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১১ সালের জন্য UNFPA কর্তৃক ১.৮০ লক্ষ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ১২৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় অংগের ব্যয় বৃদ্ধি এবং মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। ফলে ৯৬৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৯৫৮.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১০/০৭/২০১১ তারিখে সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৯.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৫-২০০৬	৫১.০০	১.০০	৫০.০০	০.৫০	৫০.৫০	০.৫০	৫০.০০
২০০৬-২০০৭	২০১.০০	১.০০	২০০.০০	১.০০	২০১.০০	১.০০	২০০.০০
২০০৭-২০০৮	২২৬.০০	১.০০	২২৫.০০	১.০০	২০৮.০০	১.০০	২০৭.০০
২০০৮-২০০৯	১৬২.০০	১.০০	১৬১.০০	১.০০	১৬২.০০	১.০০	১৬১.০০
২০০৯-২০১০	১৫৮.০০	২.০০	১৫৬.০০	১.৫০	১৫৭.৫০	১.৫০	১৫৬.০০
২০১০-২০১১	১৪২.০০	২.০০	১৪০.০০	২.০০	১৪২.০০	২.০০	১৪০.০০
২০১১-২০১২	৪৪.০০	৩.০০	৪১.০০	৩.০০	৪৩.০০	৩.০০	৪০.০০
মোটঃ	**৯৮৪.০০**	**১১.০০**	**৯৭৩.০০**	**১০.০০**	**৯৬৪.০০**	**১০.০০**	**৯৫৪.০০**

১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১	জনাব চৌধুরী মোঃ জিয়াউল হক, যুগ্ম-সচিব	০১/০১/২০০৬	২০/০২/২০০৮
০২	জনাব মোঃ এ.এইচ.এম. আফজাল উদ্দিন, এনডিসি, যুগ্ম-সচিব	২৪/০২/২০০৮	০৬/০১/২০০৯
০৩	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম-সচিব	২০/০১/২০০৯	০১/০৯/২০১১
০৪	জনাব মোঃ নুরুল আমিন, যুগ্ম-সচিব	০৫/০৯/২০১১	৩১/১২/২০১১

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি হতে গত ০৭/০৩/২০১৩ তারিখে ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় এবং ২৩/০৩/২০১৩ তারিখে দিনাজপুর জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে এবং পরিদর্শনের সময় কয়েকজন উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- একটি পরিকল্পিত ও আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইস্যু, HIV/AIDS, সন্ত্রাস প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি, যৌতুক প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদেরকে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে তারা এলাকার জনসাধারণকে এসব বিষয়ে সচেতন করতে পারে।	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত এর প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ ধর্মীয় নেতাদেরকে বর্ণিত বিষয়গুলোর উপর ৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে প্রশিক্ষিত সকল ধর্মীয় নেতারা বিশেষ করে ইমাম সাহেবরা জুম্মার নামাজের খুতবার পূর্বে এসব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কিনা সেটি জানা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্পটি মূল্যায়নের নিমিত্ত ১৪ জন ইমাম সাহেবের সাথে আলোচনা হয়। আলোচনায় তারা জানান যে, প্রশিক্ষণের ফলে তারা ব্যাপক উপকৃত হয়েছেন ও জুম্মার নামাজের খুতবার পূর্বে তারা এসব বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এলাকার মানুষ বিষয়গুলো সাদরে গ্রহণ করছে।

১৩.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পটির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ ধর্মীয় নেতাদেরকে ৪ দিনব্যাপী প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইস্যু, HIV/AIDS, সন্ত্রাস প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি, যৌতুক প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, ওয়ার্কশপ, সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩/০৩/২০১৩ তারিখে দিনাজপুর জেলা পরিদর্শনের সময় ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি, দিনাজপুর-এর নথিপত্র যাচাইয়ের পর দিনাজপুর সদর উপজেলার মহারাজা স্কুল মাঠ জামে মসজিদে আসরের নামাজ আদায়ের পর ও দিনাজপুর জেলা স্কুল জামে মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায়ের পর উভয় মসজিদের ইমাম সাহেবদের সাথে (যারা বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন) আলোচনা করে জানা যায় যে, তারা প্রশিক্ষণ থেকে উপকৃত হয়েছেন। তবে তারা প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং নিয়মিত এই প্রশিক্ষণ আয়োজনের আবেদন জানান। উভয় মসজিদেই ৪-৫ জন মুসল্লীর সাথেও আলোচনা হয় এবং মুসল্লীরা বলেন, ইমাম সাহেবেরা জুম্মার নামাজের খুতবার পূর্বে এসব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও প্রকল্প কার্যালয় থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল ইমাম ট্রেনিং একাডেমীর আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোট ১২ জন ইমামের তালিকা সংগ্রহ করে তাদের সাথে মোবাইলে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় তারা জানান যে, প্রশিক্ষণের ফলে তারা বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হতে পেরেছেন। প্রশিক্ষিত ধর্মীয় নেতাদের সাথে আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- ❖ মাদ্রাসায় শিক্ষিত ইমামরা বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ব থেকে কিছু কিছু জানলেও প্রশিক্ষণের ফলে তারা বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পেরেছেন এবং একটি দিক-নির্দেশনা পেয়েছেন।
- ❖ বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষের কাছে কিভাবে Approach করতে হবে তা তারা প্রশিক্ষণের ফলে জানতে পেরেছেন।
- ❖ প্রশিক্ষণ, আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ফলে বিভিন্ন জনের সাথে তাদের Interaction হয়েছেন এবং তারা একে অপরকে জানতে পেরেছেন।
- ❖ তারা প্রশিক্ষণের মেয়াদ কম এবং দৈনিক ভাতার পরিমাণ কম এটিও উল্লেখ করেছেন।

সরাসরি এবং মোবাইলের মাধ্যমে যেসব ইমামদের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে তাদের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	ইমামদের নাম	মসজিদের নাম	মসজিদের অবস্থান	মোবাইল নম্বর
১	হাফেজ মাওঃ মোঃ সাদেকুল ইসলাম	মহারাজা স্কুল মাঠ জামে মসজিদ	সদর, দিনাজপুর	০১৭২১৭১৬২৭৯
২	জনাব মুহাঃ নজরুল ইসলাম	দিনাজপুর স্কুল মাঠ জামে মসজিদ	সদর, দিনাজপুর	০১৭২৭৩৭৪১৭৫
৩	জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিন	পুলিশ লাইন জামে মসজিদ	বরিশাল সদর	০১৭১২২৬০৯৭৫
৪	হাফেজ মোঃ এইচএম মশিউর রহমান	জুরকাঠি রমনাকাঠি মফিজিয়া জামে মসজিদ	জুরকাঠি রমনাকাঠি, নলচিটি, বরিশাল	০১৭১৫৮১৭৬৭১
৫	মাওঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম	মোল্লাগ্রাম নতুন জামে মসজিদ	সিলেট সদর	০১৭১৬৯২৭১৭১
৬	মাওঃ নুরুল আমীন	তালুকদার পাড়া জামে মসজিদ	জালালাবাদ, সিলেট	০১৭১২৬৭৮৩২১
৭	মাওঃ মোঃ মফিজুল ইসলাম	দিয়ানা দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ	দৌলতপুর, খুলনা	০১৯১৮৭৮৭৫৯২
৮	মাওঃ মুফতী আবদুল কুদ্দুস	বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ	খুলনা	০১৭১০৮৫৯৬৮৭

ক্রঃনং	ইমামদের নাম	মসজিদের নাম	মসজিদের অবস্থান	মোবাইল নম্বর
৯	মাওঃ আবদুল কাদের শিমুলী	বায়তুস সালাম উপশহর বড় জামে মসজিদ	রাজশাহী	০১৭১৫২৩৪৪১০
১০	জনাব মোঃ আকবর আলী	দৌলতপুর জামে মসজিদ, পবা	রাজশাহী	০১৭১৭১৩৬৮৬০
১১	মাওঃ কামাল উদ্দিন	দেওয়ানীয়া জামে মসজিদ	দেওয়ানহাট, ডাবলমুরি, চট্টগ্রাম	০১৮১৯৬২৮২৯৯
১২	মাওঃ লিয়াকত আলী	নতুনপাড়া জামে মসজিদ	হালিশহর, চট্টগ্রাম	০১৮১৬২৭৮৬৭২
১৩	মাওঃ সিরাজুল ইসলাম	রাজা ভালা চেয়ারম্যান মার্কেট জামে মসজিদ	উত্তরা, ঢাকা	০১৮৩৫০৩৮০২৯
১৪	মাওঃ ওবায়েদ উল্লাহ এরশাদ	সি টাইপ সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদ	মিরপুর, ঢাকা	০১৭১৮৫৬৫১২১

এখানে উল্লেখ্য যে, মোট ৭টি ইমাম ট্রেনিং একাডেমি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, দিনাজপুর)-এর মাধ্যমে ইমামদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে একথা বলা যায় যে, আমাদের সমাজে প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইস্যু, HIV/AIDS, সন্ত্রাস প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি, যৌতুক প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই সচেতনতা বৃদ্ধিতে বর্ণিত প্রকল্পের কিছু না কিছু অবদান অবশ্যই রয়েছে, তবে সেটি কতটুকু তা পৃথকভাবে নির্ণয় করা দুস্কর।

১৪.০ <u>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>

১৪.১ **<u>বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ</u>** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আইএমইডি'তে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১১'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ২৭/০২/২০১৩ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ১৪ মাস পর।

১৪.২ **<u>ফলোআপ কার্যক্রম না থাকাঃ</u>** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইস্যু, পরিবার কল্যাণ, HIV/AIDS, সন্ত্রাস প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি, যৌতুক প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদেরকে প্রশিক্ষিত করা যাতে তারা এলাকার জনগণকে এসব বিষয়ে সচেতন করতে পারে। বিশেষ করে, মুসলিম ধর্মীয় নেতারা যেন শুক্রবার জুম্মার নামাজের খুতবার পূর্বে এসব বিষয়ে আলোচনা করেন যাতে এলাকার মানুষের মাঝে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়। কিন্তু প্রশিক্ষিত ধর্মীয় নেতারা এসব বিষয় সম্পর্কে এলাকায় আলোচনা করেছেন কি-না বা এখনও করেন কি-না সে বিষয়ে কোন ফলো-আপ কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ছিল না।

১৪.৩ **<u>রিফ্রেসার্স কোর্স না থাকাঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২০,৬৫০ জন ধর্মীয় নেতাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে কোন ধরনের রিফ্রেসার্স কোর্স না থাকায় প্রশিক্ষিত ধর্মীয় নেতারা প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান গণসচেতনার জন্য কিভাবে ব্যবহার করছে সেটা জানা সম্ভব হয়নি।

১৫.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>

১৫.১ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ মোটেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫.২ কোন বিষয়ে ধর্মীয় নেতা বা ইমামদের মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্যোগ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং এ পদ্ধতিটি খুবই Effective। জনসাধারণকে সচেতন করার নিমিত্ত বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ধর্মীয় নেতাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় কোন ফলোআপ কার্যক্রম, রিফ্রেসার্স কোর্স এবং প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

			সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়			
ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সবোর্চ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	০৪টি	০৪টি	০০টি	০টি	০৪টি	২৫%-২০০%	১টি	০%-৯.৩১%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা :** নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভূক্ত মোট ০৪টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ৪টি, কারিগরী সহায়তা ০টি, জেডিসিএফভূক্ত ০টি) সমাপ্ত হয়।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মোট প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:** সমাপ্ত ০৪টি প্রকল্পের মধ্যে ০১টি প্রকল্পের ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয় থেকে সর্বনিম্ন ০% হতে সর্বোচ্চ ৯.৩১% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে কোন প্রকল্পই মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের মধ্যে সমাপ্ত হয়নি। ০৪টি প্রকল্পই বাস্তবায়ন মেয়াদকাল মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল থেকে সর্বনিম্ন ২৫% হতে সর্বোচ্চ ২০০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

৩। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:** সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধি, কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, বাজার দরের সংগে সংগতি রেখে কতিপয় অঙ্গের ব্যয় পুন নির্ধারণ ইত্যাদি। অপরদিকে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে বিলম্বে কার্যক্রম শুরু, ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা, আইনগত জটিলতা ইত্যাদি।

৪। **সমাপ্ত প্রকল্পে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ**

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১ **বরিশাল নদী বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের** ভূমি উন্নয়ন, টার্মিনাল ভবন নির্মাণ, পার্কিং ইয়ার্ড সহ বিভিন্ন খাতে অনুমোদন ছাড়াই সংস্থানকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। টার্মিনাল ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল, নির্মিত ট্রানজিট শেডের সাইড বালির বস্তা দিয়ে রক্ষার চেষ্টা প্রমাণ করে কাজে গুণগতমাণ রক্ষা করা হয়নি । প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৫৫৬.৮৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু পিসিআরের section B(2) এবং section C এর 1(b)-তে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৫৫৬.৮৪ লক্ষ টাকা যা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি।	৪.১ অনুমোদিত ডিপিপি'র কাজের পরিমাণের সাথে সরবরাহকৃত নকশার কাজের পরিমাণের কম /বেশী হওয়ার বিষয়টি পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ বলে বিবেচিত হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি খাতে সংশোধিত ডিপিপি'র সংস্থানকৃত অর্থের বিপরীতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া অতিরিক্ত ব্যয় করার বিষয়ে তদন্তপূর্বক মন্ত্রণালয় কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪.২ বুড়িগঙ্গা নদী ও নদী তীরভূমি দখলমুক্ত রাখার লক্ষ্যে বন্দর ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশের বর্জ্য অপসারণ, কামরাঙ্গীর চর এলাকায় চ্যানেল ড্রেজিং প্রভৃতি যে কার্যক্রম	৪.৩ বুড়িগঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত ও অবৈধ দখলমুক্ত করে এ নদীর পরিবেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা একান্ত জরুরী। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা সিটি

সমস্যা	সুপারিশ
পরিচালনা ও অর্থ ব্যয় করা হয় তা নিতান্তই অপ্রতুল ও অপচয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় তীরের পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে প্রকল্প দলিলে উল্লেখ আছে। অবৈধ দখল উচ্ছেদের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টা নেয়া হলেও দেশের রাজধানীর "লাইফ লাইন" হিসেবে চিহ্নিত এ নদীর পরিবেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কোন সমন্বিত প্রচেষ্টা এ প্রকল্পে নেয়া হয়নি। এটি এ প্রকল্পের অন্যতম দূর্বল দিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।	কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে বিআইডব্লিউটি-এর মাধ্যমে একটি সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় গ্রহণ করতে পারে।
৪.৩ সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় নবনির্মিত আরসিসি জেটি সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরিদর্শনকালে দেখা যায়, পূর্বতন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্কেচে প্রদর্শিত **G** অংশটি দেবে গেছে । এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, যে কোন সময় এটি ধ্বসে যাবে বলে মনে হয়। এছাড়া স্কেচের **I** অংশ যেখানে আরসিসি সিঁড়ি ছিল তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি, সম্পূর্ণই সমুদ্রে বিলীন হয়েছে। এ অবস্থায় জুন, ২০১২ তে সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে G ও I এর মধ্যবর্তী স্থানে ১১৫.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুন: নির্মিত H অংশটি স্থনীয় জনগণ কর্তৃক মোটেই ব্যবহৃত হচ্ছে না। এটিও অর্থের অপচয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ধ্বসে যাওয়া I অংশ ও দেবে যাওয়া **G** অংশ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলেও নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, বিআইডব্লিউটিএ এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এ বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।	৪.৪ জুন, ২০১২ তে সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে স্কেচে প্রদর্শিত G অংশটি দেবে গেছে ও I অংশটির অস্তিত্ব নেই। এমতাবস্থায়, G ও I এর মধ্যবর্তী স্থানে সম্পূর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা H অংশটি ১,১৫.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুন: নির্মাণের ফলে অর্থের অপচয় হয়েছে। বিষয়টি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

“বুড়িগঙ্গা নদী ও নদী তীরভূমি দখলমুক্ত রাখার লক্ষ্যে বন্দর ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ” (১ম সংশোধিত)

(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

০১। **প্রকল্পের অবস্থান :** ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদী ও নদী তীরবর্তী এলাকা।

০২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা :** বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

০৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় :** নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

০৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৮৮২.২০ (--)	৩৫০০.০০ (--)	৩৪৯৫.৭৩ (--)	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২	প্রযোজ্য নয়	২০০ %

০৫। **<u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন</u> :** মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১.	কনসালটেন্সি	-	থোক	৪৩.০০	থোক	৪৩.০০ (১০০%)
২.	স্পীডবোট	সংখ্যা	১টি	৯.৪৪	১টি (১০০%)	৯.৪৪ (১০০%)
৩.	ভূমি উন্নয়ন	কিউ:মি:	০.১৫ লক্ষ	৩৫.৩৪	০.১৫ লক্ষ (১০০%)	৩৫.৩৪ (১০০%)
৪.	ড্রেজিং	কিউ:মি:	১.০০ লক্ষ	১৩৯.৯৮	১.০০ লক্ষ (১০০%)	১৩৯.৯৮ (১০০%)
৫.	বন্দর সুবিধাদির উন্নয়ন					
	ক) সীমানা প্রাচীর	বর্গ:মি:	৫০০	২৫.০০	৫০০	২৫.০০ (১০০%)
	খ) কমার্শিয়াল শপ	বর্গ:মি:	৮৩.৬৪	১১.৬৩	৮৩.৬৪ (১০০%)	১১.৬৩ (১০০%)
	গ) আরসিসি সিড়ি	সংখ্যা	৫ টি	৪৪.৬৬	৫টি (১০০%)	৪৪.৬৬ (১০০%)
	ঘ) পন্টুন (১০০ ফুট লম্বা)	সংখ্যা	২টি	১৪৯.৪০	২টি (১০০%)	১৪৯.৪০ (১০০%)
	ঙ) আরসিসি রাম্প	সংখ্যা	৩টি	২৩.১৪৩	৩টি	২৩.১৪৩

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
					(১০০%)	(১০০%)
	চ) গ্যাংওয়ে	সংখ্যা	৩টি	৬৬.০০	৩টি (১০০%)	৬৬.০০ (১০০%)
	ছ) স্পাড	সংখ্যা	৬টি	৩২.৪০৪	৬টি (১০০%)	৩২.৪০৪ (১০০%)
	জ) স্টিল জেটি	সংখ্যা	২টি	১০.৮২৯	২টি (১০০%)	১০.৮২৯ (১০০%)
	ঝ) শ্যামবাজারে আরসিসি সিঁড়ি ও রাম্প তৈরী	বর্গ মি:	১৩৭০	১৮০.৬১৩	১৩৭০ (১০০%)	১৮০.৬১৩ (১০০%)
	ঞ) পার্কিং ইয়ার্ড	বর্গ মি:	১০০০	৪৬.৯১	১০০০ (১০০%)	৪৬.৯১ (১০০%)
	ট) ওপেন ইয়ার্ড	বর্গ মি:	১০০০	২১.৮৫৩	১০০০ (১০০%)	২১.৮৫৩ (১০০%)
	ঠ) যাত্রী বিশ্রামাগার	সংখ্যা	২টি	১১.২৭৮	২টি (১০০%)	১১.২৭৮ (১০০%)
৬.	পুনরায় অবৈধ দখল ঠেকাতে স্থাপনা					
	ক) ওয়াকওয়ে	মিটার	৫৫০০	১০৩৫.০০	৫৫০০ (১০০%)	১০৩০.৭৪৩ (৯৯.৫৯%)
	খ) কোয়ে ওয়াল	মিটার	৬০০	৬৮২.৬৬	৬০০ (১০০%)	৬৮২.৬৬ (১০০%)
	গ) বৃক্ষরোপণ	-	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০ (১০০%)
	ঘ) রিক্রিয়েশন সেন্টার	-	থোক	১৪৮.০০	থোক	১৪৮.০০ (১০০%)
৭.	কামরাঙ্গীরচর এলাকায় নাব্যতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কাজ					
	ক) ড্রেজিং	কিউ মি:	০.৭০ লক্ষ	৫৯.৩০	০.৭০ লক্ষ (১০০%)	৫৯.৩০ (১০০%)
	খ) ডাইক নির্মাণ	-	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০ (১০০%)
	গ) নাবিকদের বিশ্রামাগার	বর্গ মি:	২০৫	৩৭.০০	২০৫ (১০০%)	৩৭.০০ (১০০%)
	ঘ) আরসিসি সিঁড়ি	সংখ্যা	২টি	২০.০০	২টি (১০০%)	২০.০০ (১০০%)
	ঙ) নদীর তলদেশের বর্জ্য অপসারণ	কিউ মি:	০.৯০ লক্ষ	১১৪.৫৭	০.৯০ লক্ষ (১০০%)	১১৪.৫৭ (১০০%)
৮.	সদরঘাট টার্মিনালের আধুনিকায়ন	-	থোক	৪৯৯.৯৯	থোক	৪৯৯.৯৯ (১০০%)
৯.	কন্টিনজেন্সি		থোক	৪৩.০০	থোক	৪৩.০০ (১০০%)
	সর্ব মোট			**৩৫০০.০০**		**৩৪৯৫.৭৩ (৯৯.৮৮%)**

০৬। **মুল্যায়ন পদ্ধতি:**
আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা;
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত।

০৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**
(ক) বুড়িগঙ্গা নদী ও নদীর তীরভূমি তথা ঢাকা নদী বন্দরের ফোরশোর ভূমি স্থায়ীভাবে অবৈধ দখলমুক্ত করা;
(খ) বুড়িগঙ্গা নদী ও নদীর তীরভূমি তথা ঢাকা নদী বন্দরের ফোরশোর ভূমির সবোর্ত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে যাত্রী শেড, কিয়োস্ক, আরসিসি জেটি, আরসিসি ঘাট, পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন ইয়ার্ড, ফোরশোর ভূমিতে পরিবেশ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদি ও রিক্রিয়েশন সেন্টার, বিশ্রামাগার, বসার জন্য বেঞ্চ, ঘাট/সিড়িসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ;
(গ) বুড়িগঙ্গা নদীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও ঢাকা শহর বরাবর তীরভূমির ওপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং
(ঘ) বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় তীরের পরিবেশ উন্নয়ন এবং বিনোদনমূলক স্থাপনা নির্মাণ করা।

০৮। **প্রকল্পের পটভূমি:** বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা নদী বন্দরের ফোরশোরের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭ কি:মি: করে উভয় তীরে মোট ৩৪ কি:মি: এবং ফোরশোরের মোট পরিমাণ প্রায় ৪৫১ একর। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর যাবৎ বিআইডব্লিউটিএ ফোরশোর নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। সময় এবং বিবর্তনকে পুঁজি করে নদীর পাশ্ববর্তী এলাকায় অবস্থানরত লোকজন ধীরে ধীরে এ ফোরশোর ভূমি দখল/ভরাট করে নদীর স্বাভাবিক গতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাসহ সরকারি জমি দখল করে আসছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ ফোরশোর ভুমির অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হলেও প্রতি বছরই কিছু কিছু করে ভাসমান লোকজন অবৈধভাবে ফোরশোর ভূমি দখল করছে। এ অবৈধ দখল রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়া অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার পর উদ্ধারকৃত ভূমিতে সরকারি স্থাপনা নির্মাণ না করার ফলে এসব এলাকা আবার বেদখল হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায়, ঢাকা নদী বন্দরের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার পর যাতে উদ্ধারকৃত ভূমি পুন:দখল হতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন স্থাপনাদি নির্মাণের উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

০৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:** বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রকল্পটি ৯৪০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রণয়ন করা হলে বিভিন্ন পর্যায়ে যাচাই-বাছাইয়ের পর নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটি ৫৫৮৬.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়। অত:পর গত ১২/০৬/২০০৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটির ব্যয় যক্তিযুক্ত করে ৩৮৯৪.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি মোট ৩৮৮২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৪/১০/২০০৬ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন,২০০৯ পর্যন্ত ০১ বছর বৃদ্ধি করা হয়। এরপর প্রকল্পটির আওতায় কামরাঙ্গীরচর এলাকায় ড্রেজিং কাজের পরিমাণ সমন্বয় ও মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস করে ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ এবং প্রকল্প মেয়াদ জুন,২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পের ১ম সংশোধন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ১২/০৮/২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের ওপর আইএমইডি’র সুপারিশের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পের মেয়াদ জুন,২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। এরপর গত ০৫/০৬/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির অন্ত:খাত ব্যয় সমন্বয় করে।

১০। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:** ভুমি উন্নয়ন-০.১৫ লক্ষ ঘনমিটার, নদীর তলদেশের বর্জ্য অপসারণ-১.০০ লক্ষ ঘনমিটার, পুনরায় অবৈধ দখল ঠেকাতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-৫০০ মিটার, কমার্শিয়াল শপ নির্মাণ-৮৩.৬৪ বর্গমিটার, পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ-১০০০ বর্গমিটার, ওপেন ইর্য়াড নির্মাণ-১০০০ বর্গমিটার, ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৫৫০০ মিটার, কিওয়াল নির্মাণ-৬০০ মিটার,

কামরাঙ্গীরচর এলাকায় ড্রেজিং-১.৭০ ঘনমিটার, বিদ্যমান সদরঘাট টার্মিনালের আধুনিকায়ন ও বিশ্রামাগার নির্মাণ-২০৫ বর্গমিটার এবং ১টি স্পীডবোট সংগ্রহ।

১১। **প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় ও বাস্তব অর্জন :**

১১.১ **আর্থিক ব্যয়:** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত বাস্তবায়নকাল জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত। পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুন,২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় হয়েছে ৩৪৯৫.৭৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৮৮%।

১১.২ **বাস্তব অর্জন:** প্রকল্প কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ভুমি উন্নয়ন, নদীর তলদেশের বর্জ্য অপসারণ, পুনরায় অবৈধ দখল ঠেকাতে সীমানা প্রাচীর, পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন ইর্য়াড, ওয়াকওয়ে প্রভৃতি নির্মাণ, কামরাঙ্গীর চর এলাকায় চ্যানেল ড্রেজিং, সদরঘাট টার্মিনালের আধুনিকায়ন এসব অঙ্গের শতভাগ অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পটির জুন,২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১২। **আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য ক্রয় কার্যক্রম:**

১২.১ **সদরঘাট টার্মিনাল ভবন আধুনিকীকরণ:** এ কাজের জন্য ১৪/১১/২০০৭ তারিখে ৫০০.০০ লক্ষ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে ০.৪২% নিম্নদরে ৪৯৭.৯০ লক্ষ টাকায় ২১/০১/২০০৮ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজটি ২২/০৫/২০০৯ তারিখের মধ্যে সম্পন্নের জন্য নিধারিত ছিল। কাজটি ২১/০৫/২০০৯ তারিখে সম্পন্ন হয়।

১২.২ **ওয়াকওয়েসহ নদী তীর সংরক্ষণ ও যাত্রী বিশ্রামাগার নির্মাণ:** এ কাজের জন্য ২৭/১১/২০০৮ তারিখে ১০৩৫.০০ লক্ষ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে ৩৩.৩৮% নিম্নদরে ৬৮৯.৪৯ লক্ষ টাকায় ২৮/০৩/২০১০ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজটি ২৫/০৯/২০১১ তারিখের মধ্যে সম্পন্নের জন্য নিধারিত ছিল। কাজটি নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন হয়।

১২.৩ **ভুমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ওপেন ইর্য়াড নির্মাণ, রিক্রিয়েশন সেন্টার, বসার জন্য বেঞ্চ, ঘাট/সিড়িসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ:** এ কাজের জন্য ০৫/০৩/২০০৯ তারিখে ৬৮২.৬৬ লক্ষ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে ৬৮২.৬৬ লক্ষ টাকায় ২০/০৪/২০০৯ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজটি ২৪/০৪/২০১১ তারিখের মধ্যে সম্পন্নের জন্য নিধারিত ছিল। কাজটি নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন হয়।

১২.৪ **কামরাঙ্গীরচর এলাকায় ড্রেজিং, নাবিকশেড প্রভৃতি নির্মাণ:** এ কাজের জন্য ১০/০৮/২০১০ তারিখে ২৫২.৩৫ লক্ষ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে ১৬.৩৯% নিম্নদরে ২১১.০০ লক্ষ টাকায় ১০/১০/২০১০ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজটি ১০/০৬/২০১১ তারিখের মধ্যে সম্পন্নের জন্য নিধারিত ছিল। কাজটি ০৮/০৬/২০১১ তারিখে সম্পন্ন হয়।

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শন :** প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্তিতে গত ০৫/০১/২০১৩ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প পরিদর্শনে যে সকল বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ :

- ঢাকা শহর বরাবর তীরভূমির ওপর যে ওয়াকওয়ে এবং রেলিং নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র-০১) তা পাথর, ক্লিংকার, কয়লা প্রভৃতি পণ্যের ওঠানামা ও স্তুপাকারে রাখার ফলে অচিরেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এগুলো সংরক্ষণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ-এর কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক।
- বিদ্যমান সদরঘাট টার্মিনালের আধুনিকায়ন ও বিশ্রামাগার নির্মাণ করার ফলে যাত্রীদের সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র-০২)। এ মান ধরে রাখা আবশ্যক।

- কামরাঙ্গীরচর এলাকায় যে নাবিকশেড নির্মাণ করা হয়েছে তা ব্যবহৃত হচ্ছে না বলা যায় (চিত্র-০৩)। এ নাবিকশেডসহ সংলগ্ন এলাকা পুনরায় অবৈধ দখলে যাবার আগেই এটি কার্যকরভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া একান্ত আবশ্যক।
- প্রকল্পের আওতায় বুড়িগঞ্জা নদীর তীরে বাদামতলী ঘাট সংলগ্ন অবৈধ দখলমুক্ত এলাকায় ১০০০ বর্গমিটার আয়তনের একটি পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র-৪)। এ এলাকাটি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত আবস্থায় পড়ে আছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ইয়ার্ডটির ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

চিত্র-০১

চিত্র-০২

চিত্র-০৩

চিত্র-০৪

১৪। **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :</u>** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২) পর্যন্ত ৬ বছরে ৩ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলো:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন কিনা	সময়কাল
১।	জুলহদ্দিন আহমেদ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	না	০১.০৭.২০০৬ হতে ৩০.০৬.২০০৮
২।	রবীন্দ্র রঞ্জন সাহা	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	না	০১.০৭.২০০৮ হতে ২৮.০১.২০১০
৩।	মো: সাজেদুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	না	২৮.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১২

১৫। **<u>প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব:</u>** প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে বুড়িগঞ্জা নদী ও নদীর তীরভূমির বিশাল এলাকা অবৈধ দখলমুক্ত হয়ে নদী তীরবর্তী এলাকা ব্যবহারে একটা শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়েছে। নদী তীরে ওয়াকওয়ে এবং শ্যামপুরে

একটি ইকোপার্ক নির্মাণের ফলে স্থানীয় এলাকাবাসীদের জন্য স্থায়ী বিনোদনের ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে। সদরঘাট টার্মিনালের সংস্কারের মাধ্যমে যাত্রী সেবার মান বেড়েছে।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন	মন্তব্য
(ক) বুড়িগঙ্গা নদী ও নদীর তীরভূমি তথা ঢাকা নদী বন্দরের ফোরশোর ভূমি স্থায়ীভাবে অবৈধ দখলমুক্ত করা।	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা নদী বন্দরের ফোরশোর ভূমি স্থায়ীভাবে অবৈধ দখলমুক্ত করা গেছে। যাত্রী শেড, কিয়োস্ক, আরসিসি জেটি, আরসিসি ঘাট, পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন ইয়ার্ড, ফোরশোর ভূমিতে পরিবেশ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদি ও রিক্রিয়েশন সেন্টার, বিশ্রামাগার, বসার জন্য বেঞ্চ, ঘাট/সিড়িসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা শহর বরাবর তীরভূমির ওপর ১.৫০ কি: মি: কলাম স্ল্যাবসহ ৫.৫ কি: মি: ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। বিনোদনমূলক স্থাপনা হিসেবে একটি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে।	প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অধিকাংশই অর্জিত হয়েছে।
(খ) বুড়িগঙ্গা নদী ও নদীর তীরভূমি তথা ঢাকা নদী বন্দরের ফোরশোর ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে যাত্রী শেড, কিয়োস্ক, আরসিসি জেটি, আরসিসি ঘাট, পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন ইয়ার্ড, ফোরশোর ভূমিতে পরিবেশ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদি ও রিক্রিয়েশন সেন্টার, বিশ্রামাগার, বসার জন্য বেঞ্চ, ঘাট/সিড়িসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ।		
(গ) বুড়িগঙ্গা নদীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও ঢাকা শহর বরাবর তীরভূমির ওপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ।		
(ঘ) বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় তীরের পরিবেশ উন্নয়ন এবং বিনোদনমূলক স্থাপনা নির্মাণ করা।		

১৭। সমস্যা/বাস্তবায়ন ত্রুটি: প্রকল্পের আওতায় বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশের বর্জ্য অপসারণ, কামরাঙ্গীর চর এলাকায় চ্যানেল ড্রেজিং প্রভৃতি যে কার্যক্রম পরিচালনা ও অর্থ ব্যয় করা হয় তা নিতান্তই অপ্রতুল ও অপচয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় তীরের পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে প্রকল্প দলিলে উল্লেখ আছে। অবৈধ দখল উচ্ছেদের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টা নেয়া হলেও দেশের রাজধানীর "লাইফ লাইন" হিসেবে চিহ্নিত এ নদীর পরিবেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কোন সমন্বিত প্রচেষ্টা এ প্রকল্পে নেয়া হয়নি। এটি এ প্রকল্পের অন্যতম দূর্বল দিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১৮। সুপারিশ/মতামত:

১৮.১ বুড়িগঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত ও অবৈধ দখলমুক্ত করে এ নদীর পরিবেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা একান্ত জরুরী। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে বিআইডব্লিউটি-এর মাধ্যমে একটি সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় গ্রহণ করতে পারে।

১৮.২ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহর বরাবর তীরভূমির ওপর যে ওয়াকওয়ে এবং রেলিং নির্মাণ করা হয়েছে তা পাথর, ক্লিংকার, কয়লা প্রভৃতি পণ্যের ওঠানামা ও স্তুপাকারে রাখার ফলে অচিরেই যেন নষ্ট হয়ে না যায় সে জন্য বিআইডব্লিউটিএ-এর কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৮.৩ প্রকল্পের আওতায় সদরঘাট টার্মিনালের আধুনিকায়ন ও বিশ্রামাগার নির্মাণ করার মাধ্যমে যাত্রীদের সেবার মান বৃদ্ধির বিষয়টি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ-এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক।

১৮.৪ প্রকল্পের আওতায় কামরাঙ্গীরচর এলাকায় নির্মিত নাবিকশেডসহ সংলগ্ন এলাকা পুনরায় অবৈধ দখলে যাবার আগেই এটি কার্যকরভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৮.৫ প্রকল্পের আওতায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বাদামতলী ঘাট সংলগ্ন অবৈধ দখলমুক্ত এলাকায় নির্মিত ১০০০ বর্গমিটার আয়তনের পার্কিং ইয়ার্ডটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে।

“সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় নবনির্মিত আরসিসি জেটি সম্প্রসারণ” সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

০১। **প্রকল্পের অবস্থান** : চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলা ।

০২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ।

০৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ।

০৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)					
১২৪০.৫৩ (-)	১৩৫৬.০০ (-)	১৩৫৩.৬২ (-)	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	১১৫.৪৭ (৯.৩১%)	১২মাস (৫০%)

০৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :**

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
১।	মনিটরিং, সুপারভিশন এবং ডিজাইন মডিফিকেশনের জন্য কনসালটেন্সী	থোক	থোক	০১.০০	থোক	০১.০০
২।	আরসিসি জেটি নির্মাণ	বর্গমিটার	৩৬০৮.১০ বর্গমিটার	১৩৪৩.৭০	৩৬০৮.১০ বর্গমিটার	১৩৪২.১১
৩।	বিবিধ ব্যয়	থোক	থোক	১১.৩০	থোক	১০.৫১
	সর্বমোট:	-	-	**১৩৫৬.০০**		**১৩৫৩.৬২ (৯৯.৮৩%)**

০৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি অঙ্গের সম্পূর্ণ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :**

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।

০৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

❖ ১০৬৭ মিটার আরসিসি জেটি নির্মাণের মাধ্যমে নবনির্মিত আরসিসি জেটি ও মূল ভূ-খন্ডের মধ্যে সংযোগ স্থাপনপূর্বক জলযানসমূহের বার্দিং ও যাত্রী সাধারণের উঠানামার সুবিধাদি প্রদান করা।

০৯। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

০৯.০১ উপকূলীয় এলাকার জনগণের দৈনন্দিন জীবন এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড যেমন, চলাচল ও যোগাযোগের জন্য নৌ পথের উপর নির্ভরশীল। উল্লেখ্য, এলাকায় নৌ পথ ব্যতীত অন্য কোন পরিবহন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ল্যান্ডিং সুবিধাদির অভাবে উপকূলীয় এলাকার জনগণকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতে হয়। এ দুরাবস্থার সুরাহা করার জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক "উপকূলীয় এলাকায় ৩টি উপজেলায় (কক্সবাজার সদর, সন্দ্বীপ ও মনপুরা) জলযান ঘাটসহ ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০০৬ সালে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কাজসমূহ ২০০৩ সালের সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় পরামর্শক কর্তৃক প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৭৯.২২ লক্ষ টাকা যা জানুয়ারি, ২০০৫ থেকে ডিসেম্বর, ২০০৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সন্দ্বীপে অনাকাঙ্খিতভাবে চর পড়ায় জেটি এবং আনুসঙ্গিক কাজের পরিমান বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রকল্পটি ১৫৫০.৬৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধন প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ২৫/০২/২০০৭ তারিখে প্রকল্পটির ওপর অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় প্রকল্পটির সংশোধন অনুমোদন না করে শুধুমাত্র মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সমীক্ষা করে প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তীতে প্রকল্পের ২য় পর্যায় বাস্তবায়নার্থে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় ঐকমত্য হয়।

০৯.০২ ২৫/০২/২০০৭ তারিখে প্রকল্পটির ওপর অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কারিগরি কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। কমিটির প্রতিবেদনে "উপকূলীয় এলাকায় ৩টি উপজেলায় (কক্সবাজার সদর, সন্দ্বীপ ও মনপুরা) জলযান ঘাটসহ ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সন্দ্বীপে নির্মিত জেটির মূল ভূ-খন্ডের সংযোগ স্থাপনকল্পে মূল প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অনুরূপ আরসিসি জেটি নির্মাণের লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত প্রাক্কলন তৈরি করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। এ সুপারিশের ধারাবাহিকতায় বিআইডব্লিউটিএ *"আলম জিওটেকনিকস লিমিটেড"* শীর্ষক একটি ফার্মকে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে সংযোগকারী আরসিসি জেটি স্থাপনের লক্ষ্যে সেখানকার সয়েল টেস্ট, আরসিসি জেটির নকশা প্রণয়ন ও ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য নিয়োগ করা হয়। এ ফার্মটি নির্দিষ্ট সময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিআইডব্লিউটিএ-কে সরবরাহ করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ১২৬৫.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় নবনির্মিত আরসিসি জেটি সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

প্রকল্পটি ১২৬৫.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গত ০৮/০৬/২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত "উপকূলীয় এলাকায় ৩টি উপজেলায় (কক্সবাজার সদর, সন্দ্বীপ ও মনপুরা) জলযান ঘাটসহ ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সন্দ্বীপের গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটির ৩৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের যে অংশ সাগর প্রান্তে নির্মাণ করা হয়েছিল তন্মধ্যে শেষ প্রান্তের ৩০ মিটার ব্যতীত অভ্যন্তরের ৩টি স্প্যান (মোট ৮১ মিটার অংশ) অক্টোবর, ২০১০ এর ১ম সপ্তাহে সৃষ্ট জলোচ্ছাসে ভেঙ্গে পড়ে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয়

কমিটি পরবর্তীতে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে চলমান প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি মেরামত/পুন:নির্মাণ করার নিমিত্ত প্রকল্পটি সংশোধন এবং প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন, ২০১১ এর পরিবর্তে জুন, ২০১২ করার বিষয়ে সুপারিশ করে। এ প্রেক্ষিতে ১৩৫৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির সংশোধন ১৯/০৬/২০১১ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১। <u>প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম</u> :

- ৩৬০৮.১০ বর্গমিটার আরসিসি জেটি নির্মাণ,
- মনিটরিং, সুপারভিশন এবং ডিজাইন মডিফিকেশনের জন্য কনসালটেন্সী বিষয়ে পরামর্শক নিয়োগ।

১২। <u>প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব সম্পাদন অগ্রগতিঃ</u>

১২.১ <u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ</u>

প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় ১৩৫৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ছাড় করা হয়েছে ১৩৫৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ১৩৫৩.৬২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৮৩%।

১২.২ <u>প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ</u>

- অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতায় মনিটরিং, সুপারভিশন এবং ডিজাইন মডিফিকেশনের জন্য কনসালটেন্সী আইটেমে থোক হিসেবে ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ আইটেমে ব্যয় হয়েছে ১.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে কোন অর্থ অব্যয়িত নেই।
- অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতায় ৩৬০৮.১০ বর্গমিটার আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করার জন্য ১৩৪৩.৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩৬০৮.১০ বর্গমিটার আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করার জন্য ১৩৪২.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে অব্যয়িত রয়েছে (১৩৪৩.৭০ - ১৩৪২.১১) = ১.৫৯ লক্ষ টাকা।
- অনুমোদিত ডিপিপিতে বিবিধ ব্যয় আইটেমে ১১.৩০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ অঙ্গে ব্যয় হয়েছে ১০.৫১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে অব্যয়িত রয়েছে (১১.৩০ - ১০.৫১) = ০.৭৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৫৬.০০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণই অবমুক্তকৃত হয়েছে এবং এর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ১৩৫৩.৬২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় মোট অব্যয়িত রয়েছে (১৩৫৬.০০- ১৩৫৩.৬২) = ২.৩৮ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত এ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পিসিআরে কোন কিছু উল্লেখ নেই।

১২.৩ <u>প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ:</u>

সমুদ্র পথে সন্দ্বীপ হতে চট্টগ্রাম যাওয়ার একমাত্র টার্মিনাল হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত গুপ্তছড়া জেটি। জলযানের বিভিন্নতা ও সহজলভ্যতা এখানে দেখা যায়। সন্দ্বীপ হতে চট্টগ্রাম সদরঘাটের স্টীমার ভাড়া অপেক্ষা সন্দ্বীপ হতে ট্রলার, স্পীডবোট যোগে কুমিরা যাওয়ার ভাড়া কম ও কম সময়ে পৌছানো যায় বিধায় জনগণের নিকট এ পথটি অধিক গ্রহণযোগ্য (চিত্র ১, ২ ও ৩)। প্রকল্পের আওতায় ১০৬৭ মিটার দীর্ঘ একটি আরসিসি জেটি, ৭৬.২২ মিটার দীর্ঘ পার্কিং প্লেস, ১২ মিটার দীর্ঘ আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ২০০5-০7 সময়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত যাত্রী ছাউনিটি তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেছে বিধায় অভ্যন্তরীণ অংশ দেখা সম্ভব হয়নি। প্রতিবেদনে সন্দ্বীপস্থ জেটির একটি স্কেচ সংযুক্ত করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা ৪)। স্কেচে প্রতিটি ভৌত অঙ্গ চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন, C অংশটি হচ্ছে পার্কিং প্লেস, E অংশটি হচ্ছে যাত্রী ছাউনি, F অংশটি হচ্ছে আরসিসি সিঁড়ি ও D অংশটি হচ্ছে আরসিসি পথ। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, যাত্রী ছাউনি (E) হতে পার্কিং প্লেস (C) ও আরসিসি সিঁড়ি (F) অনেক দূরত্বে অবস্থিত (স্কেচ প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ৪ এ প্রদর্শিত)। যাত্রী ছাউনির নিকটে জেটির সিঁড়ি হওয়া বান্ছনীয়। কিন্তু সিঁড়ি যাত্রী ছাউনি হতে অধিক দূরত্বে অবস্থিত বিধায় যাত্রীগণ সিঁড়ির নিকটে দাঁড়িয়ে নৌ যানের জন্য অপেক্ষা করেন। যাত্রী ছাউনির ব্যবহার কম হচ্ছে। অপরপক্ষে বৃষ্টির সময় যাত্রীগণকে আবশ্যিকভাবে যাত্রী ছাউনিতে অপেক্ষা করতে হয়। বৃষ্টি পড়ার সময় সিঁড়িতে গিয়ে নৌ যানে উঠতে শিশু ও অসুস্থদের অনেকখানি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় যা তাদের জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়ে যায়।

চিত্র ১: যাত্রী বাহী নৌকা

চিত্র ২ যাত্রী বাহী স্পীডবোট

চিত্র ৩ যাত্রী বাহী ট্রলার

চিত্র ৪ গুপ্তছড়া টার্মিনাল এর যাত্রী ছাউনি

➢ **পার্কিং প্লেস:**

আরসিসি জেটিতে ৭৬.২২ মিটার দীর্ঘ একটি ইট বিছানো পার্কিং প্লেস (চিত্র ৫, ৬) রয়েছে যেখানে একসাথে অনেকগুলো গাড়ি পার্ক করা যায়। প্রদত্ত স্কেচের C অংশটি হচ্ছে পার্কিং প্লেস। পার্কিং প্লেসটি ঢালাই না করে হেরিং ব্রিক বন্ড কেন করা হলো জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি জানান যে, এ অংশটি সমুদ্রের অতি নিকটে অবস্থিত বিধায় এলাকাটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। এ কারণে ঢালাই এর পরিবর্তে মাটি ভরাট করে চারদিকে গাইডওয়াল দিয়ে হেরিং ব্রিক বন্ড করা হয়েছে। প্রচন্ড জোয়ারে সন্দ্বীপে বসবাসরত জনগণের বাড়ি-ঘর পানিতে ভেসে গেলে তারা তখন তুলনামূলকভাবে উঁচু জেটির পার্কিং প্লেস ও যাত্রী ছাউনিতে আশ্রয় নেয়। এ বিবেচনায় পার্কিং প্লেসটি ঢালাই করলে দুযোর্গ কবলিত স্থানীয় জনগণের আশ্রয় গ্রহণের জন্য তা সুবিধাজনক হতো বলে মনে হয়।

চিত্র ৫

চিত্র ৬

চিত্র ৫ ও ৬: আরসিসি জেটির পার্কিং প্লেস

➢ **আরসিসি সিঁড়ি ও পথ:**

সন্দ্বীপ টার্মিনালে **“সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় নবনির্মিত আরসিসি জেটি সম্প্রসারণ”** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২ মিটার দীর্ঘ ও ৩ মিটার প্রশস্ত একটি আরসিসি সিঁড়ি এবং ১০৬৭ মিটার দীর্ঘ একটি আরসিসি পথ নির্মিত হয়েছে। প্রতিবেদনে

সংযুক্ত স্কেচের F অংশটি হচ্ছে আরসিসি সিঁড়ি ও D অংশটি হচ্ছে আরসিসি পথ। ভাটার সময় সিঁড়ি হতে দূরে পানি সরে যায়। তখন অনেকে খালি পায়ে কর্দমাক্ত স্থান পেরিয়ে সিঁড়িতে আসে। ফলে সিঁড়িতে প্রচুর জমাট বাঁধা শুকনো মাটি পরিলক্ষিত হয়। এ মাটি অপসারণ করা না হলে সিঁড়ি ক্ষতিগ্রস্ত এবং লোক চলাচলের জন্য কষ্টসাধ্য হতে পারে। সাগরের মাটি যেন সিঁড়িতে জমাট বেঁধে না থাকে সে বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জোয়ারের সময় সিঁড়ি হতে সরাসরি যান্ত্রিক জলযানে লোক উঠতে পারে (চিত্র ২, ১০)। স্থানীয় জনগণের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, পূর্ণ জোয়ারে এ সিঁড়ি পানিতে ঢেকে যায়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগুলো কতটা টেকসই হবে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, আইলা বা সিডরের মতো বৃহৎ আকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা না করতে হলে স্থাপনাগুলো কমপক্ষে ৫০ বছর টিকে থাকবে। আরসিসি জেটিটি স্থানীয় জনগণ ব্যবহার করলেও এখনও এটি ইজারা দেয়া হয়নি। ইজারা দেয়ার মাধ্যমে বিপুল অংকের অর্থ আয় করা সম্ভব। কেন এখনও ইজারা দেয়া হয়নি জানতে চাওয়া হলে সংস্থার প্রতিনিধি জানান যে, ইজারা প্রদান বিষয়ে একটি মামলা করার কারনে কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ জেটিতে ইজারা প্রদান স্থগিত আছে। মার্চের শেষ হতে অগাস্ট মাস পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকে। এ সময় নৌকা বা স্পীড বোট দিয়ে যাতায়াত করা ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় কুমিরা ঘাট হতে বিআইডব্লিটিএ কর্তৃক স্টীমার সার্ভিস চালু করা বিশেষ প্রয়োজন। এতে নিরাপদে যাত্রীগণ চলাচল করতে সক্ষম হবে।

চিত্র ৭: আরসিসি সিঁড়ির পিলার

চিত্র ৮: আরসিসি জেটির পিলার

চিত্র ৯: ভাটার পরে সন্দ্বীপ আরসিসি জেটি

চিত্র ১০: ভাটার পূর্বে সন্দ্বীপ আরসিসি জেটি

- **<u>পুর্বতন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুন:নির্মাণ:</u>**

২০০৫-০৭ সময়ে বাস্তবায়িত “উপকূলীয় এলাকায় ৩টি উপজেলায় (কক্সবাজার সদর, সন্দ্বীপ ও মনপুরা) জলযান ঘাটসহ ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সন্দ্বীপের গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটির ৩৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের যে অংশ সাগর প্রান্তে নির্মাণ করা হয়েছিল তন্মধ্যে শেষ প্রান্তের ৩০ মিটার ব্যতীত অভ্যন্তরের ৩টি স্প্যান (মোট ৮১ মিটার অংশ) (স্কেচে H চিহ্নিত) অক্টোবর, ২০১০ এর ১ম সপ্তাহে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে। পরিদর্শনকালে ও স্কেচটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০০৫-০৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত জেটিটি সমুদ্র তীর হতে অনেক দূরে ছিল। আইএমইডি কর্তৃক জুন, ২০০৭ এ সমাপ্ত প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন হতে জানা যায়, ২০০৩ সালের জরিপ অনুযায়ী যাত্রী ছাউনি সংলগ্ন স্থানে পানির গভীরতা ছিল ১২ ফুট। সেখানেই জেটি নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ছিল। বিআইডব্লিউটিএ এর বর্ণনা মতে, ২০০৬ সালে ঘাট নির্মাণ করতে যেয়ে দেখা যায় জেটির নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থানে অস্বাভাবিক চর পড়ে গেছে। এ সমস্যা হতে উত্তোরণের জন্য যাত্রী ছাউনি হতে ১০৬৭ মিটার দূরে জেটি নির্মিত হয়। যাত্রী ছাউনি হতে কাদা ও পানি অতিক্রম করে ১০৬৭ মিটার দূরে জেটির স্থলে তীর হতে আসা ও জেটি হতে তীরের দিকে যাওয়া যাত্রীদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অর্থাৎ বলা যায়, এত অর্থ ব্যয়ে নির্মিত যাত্রী ছাউনি ও জেটি কোন কাজেই লাগেনি। আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে স্থান নির্বাচনে ভুলের কারণে প্রকল্পের সন্দ্বীপ অংশটিকে অকার্যকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোন পর্যায়ের অনুমোদন সাপেক্ষে এ স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে তা জানা যায়নি এবং ভুল স্থান নির্বাচনের কারনে বিপুল অর্থ অপচয় হলেও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

পূর্বতন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত H অংশ পুন: নির্মাণ করা হবে কিনা সে বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুন: নির্মাণের পূর্বে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং জেটির স্থায়িত্বে জন্য নিরাপদ দূরত্বে একটি খাল খননের মাধ্যমে প্রবাহমান পানির গতিপথ অন্যদিকে পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করে। এ ধারাবাহিকতায় বিআইডব্লিউটিএ এর প্রধান প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি উক্ত এলাকার হাউড্রেলিক সার্ভে করে পানির পরিমান কতটুকু তা পরিমাপ করে। কমিটির প্রতিবেদনে প্রকল্প এলাকার Mophological Change ও পরবর্তীতে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসকে পূর্বতন প্রকল্পের জেটির ৮১ মিটার অংশ ধ্বসে পড়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কমিটি কনসালটেন্টের প্রণীত ডিজাইন অনুযায়ী পূর্বতন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ধ্বংসপ্রাপ্ত H অংশটি পুন: নির্মাণের জন্য সুপারিশ করে। এ প্রেক্ষিতে জুন, ২০১২ তে সমাপ্ত “সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় নবনির্মিত আরসিসি জেটি সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের মূল ডিপিপি সংশোধনপূর্বক আরডিপিপি’র আওতায় পূর্বতন প্রকল্পের ধ্বসে পড়া স্প্যান (স্কেচে চিহ্নিত H অংশ) -টি পুন:নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র ১১)। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, স্থায়িত্বের জন্য পুন:নির্মিত অংশে পাইলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জেটির স্থায়িত্বের জন্য জেটি সংলগ্ন স্থানে একটি খাল খনন করা হয়েছে। চিত্র ১২ তে প্রকল্পের আওতায় খননকৃত খালটি দেখা যাচ্ছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পের ভৌতকাজ ভালো আছে, কোথায় ফাটল দেখা যায়নি।

চিত্র: ১১ পুন:নির্মিত অংশ

চিত্র: ১২ খননকৃত খাল

১০ মার্চ, ২০১৩ তে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায়, পূর্বতন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্কেচে প্রদর্শিত G অংশটি দেবে গেছে (চিত্র ১৩ ও ১৪)। এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, যে কোন সময় এটি ধ্বসে যাবে বলে মনে হয়। এছাড়া স্কেচের I অংশ যেখানে আরসিসি সিঁড়ি ছিল তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি, সম্পূর্ণই সমুদ্রে বিলীন হয়েছে। এ অবস্থায় জুন, ২০১২ তে সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে G ও I এর মধ্যবর্তী স্থানে ১১৫.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুন: নির্মিত H অংশটি স্থনীয় জনগণ কর্তৃক মোটেই ব্যবহৃত হচ্ছে না। এটিও অর্থের অপচয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ধ্বসে যাওয়া I অংশ ও দেবে যাওয়া G অংশ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলেও নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, বিআইডব্লিউটিএ এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এ বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

চিত্র: ১৩

চিত্র: ১৪

চিত্র ১৩, ১৪: পূর্বের প্রকল্পের আওতায় নির্মিত চলাচলে ঝুঁকিপূর্ণ ও বর্তমানে অব্যবহৃত দেবে যাওয়া অংশ **(স্কেচে চিহ্নিত G)**

১২.৪ প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়:

প্যাকেজ/লট নং -01 এর মাধ্যমে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে আরসিসি জেটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ১৩/০৮/২০০৯ তারিখে 'দৈনিক ভোরের কাগজ' ও 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায়, ১৪/০৮/২০০৯ তারিখে 'The Financial Express' পত্রিকায় ও ১৭/০৮/২০০৯ 'The News Today' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। এছাড়াও দরপত্রের বিজ্ঞাপন ১৭/০৮/২০০৯ সিপিটিইউ ও বিআইডব্লিউটিএ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। ১৫/০৯/২০০৯ তারিখে টেন্ডার খোলা হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার ২১ দিন পরে টেন্ডার খোলা হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে। ৪টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ১টি রেসপন্সিভ হয়েছে। টেন্ডার সঠিকভাবে পূরণ না করার জন্য ৩ জন ঠিকাদারকে নন-রেসপনসিভ ঘোষনা করা হয়। ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটিই টেন্ডার ওপনিং কমিটি হিসেবে কাজ করেছে যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ৬ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি গঠন করা বিধি বহির্ভুত। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন) রয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ১৮% নিম্নদরে মেসার্স এস. এস. রহমান ইন্টারন্যাশনাল এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্যাকেজগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) গঠন করা হয়নি। বিধি বহির্ভুতভাবে ৬ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ অনুসারে টেন্ডার বৈধতার মেয়াদ সর্বোচ্চ ১২০ দিন হতে পারে। প্রয়োজনে মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ হওয়ার ৭ দিন পূর্বে এ মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে টেন্ডার বৈধতার মেয়াদ ১৫০ দিন রাখার কারণ বোধগম্য নয়। কমিটি গঠন ও টেন্ডার বৈধতার মেয়াদ ১২০ দিনের অধিক হওয়া বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, সদর দপ্তর ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে। ঠিকাদার নিয়োগ হওয়ার পর প্রকল্প পরিচালক তাকে কাজ করতে সাহায্য করেন, কাজ মনিটরিং করেন এবং কাজ বুঝে নেন। Estimated Cost হতে ১৮% নিম্নদরে রেসপন্সিভ টেন্ডারার এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। নিম্নদর বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে, কাজ পাওয়ার আশায় ঠিকাদার অতিরিক্ত নিম্নদর প্রস্তাব করেন।

১২.৫ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

প্রকল্পটি ১২৪০.৫৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯, থেকে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্প সংশোধনকালে প্রকল্পের ব্যয় ১১৫.৪৭ লক্ষ টাকা ও মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়। এতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হয় ১৩৫৬.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ হয় জুলাই, ২০০৯, থেকে জুন, ২০১২।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে (জুলাই, ২০০৯, থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত) ১ জন প্রকৌশলী/কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মো: মজিবর রহমান সরকার	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	জুন, ২০১১ থেকে জুন, ২০১২

প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৯ এ শুরু হয়। কিন্তু প্রকল্প পরিচালকের যোগদানকাল ১৯/০৬/২০১১ দেখানো হয়েছে। মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পটির সমাপ্তিকাল ছিল জুন, ২০১১। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, মূল অনুমোদিত সময় শেষ হওয়ার পর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১ এর পূর্বে প্রকল্প বাস্তবায়নকার্য কার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছে সে সম্পর্কে পিসিআরে কোন কিছুই উল্লেখ করা হয়নি।

১৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

প্রকল্পটির মাধ্যমে সন্দ্বীপে একটি আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করার ফলে চট্টগ্রাম হতে সন্দ্বীপে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করা সহজসাধ্য হয়েছে।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জন (পিসিআর অনুযায়ী)	আইএমইডি'র মতামত
১০৬৭ মিটার আরসিসি জেটি নির্মাণের মাধ্যমে নবনির্মিত আরসিসি জেটি ও মূল ভূ-খন্ডের মধ্যেসংযোগ স্থাপনপূর্বক জলযানসমূহের বার্দিং ও যাত্রী সাধারনের উঠানামার সুবিধাদি প্রদান করা।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।	প্রকল্পটির মাধ্যমে সন্দ্বীপে ২০০৫-০৭ সালে নির্মিত জেটির সমুদ্র তীরবর্তী অংশের দিকে সম্প্রসারিত ১০৬৭ মিটার দীর্ঘ একটি আরসিসি জেটি নির্মাণ করার ফলে সন্দ্বীপ হতে চট্টগ্রামে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করা সহজসাধ্য হয়েছে। তবে যাত্রী ছাউনি হতে অনেক দূরে সিঁড়ি নির্মাণ করার ফলে যাত্রী ছাউনির যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না এবং বৃষ্টির সময়ে ছাউনি হতে ঘাটে যেতে যাত্রীগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আরসিসি সিঁড়িটি যাত্রী ছাউনির নিকটে নির্মাণ করা যথাযথ ছিল বলে মনে হয়। প্রচন্ড জোয়ারে সন্দ্বীপে বসবাসরত জনগণের বাড়ি-ঘর পানিতে ভেসে গেলে তারা তখন তুলনামূলকভাবে উঁচু জেটির পার্কিং প্লেস ও যাত্রী ছাউনিতে আশ্রয় নেয়। এ বিবেচনায় ইট বিছানো পার্কিং প্লেসটি ঢালাই করলে দুযোর্গ কবলিত স্থানীয় জনগণের আশ্রয় গ্রহণের জন্য তা সুবিধাজনক হতো বলে মনে হয়। ডিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত ১১৫.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুন: নির্মিত জেটির ৮১ মিটার অংশটি (H) বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। উল্লেখ্য, পুন:নির্মিত H অংশের পূর্ববর্তী G অংশ দেবে গেছে এবং H অংশের পরবর্তী I অংশটির অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে বিধায় ৮১ মিটার (H) পুন:নির্মাণ অর্থের অপচয় বলে প্রতীয়মান হয়। মার্চের শেষ হতে অগাস্ট মাস পর্যন্ত সাগর উত্তাল থাকে বিধায় ট্রলার, স্পীডবোট ও ছোট নৌকা দিয়ে যাতায়াত করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। যাত্রীগণের নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক স্টীমারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৬। সুপারিশ/মতামতঃ

১৬.১ ক্রয় প্রক্রিয়ায় ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটিই টেন্ডার উন্মুক্তকরণ ও টেন্ডার মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করেছেন ও টেন্ডার বৈধতার মেয়াদ ১৫০ দিন ধরা হয়েছে যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণ না করার বিষয়টি নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

১৬.২ যাত্রী ছাউনি হতে অনেক দূরে সিঁড়ি নির্মাণ করার ফলে যাত্রী ছাউনির যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না এবং বৃষ্টির সময়ে ছাউনি হতে ঘাটে যেতে যাত্রীগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে - এ বিষয়ে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে তার মতামত জানাবে।

১৬.৩ জুন, ২০১২ তে সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে স্কেচে প্রদর্শিত G অংশটি দেবে গেছে ও I অংশটির অস্তিত্ব নেই। এমতাবস্থায়, G ও I এর মধ্যবর্তী স্থানে সম্পূর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা H অংশটি ১,১৫.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুন: নির্মাণের ফলে অর্থের অপচয় হয়েছে। বিষয়টি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৬.৪ মূল প্রকল্প জুলাই, ২০০৯ সালে অনুমোদিত হয়েছে এবং জুন, ২০১১-তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। জুন, ২০১১ -তে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাজ আরম্ভ ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের মধ্যবর্তী সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়নকার্য কার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছে এবং সঠিক সময়ে প্রকল্প পরিচালক কেন নিয়োগ করা হয়নি সে সম্পর্কে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১৬.৫ জেটির সিঁড়িতে জমাটবদ্ধ কাদা অপসারণসহ জেটিটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬.৬ মার্চের শেষ হতে অগাস্ট মাস পর্যন্ত সাগর উত্তাল থাকে বিধায় ট্রলার, স্পীডবোট ও ছোট নৌকা দিয়ে যাতায়াত করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। যাত্রীগণের নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে কুমিরা ঘাট হতে সন্দ্বীপে যাতায়াতের জন্য বিআইডব্লিটিএ কর্তৃক স্টীমার সার্ভিস চালু করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৬.৭ প্রকল্পের আওতায় মোট অব্যয়িত (১৩৫৬.০০- ১৩৫৩.৬২) = ২.৩৮ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পিসিআরে কোন কিছু উল্লেখ না থাকায় মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।

১৬.৮ অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৭ এর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা/ফলাফল সম্পর্কে নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে জানাবে।

“বরিশাল নদী বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন”

সমাপ্ত : জুন’ ২০১২

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : বরিশাল সদর।

২। ক) **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বিআইডব্লিউটিএ।

খ) **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়।

৩। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭৬০.০০	১৭৬০.০০	১৫৫৬.৮৩	জুলাই’২০০৯ থেকে জুন’২০১১	জুলাই’২০০৯ থেকে ডিসেম্বর’২০১১	জুলাই’২০০৯ থেকে জুন’২০১২	-	**১ বছর (৩৩.৩৩%)**

৪। **প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতিঃ ‘‘বরিশাল নদী বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন’’** শীর্ষক প্রকল্পের সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**ভূমি উন্নয়ন**	ঘণমিটার	১১.৩৪	৬৬৮১.০০	১২.৮০ (১১৩%)	৬৮৪৬.৮১ (১০২%)
২.	বেসিন ড্রেজিং	ঘণমিটার	৩০০.০০	২.৫	১২০.০৬ (৪৫%)	১.০০ (৪০%)
৩.	**কন্সট্রাকশন অব টার্মিনাল ভবন**	বর্গমিটার	১৭৫.৯৫	১৫৫৪.২১	১৭৭.৫৪ (১০১%)	১৫৫৯.৩২ (১০০.৩%)
৪.	পার্কিং ইয়ার্ড	বর্গমিটার	১৮.৩৭	১৫০০.০০	২৫.০০ (১০৬%)	২৪৭৫.০০ (১৬৫%)
৫.	স্টীল স্পাড	সংখ্যা	৭২.১১	১২.০০	৮০.২৪ (১১১ %)	১২.০০ (১০০%)
৬.	ইলেট্রিফিকেশন, স্যানিটেশন ও ওয়াটার সাপ্লাই	থোক	১০.০৭	--	৬.৯০ (৬৯%)	--
৭.	রিটেইনিং ওয়াল	মিটার	৬২.০০	১০০.০০	৬৭.৪৫ (১০৯%)	১১৭.০০ (১১৭%)
৮.	ওয়াকওয়ে	বর্গমিটার	৪৪.৫০	৭১৪.৮৩	৩০.১৮ (৬৮%)	৩৩৮.৫৭ (৪৭%)
৯.	স্টিল গ্যাংওয়ে এন্ড আরসিসি রাম্প	সংখ্যা	১২৮.১৬	৪.০০	১২৭.৮৯ (৯৯.৭৮%)	৪.০০ (১০০%)
১০.	ডাম্পিং এন্ড ক্লিয়ারিং পোর্ট গার্বেজ	থোক	২.৩৬	--	০.৪৮ (২০.৩৩%)	--
১১.	ডাইক কন্সট্রাকশন	ঘণমিটার	৬.০০	১২০০০.০০	--	--
১২.	ডিসমেনটিলিং এক্সিজটিং ওল্ড স্টাকচার্স	থোক	১০.৫৪	--	৩.৯২ (৩৭.১৯%)	--
১৩.	সাপ্লাই অব জেনারেটর	সংখ্যা	২৫.০০	১.০০	২৫.০০ (১০০%)	১.০০ (১০০%)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪.	ফার্নিচার	থোক	১৫.০০	--	১৫.০০ (১০০%)	--
১৫.	বাউন্ডারী ওয়াল	মিটার	১৬.৫০	২০০.০০	১১.৪২ (৬৯%)	১১০.০০ (৫৫%)
১৬.	ট্রানজিট শেড	বর্গমিটার	২০.৯৭	২০০.০০	২৪.৪৪ (১১৬%)	৩৮৩.০০ (১৯২%)
১৭.	কার্গো শেড	বর্গমিটার	৮.২৮	১০০.০০	৬.৩৮ (৭৭%)	৭০.০০ (৭০%)
১৮.	অভ্যন্তরীণ রাস্তা	বর্গমিটার	১৮.৮৩	১৪০০.০০	১৮.৮৪ (১০০.০৫%)	৯৩০.০০ (৬৬%)
১৯.	বোলার্ড	সংখ্যা	১৫.২৩	২০.০০	২১.৫২ (১০৭%)	১১.০০ (৫৫%)
২০.	**পন্টুনঃ**					
	(ক) পন্টুন (৩ NOS) ৩৬.৬০মিঃ×১০.৬৭মিঃ ×২.২৯ মিঃ	সংখ্যা	৩৮০.২৫	৩.০০	৩৮০.২৫ (১০০%)	৩.০০ (১০০%)
২১.	(খ) পন্টুন (৩ NOS) ৩৬.৬০মিঃ×১০.৬৭মিঃ ×২.১৩ মিঃ	সংখ্যা	৩৭১.৫২	৩.০০	৩৭১.৫২ (১০০%)	৩.০০ (১০০%)
২২.	ডিসপ্লে বোর্ড (বৈদ্যুতিক)	সংখ্যা	৪.০০	২.০০	৪.০০ (১০০%)	২.০০ (১০০%)
২৩	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম	থোক	১০.০০	--	১০.০০ (১০০%)	--
২৪.	কন্টিনজেন্সী	থোক	১৬.০০	--	১৬.০০ (১০০%)	--
২৫.	প্রাইস কন্টিনজেন্সী/কষ্ট এস্কেলেশন	থোক	১৭.০০	--	--	--
	মোটঃ		**১৭৬০.০০**		**১৫৫৬.৮৩**	

৫। **মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** : আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআরের তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা (Interview)।
- প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।
- Evaluation matrix -এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন।

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্পটির আওতায় ২.৫০ লক্ষ ঘণমিটার ড্রেজিং কাজের সংস্থান থাকলেও সে স্থলে ১.০০ লক্ষ ঘণমিটার ড্রেজিং করা হয়। আরডিপিপিতে ডাইক নির্মাণের কথা থাকলেও ডাইক নির্মাণ করা হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

৭.১। **প্রকল্পের প্রেক্ষাপট :** দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ৪টি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর আছে। এগুলোর মধ্যে বরিশাল নদী বন্দর সার্বিক বিবেচনায় সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ যা ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্যাসেঞ্জার এবং কার্গো এ বন্দরের মাধ্যমে যাতায়াত করে থাকে। অপর্যাপ্ত বার্দিং এবং আগমন ও বহির্গমনে আধুনিক সুবিধাদির অভাবে যাত্রী সাধারণকে নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হয়। তাছাড়া এ বন্দরে টার্মিনাল ভবন না থাকায় যাত্রী সাধারণকে আধাপাকা ছাউনীতে অপেক্ষা করতে হয়। বর্তমানে এ বন্দরে ১টি আধাপাকা টার্মিনাল শেড, ১টি যাত্রী সাধারণের অপেক্ষমান শেড, ৫টি পন্টুন, ৪টি ষ্টীল গ্যাংওয়ে ও ১টি কাঠের জেটি আছে।

৭.২। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৩ সালে বন্দর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৮.৬ মিলিয়ন, পরিবাহিত মালামালের পরিমাণ ৩,০৩৮১১ মেট্রিক টন এবং কার্গোর পরিমাণ ১৬৭৬৩৫ ঘন মিটার। ২০২০ সালে যা গড়ে ৭-৮% বৃদ্ধি পাবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সে অনুপাতে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়নি বরং পূর্বের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২০০৪ সালের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য বন্দর এলাকায় ১টি টার্মিনাল ভবন, পার্কিং ইয়ার্ড, ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড, ষ্টীল গ্যাংওয়ে পন্টুন, এ্যপ্রোচ রোড, ট্রানজিট, শেড, কার্গো শেড, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নার্থে ৯৪০.১৭ লক্ষ টাকায় ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তখন ২০০৩ সালের রেটে ব্যয় প্রাক্কলন করেছিল। বর্তমানে রড সিমেন্টের দাম অনেকগুণ বেড়ে গেছে। তাছাড়া তখন টার্মিনাল পন্টুনের সাইজ শুধু ১০০ ফিট ধরা হয়েছিল। বর্তমানে ১২০x৩৫x৭ ফিট করে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে এবং সিলটেশন রেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ড্রেজিং কার্যক্রমটিতে অন্তর্ভুক্ত করে উপরোক্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- বরিশাল নদী বন্দরে যাত্রী এবং কার্গোর জন্য অধিকতর বার্দিং এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদির উন্নয়ন;
- যাত্রীসাধারণের কাছে ভ্রমণে নৌ-পথ ব্যবহার অধিকতর আকর্ষণীয়, আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে বরিশাল নদী বন্দর আধুনিকায়ন করা।

চিত্র: বরিশাল নদী বন্দর

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** প্রকল্পটি মোট ১৭৬০.০০ (সতের কোটি ষাট লক্ষ) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক বিগত ১৪/১০/২০০৯ তারিখে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। পিসিআরের তথ্যানুযায়ী প্রকল্পটি সর্বশেষ জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়নি ।

১০। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন (৬৬৮১ ঘন মিটার, ড্রেজিং (৩.৪০ লক্ষ ঘন মিটার), ডাইক নির্মাণ (২০,০০০ ঘন মিটার), টার্মিনাল ভবন (১৫৫৪.২১ বর্গ মিটার), পার্কিং ইয়ার্ড (১৫০০ বর্গ মিটার), স্টীল স্পাড (১২টি), বাইন্ডারী ওয়াল (২০০ মিটার), ইলেকট্রিক, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কাজ (থোক), রিটেইনিং ওয়াল (৭১.৫০ মিটার), ওয়াকওয়ে (৭১৪.৮৩ বর্গমিটার) স্টীল

গ্যাংওয়ে ও আরসিসি ,রাম্প (৪টি) পন্টুন (৬টি) বোলার্ড (২০টি), কার্গো শেড (১০০ বর্গ মিটার), টানজিট শেড (৪০০ বর্গ মিটার), অভ্যন্তরীণ রাস্তা (১৪০০ বর্গ মিটার), ইলেকট্রিক ডিসপ্লে বোর্ড (৪টি), বাগান (১৭৩০ বর্গ মিটার), পুরাতন স্থাপনা অপসারণ (থোক), ফায়ার সিস্টেম (থোক), গারভেজ অপসারণ (থোক), জেনারেটর (১টি) ও ফার্নিচার।

১১। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআরের তথ্য অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৫৫৬.৮৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু পিসিআরের section B(2) এবং section C-এর 1(b)-তে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৫৫৬.৮৪ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ দু'রকম তথ্য পিসিআরে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২। **প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ** পিসিআর অনুযায়ী (section C-এর 1(b))-প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% দেখানো হলেও প্রকৃত পক্ষে বাস্তব অগ্রগতি ১০০% নয়। যেমন: আরডিপিপিতে ডাইক নির্মাণের কথা থাকলেও ডাইক নির্মাণ করা হয়নি। এছাড়া বিভিন্ন অংগের অনুমোদন ছাড়াই পরিমাণগত কম/বেশী করা হয়েছে। এ বিষয়ে পিসিআর-এ সাইড কন্ডিশনকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংশোধিত ডিপিপিতে ডিজাইন অনুযায়ী উল্লেখিত কাজের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।

১৩। **অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের প্রণীত প্রতিবেদন সংক্রান্ত:**

পরিদর্শনের তারিখ	প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখ	প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশ	মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
	২৬/০৫/২০১১ (স্মারক নং ১৩)	• প্রকল্পটির আওতায় ইতঃপূর্বে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির আলোকে পন্টুন নির্মাণের চলমান কাজ নির্ধারিত সময়ের (সেপ্টেম্বর, ২০১১) মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; • প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত নৌ-পথে ড্রেজিং সম্পন্ন করে Dumping Spoil নদী তীর ঘেঁষে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে না রেখে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে বৃষ্টির পানির ঢলে Dumping Spoil পুনরায় নদীতে চলে না আসে ; • অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি আইটেমের কাজ সম্পন্ন করতে হবে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোন আইটেমের কাজ কম বা বেশী করা যাবে না। • কোন অবসহাতেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা যাবে না।	অত্র বিভাগে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করা হয়নি।	১ম বার মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে।
	০২/০৫/২০১২ (স্মারক নং০২)	• প্রকল্পটির বিভিন্ন অনিয়ম বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তা আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে; • প্রকল্পের মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা যাবে না ।	অত্র বিভাগে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করা হয়নি।	২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক অনাপত্তি জ্ঞাপন বিষয়ে।

১৪। **প্রকল্প পরিদর্শন:**

"বরিশাল নদী বন্দরের আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ গত ১৯-২১/০২/২০১৩ তারিখে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পটির পরিদর্শনের সময়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

১৫। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য** :

দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কাজটি পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে হয়েছে কিনা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ থাকায় Random Selection এর মাধ্যমে কয়েকটি প্যাকেজের (প্যাকেজ নং ১,২,৩) ক্রয় প্রক্রিয়া সঠিক ছিল কিনা তা যাচাই করা হয়। ক্রয় প্রক্রিয়া যাচাইকালে যেসকল বিষয় দেখা হয়েছেঃ

বিষয়	মন্তব্য
পিপিআর/পিপিএ-৮০ অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া ঠিক ভাবে করা হয়েছে ঠিকভবে করা হয়েছে কিনা	√
টেন্ডার জমা দেয়ার মাল্টিপল স্থান ছিল কিনা	√
টিওসি নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কিনা	X
টিইসি নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কিনা	√
টিইসিতে বাহিরের সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা	√
টিইসিতে সদস্যদের ঘোষণা ছিল কিনা	√
টিইসি এর আলোকে NOA প্রদান এবং ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছে কিনা	√

১৫.২। **প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়:**

* **প্যাকেজ/ লট নং-01** এ ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে (বরিশাল নদী বন্দরের টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক ইত্তেফাক'**, **জাতীয় অর্থনীতি**, **'Daily The News Today'**, **'The Financial Express** পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৬ সদস্য টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত করা হয়েছে। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (পানি উন্নয়ন বোর্ড ও শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ) রয়েছে। গত ০৯.০২.২০১০ তারিখে টেন্ডার open করা হয় এবং গত ১৮.০৩.২০১০ এবং ২৩.০৩.২০১০ তারিখে ইভ্যালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ৪৬টি টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয় হয়। ২৪টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ১৬টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ১৫.৪২% নিম্নদরে **M/S Salam Enterprise** এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

* **প্যাকেজ/লট নং ০২** এ ওপেন টেন্ডারিং মেথড **(OTM)** এর মাধ্যমে ট্রানজিট শেড,কার্গো শেড,পার্কিং ইয়ার্ড ও বাউন্ডারী ওয়াল সহ অন্যান্য নির্মাণের কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক মানবজমিন'** ও **'The New nation'**, **The Financial Express** পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (পানি উন্নয়ন বোর্ড ও শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ) রয়েছে। গত ০৯.০২.২০১০ তারিখে টেন্ডার open করা হয় এবং গত ১৮.০৩.২০১০ এবং ২৩.০৩.২০১০ তারিখে ইভ্যালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ৪০টি টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয় করা হয়েছে। ৩০টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ২২ টিই রেসপন্সিভ হয়েছে।এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে (লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত) প্রাক্কলিত দর হতে ৫ % নিম্নদরে **M/S Anukul Chandra** এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

* **প্যাকেজ/লট নং ০৩** এ ওপেন টেন্ডারিং মেথড **(OTM)** এর মাধ্যমে স্টিল স্পাড, স্টিল গ্যাংওয়ে, আরসিসি **ramp**, আরসিসি বোল্ডার ,ওয়াকওয়ে অন্যান্য নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক ইনকিলাব' দৈনিক যুগান্তর** ও **'The New Age'**,**The Bangladesh Today** পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (পানি উন্নয়ন

বোর্ড ও শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ) রয়েছে। গত ০৯.০২.২০১০ তারিখে টেন্ডার open করা হয় এবং গত ১৮.০৩.২০১০ এবং ২৩.০৩.২০১০ তারিখে ইভ্যালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ১৪টি টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয় করা হয়েছে। ০৪টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৩ টিই রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে (লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত) প্রাক্কলিত দর হতে ৮.৯৯ % উর্ধ্ব দরে **M/S Bizly Construction** এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

১৫.৩। **পর্যবেক্ষণ:**

উপরোক্ত প্যাকেজগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭ অনুযায়ী (তফসিল-২) ০৩ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপেনিং কমিটি (TOC) গঠন করার কথা থাকলেও ৬ সদস্য বিশিষ্ট TOC গঠন করা হয়। ফলে TOC ও TEC কমিটি একই হওয়ায় অর্থাৎ গঠিত TOC দ্বারাই টেন্ডার মূল্যায়ন করা হয়েছে যা পিপিআরের সুস্পট লংঘন। অত্র বিভাগ মনে করে এতে করে সম্পূর্ণ ক্রয় প্রক্রিয়ায় Manupulation হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল । প্যাকেজ-২ এর ক্ষেত্রে এর ২২টি রেসপন্সিভ টেন্ডারের ২১টির সবগুলোর টেন্ডার প্রাইস ও মূল্যায়িত দর একই হওয়ায় লটারীর মাধ্যমে ১ম ,২য় ও ৩য় নির্বাচিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, OTM পদ্ধতিতে estimated price-টি জানানো থাকে না বলে টেন্ডারের সবগুলোর টেন্ডার প্রাইস ও মূল্যায়িত দর একই হওয়ায় সম্ভব নয়,যা limited tendering method এর ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল। বিষয়টি collusive practice বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া প্যাকেজ-৩ এর Estimated Cost হতে ৮.৯৯% পর্যন্ত উর্ধ্ব দরে রেসপন্সিভ টেন্ডারার এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এতে বলা যায় প্রাইস এস্টিমেশন সঠিক হয়নি। এছাড়া প্যাকেজ-৩ টেন্ডার open করার ০১ মাসের বেশি সময় পর টেন্ডার মূল্যায়ন করা হয়েছে যা পিপিআরের তফসিল-৩ এর নির্দেশিত সময়ের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।

১৬। **প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ পর্যবেক্ষণঃ**

১৬.১। **ভূমি উন্নয়নঃ** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ১১.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৬৮১ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়নের সংস্থান ছিল। প্রকৃতপক্ষে,অনুমোদন ছাড়াই ১২.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পিসিআরের তথ্যানুযায়ী ৬৮৪৬.৮১ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়। উল্লেখ,আইএমইডি'র পূর্ববর্তী পরিদর্শনে অনুমোদিত ডিপিপি'র কাজের পরিমাণের সাথে সরবরাহকৃত নকশার কাজের পরিমাণের কম/বেশী হওয়ার বিষয়টি পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ বলে বিবেচিত হওয়ায় এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

১৬.১.১ Major Findings (ভূমি উন্নয়ন) :

- অনুমোদন ছাড়া ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে।
- অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র কাজের পরিমাণের সাথে বাস্তব কাজের পরিমাণের কম/বেশী করা হয়েছে।

১৬.২। টার্মিনাল ভবন নির্মাণঃ ১৫৫৪.২১ বর্গমিটার দ্বিতল বিশিষ্ট টার্মিনাল ভবন নির্মাণে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৭৫.৯৫ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে অনুমোদন ছাড়াই ১৭৭.৫৪ টাকা ব্যয় করা হয়,যা অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে ১.৫৯ লক্ষ টাকা বেশি। এছাড়া কন্সালটিং ফার্ম কর্তৃক সরবরাহকৃত ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুযায়ী গ্রাউন্ড ফ্লোর ৭১৮.৪৮ বর্গমিটার এবং ১ম তলা ৮৪০.৮৪ বর্গমিটার সর্বমোট ১,৫৫৯.৩২ বঃমিঃ যা ডিপিপি হতে ৫.১১ বঃমিঃ বেশী হয়েছে।

চিত্র ২: টার্মিনাল ভবন

১৬.২.১. <u>টার্মিনাল ভবনে কাজের মান :</u>

পরিদর্শনকালে টার্মিনাল ভবনের কাজে বিভিন্ন বিষয় পরিলক্ষিত হয়:

- টার্মিনাল ভবনের নিচতলায় মেঝেতে ঢালাইকালীন সময়ের স্থায়ী দাগ দেখা গেছে। এর ফলে সম্পূর্ণ স্থানটি নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন ছিল।। বিষয়টিতে মনিটরিং এর যথেষ্ট অভাব ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। (চিত্র ৩)

চিত্র ৩: ফ্লোরের স্থায়ী দাগ

- পরিদর্শনকালে বিভিন্ন স্থানের দেয়ালে ফাটলে চিহ্ন পাওয়া যায় যা নিম্নমানের কাজের নমুনা বলে প্রতীয়মান হয় (চিত্র ৪)।

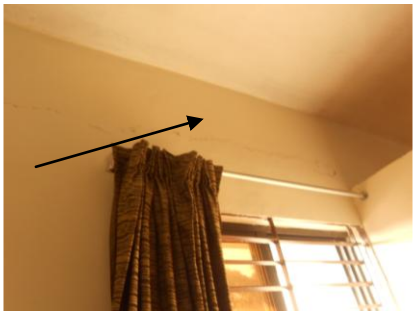

চিত্র ৪: দেয়ালে ফাটলে চিহ্ন

<u>গ্রাউন্ড ফ্লোরে সুবিধাসমূহঃ</u>

- বাথরুম কমপ্লেক্সসহ ০৩টি যাত্রী বিশ্রামাগার কক্ষ (মহিলা ০১টি ও পুরুষ ০২টি):

চিত্র ৫: মহিলা বিশ্রামাগার কক্ষ

লক্ষনীয় বিষয়:

- কক্ষে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মহিলাদের বিশ্রামাগারে (চিত্র ৫) জানালার পর্দার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।
- বিশ্রামাগারে নামাজের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই।

- **টিকেট কাউন্টার ০২টি, বুকিং অফিস ০২টি :**

চিত্র ৬: **টিকেট কাউন্টার**

লক্ষনীয় বিষয়:

- যাত্রীদের টিকেট প্রাপ্ততার বিষয় কোন তথ্য সেবা কেন্দ্র নেই।
- মহিলাদের জন্য আলাদা টিকেট কাউন্টার নেই।

ডিসপ্লে বোর্ড: সংশোধিত ডিপিপির ৪.০০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ টাকা ব্যয়ে ২টি ডিসপ্লে বোর্ড (চিত্র ৭) ক্রয় করা হয়। পরিদর্শনের সময় ডিসপ্লে বোর্ড দুটি চালু করা সম্ভব হয়নি।

চিত্র:৭ ডিসপ্লে বোর্ড

- **ফায়ার ফাইটিং সিষ্টেম :**

সংশোধিত ডিপিপির ১০.০০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ টাকা ব্যয়ে ২টি ফায়ার ফাইটিং সিষ্টেম **(চিত্র ৮)** ক্রয় করা হয়।

চিত্র ৮: ফায়ার ফাইটিং সিষ্টেম

লক্ষনীয় বিষয়:

➢ যেকোন জরুরি অবস্থায়/প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য কোন ব্যবহারিক নির্দেশিকা ছিল না ।

১ম তলার সুবিধাসমূহঃ

- বাথরুম কমপ্লেক্সসহ ০১টি ভিআইপি যাত্রী বিশ্রামাগার কক্ষ

চিত্র ৯: ভিআইপি যাত্রী বিশ্রামাগার কক্ষ

- **১ম শ্রেনীর বিশ্রামাগার কক্ষ:**

চিত্র ১০: ১ম শ্রেনীর যাত্রী বিশ্রামাগার কক্ষ

- **<u>নামাজের কক্ষ</u> :**

চিত্র ১১: প্রার্থনা কক্ষ

<u>লক্ষনীয় বিষয়:</u>

- নামাজের রুমে কিবলা দিক চিহ্নিত করা হয়নি।
- ধর্মীয় গ্রন্থ রাখা যেত।

- **<u>অফিস কক্ষ ০৩টি</u>**

পরিদর্শনকালে অফিস কক্ষে বিভিন্ন অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। অফিস কক্ষের বাথরুমের ঢাল ঠিকমত মেইনটেইন না করায় বাথরুমে পানি জমে থাকে (চিত্র ১২)।

চিত্র ১২: অফিস কক্ষের বাথরুম

এছাড়া কক্ষের সিলিং উচ্চতা কম রাখা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ কক্ষটি গ্লাস দ্বারা fixed করায় প্রকৃতপক্ষে বাতাস চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি করা হয়েছে (চিত্র: ১৩)। এর ফলে গরমে স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হবে ।

চিত্র ১৩: বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা না থাকা

এছাড়া টার্মিনাল ভবনের বিভিন্ন স্থানের কিছু অসমাপ্ত কাজের নমুনা পাওয়া গেছে। (চিত্র ১৪)

চিত্র ১৪: অসমাপ্ত কাজ

১৬.২.২. Major Findings (টার্মিনাল ভবন):

- অনুমোদন ছাড়া ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে।
- অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র কাজের পরিমাণের সাথে সরবরাহকৃত নকশার কাজের পরিমাণের বেশী করা হয়েছে।
- কাজের মানের বিভিন্ন অসংগতি পাওয়া যায়।

১৭। **রিটেইনিং ওয়ালঃ** সংশোধিত ডিপিপিতে ৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১০০.০০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের কথা ছিল । কিন্তু ৬৭.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী) ১১৭ মিঃ দৈর্ঘে রিটেইনিং ওয়াল তৈরি করা হয়েছে (চিত্র ১৫) ।

চিত্র ১৫ : রিটেইনিং ওয়াল

কিছু অংশ অস্থায়ী কাঠের বল্লী দ্বারা পাইলিং করতঃ প্লাসাইডিং নির্মান করে ভিতরের অংশে বালু দ্বারা ভরাট করা হয়েছে (চিত্র ১৬) ।

চিত্র ১৬: প্লাসাইডিং নির্মাণ

এছাড়া গ্যাংওয়ে-৪ অংশে কিছু স্থান অরক্ষিত ছিল।(চিত্র ১৭)

চিত্র ১৭: অরক্ষিত স্থান

১৭.১ . **Major Findings (রিটেইনিং ওয়াল):**

- অনুমোদন ছাড়া সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে।
- অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি’র কাজের পরিমাণের সাথে সরবরাহকৃত নকশার কাজের পরিমাণের বেশী করা হয়েছে।
- ১টি অংশ অরক্ষিত পাওয়া যায়।

১৮। **কার্গো শেডঃ** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৮.২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১০০ বঃমিটার কারগো শেড (চিত্র ১৮) কার্গো শেড নির্মাণের সংস্থান এর বিপরীতে ৬.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদিত ডিপিপি’র কাজের পরিমাণের (১০০ বঃমিটার) সাথে বাস্তব কাজের (৭০ বঃমিটার) পরিমাণে কম করা হয়েছে।

চিত্র ১৮: কার্গো শেড

১৮.১. **Major Findings (কার্গো শেড):**

- অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি’র কাজের পরিমাণের সাথে বাস্তব কাজের পরিমাণের কম করা হয়েছে।

১৯। **ট্রানজিট শেডঃ** ২০.৯৭ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ বঃমিটার ট্রানজিট শেড নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন ছিল। প্রকৃত পক্ষে, সংস্থানকৃত অর্থে বিপরীতে ২৪.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৮৩ বঃমিঃ ট্রানজিট শেড নির্মাণ করা হয় (চিত্র ১৯) ।

চিত্র ১৯: ট্রানজিট শেড

এছাড়া নির্মিত ট্রানজিট শেডের সাইডে বালির বস্তা দিয়ে মূল স্থাপনাকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

চিত্র ২০: বালির বস্তা দিয়ে মূল স্থাপনাকে রক্ষা

ভূমি উন্নয়নের কাজে নির্মিত ট্রানজিট শেডের মূল রোড হতে শেষ পর্যন্ত মাটির লেবেল মেইনটেইন করা হয়নি (চিত্র ২১)।

চিত্র ২১: মাটির লেবেল মেইনটেইন

১৯.১. Major Findings (ট্রানজিট শেডঃ):

- অনুমোদন ছাড়া সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে।
- অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র কাজের পরিমাণের সাথে সরবরাহকৃত নকশার কাজের পরিমাণের বেশী করা হয়েছে।
- ভূমি উন্নয়নের কাজে সমস্যা রয়েছে।

- নির্মিত ট্রানজিট শেডের সাইড বালির বস্তা দিয়ে রক্ষার চেষ্টা

২০। **পুরাতন স্থাপনা অপসারণ এবং ক্লিয়ারিং পোর্ট গারবেজ**: পুরাতন স্থাপনা অপসারণের জন্য সংশোধিত ডিপিপিতে ১০.৫৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩.৯২ টাকা ব্যয় করা হয়। এছাড়া ক্লিয়ারিং পোর্ট গারবেজের জন্য সংশোধিত ডিপিপিতে ২. ৩৬ লক্ষ টাকা টাকার বিপরীতে ০.৪৮ টাকা ব্যয় করা হয়।

২১। **বাউন্ডারী ওয়ালঃ** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৬.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ মিটার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের সংস্থান ছিল। সংস্থানকৃত অর্থে বিপরীতে ১১.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১০ বঃমিঃ ট্রানজিট শেড নির্মাণ করা হয়।

চিত্র ২২ :বাউন্ডারী ওয়াল

২১.১. Major Findings (বাউন্ডারী ওয়ালঃ):

- অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র কাজের পরিমাণের সাথে সরবরাহকৃত নকশার কাজের পরিমাণের বেশী করা হয়েছে।
- দেয়ালটি রং করা সহ পরিচ্ছন রাখা হয়নি।

২২। **বেসিন ড্রেজিং:** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৩০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২.৫ লক্ষ ড্রেজিং কাজ করার বিপরীতে ১২০.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.০০ লক্ষ ঘন মিটার নদী ড্রেজিং করা হয়। উল্লেখ্য,২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধিকালীন সময়ে গত ২৮/০২/১২ তারিখে অনুষ্ঠিত **আমতঃমন্ত্রণালয় সভা** বিষয়টি আলোচনা করা হয়। আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত আমতঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আইটেমের হ্রাস/বৃদ্ধির (ড্রেজিং কাজ) বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটিতে কোনরূপ সিদ্ধামত না হওয়া এবং এ বিষয়ে কোন প্রশাসনিক অনুমোদন নেই বলে আইএমইডিকে নিশ্চিত করেন।

২২.১. Major Findings (ড্রেজিং) :

- অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র কাজের পরিমাণের সাথে বাস্তব কাজের পরিমাণে কম করা হয়েছে।

২৩। **ড্রাইক নির্মাণ:** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২০০০ ঘন মিটার ড্রাইক নির্মাণ নির্মাণের সংস্থান ছিল। প্রকৃত পক্ষে প্রকল্পের আওতায় ড্রাইক নির্মাণ করা হয়নি।

২৪। **ইন্টারনাল রোড নির্মাণ:** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুযায়ী ১৮.৮৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৪০০ বর্গমিটার মিটার নির্মাণের বিপরীতে ১৮.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯৩০ বর্গমিটার ইন্টারনাল রোড নির্মাণ করা হয়।

চিত্র ২৩: ইন্টারনাল রোড

২৪.১. Major Findings (ইন্টারনাল রোড নির্মাণ):

- অনুমোদন ছাড়া ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে।
- অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র কাজের পরিমাণের সাথে সরবরাহকৃত নকশার কাজের পরিমাণের বেশী করা হয়েছে।

২৫। **স্টিল স্পাড নির্মাণ:** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুযায়ী ৭২.১১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২টি স্টিল স্পাড নির্মাণের সংস্থান ছিল।কিন্তু প্রাক্কলিত ব্যয়ে হতে প্রায় ৮.০০ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয়ে অর্থাৎ ৮০.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২টি স্টিল স্পাড নির্মাণ করা হয়।

চিত্র ২৪ : স্টিল স্পাড (জং পড়া)

২৫.১. Major Findings (স্টিল স্পাড নির্মাণ):

- অনুমোদন ছাড়া ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে।
- স্পাডগুলোতে জং পড়েছে। **(চিত্র ২৪)**

২৬। **স্টিল গ্যাংওয়ে এন্ড রেম্প নির্মাণ :** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুযায়ী ১২৮.১৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪টি স্টিল গ্যাংওয়ে এন্ড রেম্প সংস্থান এর বিপরীতে ১২৭.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়।

চিত্র ২৫ : স্টিল গ্যাংওয়ে (৪নং) **চিত্র ২৬ : রেম্প নির্মাণ**

পরিদর্শনকালে স্টিল গ্যাংওয়ে ও রেম্পব্যবহৃত পাইপগুলো কিছু অংশে বাকা পাওয়া যায়। **(চিত্র ২৭**)

চিত্র ২৭ : বাকা অংশ

২৭। **<u>বোল্ডার নির্মাণ</u>:** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুযায়ী ১৫.২৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০টি বোল্ডার সংস্থান এর বিপরীতে ২১.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১টি নির্মাণ করা হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, আরডিপিপি হতে ৯টি বোল্ডার কম নির্মাণ করা হলেও এ খাতে সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছে।

চিত্র ২৮ : বোল্ডার

২৭.১. <u>Major Findings (বোল্ডার নির্মাণ):</u>

- অনুমোদন ছাড়া ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে।

- অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র কাজের পরিমাণের সাথে কাজের পরিমাণের কম(৮টি) করা হলেও ব্যয়বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৮। **ওয়াকওয়ে নির্মাণ:**

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুযায়ী ৪৪.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭১৪.৮৩ বর্গমিটার ওয়াকওয়ে সংস্থান এর বিপরীতে ৩০.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৩৪.৫৭ বর্গমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়। অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র কাজের পরিমাণের তুলনায় কম করা হয়েছে।

চিত্র ২৯: ওয়াকওয়ে

২৯। **পন্টুন নির্মাণ:**

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুযায়ী ৩৮০.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 36.60mX10.67mX2.29m ডিজাইনের পন্টুন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া ৩৭১.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 30.60mX10.67mX2.13m ডিজাইনের আরো ৩টি পন্টুন নির্মাণ করা হয়। পরিদর্শনকালে পন্টুনের বিভিন্ন অংশে (লঞ্চ কর্তৃক আঘাত) দেবে যাওয়ার চিত্র দেখা যায়(চিত্র ৩০,৩১)।

চিত্র ৩০: দেবে যাওয়া -১

চিত্র :৩১ দেবে যাওয়া -২

৩০। **ইলেকট্রিফিকেশন,পানি সরবরাহ ও সুয়ারেজ ফ্যাসিলিটিজ :**

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুযায়ী ১০.০৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইলেকট্রিফিকেশন,পানি সরবরাহ ও সুয়ারেজ ফ্যাসিলিটিজ করা হয়।

৩১। **পার্কিং ইয়ার্ডঃ** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুযায়ী ১৮.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫০০ বর্গমিটার নির্মাণের বিপরীতে অনুমোদন ছাড়াই ২৫.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৪৭৫ বর্গমিটার পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ (চিত্র ৩২,৩৩) করা হয়।

চিত্র ৩২: পার্কিং ইয়ার্ড

চিত্র ৩৩: পার্কিং ইয়ার্ড সংলগ্ন বাগান তৈরি

৩২। **<u>সম্পদ ক্রয়:</u>**

৩২.১. **<u>জেনারেটর ক্রয়:</u>**

প্রকল্পটির আওতায় ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি জেনারেটর ক্রয়ের **(Perkins, Made in UK)** সংস্থানের বিপরীতে ২৫.০০ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয় করা হয়।

চিত্র ৩৫ : জেনারেটর

৩২.২. **<u>আসবাবপত্র ক্রয়:</u>**

প্রকল্পটির আওতায় ১৫.০০ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয়ে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়।

৩৩। **<u>কন্টিজেন্সী খাত:</u>**

প্রকল্পটির আওতায় কন্টিজেন্সী খাতে ৩৩.০০ লক্ষ বরাদ্দ ছিল এর বিপরীতে ১৬.০০ লক্ষ (৫৫%) টাকা ব্যয় করা হয়।

৩৪। **<u>অন্যান্য বিষয়:</u>**

<u>পিসিআর সংক্রান্ত</u> :

- পিসিআরে প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের তথ্যে সংশোধিত স্থানে জুন'২০১২ দেখানো হয়েছে **প্রকৃতপক্ষে ডিসেম্বর, ২০১২ হবে**।
- পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ১৫৫৬.৮৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু পিসিআরের section B(2) এবং section Cএর 1(b)-তে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৫৫৬.৮৪ লক্ষ টাকা ।

❖ পিসিআরের প্রতি পাতায় মন্ত্রণালয়ের কাউন্টার সাইন নেই।

অপরিচ্ছন্ন বন্দর :

পরিদর্শনকালে বন্দরটির বিভিন্ন স্থানে নোরাং ,অপরিচ্ছন অবস্থা নজরে আসে। (চিত্র-৩৫)

চিত্র-৩৫

৩৫। **উপকারভোগীদের মতামত:** বন্দর নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা ও যুগ্ম পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম বরিশাল নদী বন্দরের উন্নয়নের বিষয় বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন:

- অফিস কক্ষের বাথরুমের স্লোপ মেইনটেইন না করা যার দরুন বাথরুমে পানি জমে থাকে;
- বাতাস চলাচল ব্যবস্থা না রাখা ;
- floor ময়লা থাকা;

এছাড়া কার্গো শেডের ইজারাদার নির্মিত কার্গো শেড সর্ম্পকে বলেন,কার্গো শেডটির ফ্লোরটিতে যেনতেন ভাবে আস্তর করা হয়েছে এবং ভালমানের টিন না ব্যবহার করায় বৃষ্টিতে পানি পড়ে। ফলে কাচা পণ্য নষ্ট হওয়ার ঝুকি থাকে।

৩৬। **প্রকল্প মুল্যায়ন Evaluation matrix এর ভিত্তিতে মুল্যায়ন :**

Evaluation Criteria	মুল্যায়নের জন্য মুল প্রশ্ন	তথ্যের উৎস	Respondent Group	মন্তব্য
যৌক্তিকতা (Rationality)	বরিশাল নদী বন্দর আধুনিকায়নে প্রকল্পটি কিভাবে সাহায্য করেছে আপনি মনে করেন/ আদৌ বিষয়টি যৌক্তিক ছিল?	প্রাথমিক	স্থানীয় জনগণ বন্দর কর্তৃপক্ষ	Intensive Interview এবং observation technique ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রভাব (Impact)	বরিশাল নদী বন্দর আধুনিকায়নে প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে দৃশ্যত কি কি বিষয়ের উপর প্রভাব পড়েছে?	প্রাথমিক/ Secondary	স্থানীয় জনগণ বন্দর কর্তৃপক্ষ	Intensive Interview এবং observation technique এবং বন্দর বহারের পরিসংখ্যান।
টেকসইতা (Sustainability)	বরিশাল নদী বন্দর আধুনিকায়নের যে সুফল পাওয়া যাবে তা কতটুকু Sustainabile?	প্রাথমিক	স্থানীয় জনগণ বন্দর কর্তৃপক্ষ	Intensive Interview এবং observation technique ব্যবহার করা হয়েছে।

৩৬.১। **প্রকল্পটি গ্রহনের যৌক্তিকতা (Rationality of the project):**
স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনায় বুঝা যায় যে, দক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ হওয়ায় এবং অধিকাংশ মানুষ পথটি ব্যবহার করার ফলে বন্দরটি আধুনিকায়নে নেয়া গৃহীত প্রকল্পটি সময়োপযোগী ও যৌক্তিক।

৩৬.২। **প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব (Impact)** : স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রভাবগুলো ফুটে উঠেছে:

- বন্দরটির উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এর ফলে বন্দরে সুশৃঙ্খলভাবে নৌ যান জেটিতে ভিড়তে পারছে;
- পার্কিংসুবিধার উন্নয়ন এর ফলে যানজট কমেছে ;
- বন্দরকে ঘিরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে;
- নদী বন্দরটি বরিশালের একটি দর্শনীয়/পর্যটন স্থান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৩৬.৩। **প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সুফল এর Sustainability** : Sustainability নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করছে

- বন্দর কর্তৃপক্ষের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং;
- বন্দর উন্নয়নে বার্ষিক অপারেশন এন্ড মেইনটেইন্যান্স বাজেটের যথাপোযুক্ত ব্যয়:
- বন্দরের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চিতকল্পে ব্যবহারকারীদের সচেতনতা।

৩৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্র বিভাগের মন্তব্য
বরিশাল নদী বন্দরে যাত্রী এবং কার্গোর জন্য অধিকতর বার্দিং এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদির উন্নয়ন এবং যাত্রীসাধারণের কাছে ভ্রমণে নৌ-পথ ব্যবহার অধিকতর আকর্ষণীয়, আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে বরিশাল নদী বন্দর আধুনিকায়ন করা।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।	আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে উদ্দেশ্যে অর্জিত হলেও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্যে নিরুপণ করা যাবে।

৩৮। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

৩৮.১. **অনুমোদন ছাড়াই সংশোধিত ডিপিপির সংস্থানকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয়:** ভূমি উন্নয়ন, টার্মিনাল ভবন নির্মাণ, পার্কিং ইয়ার্ড সহ বিভিন্ন খাতে অনুমোদন ছাড়াই সংস্থানকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

৩৮.২. **অনুমোদিত ডিপিপি'র বাস্তব কাজের কম/বেশি:** ''বরিশাল নদী বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন'' শীর্ষক প্রকল্পে টার্মিনাল ভবন নির্মাণ, কার্গো শেড ও ট্রানজিট শেড নির্মাণে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের পরিমাণ কম /বেশী করা হয়েছে। উল্লেখ্য,গত ২৬/০৫/২০১১ তারিখ, স্মারক-১৩-তে অত্র বিভাগের প্রেরিত প্রতিবেদনের সুপারিশে বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে :

"অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি আইটেমের কাজ সম্পন্ন করতে হবে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোন আইটেমের কাজ কম বা বেশী করা যাবে না।"

৩৮.৩. **ক্রয় প্রক্রিয়ায় সমস্যা** : পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭ অনুযায়ী (তফসিল-০২) ০৩ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপেনিং কমিটি (TOC) গঠন করার কথা থাকলেও ৬ সদস্য বিশিষ্ট TOC গঠন করা হয়। এছাড়া TOC ও TEC কমিটি একই হওয়ায় অর্থাৎ গঠিত TOC দ্বারাই টেন্ডার মূল্যায়ন করা হয়েছে যা পিপিআরের সুষ্পট লংঘন। অত্র বিভাগ মনে করে এতে করে সম্পূর্ণ ক্রয় প্রক্রিয়ায় Manupulation হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল । প্যাকেজ-২ এর ক্ষেত্রে এর ২২টি রেসপন্সিভ টেন্ডারের ২১টির সবগুলোর টেন্ডার প্রাইস ও মূল্যায়িত দর একই হওয়ায় লটারীর মাধ্যমে ১ম ,২য় ও ৩য় নির্বাচিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, OTM পদ্ধতিতে estimated price-টি জানানো থাকে না বলে টেন্ডারের সবগুলোর টেন্ডার প্রাইস ও মূল্যায়িত দর একই হওয়ায় সম্ভব নয়,যা limited tendering method এর ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল। বিষয়টি collusive practice বলে প্রতীয়মান হয়। প্যাকেজ-৩ এর Estimated Cost হতে ৮.৯৯% পর্যন্ত উর্ধ্ব দরে রেসপন্সিভ টেন্ডারার এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এতে বলা যায় প্রাইস এস্টিমেশন সঠিক হয় নি। এছাড়া প্যাকেজ-৩ টেন্ডার open করার ০১ মাসের বেশি সময় পর টেন্ডার মূল্যায়ন করা হয়েছে যা পিপিআরের তফসিল-৩ এর নির্দেশিত সময়ের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।

৩৮.৪. **কাজের মান সমস্যা:** টার্মিনাল ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল,নির্মিত ট্রানজিট শেডের সাইড বালির বস্তা দিয়ে রক্ষার চেষ্টা প্রমাণ করে কাজে গুণগতমাণ রক্ষা করা হয়নি ।

৩৮.৫. **পিসিআরে তথ্য উপস্থাপন:** প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৫৫৬.৮৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু পিসিআরের section B(2) এবং section C এর 1(b)-তে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৫৫৬.৮৪ লক্ষ টাকা যা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি।

৩৮.৬. **মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত:** ''বরিশাল নদী বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের ২য়বার মেয়াদ বৃদ্ধির পর মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়নি যা প্রচলিত নিয়মের সুস্পষ্ট লংঘন । এছাড়া অত্র বিভাগের বিভিন্ন সময়ে প্রণীত প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্র বিভাগে কোন তথ্য প্রেরণ করা হয়নি।

৩৯। **সুপারিশ/মতামতঃ**

৩৯.১. অনুমোদিত ডিপিপি'র কাজের পরিমাণের সাথে সরবরাহকৃত নকশার কাজের পরিমাণের কম /বেশী হওয়ার বিষয়টি পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ বলে বিবেচিত হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১৭,১৮,১৯,২০)

৩৯.২. প্রতিটি খাতে সংশোধিত ডিপিপি'র সংস্থানকৃত অর্থের বিপরীতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া অতিরিক্ত ব্যয় করার বিষয়ে তদন্তপূর্বক মন্ত্রণালয় কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১৭,১৮,১৯,২০,২২)

৩৯.৩ আলোচ্য প্রকল্পের ২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধির পর মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ ১০)।

৩৯.৪. মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পূর্ণ ক্রয় প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা পূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬)।

৩৯.৫. বন্দরের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চিতকল্পে ব্যবহারকারীদের সচেতনতাসহ রক্ষণাবেক্ষনের তদারকি বাড়াতে হবে। (অনুচ্ছেদ ৩৭.৩)।

৩৯.৬. উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে জানাতে হবে।

চট্টগ্রামস্থ কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণ ।
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

০১। (ক) প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলা ।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ।

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় ।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)					
১২১০.০০	-	৯৮৬.৩০	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	-	৬ মাস (২৫%)

০৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :

নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
১।	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ও মনিটরিং কনসালটেন্সী	জনমাস	২ জন, ৬ জনমাস	০৫.০০	২ জন, ৬ জনমাস	৩.৯৩
২।	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	সংখ্যা	১টি	২৫.০০	১টি	২৫.০০
৩।	আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ	বর্গমিটার	৩২৩২.৪১ বর্গমিটার	১১১১.৭৩	৩১৫১.০০ বর্গমিটার	৯৪৭.৩৭
৪।	বিবিধ ব্যয়	থোক	থোক	১১.২০	থোক	১০.০০
৫।	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	থোক	২২.৩৩	থোক	-
৬।	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	থোক	থোক	৩৪.৭৪	থোক	-
	সর্বমোট:	**-**	-	**১২১০.০০**		**৯৮৬.৩০ (৮১.৫১%)**

০৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের আওতায় ৩১৫১.০০ বর্গমিটার আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ, ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ও মনিটরিং কনসালটেন্সীর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় কোন কম্পোনেন্টের কাজ অসমাপ্ত নেই। ডিপিপিতে ৩২৩২.৪১ বর্গমিটার আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর আয়তন ৩১৫১.০০ বর্গমিটার (পিসিআর এর পৃষ্ঠা নং ৪)। স্থাপনার আয়তন ৮১.৪১ বর্গমিটার কম হওয়ার কারন জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, ডিপিপি প্রণয়নকালে স্থাপনার আয়তন ৩২৩২.৪১ বর্গ মিটার হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নিয়োগকৃত *"আলম জিওটেকনিকস লিমিটেড জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস এন্ড কনসালটেন্ট"* শীর্ষক ফার্মটি চট্টগ্রামের কুমিরায় আরসিসি জেটি স্থাপনের লক্ষ্যে সেখানকার মৃত্তিকা পরীক্ষণপূর্বক নির্মিতব্য আরসিসি জেটির জন্য প্রণীত নকশায় স্থাপনার আয়তন ৩১৫১.০০ বর্গমিটার হিসেবে উল্লেখ করে।

০৭। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।

০৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের মধ্যে নৌ জলযানের মাধ্যমে যাতায়াত সুবিধা প্রদান।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- কুমিরা, চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের মধ্যে ভ্রমণ সময় হ্রাস করা।
- জলযান ঘাটে ভিড়ানো, যাত্রী ও মালামাল উঠা-নামায় সহজ ও আরামদায়ক হবে।
- মহিলা, শিশু ও বয়স্কগণের দুর্ভোগ লাঘব করা।

০৯। প্রকল্পের পটভূমিঃ

০৯.০১ উপকূলীয় এলাকার জনগণের দৈনন্দিন জীবন এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড যেমন, চলাচল ও যোগাযোগের জন্য নৌ পথের উপর নির্ভরশীল। উল্লেখ্য, এলাকায় নৌ যান ব্যতীত অন্য কোন পরিবহণ ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ল্যান্ডিং সুবিধাদির অভাবে উপকূলীয় এলাকার জনগণকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতে হয়। এ দুরাবস্থার সুরাহা করার জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক "উপকূলীয় এলাকায় ৩টি উপজেলায় (কক্সবাজার সদর, সন্দ্বীপ ও মনপুরা) জলযান ঘাটসহ ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০০৬ সালে সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সন্দ্বীপে অনাকাঙ্খিতভাবে চর পড়ায় জেটি এবং আনুসঙ্গিক কাজের পরিমান বৃদ্ধি পায়। এ প্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক "সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় নবনির্মিত আরসিসি জেটি সম্প্রসারণ" নামে একটি প্রকল্প প্রস্তাব নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

০৯.০২ প্রস্তাবিত ডিপিপির ওপর গত ০৫/১১/২০০৮ তারিখে নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় সচিবের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় নবনির্মিত আরসিসি জেটি সম্প্রসারণসহ হাড্রোলিক সার্ভে, নকশা এবং স্থান নির্বাচনের পর চট্টগ্রামের কুমিরায় একটি আরসিসি জেটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বিআইডব্লিউটিএ "আলম জিওটেকনিকস লিমিটেড জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস এন্ড কনসালটেন্ট" শীর্ষক একটি ফার্মকে চট্টগ্রামের কুমিরায় একটি আরসিসি জেটি স্থাপনের লক্ষ্যে সেখানকার মৃত্তিকা পরীক্ষণ, আরসিসি জেটির নকশা প্রণয়ন ও ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য নিয়োগ করে। এ ফার্মটি নির্দিষ্ট সময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিআইডব্লিউটিএ-কে সরবরাহ করে।

০৯.০৩ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা পুলিশ স্টেশনস্থ সন্দ্বীপ চ্যানেলের পূর্ব পাড়ে কুমিরা ঘাট অবস্থিত। চট্টগ্রাম শহরের সদরঘাটে সন্দ্বীপ যাওয়ার জন্য একটি টার্মিনাল থাকলেও অল্প দূরত্ব ও জলযানের ভিন্নতা ও সহজলভ্যতার জন্য স্থানীয় জনগণ কুমিরা ঘাটটিকে সন্দ্বীপে যাতায়াতের জন্য অধিক পছন্দ করে। কিন্তু কুমিরা একটি অবহেলিত জায়গা ছিল। এখানে কোন যাত্রী ছাউনি, জেটি অর্থাৎ কোন আধুনিক সুবিধাদি ছিল না। জোয়ারের সময় ২-৩ মিটার পানি বেড়ে যায়, আবার ভাটা সময়ে নৌকায় উঠার জন্য যাত্রীগণকে বেশ খানিকটা পথ হাঁটু সমান কাঁদায় হাটতে হতো। ২৫ বছর পূর্বে এখানে একটি কাঠের জেটি ছিল এবং ইতোমধ্যে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। যাত্রীগণকে এর মধ্যেই দেশী নৌকায় সাগর পাড়ি হতে হয়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কুমিরা ঘাটে একটি আরসিসি জেটি স্থাপনের লক্ষ্যে ***"চট্টগ্রামস্থ কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণ"*** শীর্ষক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি ১২১০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৭/০১/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প মেয়াদে অর্থাৎ ২ বছরে ২টি শুষ্ক মৌসুম পাওয়া গেলেও ১ম শুষ্ক মৌসুমটি প্রকল্পের টেন্ডারজনিত আনুষ্ঠানিকতা এবং মোবিলাইজেশনে ব্যয় হয় বিধায় প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ১টি শুষ্ক মৌসুম পাওয়া যায়। ভাটার সময় প্রকল্প এলাকা শুকনো মাঠ আকারে থাকলেও পূর্ণ জোয়ারের সময় পানি প্রচন্ড বেগে সম্পূর্ণ এলাকা ভাসিয়ে দেয়। ফলে প্রচন্ড ঢেউয়ের চাপে বোরিং ও ঢালাইজনিত কাজ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এ কারনে ১টি শুষ্ক মৌসুমে প্রকল্পের আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করা সম্ভব হলেও এদর ফিনিসিং কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করে জানুয়ারি, ২০১০ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১১। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম :

- ৩২৩২.৪১ বর্গমিটার আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ,
- ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়,
- ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ও মনিটরিং বিষয়ে পরামর্শক নিয়োগ।

১২। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব সম্পাদন অগ্রগতিঃ

১২.১ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় ১২১০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ৯৮৬.৩০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮১.৫১%। প্রকল্পের আওতায় ১০০% ভৌতকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১২.২ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ

- অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতায় ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ও মনিটরিং কনসালটেন্সী আইটেমে ৬ মাসের জন্য ২ জন পরামর্শক নিয়োগ করার সংস্থান ছিল। এ বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৩.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ এ অঙ্গে অব্যয়িত রয়েছে (৫.০০-৩.৯৩) = ১.০৭ লক্ষ টাকা।
- অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতায় ৩২৩২.৪১ বর্গমিটার আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করার জন্য ১১১১.৭৩ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩১৫১.০০ বর্গমিটার আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করার জন্য ৯৪৭.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে অব্যয়িত রয়েছে (১১১১.৭৩ - ৯৪৭.৩৭) = ১৬৭.৩৬ লক্ষ টাকা।

- প্রকল্পের আওতায় ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে কোন অর্থ অব্যয়িত নেই।
- বিবিধ ব্যয় বাবদ থোক হিসেবে ১১.২০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প চলাকালে ব্যয় হয়েছে ১০.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে অব্যয়িত রয়েছে (১১.২০ - ১০.০০) = ১.২০ লক্ষ টাকা।
- ডিপিপিতে প্রাইস কন্টিনজেন্সী বাবদ ৩৪.৭৪ লক্ষ টাকা ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী বাবদ ২২.৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও এ দুই খাতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

  প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২১০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তকৃত টাকার পরিমান ৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ৯৮৬.৩০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় মোট অব্যয়িত রয়েছে (৯৮৮.০০ - ৯৮৬.৩০) = ১.৭০ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত এ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পিসিআরে কোন কিছু উল্লেখ নেই।

<u>প্রকল্প পরিদর্শন:</u>

১২.৩ কুমিরা ঘাট হতে সহজে এবং স্বল্পতম দূরত্বে সন্দ্বীপ যাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন জলযানের সহজলভ্যতা এখানে দেখা যায়। চট্টগ্রাম সদরঘাট হতে স্টীমার ভাড়া অপেক্ষা কুমিরা হতে ট্রলার, স্পীডবোট যোগে সন্দ্বীপ যাওয়ার ভাড়া কম বিধায় জনগণের নিকট এ পথটি অধিক গ্রহণযোগ্য (চিত্র ১, ২ ও ৩)। প্রকল্পের আওতায় ৩১৫১.০০ বর্গ মিটার আয়তনের ২ তলা বিশিষ্ট একটি যাত্রী ছাউনি (চিত্র ৪) ও আরসিসি জেটি (পার্কিং প্লেস, আরসিসি সিঁড়ি) নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র ১: যাত্রী বাহী নৌকা

চিত্র ২ যাত্রী বাহী স্পীডবোট

চিত্র ৩ যাত্রী বাহী ট্রলার

চিত্র ৪ কুমিরা টার্মিনাল এর যাত্রী ছাউনি

- <u>যাত্রী ছাউনি:</u>

২ তলাবিশিষ্ট একটি যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করা হয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তে এটি উদ্বোধন (চিত্র ৫) করা হয়। এ ভবন পরিদর্শনকালে দেখা যায় এগুলো এখনও ভালো আছে। জেটিটি ইজারা দেয়া হয়েছে। ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নিয়োজিত লোকজন এখানে স্থায়ীভাবে থাকছেন। নব নির্মিত এ ভবনের বারান্দা (চিত্র ৬), সিঁড়ি (চিত্র ৭), মেঝে (চিত্র ৮) এখনও ভালো আছে, কোথাও ফাটল পরিলক্ষিত হয়নি। তবে মেঝে ও সিঁড়ির টাইলসগুলোতে ময়লাজনিত দাগ পরিলক্ষিত হয়েছে। ভবনে বসবাসকরীগণকে ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোযোগী হতে হবে।

চিত্র ৬: যাত্রী ছাউনির ২ তলার বারান্দা

চিত্র ৬: যাত্রী ছাউনির ২ তলার বারান্দা

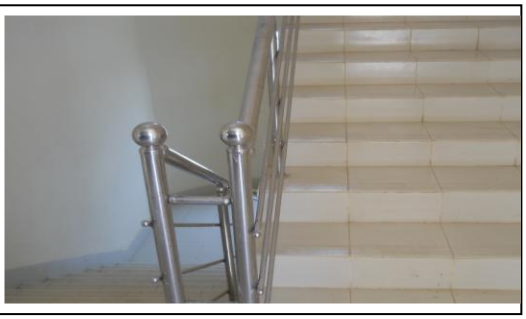

চিত্র ৫ কুমিরা টার্মিনাল এর উদ্বোধন ফলক

চিত্র ৭: যাত্রী ছাউনির ২ তলার সিঁড়ি

- <u>পার্কিং প্লেস:</u>

আরসিসি জেটিতে একটি পার্কিং প্লেস রয়েছে যেখানে একসাথে অনেকগুলো গাড়ি পার্ক করা যায়। চিত্র ৯ এ দেখা যায় বেশ ক'টি গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে। তবে পার্কিং প্লেসে বালির স্তুপ দেখা যায় যা অপসারণ করা জরুরী। যিনি ইজারা নিয়েছেন তাকে এ স্থানটি পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধিকে এ বিষয়টি মনিটর করতে হবে।

চিত্র ৯: আরসিসি জেটির পার্কিং প্লেস

- <u>আরসিসি সিঁড়ি:</u>

কুমিরা টার্মিনালে দু'টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মিত হয়েছে। ভাটার সময় সিঁড়ি হতে দূরে পানি সরে যায়। তখন অনেকে খালি পায়ে কর্দমাক্ত স্থান পেরিয়ে সিঁড়িতে আসে। ফলে সিঁড়িতে প্রচুর জমাট বাঁধা শুকনো মাটি পরিলক্ষিত হয়। এ মাটি অপসারণ করা না হলে সিঁড়ি ক্ষতিগ্রস্ত এবং লোক চলাচলের জন্য কষ্টসাধ্য হতে পারে। সাগরের মাটি যেন সিঁড়িতে জমাট বেঁধে না থাকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়।

চিত্র ১০: আরসিসি জেটি ও সিঁড়ি

জোয়ারের সময় সিঁড়ি হতে সরাসরি যান্ত্রিক জলযানে লোক উঠতে পারে (চিত্র ১১)। স্থানীয় জনগণের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, জোয়ার আসলে এ জেটি পানিতে ঢেকে যায়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগুলো কতটা টেকসই হবে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, আইলা বা সিডরের মতো বৃহৎ আকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা না করতে হলে স্থাপনাগুলো কমপক্ষে ৫০ বছর টিকে থাকবে।

চিত্র ১১: ভাটার পূর্বে সমুদ্র হতে কুমিরা আরসিসি জেটি

- ডাবল কেনি পিক-আপ:

প্রকল্পের আওতায় একটি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় এ গাড়িটিকে দেখা যায়নি। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, এখানে সংস্থার কোন কাজ চলমান অবস্থায় নেই বিধায় ডাবল কেবিন পিকআপটির প্রয়োজনীয়তা নেই। সর্বোচ্চ উপযোগের বিষয়টি বিবেচনায় এনে *"চট্টগ্রামস্থ কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণ"* শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত ডাবল কেবিন পিক-আপটি একই বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ঢাকা, নারায়নগঞ্জ এবং টঙ্গী নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে অবকাঠামো সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। বিবেচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের গাড়িটি চলমান প্রকল্পে ব্যবহারের বিষয়টি কোন পর্যায়ে অনুমোদিত হয়েছে সে বিষয়ে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

- রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা:

প্রকল্প পরিদর্শনকালে সিঁড়িতে কাদা জমাটবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। যাত্রী ছাউনির অভ্যন্তরস্থ টাইলসে ময়লা ও পার্কিং প্লেসে স্তুপীকৃত বালি পরিলক্ষিত হয়। মোট ৯৪৭.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত আরসিসি জেটি ইজারা দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ অর্থ আয় করছে বিধায় আরসিসি জেটিটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি ইজারাদার যেন সচেষ্ট থাকে এ বিষয়ে সংস্থাকে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

১২.৪ প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়:

প্যাকেজ/লট নং -01 এর মাধ্যমে চট্টগ্রামের কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ২৭/০১/২০১০ তারিখে 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায়, ২৫/০১/২০১০ তারিখে 'The Financial Express' পত্রিকায় ও 'The Daily Independent' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। এছাড়াও দরপত্রের বিজ্ঞাপন সিপিটিইউ ও বিআইডব্লিউটিএ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। ১৭/০২/২০১০ তারিখে টেন্ডার খোলা হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার ২১ দিন পরে টেন্ডার খোলা হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে। ৫টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ৩টি রেসপন্সিভ হয়েছে। টেন্ডার সঠিকভাবে পূরণ না করার জন্য ২ জন ঠিকাদারকে নন-রেসপনসিভ ঘোষনা করা হয়। ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটিই টেন্ডার ওপনিং কমিটি হিসেবে কাজ করেছে যা। পিপিআর ২০০৮ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ৬ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি গঠন করা বিধি বহির্ভুত। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন) রয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ২৫.৫৪% নিম্নদরে এস. এস. রহমান ইন্টারন্যাশনাল এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে। টেন্ডার এর বৈধতার মেয়াদ ১২০ দিন হলেও নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় টেন্ডার বৈধতার মেয়াদ ৬০০ দিনে উন্নীত করা হয়।

উপরোক্ত প্যাকেজগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) গঠন করা হয়নি। বিধি বহির্ভুতভাবে ৬ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি গঠন বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, সদর দপ্তর ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে। ঠিকাদার নিয়োগ হওয়ার পর প্রকল্প পরিচালক তাকে কাজ করতে সাহায্য করেন, কাজ মনিটরিং করেন এবং কাজ বুঝে নেন। Estimated Cost হতে ২৫.৫৪ % নিম্নদরে রেসপন্সিভ টেন্ডারার এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। নিম্নদর বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে, কাজ পাওয়ার আশায় ঠিকাদার অতিরিক্ত নিম্নদর প্রস্তাব করেন।

১২.৫ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

প্রকল্পটি ১২১০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়। এতে প্রকল্পের মেয়াদ হয় জানুয়ারি, ২০১০ থেকে জুন, ২০১২।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে (জানুয়ারি, ২০১০ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত) ১ জন প্রকৌশলী/কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মো: মজিবর রহমান সরকার	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	ফেব্রুয়ারি, ২০১০ থেকে জুন, ২০১২

১৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

প্রকল্পটির মাধ্যমে চট্টগ্রামের কুমিরাতে একটি আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করার ফলে চট্টগ্রাম হতে সন্দ্বীপে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করা সহজসাধ্য হয়েছে। চট্টগ্রামের সদরঘাট হতে সন্দ্বীপের দূরত্ব অপেক্ষা কুমিরা হতে সন্দ্বীপের দূরত্ব কম হওয়ায় ও যানবাহনের সহজলভ্যতার ফলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে কুমিরা ঘাট হতে সন্দ্বীপ যাওয়া সম্ভব।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত (পিসিআর অনুযায়ী)	আইএমইডি’র মতামত
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের মধ্যে নৌ জলযানের মাধ্যমে যাতায়াত সুবিধা প্রদান।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।	প্রকল্পটির মাধ্যমে চট্টগ্রামের কুমিরাতে একটি আরসিসি জেটি ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করার ফলে চট্টগ্রাম হতে সন্দ্বীপে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করা সহজসাধ্য হয়েছে।
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে: ❖ কুমিরা, চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের মধ্যে ভ্রমণ সময় হ্রাস করা। ❖ জলযান ঘাটে ভিড়ানো, যাত্রী ও মালামাল উঠা-নামায় সহজ ও আরামদায়ক হবে। ❖ মহিলা, শিশু ও বয়স্কগণের দুর্ভোগ লাঘব করা।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।	চট্টগ্রামের সদরঘাট হতে সন্দ্বীপের দূরত্ব অপেক্ষা কুমিরা হতে সন্দ্বীপের দূরত্ব কম। সদরঘাট হতে সন্দ্বীপে যেতে ২-৩ ঘন্টা প্রয়োজন হয় যেখানে কুমিরা হতে সন্দ্বীপ যেতে ৪০ হতে ৬০ মিনিট সময় দরকার হয়। যানবাহনের সহজলভ্যতার ফলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে কুমিরা ঘাট হতে সন্দ্বীপ যাওয়া সম্ভব। স্থাপণা নির্মাণের ফলে মহিলা, শিশু ও বয়স্কগণের যানবাহনে ওঠা সহজ হয়েছে।

১৬। <u>সুপারিশ/মতামতঃ</u>

১৬.১ প্রকল্পের ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটিই টেন্ডার উন্মুক্তকরণ ও টেন্ডার মূল্যায়নের উভয় দায়িত্ব পালন করেছেন যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণ না করার বিষয়টি নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

১৬.২ জেটির সিঁড়িতে জমাটবদ্ধ কাদা, যাত্রী ছাউনির অভ্যন্তরস্থ টাইলসে ময়লা ও পার্কিং প্লেসে স্তুপীকৃত বালি অপসারণসহ জেটিটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬.৩ *“চট্টগ্রামস্থ কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণ”* শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত ডাবল কেবিন পিক-আপটি একই বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঢাকা, নারায়নগঞ্জ এবং টঙ্গী নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে অবকাঠামো সুবিধাদি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। বিবেচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের গাড়িটি চলমান প্রকল্পে ব্যবহারের বিষয়টি আইন সম্মত পন্থায় অনুমোদিত হয়েছে কিনা তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১৬.৪ প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তকৃত টাকার পরিমান ৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ৯৮৬.৩০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় মোট অব্যয়িত রয়েছে (৯৮৮.০০ - ৯৮৬.৩০) = ১.৭০ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত এ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পিসিআরে কোন কিছু উল্লেখ না থাকায় মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে (অনুচ্ছেদ ১২.৩.১)।

১৬.৫ অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৫ এর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা/ফলাফল সম্পর্কে নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে জানাবে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পর ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	০৩টি	০৩টি	০৩টি		২টি	৩টি	(ক) ২০% (খ) ২৮.৫৭% (গ) ০.৬২%	১+১	(ক) ২০% (খ) ২৮.৫৭% (গ) ০.৬২%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ **<u>৩টি</u>**

(ক) ষ্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন ডাটা কালেকশন এন্ড এনালাইসিস ইউজিং জিআইএস ম্যাপস (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(খ) মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন (২য় পর্যায়)

(গ) হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ (ক) মোটঃ ৮২৬.১২ লক্ষ টাকা।
০১ জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১।
(খ) মোটঃ ৮১৮.৬২ লক্ষ টাকা।
০১ জুলাই, ২০০৭ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১১
(গ) মোটঃ ৬১১.৫৩ লক্ষ টাকা।
০১ এপ্রিল, ২০০৯ হতে ৩১ মার্চ, ২০১২।

৩। <u>সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ</u>

(ক) **ষ্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন ডাটা কালেকশন এন্ড এনালাইসিস ইউজিং জিআইএস ম্যাপস (২য় সংশোধিত) প্রকল্প**

- পরবর্তীতে অনিবার্য কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় এবং দাতা সংস্থার অনুরোধে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধি পূর্বক ৮৭৩.৯৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ পূর্বক প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১১ হতে বৃদ্ধি করে প্রকল্পের টিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধিত হয়।

(খ) **মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন (২য় পর্যায়)**

বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পের মেয়াদকাল আরো ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে এবং প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২৭.২২ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে প্রকল্পের টিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধিত হয়।

(গ) হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে

পরবর্তীতে বাস্অবতার নিরিখে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১১.৫৩ লড়া টাকা সংশোধিত হয়।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

(ক) **ষ্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন ডাটা কালেকশন এন্ড এনালাইসিস ইউজিং জিআইএস ম্যাপস (২য় সংশোধিত) প্রকল্প**

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। SPARRSO বাংলাদেশ কর্তৃক, চুক্তি মোতাবেক ডিজিটাল ম্যাপিং এর কাজ যথাসময় শুরু না করায় ম্যাপিং কাজে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে ।	৪.১। নিত্য নুতন রাস্তা-ঘাট ও স্থাপনা তৈরীর কারণে ম্যাপ হালনাগাদ করা প্রয়োজন । তাই শুমারী ও জরিপের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতে এ ম্যাপ হালনাগাদ করার লক্ষ্যে এ জাতীয় নুতন প্রকল্পের প্রয়োজন আছে ।
৪.২। দ্বিতীয়বার প্রকল্প সংশোধনের জন্য প্রকল্পের টিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে ১৪-০২-২০১১ তারিখে প্রেরণ করা হয় । কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে প্রায় চার/পাঁচ মাস বিলম্ব হয়। ফলে, এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য স্মল এরিয়া এটলাম প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি।	৪.২। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উত্তয়োত্তর উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে, দেশের প্রায় সর্বত্র নিত্য নতুন রাস্তা-ঘাট নিমার্ণসহ অবকাঠামোগত পরিবর্তন আসছে। ক্রমেই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ভৌগলিক ম্যাপ হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে এ জাতীয় কার্যক্রম জাতীয় স্বার্থেই অব্যাহত রাখার আবশ্যকতা রয়েছে।

(খ) **মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন (২য় পর্যায়)**

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। প্রকল্পের টিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।	৪.১। যে কোন প্রকল্পের টিপিপি/ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে সযত্ন দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।
৪.২। প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিলম্ব হওয়ায় কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়নি।	৪.২। যথাসময়ে এবং সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড় প্রক্রিয়ায় বিলম্ব পরিহার করা বাঞ্চনীয়।

(গ) হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে

সমস্যা	সুপারিশ
বাস্তবায়ন কালে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়।	

ষ্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন ডাটা কালেকশন এন্ড এনালাইসিস ইউজিং জিআইএস ম্যাপস (২য় সংশোধিত)

(সমাপ্ত ঃ ডিসেম্বর, ২০১১)

০১	**প্রকল্পের অবস্থান**	ঃ	পরিসংখ্যান ভবন, ই-২৭/১, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০২.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	ঃ	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।
০৩.	**প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়**	ঃ	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
০৪.	**প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়**	ঃ	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৫৮১.১০ জিওবিঃ ১০.০০ প্রঃসাঃ ৫৭১.১০	মোটঃ ৮৭৩.৯৯ জিওবিঃ ২৩.০০ প্রঃসাঃ ৮৫০.৯৯	৮২৬.১২	০১ জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১০।	০১ জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১।	০১ জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১।	(২৪৫.০২ (৪২.১৬)	০১ (এক) বছর (২০%)

০৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ	প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ এবং জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়।
০৬.	প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে)	ঃ	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	**পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ**	**একক**	**পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
			আর্থিক	**বাস্তব**	**আর্থিক (%)**	**বাস্তব (%)**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**
ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ						
১.	বিবিএস/পরিসংখ্যান বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ/স্বল্প মেয়াদী কোর্স।	৪ জন	৮.৫৭	৪ জন	৮.৫৭ (১০০%)	৪ জন (১০০%)
২.	স্পারসোর সহযোগিতায় ১৮ টি জেলার গণনা এলাকার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত।	১৮ টি জেলা	১৪৭.৩৬	১৮ টি জেলা	১৪৭.৩৬ (১০০%)	১৮টি জেলা (১০০%)
৩.	মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে ম্যাপ যাচাইকরণ (Ground Truthing).	জেলার সংখ্যা	৭৮.৯২	৬৪ টি জেলা এবং ৬টি জেলা রিপিট	৭৮.৯০ (৯৯.৯৭%)	৬৪ টি জেলা এবং ৬টি জেলা রিপিট (১০০%)
৪.	ম্যাপ ষ্টোরেজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য টেকনিক্যাল অডিট করা।	থোক	২.০০	-	-	-
৫.	ISPD/MDG/PRS এর ইনডিকেটর ব্যবহার করে Proverty ম্যাপ প্রস্তুত করা।	থোক	৫.০০	থোক	০.১২ (২.৪০%)	-
৬.	৬৪টি জেলার সেম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য উচ্চমানের কারিগরী সহায়তা, শুমারী জরিপের তথ্যের কার্যকর বিশ্লেষন, ড্যাটা বিশ্লেষন ও জেন্ডার স্ট্যাটিসটিকস জিআইসে ম্যাপ এর প্রশিক্ষণ।	৬৪ টি জেলা	৮৩.৩৫	৬৪ টি জেলার ম্যাপ কনভার্সন	৬২.৩৪ (৭৪.৭৯%)	৬৪ টি জেলা (১০০%)
৭.	আঞ্চলিক পর্যায় প্রকল্পে কর্মরত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ।	সংখ্যা	৬.০০	৪ জন	৬.০০ (১০০%)	৪ জন (১০০%)
৮.	জেন্ডার বিষয়ে ২ দিনের ওরিয়েন্টেশন।	সংখ্যা	১৭.৬২	২টি	১৬.৯১	২টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
					(৯৫.৯৭%)	(১০০%)
৯.	বিবিএস কর্মকর্তাদের জন্য জেন্ডার, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, SPSS, STAT বিষয়ে প্রশিক্ষণ।	সংখ্যা	১৩.৭৫	২০ জন	৯.৭৫ (৭১%)	২০ জন (১০০%)
১০.	আন্তর্জাতিক সভা/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ।	থোক	৩১.৬৬	৪ টি	২৩.৬৬ (৭৫%)	থোক (১০০%)
১১.	প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর ডিসিমেনেশন/ ওয়ার্কশপ।	সংখ্যা	১৩.২৫	২ টি	১.২৪ (৯.৩৬%)	১টি (৫০%)
১২.	মিটিং	সংখ্যা	৪.৩৯	১২ টি	২.৬৬ (৬০.৫৯%)	১২ টি (১০০%)
১৩.	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন (VAW রিপোর্ট স্মল এরিয়া এটলাস, ফর্মস, সিডিউল, ম্যানুয়েল ইত্যাদি)।	থোক	২১.২৫	থোক	১৮.৩৩ (৮৬.২৬%)	থোক (৮৬.২৬%)
১৪.	এক্সপেন্ডেবল যন্ত্রপাতি (ষ্টেশনারী)।	থোক	১৫.২৬	থোক	১৪.৬০ (৯৫.৬৭%)	থোক (৯৫.৬৭%)
১৫.	অপারেশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স (কম্পিউটার এন্ড অফিস ইকুইপমেন্ট)।	থোক	২১.৮৯	থোক	২১.৩৮ (৯৭.৬৭%)	থোক (৯৭.৬৭%)
১৬.	প্রকল্পের জনবল	সংখ্যা	৭১.১৬	৩ জন	৭১.১৬ (১০০%)	৩ জন (১০০%)
১৭.	ভ্রমন	থোক	৩.৩৫	থোক	০.৩৫ (১০.৪৫%)	থোক (৮%)
১৮.	সাপ্লি (বিবিধ)	থোক	৭.৩৩	থোক	৭.০৭ (৯৬.৪৫%)	থোক (৯৫.৪৫%)
১৯.	Violence Against Women Survey.	থোক	৬১.৬১	থোক	৫৬.১৬ (৯১.১৫%)	থোক (৯১.১৫%)
২০.	স্মল এরিয়া এটলাস প্রস্তুত।	সংখ্যা	১৩.৮০	৬৪ জেলা	০.০০	০.০০
২১.	গাড়ী মেইন্টেন্যান্স	সংখ্যা	৬.৭১	২ টি	৬.৭১ (১০০%)	২টি (১০০%)
২২.	গাড়ীর জ্বালানী	সংখ্যা	১০.৮৭	২ টি	১০.৮৬ (৯৯.৯১%)	২টি (১০০%)
২৩.	গাড়ীর ফিটনেস, ট্যাক্স এন্ড ইন্সুরেন্স এন্ড অন্যান্য কন্টিজেন্সি।	সংখ্যা	৫.৪২	২ টি	৫.০৯ (৯৩.৯১%)	২টি (১০০%)
খ. মূল ধন ব্যয়ঃ						
২৪.	অফিস সাজানো	সংখ্যা	০.৯৫	৩ টি কক্ষ	০.৯২ (৯৬.৮৪%)	৩টি কক্ষ (১০০%)
২৫.	হেভি ডিউটি ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৬.৫৫	১টি	৬.৫৫ (১০০%)	১টি (১০০%)
২৬.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	সংখ্যা	১.৬৮	২ টি	১.৬৮ (১০০%)	২টি (১০০%)
২৭.	ম্যাপ কপিয়ার	সংখ্যা	৬.৫০	৩ টি	৬.৫০ (১০০%)	৩টি (১০০%)
২৮.	এয়ারকন্ডিশন	সংখ্যা	৮.০০	১ টি	৮.০০ (১০০%)	১টি (১০০%)
২৯.	স্ক্যানার	সংখ্যা	১.০০	১ টি	১.০০ (১০০%)	১টি (১০০%)
৩০.	ফার্নিচার	সংখ্যা	৫.৭৭	১০ টি	৫.৭৭ (১০০%)	১০টি (১০০%)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১.	৩ সেট সার্ভার সান –ভি৮৯০-১ (বি) আইবিএম-২ কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	৪৯.৯০	৩ সেট	৪৯.৯০ (১০০%)	৩ সেট (১০০%)
৩২.	কম্পিউটার	সংখ্যা	১৭.৯১	১৮ টি	১৭.৯১ (১০০%)	১৮ টি (১০০%)
৩৩.	প্লটার এন্ড ডিজিটাইজার	সংখ্যা	১২.৩৪	১ টি	১২.৩৪ (১০০%)	১ টি (১০০%)
৩৪.	নোট বুক	সংখ্যা	২.৭৪	১ টি	২.৭৪ (১০০%)	১ টি (১০০%)
৩৫.	বড় ফরমেট প্রিন্টার-৪ (ম্যাপ প্রিন্টার) লেজার আইইটি প্রিন্টার-১, ডেস্ক আইইটি প্রিন্টার-৩	সংখ্যা	১১.২৫	৮ টি	১১.২৫ (১০০%)	৮ টি (৫০%)
৩৬.	জিপিএস	সংখ্যা	৫.০৪	৩০ টি	৫.০৪ (১০০%)	৩০ টি (১০০%)
৩৭.	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	০.৩৫	১ টি	০.৩৫ (১০০%)	১ সেট (১০০%)
৩৮.	মৌজা কভারেজ সফট্ কপি	সেট	৫.০০	১ সেট	৫.০০ (১০০%)	১ সেট (১০০%)
৩৯.	বেক-আপ ইউপিএস	সংখ্যা	৪.৮৬	১৪ টি	৪.৮৬ (১০০%)	১৪ টি (১০০%)
৪০.	ডি-হিউমেডিফায়ার	সংখ্যা	০.৪৯	৩ টি	০.৪৯ (১০০%)	৩ টি (১০০%)
৪১.	স্মক ডিটেকটর	সংখ্যা	৩.০০	১ সেট	৩.০০ (১০০%)	১ সেট (১০০%)
৪২.	জিআইএস সফটওয়্যার এন্ড সার্ভার মেইনটেনেন্স	সংখ্যা	৮০.১৪	১৮ টি	৮০.১৪ (১০০%)	১৮ সেট (১০০%)
		সর্বমোট	**৮৭৩.৯৯**		**৭৯২.৬৬ (৯১%)**	**৯৫%**

০৭. অনুমোদন পর্যায় ঃ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন শুমারী ও জরীপ কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে ৪৬টি জেলা জিআইএস ম্যাপস প্রস্তুত করা হয়। অবশিষ্ট ১৮টি জেলায় জিআইএস ম্যাপস প্রস্তুত করার লক্ষ্যে দাতা সংস্থার **UNFPA** এর ৭ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় এর আর্থিক সহায়তায় ও জিওবি র যৌথ অর্থায়নে ৫৮১.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে আলোচ্য "ষ্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন ডাটা কালেকশন এন্ড এনালাইসিস ইউজিং জিআইএস ম্যাপস (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। পরবর্তীতে অনিবার্য কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় এবং দাতা সংস্থার অনুরোধে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধি পূর্বক ৮৭৩.৯৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ পূর্বক প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১১ হতে বৃদ্ধি করে প্রকল্পের টিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধিত হয়।

০৮. প্রকল্প পরিদর্শন ঃ

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়িত আলোচ্য "ষ্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন ডাটা কালেকশন এন্ড এনালাইসিস ইউজিং জিআইএস ম্যাপস প্রকল্প " শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় এবং প্রকল্পের সাবেক প্রকল্প পরিচালক সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনা পূর্বক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

০৯. **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ** ঃ
সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় বার প্রকল্পের টিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিক বিলম্বে সংশোধিত হওয়ায় প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য স্মল এরিয়া এটলাস প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি।

১০.০ সাধারণ পযবেক্ষণ ঃ

১০.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ যে কোন শুমারী কিংবা জরীপ কাজে গননাকারীদের জন্য সংশ্লিষ্ট গননা এলাকার ম্যাপস এর প্রয়োজন হয়। বিশেষত সারা দেশ ব্যাপী শুমারী অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গননাকারী এবং সুপারভাইজারদের জন্য হালনাগাদ ম্যাপ অত্যাবশ্যক। ভূমি জরীপ অধিদপ্তর এ জন্য দায়িত্বহলেও পরিসংখ্যান ব্যুরো র উপযোগী ম্যাপ সরবরাহ করতে না পারায় অতীতে ট্রেশিং পেপারে ম্যপ তৈরী করা হতো। এতে ম্যাপে ভুলত্রুটি থেকে যেত এবং গণনাকারীগণ গণনার সময় সমস্যায় পড়তেন । যার কারণে শুমারীর গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন উঠতো । শুমারী ও জরিপে হালনাগাদ জিআইএস ম্যাপ ব্যবহার করা হলে সঠিকভাবে ড্যাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় । এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইতোপূর্বে ৪৬টি জেলার জিআইএস ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৮ টি জেলার সকল মৌজার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বিশেষত ২০১১ সালের অনুষ্ঠিত আদমশুমারীতে যাতে সমগ্র দেশে ৬৪টি জেলার জিআইএস ম্যাপ ব্যবহার করা যায় তা নিশ্চিত করার জন্যই দাতা সংস্থার **UNFPA** এর ৭ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় এবং এর আর্থিক সহায়তায় ও জিওবি র যৌথ অর্থায়নে ৫৮১.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে (পাঁচ বছর মেয়াদী) আলোচ্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি যথাযথা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৭৩.৯৯ লক্ষ টাকা উন্নীত করে প্রকল্পের মেয়াদ আরো ০১ (এক) বছর আর্থাৎ ৩১ ডিসেমন্ব, ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি পূর্বক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- **ক.** এরিয়েল ফটো ইমেজের উপর ভিত্তি করে ১৮টি জেলার গণনা এলাকার ডিজিটাল ম্যাপ তৈরী করা;
- **খ.** Violence Against Women জরিপ করা ; এবং
- **গ.** স্মল এরিয়া এটলাস প্রস্তুত করা ।

১১.০ পকল্প ব্যবস্াপনা ঃ **প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা**দ্বয় **'প্রকল্প পরিচালক' এর দায়িত্ব পালন করেন ঃ**

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ
০১.	জনাব মইন উদ্দিন আহমেদ	উপ-পরিচালক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা।	২০.০৩.২০০৬	৩০.০৮.২০০৬
০২.	জনাব আবদুল্যাহ হারুন পাশা	উপ-পরিচালক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা।	২২.১০.২০০৬	৩১-১২-২০১১ (প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত)

১২.০ পকল্পের উদ্দেশ্য অজন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		প্রকৃত অর্জন	
০১.	এরিয়েল ফটো ইমেজের উপর ভিত্তি করে ১৮টি জেলার সকল মৌজা/মহল্লার গণনা এলাকার ডিজিটাল ম্যাপ তৈরী করা;	০১.	পরিকল্পনা মোতাবেক ১৮টি জেলার সকল মৌজা/মহল্লার গণনা এলাকার ডিজিটাল ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে।
০২.	Violence Against Women জরিপ করা ;	০২.	Violence Against Women জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৩.	Small Area Atlas তৈরী করা ।	০৩.	প্রকল্পটি দ্বিতীয়বার সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে অস্বাভাবিক বিলম্বিত হয়। এ কারণে সময়ের স্বল্পতার জন্য স্মল এরিয়া এটলাস প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি।

১৩.০ প্রকল্পের প্রভাব ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অন্যতম প্রধান কাজ হলো আদমশুমারী, কৃষি শুমারী এবং অর্থনৈতিক শুমারীসহ বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা করা। শুমারী ও জরিপের ড্যাটা সংগ্রহের জন্য গণনাকারী নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেক গণনাকারীর এলাকা নির্ধারিত থাকে। গণনাকারীর এলাকা সঠিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজন হয় গণনা এলাকার ম্যাপ।

এ ম্যাপ দেখে গণনাকারী তাঁর জন্য নির্ধারিত এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। ম্যাপ ব্যবহারের ফলে একজন গণনাকারী অন্য আর একজন গণনাকারীর এলাকায় গিয়ে গণনা করার সুযোগ পায় না এবং নিজের এলাকায়ও কোন খানা/প্রতিষ্ঠান গণনা থেকে বাদ দেয় না। সঠিক ম্যাপ ব্যবহার করার কারণে শুমারীতে **Coverage error** কম হয় এবং শুমারীর গুণগত মান ভাল হয়। আদমশুমারী-২০১১ তে এ প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত জিআইএস ম্যাপ ব্যবহার করার কারণে শুমারীতে গণনাকারী তার এলাকা চিহ্নিত করে সঠিকভাবে গণনা করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৩ অনুষ্ঠিতব্য অর্থনৈতিক শুমারীতে এ জিআইএস ম্যাপ ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও এ ম্যাপ দিয়ে ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্রতার থিমাটিক ম্যাপ তৈরী করা যাবে। এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চিত্র ম্যাপের মাধ্যমে সহজে বুঝানো সম্ভব হবে।

১৪.০ মনিটরিং ঃ

১৪.১ আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নে আইএমইডি কতৃক প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়নি। তবে উল্লেখ্য যে, মাঠ পর্যায়ে ম্যাপ হালনাগাদের সময় বিবিএস এর মহাপরিচালক সরেজমিনে কাজের মান যাচাই করেছেন ।

১৪.২ দাতা সংস্থার **Representative** জনাব **Mr. Arther Erken** প্রকল্প অফিসে এসে ডিসেম্বর/১০ এর মধ্যে সকল ম্যাপ তৈরীর জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন ।

১৫.০ অডিটঃ আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নে কিংবা পরে কোন অভ্যন্তরীণ অডিট করা হয়নি। তবে, প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে এক্সটানাল অডিট করা হয়েছে এবং এসকল অডিটে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর দৃষ্টে ও পরিদর্শনের সময় জানা যায়।

১৬.০ বাস্তবায়ন সমস্যা ঃ

১৬.১ SPARRSO বাংলাদেশ কর্তৃক, চুক্তি মোতাবেক ডিজিটাল ম্যাপিং এর কাজ যথাসময় শুরু না করায় ম্যাপিং কাজে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে ।

১৬.২ দ্বিতীয়বার প্রকল্প সংশোধনের জন্য প্রকল্পের টিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে ১৪-০২-২০১১ তারিখে প্রেরণ করা হয় । কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে প্রায় চার/পাঁচ মাস বিলম্ব হয়। ফলে, এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য স্মল এরিয়া এটলাম প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি।

১৭.০ সুপারিশ ঃ

১৭.১ নিত্য নুতন রাস্তা-ঘাট ও স্থাপনা তৈরীর কারণে ম্যাপ হালনাগাদ করা প্রয়োজন । তাই শুমারী ও জরিপের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতে এ ম্যাপ হালনাগাদ করার লক্ষ্যে এ জাতীয় নুতন প্রকল্পের প্রয়োজন আছে ।

১৭.২ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উত্তয়োত্তর উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে, দেশের প্রায় সর্বত্র নিত্য নতুন রাস্তা-ঘাট নিমার্ণসহ অবকাঠামোগত পরিবর্তন আসছে। ক্রমেই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ভৌগলিক ম্যাপ হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে এ জাতীয় কার্যক্রম জাতীয় স্বার্থেই অব্যাহত রাখার আবশ্যকতা রয়েছে।

“মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন” (২য় পর্যায়)

সমাপ্তঃ ডিসেম্বর,, ২০১১

০১	প্রকল্পের অবস্থান	:	পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।
০৩.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	পরিসংখ্যান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
০৪.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৩৭০.৫০ জিওবিঃ ৫৬.৫০ প্রঃসাঃ ৩১৪.০০	মোটঃ ৯২৭.২২ জিওবিঃ ৫১.৬২ প্রঃসাঃ ৮৭৫.৬০	৮১৮.৬২	০১ জুলাই, ২০০৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১০	০১ জুলাই, ২০০৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১	০১ জুলাই, ২০০৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১	৪৪৮.৬২% (১২১%)	১ (এক) বছর (২৮.৫৭%

০৫. প্রকল্পের অর্থায়নে : প্রকল্পটি ইউনিসেফ ও জিওবি এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়।

০৬. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন :

(সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ						
০১.	জরিপসমূহ	সংখ্যা	৬০৭.১৫	২টি	৫৯৬.৩৫ (৯৮.২৩%)	২টি (১০০%)
০২.	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	জন	৯.৫৯	৬ জন	১২.৮০ (১৩৪.৪৭%)	৬ জন (১০০%)
০৩.	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	জন	৫.১৬	৩০ জন	৮.৩৯ (১৬২.৬০%)	৬০ জন (২০০%)
০৪.	শিক্ষা সফর (বিদেশ)	জন	৭১.৭৫	২৯ জন	১১.৭৫ (১৬.৩৮%)	৯ জন (৩১%)
০৫.	কর্মশালা/সেমিনার	সংখ্যা	৯৩.৫৫	১২৯ জন	৮৬.৮০ (৯২.৭৮%)	১২৯ জন (১০০%)
০৬.	কমিটির সভাসমূহ	সংখ্যা	২.০০	৬ টি	০.২৪ (১২%)	৩ টি (৫০%)
০৭.	ষ্টেশনারী	থোক	৫.৭৯	থোক	৫.৩৮ (৯২.৯২%)	থোক (৯২.৯২%)
০৮.	টেলিফোন/ইন্টারনেট	সংখ্যা	২.৪৩	৩৩ টি	১.০৪	৩২ টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
					(৪২.৮০)	(৯৬.৯৭%)
০৯.	জ্বালানী/লুব্রিকেন্টস	সংখ্যা	৯.১৯	২ টি	৭.৭৯ (৮৪.৭৭%)	২ টি (১০০%)
১০.	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	সংখ্যা	৫.২৫	২ টি	৪.৭৯ (৯১.২৪%)	২ টি (১০০%)
১১.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	সংখ্যা	৩০.৮০	৮ টি	২০.৮০ (৬৭.৫৩%)	৭ টি (৮৭.৫০%)
১২.	বই, জার্নাল ইত্যাদি	থোক	১.৯৭	থোক	১.৬৬ (৮৪.২৬%)	থোক (৮৪.২৬%)
১৩.	কম্পিউটার সমগ্রী	থোক	৪.৩৮	থোক	৪.১৫ (৯৪.৭৫%)	থোক (৯৪.৭৫%)
১৪.	কম্পিউটার/অফিস সমগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	থোক	৩.৫০	থোক	২.৮৮ (৮২.২৮%)	থোক (৮২.২৮%)
১৫.	গাড়ী/অন্যান্য ট্যাক্স	থোক	০.৬৮	থোক	০.৪৮ (৭০.৫৯%)	থোক (৭০.৫৯%)
১৬.	অফিস কক্ষের পার্টিশন ইত্যাদি	থোক	২.০০	থোক	২.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৭.	অধিকাল ভাতা	থোক	৩.৫২	থোক	২.৯৭ (৮৪.৩৭%)	থোক (৮৪.৩৭%)
১৮.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫.৬৮	থোক	৫.৬৮ (১০০%)	থোক (১০০%)
খ) মূলধন ব্যয়ঃ						
১৯.	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	৩৯.০০	৮২টি	৩৮.৬০ (৯৮.৯৭%)	৮২টি (১০০%)
২০.	অফিস সামগ্রী	সংখ্যা	৬.৩০	৩৫টি	৪.৭৭ (৭৫.৭১%)	৩৫টি (১০০%)
২২.	জরিপ সামগ্রী/অন্যান্য	সংখ্যা	৮.০০	৫	৪.৩৪ (৫৪.২৫%)	৫টি (১০০%)
২৩.	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৮.৯৩	১৩২	৪.৯৩ (৫৫.২১%)	১৩২ (১০০%)
		সর্বমোট	**৯২৭.২২**		**৮১৮.৫২ (৮৮.২৮%)**	**৯২%**

০৭. **অনুমোদন পর্যায় ঃ**

দেশের শিশু ও মাতাদের সার্বিক অবস্থা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে UNICEF এবং জিওবি এর যৌথ অর্থায়নে জুলাই, ২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে (৩.৫ বছর মেয়াদী) ৩৭০.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক আলোচ্য ”মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিগত ১১.১২.২০০৭ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পের মেয়াদকাল আরো ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে এবং প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২৭.২২ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে প্রকল্পের টিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধিত হয়।

০৮. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

০৮.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ, যে সনদে প্রতিটি শিশুরই পূর্ণ সম্ভাবনাময় হয়ে গড়ে ওঠার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা এবং বাংলাদেশ জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য ২০০১-২০০৭ মেয়াদে মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড ওমেন শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এর মাধ্যমে শিশু অধিকার অর্জনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং মহিলা ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা সৃষ্টির জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় থানাভিত্তিক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে শিশু ও মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও মহিলাদের উন্নয়নের অর্জিত অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়। যা জাতীয় ও জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সহায়ক হয়েছে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা জাতীয় স্বার্থে অনিবার্য। এরই ধারাবাহিকতায় UNICEF এবং জিওবি এর যৌথ অর্থায়নে আলোচ্য "মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড ওমেন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিরিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক. মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) পরিচালনার মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের অবস্থা পরিবীক্ষণ এবং বিশ্লেষণের নিমিত্তে সঠিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তথ্য উপস্থাপন;

খ. মা ও শিশু পুষ্টি জরিপ;

গ. MDG, PRSP এবং NPA সম্পর্কিত ইন্ডিকেটর পরিবীক্ষণের জণ্য Dev Info প্রাতিষ্ঠানিকরণের মাধ্যমে জাতীয় ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠাকরণ; এবং

ঘ. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিবিএস এর কর্মকর্তাদের কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

০৯.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয় 'প্রকল্প পরিচালক' এর দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ
০১.	জনাব মোঃ সামছুল আলম	পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।	০১.০৭.২০০৭	১২.১১.২০১০
০২.	ড. দিপংকর রায়	উপ-পরিচালক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।	১৩.১১.২০১০	৩১.১২.২০১১ (প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত)

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য		অর্জন	
০১.	মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) পরিচালনার মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের অবস্থা পরিবীক্ষণ এবং বিশ্লেষণের নিমিত্তে সঠিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তথ্য উপস্থাপন।	০১.	প্রকল্পের মেয়াদকালে মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) পরিচালনার মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের সার্বিক অবস্থা পরিবীক্ষণ পূর্বক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে।
০২.	মা ও শিশু পুষ্টি জরিপ;	০২.	এ প্রকল্পের আওতায় MICS পরিচালনার মাধ্যমে মা ও শিশু পুষ্টি জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে।
০৩.	MDG, PRSP এবং NPA সম্পর্কিত ইন্ডিকেটর পরিবীক্ষণের জন্য Dev Info প্রাতিষ্ঠানিকরণের মাধ্যমে জাতীয় ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠাকরণ।	০৩.	MDG, PRSP এবং NPA সম্পর্কিত ইন্ডিকেটর পরিবীক্ষণের জন্য Dev Info Software এর উপর বিবিএস এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং Dev Info প্রাতিষ্ঠানিকরণের মাধ্যমে জাতীয় ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
০৪.	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিবিএস এর কর্মকর্তাদের কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি।	০৪.	স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিবিএস এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১১. মনিটরিং ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে আইএমইডি কর্তৃক এ প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়নি। তবে, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ের জরিপ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

১২. অডিট ঃ

পিসিআর দৃষ্টে এবং পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অভ্যন্তরীণ অডিট করা হয়নি। তবে FAPAD কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নকালে একাধিকবার এক্সটার্নাল অডিট করা হয়েছে। এ সকল অডিটে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি মর্মে জানা যায়।

১৩. বাস্তবায়ন সমস্যা ঃ

১৩.১ প্রকল্পের টিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৩.২ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিলম্ব হওয়ায় কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় নি।

১৪. সুপারিশ ঃ

১৪.১ যে কোন প্রকল্পের টিপিপি/ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে সযত্ন দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১৪.২ যথাসময়ে এবং সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড় প্রক্রিয়ায় বিলম্ব পরিহার করা বাঞ্চনীয়।

হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে, ২০০৯-১২ প্রকল্প

(সমাপ্তঃ মার্চ, ২০১২)

০১	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	**পরিসংখ্যান ভবন, ই-২৭/১, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।**
০২.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	**বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।**
০৩.	**প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়**	:	**পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।**
০৫.	**প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়**	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৬০৭.৭৫ জিওবিঃ ২৬৭.৭৫ প্রকল্প সাহায্যঃ ৩৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	৬১১.৫৩	০১ এপ্রিল, ২০০৯ হতে ৩১ মার্চ, ২০১২।	০১ এপ্রিল, ২০০৯ হতে ৩১ মার্চ, ২০১২।	০১ এপ্রিল, ২০০৯ হতে ৩১ মার্চ, ২০১২।	৩.৭৮ (০.৬২%)	-

০৬. প্রকল্পের অর্থায়ন: প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংক এবং জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়।

০৭. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন
(সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক) রাজস্ব						
১	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	৩৩.৩৬	১৪ জন	৩৩.৩৬ (১০০%)	১৪ জন (১০০%)
২	গনণাকারী, ডাটা অপারেটর, মহিলা গনণাকারী	সংখ্যা	৬৪.৮০	১২৬০ জন	৬৪.৮০ (১০০%)	১২৬০ জন (১০০%)
৩	পরামর্শক ফি, অন্যান্য	জন মাস	৫৬.১০	১৬ জন মাস	৬০.৮০ (১০৯%)	১৬ জন মাস (১০৯%)
৪	প্রশিক্ষন (দেশী ও বিদেশী)	সংখ্যা	৬৮.৫৬	২৮৬ টি	৬৮.৫৬ (১০০%)	২৮৬ টি (১০০%)
৫	ওয়ার্কসপ/সেমিনার	সংখ্যা	১০.০০	৭ টি	১০.০০ (১০০%)	৭ টি (১০০%)
৬	গনণাকারীদের টিএ/ডিএ	সংখ্যা	৪৮.৯৬	৭২ জন	৪৮.৯৬ (১০০%)	৭২ জন (১০০%)
৭	সুপারভাইজারদেরটিএ/ডিএ	সংখ্যা	৩৬.০০	৪২ জন	৩৬.০০ (১০০%)	৪২ জন (১০০%)
৮	ইন্টারনেট ও ডাটা ট্রান্সফার	থোক	৪.০০	থোক	৩.৯৮	থোক

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	**পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ**	**একক**	**পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
			আর্থিক	**বাস্তব**	**আর্থিক (%)**	**বাস্তব (%)**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**
					(৯৯.৫%)	(৯৯.৫%)
৯	টেলিফোন/ফ্যাক্স	সংখ্যা	৬.০০	থোক	৬.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১০	রেজিস্ট্রেশন/ ফিটনেস/ ইনসুরেন্স	থোক	২.০০	থোক	২.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১১	তৈল/গ্যাস	থোক	১২.০০	থোক	১২.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১২	প্রশ্নপত্র ছাপানো ও রিপোর্ট মুদ্রণ	থোক	৩৮.০০	থোক	৩৮.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৩	স্টেশনারী ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৪	বইপত্র, সংবাদপত্র ও অন্যান্য	থোক	৬.৫০	থোক	৬.৫০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৫	সার্ভে মালামাল বহন খরচ	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৬	সম্মানী ভাতা	থোক	২০.০৫	থোক	২০.০৫ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৭	পিএসইউ/প্রিটেস্ট	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৮	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	১১.০০	থোক	১১.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৯	কমিটি, মিটিং	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
২০	অডিট	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
২১	অন্যান্য সামগ্রী	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
২২	যানবাহন মেরামত	থোক	১০.০০	থোক	৯.০০ (৯০%)	থোক (৯০%)
খ) মূলধন						
২৩.	ফটোকপিয়ার/এয়্যারকন্ডিশন	সংখ্যা	৩.৮০	৩টি	৩.৬০ (৯৪.৭৪%)	৩ টি (১০০%)
২৪	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টার, ইন্টারনেট	সংখ্যা	৭৪.৮৪	১২৩টি	৭৪.৭০ (৯৯.৮১%)	১২৩টি (১০০%)
২৫	সফটওয়্যার	থোক	৫.৮০	থোক	৫.৭০ (৯৮.২৮%)	থোক (৯৮.২৮%)
২৬.	ফার্নিচার	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৮ (৯৯.৮০%)	থোক (৯৯.৮০%)
২৭.	পাওয়ার সাপ্লাই/ইউপিএস	সংখ্যা	৬.৫০	২২টি	৬.৪০ (৯৮.৪৬%)	২২টি (১০০%)
২৮.	মাইক্রোবাস	সংখ্যা	২৫.০০	১টি	২৫.০০ (১০০%)	১টি (১০০%)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		সর্বমোট	৬০৭.৭৫	-	৬১১.৪৯ (১০০%)	১০০%

০৮. অনুমোদন পর্যায়:

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে, ২০০৯-১২ প্রকল্পটি জিওবিও বিশ্বব্যাংকের আর্থিকও কারিগরী সহায়তায় (জিওবি ২৬৭.৭৫ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা) বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ ১ এপ্রিল, ২০০৯ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদী। উল্লেখ্য ''হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে, ২০০৯-১২'' শীর্ষক প্রকল্পটি ২৮ মে, ২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় অনুমোদন করেন।

০৯. **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়িত আলোচ্য ''হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে, ২০০৯-১২ প্রকল্প '' শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম গত ২৮.০৫.২০১২ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি পর্যালোচনাসহ প্রকল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনা পূর্বক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

১০.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নাই।

১১.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

১১.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৭৩-৭৪ সাল হতে খানার আয়-ব্যয় জরিপ করে আসছে। এ পর্যন্ত ১৫ বার এ জরিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১০ সালে সর্বশেষ খানার আয়-ব্যয় জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীন খানার আয়-ব্যয় নির্ধারন জরিপ (HIES) সাধারণত ৪-৫ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। খানার আয়-ব্যয় নির্ধারন জরিপ (HIES) বিবিএস এর একটি নিয়মিত কার্যক্রম। দেশের দারিদ্র সংক্রান্ত তথ্য একমাত্র HIES জরিপ থেকে পাওয়া যায়। HIES এর তথ্য একদিকে যেমন দেশের দারিদ্র পরিস্থিতি নির্ণয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তেমনি অন্যদিকে বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাসের কৌশলপত্র (PRS)/ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে এর তথ্য ব্যবহৃত হয়। এ লক্ষ্যে আলোচ্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি এর আর্থিক সহায়তায় ৬০৭.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ এপ্রিল, ২০০৯ হতে ৩১ মার্চ, ২০১২ (তিন বছর মেয়াদী) মেয়াদে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১১.৫৩ লক্ষ টাকা সংশোধিত হয়।

১১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- **ক.** নিদিষ্ট মেয়াদের বিরতিতে খানা ভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করার মাধ্যমে সহস্রাব্দের লক্ষ্য (MDGs) অর্জণের জন্য দারিদ্র হ্রাস কৌশল (PRS)/ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ণে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা;
- **খ.** জনসাধারণের জীবনযাত্রার সঠিক মান ও পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, ভূমি ও ভূমির ব্যবহার, গৃহায়ন সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য তুলে ধরা;
- **গ.** ভোক্তার মূল্যসূচকের (CPI) Weight নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা;
- **ঘ.** পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের চাহিদা অনুযায়ী দেশের হালনাগাদ দারিদ্রের সঠিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা;
- **ঙ.** প্রশাসনিক বিভাগ অনুযায়ী দারিদ্র হার এবং আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জনসাধারণের খানাভিত্তিক চিত্র তুলে ধরা;

চ. যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং খানার আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনার ডিজাইন প্রণয়ন ও জরিপ অনুষ্ঠান সম্পাদন করা; এবং

ছ. প্রতিবন্ধিতার সঠিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা এবং দারিদ্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারন করা ।

১২.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যমত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা 'প্রকল্প পরিচালক' এর দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ
০১.	জনাব মোঃ জাহিদুল হক সরদার	যুগ্ম-পরিচালক	০১-০১-২০০৯	৩১.০৩.২০১২ প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত

১৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		প্রকৃত অর্জন
০১.	নিদিষ্ট মেয়াদের বিরতিতে খানা ভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করার মাধ্যমে সহশ্রাব্দের লক্ষ্য (MDGs) অর্জণের জন্য দারিদ্র হ্রাস কৌশল (PRS)/ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ণে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।	০১.	২০১০ জরিপ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে এবং এর তথ্য ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হয়েছে। ২০০৫ থেকে ২০১০ পর্যন্ত দারিদ্র হার ৪০ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।
০২.	জনসাধারণের জীবনযাত্রার সঠিক মান ও পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা। জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, ভূমি ও ভূমির ব্যবহার, গৃহায়ন সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য তুলে ধরা।	০২.	জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উলেস্নখ্য যোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা্ও কৃষি প্রভৃতি কাজে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে।
০৩.	ভোক্তার মূল্যসূচকের (CPI) Weight নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।	**০৩.**	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র অধীন ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং ২০১০-১১ ভিত্তি বছরে ভোক্তার মূল্যসূচকের জন্য HIES এর তথ্য ব্যবহার করবে।
০৪.	পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের চাহিদা অনুযায়ী দেশের হাল-নাগাদ দারিদ্রের সঠিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা।	**০৪.**	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে্ও খাদ্য চাহিদা পরিকল্পনায় এ জরিপের তথ্য অনেক কাজে আসবে।
০৫.	প্রশাসনিক বিভাগ অনুযায়ী দারিদ্র হার এবং আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জনসাধারণের খানাভিত্তিক চিত্র তুলে ধরা	**০৫.**	জাতীয়্ও ৭টি বিভাগের শহর্ও গ্রাম অনুযায়ী দারিদ্রহার প্রদান করা হয়েচে।
০৬.	যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং খানার আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনার ডিজাইন প্রণয়ন ও জরিপ অনুষ্ঠান সম্পাদন করা।	**০৬.**	এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
০৭.	প্রতিবন্ধিতার সঠিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা এবং দারিদ্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারন করা ।	**০৭.**	ICF মডেল ব্যবহার করে্ওয়াশিংটন গ্রুপের পরামর্শ অনুযায়ী প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে দেশের প্রতিবন্ধী লোকের সঠিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪.০ প্রকল্পের প্রভাবঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীন খানার আয়-ব্যয় নির্ধারন জরিপ (HIES) ৪-৫ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশের দারিদ্র সংক্রান্ত তথ্য একমাত্র HIES জরিপ থেকে পাওয়া যায়। হেজ এর তথ্য একদিকে যেমন দেশের দারিদ্র পরিস্থিতি নির্ণয়ে সহায়ক ভূ্মিকা পালন করে তেমনি বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাসের কৌশলপত্র (PRS)/ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে এর তথ্য ব্যবহৃত হয়। হেজ জরিপে সারা বৎসর ধরে তথ্য সংগ্রহ করা হয় যার ফলে ঋতুভিত্তিক তারতম্য (Seasonal variation) নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

১৪.০ মনিটরিং: পিসিআর দৃষ্টে এবং পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কিংবা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়নি। তবে, মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির, প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১৫.১ অভ্যন্তরীণ অডিটঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কিংবা তার পরে এ প্রকল্পের কার্যক্রম অভ্যন্তরীণ অডিট করা হয় নি মর্মে পিসিআর দৃষ্টে এবং পরিদর্শনকালে জানা যায়। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪টি আপত্তি উত্থাপন করা হয় এর মধ্যে ৩টি সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং একটির আংশিক নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৫.২ এক্সটার্নাল অডিটঃ এক্সটার্নাল অডিটে উত্থাপিত ০৪ (চার)টি আপত্তি মধ্যে আংশিক নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তিটি সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থা সহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

১৬.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৭.১ বাস্তাবায়ন কালে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়।

পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পর ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	পরিকল্পনা বিভাগ	০৪টি	০৪টি	০৪টি		২টি	৩টি	(ক) ২৩৩% (খ) ৬৬% (গ) ২০%	১+১+	(ক) ২৩৩% (খ) ৬৬% (গ) ২০%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ **৪টি**

(ক) **সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্কফোর্স প্রোগ্রাম (SICT)**
(খ) **সাপোর্ট টু মনিটরিং পোভার্টি রিডাকশন স্ট্রাটেজিস (পিআরএস) এন্ড এমডিজিস ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্প**
(গ) **Integration of Population and Gender into National and Sectoral Planning (IPGNSP)**
(ঘ) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড সার্পোট টু দি ট্রান্সর্পোট সেক্টর কো-অর্ডিনেশন উইং অফ দি প্লানিং কমিশন।

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ (ক) মোটঃ ৯৯৪৯.৫২, জিওবিঃ ৯৯৪৯.৫২ প্রঃসাঃ প্রযোজ্য নয়
জুলাই, ২০০২ থেকে জুন, ২০১২
(খ) মোটঃ ৫৪২৮৮.৬৯, জিওবিঃ ১৮৮৯৬.৭০ , প্রঃসাঃ ৩৫৩৯১.৯৯
জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১২
(গ) মোটঃ ৫১৫.২২ , জিওবিঃ ৩০.৩৫, প্রঃসাঃ ৪৮৪.৮৭
জানুয়ারী ২০০৬- ডিসেম্বর ২০১১
(ঘ) মোটঃ ৩৭২.০০ জিওবিঃ ৩৭২.০০ প্রঃসাঃ –
জানু, ২০১১ হতে জুন, ২০১২

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

(ক) **সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্কফোর্স প্রোগ্রাম (SICT) প্রকল্প**

আইসিটি টাস্ক ফোর্সের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৩৮টি উপপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে ১৪টি উপ প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময় অর্থাৎ জুন'২০০৯ সময়কালের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ আরও ১ বৎসর অর্থাৎ জুন'২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় ১০ মেগাবাইট ব্যান্ডউইথ এর ক্ষমতা সম্পন্ন 'বাংলাদেশ সচিবালয় ব্যাকবোন ' স্থাপন ও হাইস্পিড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রদান, বঙ্গভবন অটোমেশন, সুপ্রীম কোর্ট অটোমেশন, কারা অধিদপ্তর অটোমেশন সহ মোট ৩৭টি বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উপপ্রকল্পের ওয়ারেন্টী পিরিয়ডে রক্ষণাবেক্ষণসহ দায়দেনা পরিশোধের জন্য আরও ১বছর অর্থাৎ জুন'২০১১ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। কতিপয় কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পটির কতিপয় অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে তৃতীয়বারের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ আরও ১(এক) বছর অর্থাৎ জুন'২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

(খ) **সাপোর্ট টু মনিটরিং পোভার্টি রিডাকশন স্ট্রাটেজিস (পিআরএস) এন্ড এমডিজিস ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্প**

আর্ন্তজাতিক বাজারে ডলার এবং দাতাগোষ্ঠির মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে ডিপিএস খাতে প্রায় ১.৬২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্থ অন্তর্ভুক্ত না করা হলে BVRS ও IT Master Plan যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না বিধায় প্রকল্প ব্যয়ে অতিরিক্ত ১.৬২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রকল্প সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়;

প্রকল্পের টেকনিক্যাল জনবল (টেকনিক্যাল এক্সপার্ট/সাপোর্ট) এর বেতনাদি প্রকল্প সাহায্য খাত হতে প্রদান করা হতো। জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির ফলে তাদের বেতন জিওবি খাত হতে পরিশোধের প্রয়োজন দেখা দেয় যার জন্য প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়;

প্রকল্পের অফিস ভাড়া বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বর্ধিত হার অনুমোদন। ভোটার নিবন্ধন ফরম ও ভোটার তালিকা মুদ্রণ ব্যয় খাতে UNDP কর্তৃক সরাসরি ব্যয়িত অর্থ সমন্বয়করণ;

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ অপরিবর্তিত রেখে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, ইকুইপমেন্ট ও সিডি ভ্যাট খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ।

(গ) Integration of Population and Gender into National and Sectoral Planning (IPGNSP)” **প্রকল্প**

প্রকল্পে ২টি নতুন Component (প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা) অন্তর্ভুক্তিসহ উন্নয়ন সহযোগী UNFPA কর্তৃক প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত বরাদ্দ ব্যবহারের লক্ষ্যে কয়েকটি চলমান কর্মকান্ড (Orientation of Civil society, Policy Dialogue)” এ পরিধি বৃদ্ধি করারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় প্রকল্পের সংশোধনের প্রয়োজন হয়। এছাড়া UNFPA এ 7th Country Programme এর মেয়াদ ১ বছর বেড়ে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদও ১ বছর বৃদ্ধি করে ডিসম্বর ২০১১ পর্যন্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঘ) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড সার্পোর্ট টু দি ট্রান্সর্পোট সেক্টর কো-অর্ডিনেশন উইং অফ দি প্লানিং কমিশন।

- নাই-

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

(ক) **সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্কফোর্স প্রোগ্রাম (SICT):**

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে গুরুতর কোন সমস্যা দেখা দেয়নি বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন; তবে ২০০৮ সালে ‘‘বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট ব্যাকবোন’’ উপপ্রকল্প বাস্তবায়নকালে হাইকোর্টের একটি Writ Petition এর কারণে প্রকল্প কার্যক্রম কিছুদিনের জন্য বিলম্বিত হয়। এছাড়া, কম্পিউটার, নেটওয়ার্কিং এবং এতদসংক্রান্ত যন্ত্রাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কারিগরী মান বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই পুনঃদরপত্র আহ্বান করতে হয়েছে, যা ক্রয় প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট বিলম্বিত করেছে এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল দীর্ঘ করার ক্ষেত্রেও প্রভাব রেখেছে;	৪.১। প্রকল্পটির মাধ্যমে সরকারী সেক্টরে আইসিটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষণ ও সময়ে সময়ে আধুনিকায়নের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নেই। এর পাশাপাশি বাকী ১৫টি উপ-প্রকল্পগুলোর কাজ সম্পাদন এবং বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে Process Automation চালু করার জন্য এধরনের প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে;
৪.২। প্রকল্পটির প্রথমে ৩ বছর মেয়াদী প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে ২বার সংশোধন করা হয়েছে এবং ৩ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাধারণভাবে প্রকল্প সংশোধনকে নিরুৎসাহিত করা হয়, সেক্ষেত্রে ২ বার সংশোধন ও ৩ বার মেয়াদবৃদ্ধি অভিপ্রেত নয়;	৪.২। ‘প্রকল্প পরিচালক ’ পদে ঘন ঘন পরিবর্তন পরিহার করা সমীচীন। এছাড়া ভবিষ্যতে গৃহীতব্য এধরনের কারিগরী প্রকল্পে যথেষ্ট কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞতালব্ধ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা অত্যাবশ্যকীয়।
৪.৩। প্রকল্পটি মোট ১০ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে - এ ১০ বছর মেয়াদে প্রকল্প ‘পরিচালক পদে ’ পরিবর্তন এসেছে ৬ বার। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত টেকনিক্যাল ধরনের প্রকল্প। এ ধরনের প্রকল্পে ‘প্রকল্প	৪.৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ব্যবহৃত তথ্য প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এছাড়া যোগাযোগ মাধ্যমের বিকল্প ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান। কাজেই বিশেষ কোন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম

সমস্যা	সুপারিশ
পরিচালক' ঘন ঘন বদলী হওয়ার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশংকা এড়ানো যায়না।	বাস্তবায়নের পূর্বেই সুনির্দিষ্ট ব্যবহার পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। এ প্রকল্পের আওতায় পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরীন Connectivity-র জন্য Wi-Max ব্যবস্থা প্রত্যবর্তন করা হলেও তা কাজে লাগানো হচ্ছে না। এটি সরকারী অর্থ অপচয়ের একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অর্থহীন বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৪.৪। Web-Site এবং Process Automation Software ইত্যাদি কারিগরী সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ Evaluation Criterion না থাকায় এবং যথেষ্ট প্রশিক্ষিত জনবল না থাকায় -এ জাতীয় সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুনগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্পসূত্র থেকে জানা	

(খ) **"Support to Monitoring Poverty Reduction Strategies (PRS) and MDGs in Bangladesh (3rd Revised)"**

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হয়নি মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে জানা গেছে। তবে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে, তা হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের জন্য সমগ্র দেশে একযোগে ল্যাপটপের সাহায্যে জনগণের ছবি তোলাসহ অন্যান্য সকল কাজ সমাধা করা হয় এবং তার পরপরই ল্যাপটপসহ অন্যান্য Office equipment পর্যায়ক্রমে সকল Field Office –এ প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত Equipment গুলো ২০০৭ সনের পর থেকে বিতরণ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে Equipmentসমূহ বিশেষ করে ল্যাপটপগুলো ব্যাটারির দুর্বলতার কারণে যথাযথ সার্ভিস দিতে অক্ষম হয়ে পড়ছে। ব্যাটারি পুনঃস্থাপনও হচ্ছে না। ফলে কিছুটা হলেও কাজে বিঘ্ন ঘটছে।	৪.১। প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুতর কোন সমস্যা না থাকলেও মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত equipment সমূহের মেরামত ও প্রয়োজনে পুনঃ স্থাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন;
৪.২। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্রে ওয়েব ক্যামের সাহায্যে তোলা ছবির মান গ্রহণযোগ্য হয়নি। এ ব্যাপারে অধিকাংশ উপকারভাগী অভিযোগ করেছেন।	৪.২। ভবিষ্যতে জাতীয় পরিচয়পত্রে ছবি তোলার জন্য ডিজিট্যাল/অত্যাধুনিক ক্যামেরা ব্যবহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
	৪.৩। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, প্রকল্পের আওতায় ১ম শ্রেনীর ৮টি পদসহ মোট ২৩টি পদ সৃজন করা হয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পদসমূহ পূরণ করা হয়। এ সীমিত সংখ্যক জনবল তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার সাথে

সমস্যা	সুপারিশ
	পালনে সমর্থ হওয়ায় মাত্র ১৪ (চৌদ্দ) মাসের মধ্যে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সংগৃহীত ভোটারের তথ্য ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরী ও প্রদান সম্ভবপর হয়েছে। তবে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে বর্তমানে কর্মরত ১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিবেচনায় রেখে তাদের চাকুরী বিধি-বিধানের আলোকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারে।

(গ) Integration of Population and Gender into National and Sectoral Planning (IPGNSP)" **প্রকল্প**

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রকল্প সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই প্রকল্প পরিচালক সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সকলেই অন্যত্র বদলী হয়ে গেছেন। ফলে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন(PCR) প্রণয়ন ও প্রেরণে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে। এমনকী পরিদর্শনকালেও তথ্য পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, যা অনভিপ্রেত।	৪.১। প্রকল্প সমাপ্তির পরপরই প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রণয়ন একান্ত অপরিহার্য; নতুবা প্রকল্প পরিচালক বদলী হওয়ার পর নতুন কোন কর্মকর্তা তার স্থলাভিষিক্ত হলে তাঁর পক্ষে PCR প্রণয়ন করাসহ যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে;
৪.২। এছাড়া দেখা গেছে যে, প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি ; যার ফলে তথ্য প্রাপ্তির কাজটি বেশ দুরূহ হয়েছে।	৪.২। প্রকল্প সমাপ্তির পর অন্ততঃপক্ষে PCR প্রণয়নসহ প্রকল্প পরিদর্শনকাল পর্যন্ত নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।

(ঘ) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড সার্পোট টু দি ট্রান্সর্পোট সেক্টর কো-অর্ডিনেশন উইং অফ দি প্লানিং কমিশন।

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। প্রকল্পটির বাস্বায়ন পর্যায়ে কোন গুরুতর সমস্যা উদ্ভূত হয়নি মর্মে প্রকল্প বাস্বায়নকারী কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে। তবে প্রকল্পটির স্বল্পকালীন মেয়াদ (১.৫ বৎসর) প্রকল্পের কর্মসম্পাদনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন;	৪.১। ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং এর আওতায় প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যাবলীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য দীর্ঘ মেয়াদে কারিগরী সহায়তার মাধ্যমে কোন প্রকল্প গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;
৪.২। প্রকল্পের কার্যাবলী যথেষ্ট টেকনিক্যাল ও কার্যকরী হওয়ায় এবং একাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়।	৪.২। গৃহীতব্য প্রকল্পে প্রশিক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করা সমীচীন হবে।

“সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্কফোর্স প্রোগ্রাম (SICT)”

সমাপ্ত : জুন, ২০১২

০১. প্রকল্পের অবস্থান : **পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা বিভাগ**

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : **পরিকল্পনা বিভাগ**

০৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পরিকল্পনা **বিভাগ**, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

০৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৮৩১৬.২০ **জিওবিঃ** ৮৩১৬.২০ **প্রঃসাঃ** প্রযোজ্য নয়	মোটঃ১০১৫৮.০০ জিওবিঃ১০১৫৮.০০ প্রঃসাঃ প্রযোজ্য নয়	**মোটঃ** ৯৯৪৯.৫২ **জিওবিঃ**৯৯৪৯.৫২ **প্রঃসাঃ**প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০০২ থেকে জুন, ২০০৫	জুলাই, ২০০২ থেকে জুন, ২০০৯	জুলাই, ২০০২ থেকে জুন, ২০১২	১৬৩৩.৩২ (১৯.৬%)	৭ বৎসর (২৩৩%)

০৫. প্রকল্পের অর্থায়ন : সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

০৬. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ
(সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্ব খাতে বিবরণঃ					
১	জনবলের বেতন	জন	১১০.৯৮	**৩২**	১১৪.৩৭ (১০৩%)	২৩ (৭২%)
২	জনবলের ভাতা	জন	১০৮.৮২	**৩২**	১০৯.৮৩ (১০১%)	**২৩ (৭২%)**
৩	টেলিফোন/টেলিগ্রাম	**থোক**	২৩.৫০	-	২২.১৯ **(৯৪.৪%)**	-
৪	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	**থোক**	৩৩.১২	**-**	৩৮.৪৬ **(১১৬%)**	-
৫	মনোহারি, বইপত্র ও জার্নাল	**থোক**	২৭.৪৫	**-**	২৯.৪৩ **(১০৭.%)**	-
৬	প্রশিক্ষণ	**সংখ্যা**	১১৭৭.৬০	১৯৪০	১৭৯.২৭ (১০১%)	২০০০ (প্রায়) (১০৩%)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭	সেমিনার, কর্মশালা	**সংখ্যা**	৭৭.০	১০	৪.১৮ (৬০%)	**৬ (৬০%)**
৮	আপ্যায়ন	**জন**	১২.৪৬	-	১০.৫২ **(৮৪.৪%)**	-
৯	পরামর্শক	**জনমাস**	৭২.০০	**১৪১**	৭১.৮১ (১০০%)	**১০৩** (৭৩%)
১০	সম্মানী ভাতা/ ফি/পারিশ্রমিক	**থথোক**	৭৭.৪০	-	৭৪.০৯ **(৯৬%)**	-
১১	অন্যান্য	**থথোক**	৮৯.৮৭	-	৮৪.৩৮ **(৯৪%)**	-
১২	মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	**থথোক**	২৯.১৫	-	২৯.০২ **(১০০%)**	-
	উপমোটঃ (রাজস্ব)	-	**৬৬৭.৫৫**	-	৬৬৭.৫৫ **(১০০%)**	-
	মুলধন খাতের বিবরণ :					-
১৩	অফিস বিল্ডিং	**থথোক**	২৫.৬০	-	২৫.৫৬ (১০০%)	-
১৪	যানবাহন	**সংখ্যা**	২৪.৬০	**৩**	২৪.৬০ (১০০%)	৩ (১০০%) (২টি ক্রয়কৃত ও ১ টি এসআই এসপি থেকে প্রাপ্ত)।
১৫	মেশিনারি ও অন্যান্য	**থোক**	৩৫.০০	-	২৯.৪৩ (৮৪%)	-
১৬	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	**থোক**	১১০.০০	-	১০৫.৭০ (৯৬%)	-
১৭	আসবাবপত্র	**থোক**	২৫.০০	-	১৯.৫৩ (৭৮%)	-
১৮	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	**থোক**	২৪.০০	-	২৪.০০ (১০০%)	-
১৯	ই-পুলিশ	**একক**	৬৫৬.৫৬	**৭৩**	৬৪৯.১১ (৯৯%)	৭৩ (১০০%)
২০	ডিজিটাল টাউন	**শহর**	১২৫.০০	**১**	১১৩.৭০ (৯১%)	১ (১০০%)
২১	ই-গর্ভণমেন্ট/ওয়েব পোর্টাল	**সংখ্যা**	৪৪০০.০০	১	৩৮৫.৫৭ (৯৬%)	১ (১০০%)
২২	**আইসিটি টাস্কফোর্স সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন থোক**	**থোক**	৭৯৬২.৮৯	-	৭৮০৪.৭৭ (৯৮%)	৩৭ টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত (১০০%)
	উপমোট (মূলধন)	**থোক**	**৯৩৮৮.৬৫**		৯১৮১.৯৭	-
	মোট (রাজস্ব+ মূলধন)		**১০১৫৮.০**	**১০০%**	৯৯৪৯.৫২ (৯৮%)	৯৯.৭৭%

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০১৫৮.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৯৪৯.৫২ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা মোট ব্যয়ের ৯৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৭৭%। সে বিবেচনায় প্রকল্পটির আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়।প্রকল্পের খাতভিত্তিক

বরাদ্দের বিপরীতে কোন কোন খাতে প্রকৃত ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটেছে, যা আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে করা হয়েছে। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক. রাজস্ব খাতঃ

-জনবলঃ জনবলের বেতন-ভাতা খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২১৯.৮০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে জাতীয় বেতন-স্কেল বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং চাকুরীর মেয়াদ শেষে ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রদানের কারণে প্রকৃতপক্ষে এখাতে ব্যয় হয়েছে ২২৪.২০ লক্ষ টাকা।

-টেলিফোন/টেলিগ্রামঃ এখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২৩.৫০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে টেলিফোনের কলরেট হ্রাস পাওয়ায় ব্যয় হয়েছে ২২.১৯ লক্ষ টাকা।

-পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্টঃ পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট খাতে মূল বরাদ্দ ৩৩.১২ লক্ষ টাকা রাখা হলেও বাস্তবে এখাতে ব্যয় হয়েছে ৩৮.৪৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ১১৬%। পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্টের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্রকৃত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অবহিত করা হয়েছে।

- মনোহারী, বইপত্র ও জার্নালঃ এখাতে বরাদ্দ ছিল ২৭.৪৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় করা হয়েছে ২৯.৪৩ লক্ষ টাকা। মূল্যবৃদ্ধির কারণে এখাতের ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

-প্রশিক্ষণঃ প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭৭.৬০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের আওতায় ১৯৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে প্রশিক্ষণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মোট প্রশিক্ষনার্থীর প্রকৃত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২০০০ জন এবং ব্যয় করা হয় ১৭৯.২৭ লক্ষ টাকা।

-সেমিনার /কর্মশালাঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদে মোট ১০টি সেমিনার/কর্মশালা অনুষ্ঠান করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং এ বাবদ ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল ৭.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ১০টির স্থলে ৬টি সেমিনার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং তদনুযায়ী ব্যয়ও হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪.১৮ লক্ষ টাকা।

- আপ্যায়ন ব্যয়ঃ সভার নির্ধারিত সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় আপ্যায়নসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় সংকোচন করার কারণে বরাদ্দকৃত ১২.৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের স্থলে ১০.৫৮ লক্ষ ব্যয়(৮৪.৯১%) হয়।

-সম্মানী ভাতা/পারিশ্রমিকঃ একই কারণে অর্থাৎ সভার প্রকৃত সংখ্যা কম হওয়ায় সম্মানীভাতা খাতে বরাদ্দকৃত ৭৭.৪০ লক্ষ টাকার স্থলে ৭৪.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

-পরামর্শকঃ পরামর্শক খাতে ১৪১ জনমাস নির্ধারণ করা ছিল এবং বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৭২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকৃতপক্ষে ১০৩ জনমাসের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয় এবং ব্যয় হয় ৭১.৮১ লক্ষ টাকা। প্রথমে PPR-2003 এবং তার পরবর্তী Rate মোতাবেক পরামর্শকের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে PPR-2008 অনুসারে বর্ধিত হারে পারিশ্রমিক নির্ধারণের কারণে পরামর্শকের জনমাস হ্রাস পেলেও ব্যয় প্রায় একই থাকে।

-অন্যান্যঃ অন্যান্য খাতেও মোট বরাদ্দ অর্থাৎ ৮৯.৮৭ লক্ষ টাকা স্থলে ৮৪.৩৮ লক্ষ টাকা (৯৪%) ব্যয় করা হয়েছে।
-মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ এখাতে মোট বরাদ্দ ২৯.১৫ লক্ষ টাকার প্রায় পূরো অর্থই (২৯.০২) ব্যয় করা হয়েছে।

খ. মূলধন খাতঃ

- অফিস বিল্ডিং: এখাতে থোক বরাদ্দ ছিল ২৫.৬০ লক্ষ টাকা এবং এ টাকার পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্পের জন্য বিদ্যমান ভবনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়।

- যানবাহনঃ যানবাহন খাতে ২৪.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা ছিল এর পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩টি গাড়ীর সংস্থান রাখা ছিল। এ প্রকল্পে ২টি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে এবং ১টি গাড়ী অন্য একটি প্রকল্প থেকে এ প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- মেশিনারি, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিঃ এখাতে বরাদ্দ রাখা ছিল ১৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং এখাতে ব্যয় হয়েছে ১৩৫.১৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট বরাদ্দের ৯৩%।

-আসবাবপত্রঃ আসবাবপত্র খাতে থোক বরাদ্দ ছিল ২৫.০০ লক্ষ টাকা, তবে পুরোটা ব্যয় করার প্রয়োজন হয়নি। ব্যয় হয়েছে ১৯.৫৩ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৭৮%।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি: বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি খাতে বরাদ্দকৃত ২৪.০০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। একাজও গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে।
- আইসিটি টাস্কফোর্স সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন থোকঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত আইসিটি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স এর সিদ্ধান্তসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন ডেমনস্ট্রেশন পাইলট প্রকল্প চালু করে আইসিটি উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। আইসিটি টাস্কফোর্স -এর আওতায় মোট ৪০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এর মধ্যে ৩টি উপ-প্রকল্পের জন্য আলাদা আলাদা বরাদ্দ দেয়া হয়। বাকী উপ-প্রকল্পগুলোর জন্য আইসিটি টাস্কফোর্স সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন থোক হিসেবে ৭৯৬২.৮৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এখাতে ৩৭ টি উপ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৭৮০৪.৭৭ লক্ষ টাকা।

-ই-পুলিশ উপপ্রকল্পঃ এখাতে বরাদ্দকৃত ৬৫৬.৫৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৬৪৯.১১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ৯৯%।এ উপ-প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে Wi-max সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

-ডিজিটাল টাউন উপপ্রকল্পঃ এ উপপ্রকল্পের আওতায় ১টি শহর (রাজশাহী) কে ডিজিটাল টাউন হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে। ডিজিটাল টাউন হিসেবে ''রাজশাহী সিটি ওয়েব পোর্টাল '' প্রণয়ন বাবদ বরাদ্দ ছিল ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় করা হয়েছে ১১৩.৭০ লক্ষ টাকা (৯১%)।

-ই-গভর্নমেন্ট /ওয়েব পোর্টালঃ এখাতে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ৩৮৫.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় 'ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল' স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এখাতের আওতায় পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে ওয়েব পোর্টাল স্থাপনের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। যেমন, LAN এবং সার্ভার কক্ষ স্থাপন সহ বিভিন্ন ব্লকে নেটওয়ার্ক সুইচের মাধ্যমে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৭.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান প্রযুক্তি। বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ গঠনে ব্যাপৃত। জীবনের বিভিন্ন স্তরে যেমন, প্রশাসন, অর্থ, ব্যবসা-বাণিজ্য, দারিদ্র বিমোচন ও যোগাযোগসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বর্তমানে আইসিটি খাতকে Thurst Sector হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন ও অবদান রাখার লক্ষ্যে গঠিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স এর বৈঠকে প্রদত্ত দিক নির্দেশনার আলোকে আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমসমূহের দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্ক ফোর্স প্রোগ্রাম শীর্ষক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।প্রকল্পটির আওতায় মোট ৪০টি উপপ্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এগুলোর মধ্যে বঙ্গভবন অটোমেশন, Interactive website for the Supreme Court, কারা অধিদপ্তর অটোমেশন, Office Automation of Rapid Action Battalion (RAB) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

০১. আইসিটি খাতের সার্বিক উন্নয়নে দেশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও সহায়ক ভূমিকা পালন এবং তড়িৎ সিদ্ধান্ত প্রদানের সুযোগ কাজে লাগানো;
০২. আইসিটি খাতের বিকাশ, সম্প্রসারণ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;
০৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে-পরিকল্পিতভাবে ই-গভর্নেন্স চালু ও সরকারের গতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি;

০৪. দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে সংশ্লিষ্টদের অধিকতর সম্পৃক্তকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ /পাইলট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং

০৫. আইসিটি টাস্কফোর্স কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান।

০৬. আইসিটি টাস্ক ফোর্স কর্তৃক অন্য কোন কাজ ন্যস্ত করা হলে তার বাস্তবায়ন।

৮.০। **অনুমোদন পর্যায়ঃ**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন ও অবদার রাখার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স এর সিদ্ধান্ত সমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন ডেমোনেস্ট্রেশন পাইলট প্রকল্প চালু করে দেশে আইসিটির উন্নয়নে সার্বিকভাবে এক অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত '' সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্কফোর্স প্রোগ্রাম'' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সম্পদে মোট ৮৩১৬.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০২-২০০৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূল প্রকল্পটি প্রণীত হয় যা 'একনেক ' কর্তৃক গত ২৩-১২-২০০২ তারিখে অনুমোদিত হয়।

পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় ১৫৪১.৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়নকাল ৩ বছর বৃদ্ধিসহ কতিপয় নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তি এবং কিছু কার্যক্রম বাদ দিয়ে মোট ৯৮৫৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং বাস্তবায়নকাল জুন /২০০৮ পর্যন্ত বর্ধিত করে প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয় যা গত ১৫-০৬-২০০৬ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় ।

প্রকল্পটির মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০০৮ এর পরিবর্তে জুন ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে সেবা গ্রহণকারী সংস্থাসমূহের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি অংগের কাজের পরিধি সংশোধন ও ব্যয় সমন্বয়পূর্বক প্রকল্পের ব্যয় ৮৯৭.৯৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে মোট ব্যয় ১০১৫৮.০০ টাকায় প্রকল্পটি দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয় এবং মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ০৪-১০-২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

আইসিটি টাস্ক ফোর্সের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৩৮টি উপপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে ১৪টি উপ প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময় অর্থাৎ জুন'২০০৯ সময়কালের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ আরও ১ বৎসর অর্থাৎ জুন'২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় ১০ মেগাবাইট ব্যান্ডউইথ এর ক্ষমতা সম্পন্ন 'বাংলাদেশ সচিবালয় ব্যাকবোন ' স্থাপন ও হাইস্পিড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রদান, বঙ্গভবন অটোমেশন, সুপ্রীম কোর্ট অটোমেশন, কারা অধিদপ্তর অটোমেশন সহ মোট ৩৭টি বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উপপ্রকল্পের ওয়ারেন্টী পিরিয়ডে রক্ষণাবেক্ষণসহ দায়দেনা পরিশোধের জন্য আরও ১বছর অর্থাৎ জুন'২০১১ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। কতিপয় কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পটির কতিপয় অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে তৃতীয়বারের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ আরও ১(এক) বছর অর্থাৎ জুন'২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯.০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ 'প্রকল্প পরিচালক' এর দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ	ধরন
০১	জনাব এম এ এস এম তাইফুর	যুগ্ম-প্রধান ও পরবর্তীতে বিভাগ প্রধান	জুলাই ২০০২	অক্টোবর ২০০৬	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০২.	জনাব আকরাম-উল-আজিজ	যুগ্ম-প্রধান	নভেম্বর ২০০৬	ডিসেম্বর ২০০৬	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৩.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	বিভাগ প্রধান	জানুয়ারী ২০০৭	জানুয়ারী ২০১০	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৪.	ড. মোঃ গোলাম সারওয়ার	বিভাগ প্রধান	ফেব্রুয়ারী ২০১০	ফেব্রুয়ারী ২০১১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৫.	জনাব এ এস এম আবদুর রহিম	যুগ্ম-প্রধান	এপ্রিল ২০১১	সেপ্টেম্বর ২০১১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৬.	জনাব প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী	যুগ্ম-প্রধান	সেপ্টেম্বর ২০১১	জুন ২০১২ (প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত)	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১০.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জনঃ

	উদ্দেশ্য	অর্জন
১.	আইসিটি খাতের সার্বিক উন্নয়নে দেশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও সহায়ক ভূমিকা পালন ও তড়িৎ সিদ্ধান্ত প্রদানের সুযোগ কাজে লাগানো	আইসিটি সেক্টর উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
২.	আইসিটি খাতের বিকাশ, সম্প্রসারণ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান	আইসিটি খাতের বিকাশ, সম্প্রসারণ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
৩.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে পরিকল্পিতভাবে ই-গভর্নেন্স চালু ও সরকারের গতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি	ই-গভর্নেন্স চালু করার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
৪.	দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে সংশ্লিষ্টদের অধিকতর সম্পৃক্তকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ/পাইলট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এজেন্সীতে প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৪০টি Relevant কর্মসূচি/ Pilot প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। (আইসিটি টাস্কফোর্সের নির্দেশিত ৩৭টি এবং ই পুলিশ, পরিকল্পনা কমিশনে ই-গভর্নেন্স এবং ডিজিটাল টাউন সহ ৪০টি)
৫.	আইসিটি টাস্কফোর্স কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থা সমূহকে সহায়তা প্রদান; এবং	আইসিটি টাস্কফোর্স কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মনিটর করা সহ সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
৬.	আইসিটি টাস্ক ফোর্স কর্তৃক অন্য কোন কাজ ন্যস্ত করা হলে তার বাস্তবায়ন	আইসিটি টাস্কফোর্স কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ন্যস্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

১১.০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রায় সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। তবে আইসিটি টাস্কফোর্স সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন থোক –খাতের আওতায় ৫৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। অবশিষ্ট উপ-প্রকল্পগুলো SICT এর দ্বিতীয় পর্যায় গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

১২.০। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- ক. ডিপিপি ও পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- খ. মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত Project Completion Report (PCR) পর্যালোচনা;
- গ. PEC, Steering Committee এবং Project Implementation Committee (PIC), ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরনী পর্যালোচনা;
- ঘ. বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন এবং
- ঙ. প্রাপ্ত তথ্যের উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩.০। মনিটরিং:

মন্ত্রণালয় /এজেন্সীঃ

প্রকল্পের অগ্রগতি নিরূপণের লক্ষ্যে প্রতিমাসে অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আইএমইডি কর্তৃকঃ

আইএমইডি কর্তৃক ১৭-০৩-২০০৯ তারিখে প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে।

অন্যান্যঃ
প্রকল্পটি বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনা বিভাগের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক মনিটর করা হয়েছে।

১৪.০। অডিটঃ

১৪.১। অভ্যন্তরীণ অডিটঃ
প্রকল্পের জন্য কোন অভ্যন্তরীণ অডিট করা হয়নি।

১৪.২। এক্সটার্নাল অডিটঃ
প্রকল্পটি মোট ১০ বছর মেয়াদে (২০০২-২০১২) বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের মূল মেয়াদ ছিল ২০০২-২০০৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩ বছর। এ সময়কালে ৫টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং তার নিষ্পত্তি করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৮, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট ১৬টি উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা যায়। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে উত্থাপিত ৯টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৭টি আপত্তি ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ‘‘ ভ্যাট কম আদায় ’’ এবং ‘‘ যথাসময়ে ভ্যাট আদায় না করায় দন্ড সুদ/জরিমানা আদায় ’’ - এ দুটি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ -এ দুটি অর্থবছরে মোট ৯টি আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ আপত্তিই ‘‘ ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করা ’’ সংক্রান্ত এবং ১টি আপত্তি দেয়া হয়েছে ‘‘ প্রকল্প সমাপ্তির পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আইএমইডি-তে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রেরণ না করা ’’ প্রসঙ্গে। আপত্তিগুলো পরিদর্শনের দিন পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হয়নি, ‘‘ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ’’ মর্মে অবহিত করা হয়েছে।

১৫.০। প্রকল্প পরিদর্শনঃ
আলোচ্য প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। গত ০৬-১০-২০১৩ তারিখে প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন এবং তারা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করেন।

১৫.১। প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান একটি আইটেম হচ্ছে আইসিটি থোক, যার আওতায় ২০০৩ সাল হতে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় /বিভাগ প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক প্রাধিকারের ভিত্তিতে ৩৭টি উপ-প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। তবে বেশীরভাগ উপ-প্রকল্পের চাহিদা ছিল ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটার সরবরাহ ও স্থাপন, Local Area Network (LAN) স্থাপন, ওয়েবসাইট ও প্রসেস অটোমেশন সফটওয়ার প্রণয়ন এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৫.২। প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থাঃ
শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান BANBEIS ও বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড Automation করা হয়েছে। Automation সুবিধা বাস্তবায়নের ফলে অনলাইনে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা ফল প্রকাশের মাধ্যমে জনগণ সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন অটোমেশনের মাধ্যমে সরকারী চাকুরীবিষয়ক তথ্যাদি অনলাইন মারফত প্রাপ্তিতে জনগণ সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জন্য ৪২টি জেলা থেকে ৬২টি কৃষিজাত পণ্যের অনলাইন ডেইলি মার্কেট প্রাইস জানার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, শেরেবাংলানগর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অটোমেশন, মানিকগঞ্জ ডিসি অফিসের ল্যান্ড রেকর্ড অটোমেশন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড অটোমেশন, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অটোমেশন সুবিধা দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (SSF), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (RAB), প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (PGR), বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বঙ্গভবন সহ সচিবালয়ে অবস্থিত বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের ফলে উক্ত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সুবিধাভোগী জনগণ যার যার নিজস্ব প্রয়োজনমাফিক উপকৃত হচ্ছেন। অপরদিকে পাইলট উপ-প্রকল্প হিসেবে ঢাকা, জামালপুর, শেরপুর এবং কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অটোমেশন করা হয়, যার ধারাবাহিকতায় এখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাস্তবায়নাধীন অপর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে বাকী ৬০ টি জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অটোমেশনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীগণ যার যার নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উপকৃত হচ্ছেন।

বাংলাদেশ সচিবালয় চত্বরে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এ প্রকল্পের একটি অন্যতম পদক্ষেপ। যার ফলে ৪টি নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে সচিবালয়ে অবস্থিত প্রায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় এসেছে এবং বর্তমানে এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে।

১৫.৩। প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ আইটেম বা কম্পোনেন্ট হচ্ছে ই-পুলিশ। ই-পুলিশ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য ঢাকা শহরের চারটি স্থানে (পুরানো ঢাকার মিলব্যারাক, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, মোহাম্মদপুর এবং উত্তরা) Wi-Max পরিবেশ অর্থাৎ টাওয়ারসহ বেজ স্টেশন তথা প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সহ) তৈরি করা হয়। কাজটি বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল থানার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়ে (পুলিশ সদর দপ্তর, ডিএমপি কার্যালয়, ডিবি অফিস, এসবি অফিস ইত্যাদি) আইটি এনাবল যন্ত্রপাতির (ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ কম্পিউটার, ইন্টারনেট সাপোর্টেড মোবাইল ফোন ইত্যাদি) মাধ্যমে দ্রুতগতিতে সকল প্রকার তথ্যাদি আদানপ্রদান করা। এই কম্পোনেন্টের কাজ বাস্তবায়নের জন্য মূল কম্পোনেন্টে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ ছাড়াও চাহিদা মোতাবেক কার্যক্রমটি সুচারুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘‘ আইসিটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন থোক ’’ কম্পোনেন্ট এর বরাদ্দ হতেও ব্যয় করা হয়।কার্যক্রমটি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিকট হস্তান্তর করার পর SICT প্রকল্পটি চলমান থাকা অবস্থায় Wi-Max এর ব্যবহার পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছিলো। কিন্তু ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মাধ্যমে জানা যায় বর্তমানে Wi-Max ব্যবহার আপাতত স্থগিত করে এর পরিবর্তে Optical Fibre এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ Connectivity র কাজ চালানো হচ্ছে। তবে wi-max-এর অবকাঠামোগত সুবিধা পাশাপাশি বিদ্যমান রয়েছে, প্রয়োজন বোধে এর ব্যবহার পুনরায় শুরু করা হবে।

১৫.৪। প্রকল্পটির আরেকটি অন্যতম প্রধান আইটেম বা কম্পোনেন্ট হচ্ছে ই-গভর্নেন্স ইনিসিয়েটিভস/ওয়েব পোর্টাল বাস্তবায়ন।প্রকল্পের আইটি পরামর্শকের পরামর্শ ও ডিজাইন মোতাবেক এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালার যথাবিধি অনুসরণপূর্বক পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপনে চুক্তিপত্র অনুসারে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয় ও সংস্থাপন (Install) করা হয় এবং এ চত্বরে ইন্টারনেট সেবা প্রদান চালু করা হয়ঃ

Sl No	Items
1	3 nos of Server, 3 nos of Workstation, 1 no of Router, 1 no of Bandwith Manager, 1 no of Network Printer, 1 no of Visitor Management System, 1 no of Network Management System &Upgradation of Existing LAN
3	Equipment for Internet Bandwidth Connectivity
4	19 nos of Online UPS
5	4 units of AC
6	1 no of Datasafe& 1 no of Wide Screen
7	1 no of Digital Photocopier
8	Internet bandwidth charge

পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে একটি নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সেন্টার স্থাপনের পাশাপাশি চত্বরে অবস্থিত সকল ব্লকে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি স্থাপন এবং বিটিসিএলের সহায়তায় SICT প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদকাল পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা প্রদান অব্যাহত থাকে। উল্লেখ্য, ইন্টারনেট সেবা এখনও অব্যাহত আছে তবে গতি অত্যন্ত মন্থর হয়ে গেছে এবং নানাবিধ সমস্যা বিভিন্ন সময়ে দেখা দিচ্ছে। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বাস্তবায়নাধীন Access to Information (A2I) প্রকল্পের মাধ্যমে National Web Portal (www.bangladesh.gov.bd) তৈরি করা হলে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে SICT প্রকল্প হতে Web Portal স্থাপন করার প্রয়োজনীতা দেখা দেয়নি। SICT প্রকল্প সমাপ্তির পর এর সকল কিছুই পরিকল্পনা বিভাগে হস্তান্তর করা হয়। এরপর পরিকল্পনা বিভাগে বাস্তবায়িত Assistance to SICT (ASICT)প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামোসমূহ Upgrade করা হয়েছে।ASICT প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Implementation of Digital ECNEC (IDE) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ই-গভর্নেন্স ইনিসিয়েটিভস অবকাঠামোটি পরিচালনা করার কথা। SICT-এর মূল প্রকল্প দলিলে এর জন্য বরাদ্দ ছিল ৫.০০ কোটি টাকা। ওয়েব

পোর্টাল তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা না থাকায় পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপিতে এ কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ৪.০০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই মূলতঃ বর্ণিত অবকাঠামো প্রস্তুতিতে ব্যয় হয়েছে । অর্থের কোন অপচয় হয়নি মর্মে প্রকল্পসূত্র থেকে অবহিত করা হয়েছে।

১৫.৫। পরামর্শকের প্রদেয় Deliverables:

প্রকল্পটিতে যে সকল পরামর্শক কাজ করেছেন এবং চুক্তি মোতাবেক যে deliverables দাখিল করেছেন তা নিম্নরুপঃ

পরামর্শক	জনমাস	deliverables
নেটওয়ার্ক স্পেশালিষ্ট	৫ (পাঁচ)	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), মেট্রো এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN),ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN) বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান, ডিজাইন প্রণয়ন, চুক্তি মোতাবেক মাসিক ও চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল।
ওয়েব স্পেশালিষ্ট	২১ (একুশ)	ইন্টার‍্যাক্টিভ/ডাইনামিক ওয়েবসাইট বিষয়ক ডিজাইন প্রণয়ন, চুক্তি মোতাবেক মাসিক ও চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল।
জিআইএস স্পেশালিষ্ট	১২ (বার)	পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিভাগের জন্য জিআইএস ভিত্তিক উপ-প্রকল্পটির ডিজাইন প্রণয়ন, উপ-প্রকল্প মনিটরিং, চুক্তি মোতাবেক মাসিক ও চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল।
ডাটাবেজ স্পেশালিষ্ট	৬ (ছয়)	পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিভাগের জন্য জিআইএস ভিত্তিক উপ-প্রকল্পটির ডাটাবেজ ডিজাইন প্রণয়ন, চুক্তি মোতাবেক মাসিক ও চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল।
আইটি পরামর্শক	১২ (বার)	ডিজিটাল টাউন, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও বঙ্গভবন অটোমেশনের ডিজাইন প্রণয়ন, চুক্তি মোতাবেক মাসিক ও চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল।
আইসিটি ম্যানেজমেন্ট পরামর্শক	৫৪ (চুয়ান্ন)	প্রায় সকল প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ডিজাইন প্রণয়ন, মনিটরিং, চুক্তি মোতাবেক মাসিক ও চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল।

১৫.৬। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্প গ্রহণের সময় চাহিদার নিরিখে প্রায় ২০০০ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। প্রশিক্ষণ ভেন্যু ছিল বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ব্যানবেইস। যার ফলে এখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় সকলে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এর প্রভাব রাখছেন।প্রশিক্ষণ মডিউলগুলো নিম্নরুপঃ

Course Title	Pre-requisites	Course Outline
ICT Training for Executives	Class I and II Government officials at any level	▪ Introduction to Computer and Basic operations - Introduction to Computer - Introduction to Windows OS - Introduction to Linux OS ▪ Introduction to Application Packages - MS word - MS Excel - MS PowerPoint - Linux Open Office ▪ Working with Internet and E-mail
Hardware and Networking	Class I Government officials at any level with basic computer literacy	▪ Hardware maintenance and troubleshooting - Personal Computer (Ports) - Computers and Peripherals - Operating system installation - Troubleshooting - Virus Protection ▪ Networking - Concept of Networking

Course Title	Pre-requisites	Course Outline
		- Classification (LAN, MAN, WAN) - Topology - Protocol - Transmission Media - Network Devices (Router, Switches etc.) - Networking Hardware and Software
Advanced Networking	Class I Government officials at any level with basic knowledge on Computer Networking	▪ Networking with windows and Linux ▪ Design of LAN ▪ Administration of LAN ▪ Configuration of LAN ▪ Maintenance of LAN
Process Automation and Website	Class I Government officials at any level with basic knowledge on Database	▪ Database Concept - Introduction to database - MS Access - Introduction to SQL commands - Comparative analysis of database ▪ System analysis and Design ▪ Website Planning Design - World standard web-design guideline - Introduction to HTML - Other web design tools for dynamic and interactive website - Sample website design
Procurement of Hardware, Software and Services	Class I Government officials at any level	▪ Cost estimation of Hardware and Networking ▪ Tender document preparation for Hardware and Networking ▪ Writing tender documents for Hardware, Software, Services procurement according to PPR ▪ Evaluation and negotiating issues of tender proposals ▪ Monitoring issues of dealings with software vendor/consultant during project implementation and maintenance phases.
IT Project Management	Class I Government officials at any level	▪ PMBOK based IT Project Management. ▪ MS Project Office.

১৫.৭। প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়াঃ

প্রকল্পের আওতায় বিপুল সংখ্যক আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ইলেক্ট্রনিক দ্রব্যাদি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। আইসিটি টাস্কফোর্স এর নির্দেশক্রমে বাস্তবায়িত উপপ্রকল্পগুলোতে আইসিটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় এবং সরবরাহ করা হয়েছে। সকল ক্রয়ই উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণপূর্বক করা হয়েছে মর্মে ক্রয়সংক্রান্ত নথি এবং কাগজপত্র পরীক্ষাপূর্বক পরিলক্ষিত হয়েছে। নথিপত্র পুংখানুপুংখ পরীক্ষা করে OTM পদ্ধতি অনুসরণে সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন, সকল ক্রয় বিজ্ঞপ্তিই OTM পদ্ধতিতে ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে এবং CPTU এর Website এ দেয়া হয়েছে ।

মোট ৫ সদস্য বিশিষ্ট Tender Opening Committee (TOC) এবং ৭ সদস্য বিশিষ্ট Tender Evaluation Committee (TEC) গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে ৩ জন বহিঃসদস্য অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

১৫.৮। প্রকল্পের অধীনে যেসব মালামাল ক্রয় করা হয়েছে তারমধ্যে বিপুলসংখ্যক যন্ত্রপাতি উপপ্রকল্পগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে। নথিপত্র পরিক্ষান্তে দেখা গেছে, অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্রের মধ্যে কিছুসংখ্যক প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিকল্পনা বিভাগে সরবরাহ করা হয়েছে। বাকীগুলো পরিকল্পনা কমিশনের ১৩ নং ব্লকে সংরক্ষিত আছে বলে জানানো হয়েছে।

১৬.০। প্রকল্পের প্রভাবঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় /এজেন্সীগুলোতে উপপ্রকল্পগুলো দ্বারা ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এতদউদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় /এজেন্সীগুলোতে আইসিটি ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে, নেটওয়ার্কিং, ওয়েবসাইট এবং অফিস অটোমেশন ইত্যাদি স্থাপন করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জনবলকে এতদসংক্রান্ত প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে যাতে কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সহজ হয়। বর্তমানে কার্যক্রমগুলো চলমান আছে এবং উত্তরোত্তর আধুনিকায়ন করা হচ্ছে মর্মে জানা গেছে।

১৭.০। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৭.১। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে গুরুতর কোন সমস্যা দেখা দেয়নি বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন; তবে ২০০৮ সালে ''বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট ব্যাকবোন'' উপপ্রকল্প বাস্তবায়নকালে হাইকোর্টের একটি Writ Petition এর কারণে প্রকল্প কার্যক্রম কিছুদিনের জন্য বিলম্বিত হয়। এছাড়া, কম্পিউটার, নেটওয়ার্কিং এবং এতদসংক্রান্ত যন্ত্রাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কারিগরী মান বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই পুনঃদরপত্র আহ্বান করতে হয়েছে, যা ক্রয় প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট বিলম্বিত করেছে এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল দীর্ঘ করার ক্ষেত্রেও প্রভাব রেখেছে;

১৭.২। প্রকল্পটির প্রথমে ৩ বছর মেয়াদী প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে ২বার সংশোধন করা হয়েছে এবং ৩ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাধারণভাবে প্রকল্প সংশোধনকে নিরুৎসাহিত করা হয়, সেক্ষেত্রে ২ বার সংশোধন ও ৩ বার মেয়াদবৃদ্ধি অভিপ্রেত নয়;

১৭.৩। প্রকল্পটি মোট ১০ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে -এ ১০ বছর মেয়াদে প্রকল্প 'পরিচালক পদে ' পরিবর্তন এসেছে ৬ বার। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত টেকনিক্যাল ধরনের প্রকল্প। এ ধরনের প্রকল্পে 'প্রকল্প পরিচালক' ঘন ঘন বদলী হওয়ার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশংকা এড়ানো যায় না।

১৭.৪। Web-Site এবং Process Automation Software ইত্যাদি কারিগরী সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ Evaluation Criterion না থাকায় এবং যথেষ্ট প্রশিক্ষিত জনবল না থাকায় -এ জাতীয় সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুনগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্পসূত্র থেকে জানা যায়।

১৮.০। সুপারিশঃ

১৮.১। প্রকল্পটির মাধ্যমে সরকারী সেক্টরে আইসিটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষণ ও সময়ে সময়ে আধুনিকায়নের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নেই। এর পাশাপাশি বাকী ১৫টি উপ-প্রকল্পগুলোর কাজ সম্পাদন এবং বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে Process Automation চালু করার জন্য এধরনের প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৮.২। ‘প্রকল্প পরিচালক ’ পদে ঘন ঘন পরিবর্তন পরিহার করা সমীচীন। এছাড়া ভবিষ্যতে গৃহীতব্য এধরনের কারিগরী প্রকল্পে যথেষ্ট কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞতালব্ধ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা অত্যাবশ্যকীয়।

১৮.৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ব্যবহৃত তথ্য প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এছাড়া যোগাযোগ মাধ্যমের বিকল্প ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান। কাজেই বিশেষ কোন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম বাস্তবায়নের পূর্বেই সুনির্দিষ্ট ব্যবহার পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। এ প্রকল্পের আওতায় পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরীন Connectivity-র জন্য Wi-Max ব্যবস্থা প্রত্যবর্তন করা হলেও তা কাজে লাগানো হচ্ছে না। এটি সরকারী অর্থ অপচয়ের একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অর্থহীন বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

Integration of Population and Gender into National and Sectoral Planning (IPGNSP)

সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১

০১ প্রকল্পের অবস্থান ঃ জনসংখ্যা পরিকল্পনা উইং, পরিকল্পনা কমিশন

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

০৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়

০৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ জানুয়ারী ২০০৬- ডিসেম্বর ২০১১

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৪৪১.৫০ জিওবিঃ ৩৯.৩০ প্রঃসাঃ ৪০২.২০	মোটঃ ৫১৫.২২ জিওবিঃ ৩০.৩৫ প্রঃসাঃ ৪৮৪.৮৭		জানুয়ারী ২০০৬ - ডিসেম্বর ২০১০	জানুয়ারী ২০০৬ - ডিসেম্বর ২০১১	জানুয়ারী ২০০৬ - ডিসেম্বর ২০১১	১৬.৭%	২০%

০৫. প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ ইউএনএফপিএ (অনুদান)

০৬. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন ঃ
(সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
(i)Research/Studies					
Research/Studies on discriminatory provision towards women and girls and Dissemination	**Nos**	**12.43**	**2**	**12.43**	**2**
Preparation of Strategy for partnership with Civil society and others for promotion of RH and gender issues linked to ICPD and MDGs,RSP and dissemination	**Nos**	**12.65**	**1**	**12.65**	**1**
Seven Policy Dialogues on relevant issues	**Nos**	**29.27**	**7**	**29.27**	**7**
Preparation of four Policy Briefs including publication and dissemination	**Nos**	**5.57**	**4**	**5.57**	**4**
Two National Consultation workshops	**Nos**	**10.15**	**2**	**10.15**	**2**
Sub Total : Research/Studies		**70.07**		**70.07**	
(ii) Training					
Capacity Building of Govt, officials on population. Reproductive Health. Reproductive Rights and Gender Issues.	**batches**	**52.74**	**12** batches	**52.74**	**12** Batches
Orientation of Civil Society on gender issues and	**Nos**	**34.36**	**10**	**34.36**	**12**

পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
sex disaggregated data on ICPD/MDG/PRS.					
Training on Result based management (RBM)	batches	38.79	14 batches	38.79	14 batches
Training on Research Methodology with application of SPSS.	batches	20.40	6 batches	20.40	6 Batches
Short Training/Workshops etc.	Nos	75.41	4	75.41	4
Participation in international * meeting(s)/Conference (s)/training/workshop (s) on related issues	Nos	7.00	1	0.00	0
Training on Population Management and Human Resource Development	Nos	21.00	4	21.00	4
Sub Total : Training		249.7		242.7	
(iii) Programme Management					
Steering Committee and Project Implementation Committee Meetings.	Nos	5.22	33	5.22	33
Monitoring and Evaluation.	Nos	0.62	1	0.62	1
Expendable equipment (Stationary)	LS	4.05	LS	4.05	LS
Printing and Publication	Ls	3.15	Ls	3.15	Ls
Operation and Maintenance of the equipment in the project office	Ls	5.34	Ls	5.34	Ls
Operation and Maintenance of Vehicle.	Nos	11.16	1	11.16	1
CST Support	Ls	0.00	Ls	0.00	Ls
Local Travel for Project Personnel's and the Govt. Officials working in the Population Planning Wing of Planning Commission.	Ls	5.23	Ls	5.23	Ls
Project Personal	Ls	106.41	Ls	106.41	Ls
Sundry	Ls	4.51	Ls	4.51	Ls
Office Refurbishment	Ls	1.16	Ls	1.16	Ls
Sub Total : Programme Management		146.85		146.85	
Total : Capital Component					
Procurement of Equip. (One Laptop)	Nos	1.24	1	1.24	1
Procurement of one Vehicle	Nos	15.35	1	15.35	1
Procurement of Equipment (Air Cooler)	Nos	1.47	3	1.47	3
Procurement of Equipment (One Photocopier)	Nos	2.81	1	2.81	1
Procurement of Equipment (Three Computers)	Nos	2.91	3	2.91	3
Procurement of Equipment (01 printer,01 fax machine)					
Furniture	Ls	1.07	Ls	1.07	Ls
CD/VAT (GOB)	Ls	29.58	Ls	29.56	Ls
Registration Cost for Vehicle (GOB)	Ls	0.77	Ls	0.77	Ls
Total :Capital Component		55.2		55.2	
Grand Total		515.22		515.20	

* পরবর্তীতে এখাতে কোন ব্যয় না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে এখাতের বরাদ্দ “Orientation of Civil Society on gender issues and sex disaggregated data on ICPD/MDG/PRS” খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

০৭. কাজ অসমাপ্ত থাকিলে তার কারণঃ ঃ কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৮. অনুমোদন পর্যায় ঃ

- Integration of Population and Gender into National and Sectoral Planning (IPGNSP) (2nd Revised) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি প্রথমে ৪৪১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১০ সাল পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মূল ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে কতিপয় কারণ যেমন “Continued Support to the Pilot study on Nexus between RH and Poverty in two selected unions” শীর্ষক Research Component টি বিভিন্ন কারণে বাদ দিয়ে এ পরিবর্তে 1) “Five policy Dialogues on relevant isues” শীর্ষক একটি নতুন Research Component এবং ২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে “Training on Research Methodology with the Application of SPSS” শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স ইত্যাদি অন্তর্ভূক্তির জন্য এবং কিছু অফিস সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

- পরবর্তীতে প্রকল্পে ২টি নতুন Component (প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা) অন্তর্ভুক্তিসহ উন্নয়ন সহযোগী UNFPA কর্তৃক প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত বরাদ্দ ব্যবহারের লক্ষ্যে কয়েকটি চলমান কর্মকান্ড (Orientation of Civil society, Policy Dialogue)” এ পরিধি বৃদ্ধি করারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় প্রকল্পের সংশোধনের প্রয়োজন হয়। এছাড়া UNFPA এ 7th Country Programme এর মেয়াদ ১ বছর বেড়ে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদও ১ বছর বৃদ্ধি করে ডিসম্বর ২০১১ পর্যন্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৯. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

০৯.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

বিগত দশকগুলোতে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৩ ভাগ থেকে শতকরা ১.৫ ভাগে নেমে এলেও জনমিতিক কাঠামো (Demographic Structure) অনুযায়ী বিশেষ করে যুব জনসংখ্যার অধিক্যের কারণে দেশের জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং ২০১৮ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ২৫০ মিলিয়নে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে জোরালোভাবে অনুভূত হচ্ছে যে, জনসংখ্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার – এ বিষয়গুলো দেশের সার্বিক উন্নয়ন নীতিমালা এবং কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান/নিয়ামক হিসেবে বিবেচণা করে দেশের ম্যাক্রো এবং মাইক্রো পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বস্তত: জনসংখ্যা ও উন্নয়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত এবং নীতি প্রণয়ন/পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পাশাপাশি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো বিবেচণায় আনা প্রয়োজন।

যেহেতু পরিকল্পনা কমিশন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নের সাথে জড়িত, তাই জনসংখ্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিষয়াদি বিভিন্ন ধরণের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ দিকটি বিবেচনা করে অর্থাৎ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার – এ বিষয়গুলো সরকারের সেবামূলক সকল পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা ও পরিকল্পনা উইং এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পটির মাধ্যমে জনসংখ্যা ও জেন্ডার বিষয়ক চলকসমূহ জাতীয় ও সেক্টোরাল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব হবে-এ লক্ষ্য নিয়ে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

৯.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১) জেন্ডার Equality সহ পরিকল্পিত ও ব্যালেন্সড জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা এবং জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি জাতীয় ও সেক্টরাল পরিকল্পনায় সমন্বিতকরণ;

২) বয়স, লিঙ্গা ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও স্থানের ভিত্তিতে উপাত্ত ব্যবহার ও উন্নত বিশ্লেষণ।

১০.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত 'প্রকল্প পরিচালক' এর দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ
০১.	মোঃ এম.এ মালেক	উপ-প্রধান	০১.০৩.২০০৫	২৫.০৬.২০০৫
০২.	মিসেস নিরু শামসুননাহার	উপ-প্রধান	২৫.০৬.২০০৬	৩১.১০.২০১১
০৩.	মোঃ এ.এন.এম. আজিজুল হক	উপ-প্রধান	১৭.১১.২০১১	৩১.১২.২০১১

১১. মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছেঃ

ক. টিপিপি ও পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
খ. মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত Project Completion Report (PCR) পর্যালোচনা;
গ. SPEC, Steering Committee এবং Project Implementation Committee (PIC), ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরনী পর্যালোচনা;
ঘ. বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন এবং
ঙ. প্রাপ্ত তথ্যের উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য		অর্জন	
০১.	জেন্ডার Equality সহ পরিকল্পিত ও ব্যালেন্সড জনসংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে জনসংখ্যা ও জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি জাতীয় ও সেক্টোরাল পরিকল্পনায় সমন্বিতকরণ	০১.	জনসংখ্যা ও জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি জাতীয় ও সেক্টোরাল পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে দেশের বিভাগ পর্যায়ে সেমিনার, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া বিভাগ পর্যায়ে কতিপয় Orientation Workshop/Consultation Worshop অনুষ্ঠিত করা হয়েছে।
০২.	বয়স, লিঙ্গা ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং এলাকাভিত্তিক উপাত্ত ব্যবহার ও উন্নত বিশ্লেষণ।	**০২.**	বয়স, লিঙ্গা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং এলাকাভিত্তিক তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৩. মনিটরিং ঃ

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিমাসে প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। এছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্যের নেতৃত্বে নিয়মিত স্টিয়ারিং কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদ্বব্যতীত, আইএমইডি কর্তৃক তারিখে প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন সহযোগী UNFPA কর্তৃক প্রকল্পের একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হয়, তবে UNFPA কর্তৃক এতদসংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়নি।

১৪. অডিট:

১৪.১ অভ্যন্তরীণ অডিটঃ

প্রকল্পের অভ্যন্তরীন কোন অডিট করা হয়নি।

১৪.২ External অডিটঃ

প্রকল্পের উপর মোট ৬ বার External অডিট হয়েছে মোট ৬ বার মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) সূত্রে জানা গেছে। কোনবারেই কোন অডিট আপত্তি হয়নি মর্মে PCR-এ প্রাপ্ত তথ্য এবং পরিদর্শনকালে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জানা গেছে।

১৫. প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা পরিকল্পনা উইং কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রথম সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR)পাওয়া যায় ৩১/০৩/২০১৩ তারিখে। প্রকল্প কার্যালয় অর্থাৎ জনসংখ্যা পরিকল্পনা উইং এ প্রকল্প পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে যাওয়া হয় ২৩-০৪-২০১৩ তারিখে। পরিদর্শনকালে PCR টি সম্পূর্ণ তথ্যসম্বলিত নয় বলে প্রতীয়মান হয়। অসম্পূর্ন PCR টিতে সকল তথ্য সরবরাহ করার অনুরোধ জানানোর পর তথ্য পূরণপূর্বক পুনরায় PCR প্রেরণ করা হয় যা ১০-০৯-২০১৩ তারিখে পাওয়া যায়। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যারা জড়িত ছিলেন তারা অন্যত্র বদলী হয়ে গেছেন মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যে ৩ জন কর্মরত ছিলেন তাদের কেউই বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত নন। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া অনেকখানি দুঃসাধ্য হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক. Research/Studies**:**

প্রকল্পের আওতায় “Research/Study on discriminatory provisions towards women and girls (Part-I and Part-II) এবং “ A strategy for Partnership with civil society and others for promotion of Reproductive health and Gender Issues Linked to ICPD, MDGs and PRS”- এ দুটি গবেষণা কাজ Outsourcing এর মাধ্যমে BIDS Stamp Ltd.দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। এ বাবদ ২৫.০৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল , যার পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে।

খ. Policy Dialogue:

মূল প্রকল্পের আওতায় ৫টি Policy Dialogue অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা ছিল। এতদসংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

	বিষয়ের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত পরামর্শক
১.	**Ageing Population in Bangladesh: An Emerging Challenge**	অধ্যাপক মেজবাহ-উল-সালেহীন অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
২.	**Urbanization, Environment and Population Growth**	ডঃ এ কে এম নূরুন নবী অধ্যাপক, পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩.	**Transforming Population into Human Resources in Bangladesh**	অধ্যাপক মোহাম্মদ এ মাবুদ, অধ্যাপক, জনস্বাস্থ্য ও জনমিতি বিভাগ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।
৪.	**Efforts for attaining “ Zero Population Growth” in Bangladesh**	ঐ
৫.	**Reduce Total Fertility Rate (TFR) among the pour community people**	ডঃ এ কে এম নূরুন নবী অধ্যাপক, পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরবর্তীতে প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনের সময়ে প্রকল্পের আওতায় আরও দুটি Policy Dialogue বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । সেই মোতাবেক “ Policy Dialogue on relevant issues” নামে দুটি অতিরিক্ত Policy Dialogue অনুষ্ঠিত করা হয়। Policy Dialogue অনুষ্ঠান বাবদ বরাদ্দকৃত ২৯.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

গ. Policy Brief:

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ৪টি Policy Brief প্রণয়ন। প্রনীত ৪টি Policy Brief এর বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলঃ

	Policy Brief এর বিষয়বস্তু	প্রণয়নকারী পরামর্শক
১.	Climate Change Effects on Population	ডঃ এ কে এম নূরুননবী অধ্যাপক, পপুলেশন সায়েন্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২.	Reduce Total Fertility Rate (TFR) among the poor community people	ডঃ এ কে এম নূরুন নবী অধ্যাপক, পপুলেশন সায়েন্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩.	Strengthening sectoral commitment for integrating population and Gender issues into planning	অধ্যাপক মোহাম্মদ এ মাবুদ অধ্যাপক, জনস্বাস্থ্য ও জনমিতি বিভাগ, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।
৪.	Strengthening Community Support in Reproductive Health Family Planning	ডঃ নাদিরা সুলতানা জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ

ঘ) জাতীয় পর্যায়ে Consultative Workshop অনুষ্ঠানঃ

জনসংখ্যা ও জেন্ডার বিষয়ক প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পর্যায়ে ২টি Consultative Workshop নভেম্বর'১১ ও ডিসেম্বর'১১ মাসে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। এ বাবদ বরাদ্দকৃত ১০.১৫ লক্ষ টাকাই ব্যয় করা হয়েছে।

ঙ) "Research Methodology with application of SPSS" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of statistical Research training (ISRT) কর্তৃক সরকারী কর্মকর্তাদেরকে ৬টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের বিপরীতে ২০.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

চ) সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য "Gender ও Reproductive Health" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণকে ১২টি ব্যাচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স এর উদ্যোগে Gender ও Reproductive বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কর হয়। এ বাবদ বরাদ্দকৃত ৫২.৭৪ হাজার টাকার পুরোটাই খরচ হয়েছে।

ছ) সুশীল সমাজ সমন্বয়ে "Gender issues and sex disaggregated বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার আয়োজনঃ

প্রকল্প দলিলে ১০টি ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। এজন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৩৪.৩৬ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে " Participation in international meetings/Conference/Training /Workshop" খাতে কোন ব্যয় না হওয়ায় ঐ খাতের অব্যয়িত অর্থ দ্বারা ২টি অতিরিক্ত সহ মোট ১২টি ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে।

জ) Result Based Management (RBM) শীর্ষক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক ১৪টি ব্যাচে কর্মকর্তাদেরকে Result Based Management (RBM) এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এবাবদ বরাদ্দ ছিল ৩৮.৭৯ লক্ষ টাকা এবং পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে।

ঝ) Short Training / Workshop:

প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স কর্তৃক "Population Management and Human Resource Development" শীর্ষক বিষয়ে ৪টি Short Training/Workshop এ র আয়োজন করা হয়েছে। এ বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছিল ৭৫.৪১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে পুরোটাই।

১৫) প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়াঃ

প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপ , ১টি প্রিন্টার সহ ৩টি কম্পিউটার, ১টি ফ্যাক্স মেশিন, ৩টি এয়ারকুলার, ১টি ল্যাপটপ এবং কিছু আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। সকল ক্রয়ই প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী UNFPA এর সরাসরি তত্বাবধানে ক্রয় করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনবল কর্তৃক অবহিত করা হয়েছে।

১৬. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১৬.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রকল্প সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই প্রকল্প পরিচালক সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সকলেই অন্যত্র বদলী হয়ে গেছেন। ফলে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন(PCR) প্রণয়ন ও প্রেরণে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে। এমনকী পরিদর্শনকালেও তথ্য পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, যা অনভিপ্রেত।

১৬.২ এছাড়া দেখা গেছে যে, প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি ; যার ফলে তথ্য প্রাপ্তির কাজটি বেশ দুরূহ হয়েছে।

১৭. **সুপারিশ :**

১৭.১ প্রকল্প সমাপ্তির পরপরই প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রণয়ন একান্ত অপরিহার্য; নতুবা প্রকল্প পরিচালক বদলী হওয়ার পর নতুন কোন কর্মকর্তা তার স্থলাভিষিক্ত হলে তাঁর পক্ষে PCR প্রণয়ন করাসহ যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে;

১৭.২ প্রকল্প সমাপ্তির পর অন্ততঃপক্ষে PCR প্রণয়নসহ প্রকল্প পরিদর্শনকাল পর্যন্ত নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।

"ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড সাপোর্ট টু দি ট্রান্সপোর্ট সেক্টর কো-অর্ডিনেশন উইং অফ দি প্লানিং কমিশন"
সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা বিভাগ।
০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** : জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১২।
০৫. **প্রকল্পের অবস্থান** : ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৩১.৬০	-	৩৭২.০০	জানু, ২০১১ হতে জুন, ২০১২	-	জানু, ২০১১ হতে জুন, ২০১২	-	-

০৬. **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)।
০৭. **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** (সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	স্থানীয় পরামর্শক	জনমাস	৯৩.৯১	৪০	৯৬.৯১	১০০%
২	আর্ন্তজাতিক পরামর্শক	জনমাস	১৩২.৫৯	০৮	১৩২.৫৯	১০০%
৩	সহায়তা কর্মচারীদের বেতন	থোক	২৭.৬২	থোক	২৮.৬২	১০০%
৪	কাউন্টারপার্ট কর্মচারীদের বেতন	থোক	৩৬.৯০*	থোক	--	১০০%
৫	স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ ওয়ার্কসপ	থোক	৩৪.৫৩	থোক	৩০.৫৩	১০০%
৬	কন্ট্রাক্ট নেগোসিয়েশন	থোক	৪.১৪	থোক	--	১০০%
৭	অফিস এ্যাকোমোডেশন	থোক	১৫.২৫*	থোক	---	১০০%
৮	যানবাহন ভাড়া	০৩	২২.০০	০৩	১৮.০০	১০০%
৯	বৈদেশিক পরার্মশকদের ভ্রমণ ভাতা	থোক	১০.৩৬	থোক	১০.৩৬	১০০%
১০	রিপোর্ট ও প্রিন্টিং	থোক	১.৩৮	থোক	১.৩৮	১০০%
১১	ইকুইপমেন্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৫.৮১	থোক	১৬.৮১	১০০%
১২	কন্টিনজেন্সি	থোক	৩৭.০৩	থোক	৩৬.৮০	১০০%

* চিহ্নিত অঙ্গ ২টি in-kind-এ অনুমোদিত থাকায় বাস্তবে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

০৮. **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

০৯. **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০. **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

১০.১.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে বিদ্যমান পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং (টিএসসি উইং)টি ২০০৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত পরিবহণ সার্ভে উইং নামে পরিচিত ছিল। সে সময় এই উইং হতে দেশের পরিবহণ সেক্টর তথা সড়ক, রেল, নৌ-পরিবহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করা হতো। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক জাতীয় স্থল পরিবহণ নীতিমালা অনুমোদনের সময়

আরো কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করে পরিবহণ সার্ভে উইংটির নাম পরিবর্তন করে পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং করা হয়। বর্তমানে অন্যান্যের মধ্যে এই উইং এ দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

- পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমূহের সহায়তায় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ নীতিমালা প্রণয়ন;
- এই নীতিমালার ভিত্তিতে সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- উল্লিখিত নীতিমালা/মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগগুলোকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- দেশে বিদ্যমান সকল প্রকারের সড়কগুলোকে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা;
- পরিবহণ সংক্রান্ত দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কলাকৌশল প্রণয়ন করা;
- পরিবহণ সংক্রান্ত অবকাঠামো তৈরী, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা;
- পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর/সাব-সেক্টরগুলোর পারফরমেন্স পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্ডিকেটরস প্রণয়ন করা ও বছরভিত্তিক টার্গেট নির্ধারণ করা;
- পরিবহণ সেক্টর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত/প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর দ্বৈততা পরিহার করা;
- অভ্যন্তরীন নৌ-পথকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন করে মালামাল/কন্টেইনার পরিবহনে অধিক গুরুত্ব দেয়া;
- জনপরিবহণে রেলওয়ে খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সকল সাব-সেক্টরের ডাটা সংগ্রহ করে পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং এ একটি একীভূত ডাটাবেজ প্রণয়ন করাসহ তা রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করা এবং
- নগর উন্নয়ন ও পরিবহণে যানজট নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত ২০০৪ সাল হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দাতা-সংস্থা ডিএফআইডি পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইংকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। তবে ডিএফআইডি কোন একক প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং-কে এই কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রদান করেনি। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের একটি অংশ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগকে সহায়তা প্রদান করে। ডিএফআইডি কর্তৃক নিয়োজিত আর্ন্তজাতিক পরামর্শকদের সহায়তায় পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদন করেঃ

- **দেশে বিদ্যমান সড়কসমূহের শ্রেণীকরণঃ** ইতোপূর্বে বাংলাদেশের সড়কসমূহের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাস না থাকায় একই সড়ক কোন সময় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় আবার অন্য কোন সময় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় উন্নয়ন করা হতো। এতে বেশকিছু সড়ক যথাযথ গুরুত্ব পেত না আবার কিছু কিছু সড়ক গুরুত্বপূর্ণ না হওয়া সত্বেও বার বার উন্নয়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীভুক্ত করা হতো। এতে সড়ক পরিবহণ সেক্টরের উন্নয়নে অসম ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এপ্রেক্ষিতে পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং হতে পরামর্শক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সহায়তায় দেশে বিদ্যমান সকল সড়ককে ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।এগুলো হলো জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক সড়ক, জেলা সড়ক ও উপজেলা সড়ক। তাছাড়া ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সড়কগুলোকে ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক হিসেবে নামকরণ করা হয়। অতপর এই শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে দেশের সড়কগুলোর মালিকানা (সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) নির্ধারণ করা হয়।
- **সড়কগুলোর জন্য বিস্তারিতভাবে ডিজাইন স্টান্ডার্ড প্রণয়নঃ** একইভাবে পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং হতে পরামর্শক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সহায়তায় উল্লেখিত সড়কগুলোর জন্য বিস্তারিতভাবে ডিজাইন স্টান্ডার্ড প্রণয়ন করা হয়। তবে জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরামর্শক নিয়োগ করা হয় বিধায় এই শ্রেণীর সড়কগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন করা হয়নি। এই ডিজাইন স্টান্ডার্ড অনুসরণ করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, প্রকৌশল অধিদপ্তর অথবা অন্য যে কোন সংস্থা সড়ক প্রকল্পের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করে থাকে।
- **সড়ক প্রকল্প এ্যাপ্রেইজাল ফ্রেম-ওয়ার্ক প্রণয়নঃ** সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ডিএফআইডির পরামর্শকদের সহায়তায় পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং হতে সড়ক প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজাল ফ্রেম ওয়ার্ক (পিএএফ) প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ হতে মে ২০০৮ এ জারীকৃত পরিপত্র অনুসারে যে কোন সড়ক প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয় এই প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজাল ফ্রেম ওয়ার্ক বাধ্যতামূলকভাবে ডিপিপির সঙ্গে সংযুক্ত করে থাকে।

- **অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নঃ** নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অধিন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্তৃ পক্ষের কোন মহাপরিকল্পনা না থাকায় পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং হতে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের জন্য একটি অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উল্লিখিত কাজগুলো সমাপ্ত করা হলেও পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং-এর অধিকাংশ দায়িত্বই অসমাপ্ত থেকে যায়। কিন্তু দাতা-সংস্থা ডিএফআইডি তাদের পলিসি পরিবর্তন করে পরিবহণ সেক্টরের পরিবর্তে আর্থ-সামাজিক সেক্টরে কারিগরি সহায়তা প্রদানের পক্ষে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এই অসমাপ্ত কাজগুলোর সমাপ্ত করার জন্য আর কোন সহায়তা পাওয়া যায়নি। তবে ডিএফআইডি কর্তৃক দাতা সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংককে অনুরোধ করা হলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এক বছরের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটির মাধ্যমে পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং-কে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

১০.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

০১. দেশে বিদ্যমান পরিবহণ সাব-সেক্টর সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থায় প্রকল্প প্রণয়নে উদ্বুদ্ধকরণ;

০২. প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব সেক্টরের প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজাল ফ্রেম ওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা যাচাইকরণ।

১১. প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ‘প্রকল্প পরিচালক’ এর দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ	ধরন
০১.	এস এম জহির খান	যুগ্ম-প্রধান	২০-১২-২০১০	৩০-০৬-২০১২	অতিরিক্ত দায়িত্বে

১২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
০১. দেশে বিদ্যমান পরিবহণ সাব সেক্টর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থায় প্রকল্প প্রণয়নে উদ্বুদ্ধকরণ;	দেশে বিদ্যমান পরিবহণ সাব সেক্টর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থায় প্রকল্প প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হতে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সে এলাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগ, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ অথবা বাংলাদেশ রেলওয়ের কি কি প্রকল্প চলমান/প্রস্তাব রয়েছে তা সমন্বয় করে ডিপিপি প্রণয়ন করে থাকে।
০২. প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজাল ফ্রেম ওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা যাচাইকরণ	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ অথবা সড়ক নির্মাণকারী যে কোন সংস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং কর্তৃক প্রণীত প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজাল ফ্রেম ওয়ার্ক বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় তাদের মহাপরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য,বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনা ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

১২.১ উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩.০ মনিটরিং: এটি একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। দাতা-সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আর্ন্তজাতিক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং কে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। প্রকল্প চলাকালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক হতে বিভিন্ন সময়ে প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি তত্বাবধান করা হয়েছে। তাছাড়া সরাসরি পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত হওয়ায় পরিকল্পনা সচিব এবং সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটির অগ্রগতি পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৪.০ অডিটঃ প্রকল্পটি চলাকালে গত ২৮-০৯-২০১১ হতে ২৯-০৯-২০১১ এই দুই দিন Foreign-Aided Projects Audit Directorate কর্তৃক অডিট করা হয়েছে। এতে প্রকল্পটির কর্মকান্ডে কোন আপত্তি করা হয়নি মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং পরিদর্শনের সময় নিরীক্ষা প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে।

১৫.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রাপ্তির পর গত ২৬/০৮/২০১৩ তারিখে প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্মপ্রধান জনাব এস এম জহির খান এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান জনাব সারওয়ার আলম প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন।

১৫.১। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে ;

ক. **ডিপিপি ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;**

খ. **প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা; এবং**

গ. **বাস্তব অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প অফিস পরিদর্শন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা।**

১৫.২। প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়াঃ দাতা-সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণপূর্বক আর্ন্তজাতিক দরপত্রের মাধ্যমে প্রকল্পটির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়। এতে কানাডা ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এমএমএম গ্রুপ নিয়োগ লাভ করে।

অন্যদিকে সরকারী অংশে ০৩টি কার উন্মুক্ত পদ্ধতিতে পরামর্শকটি কাউন্টারপার্ট কর্মচারীদের জন্য প্রকল্প মেয়াদে ভাড়ায় সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় আর কোন ধরনের বড় ক্রয় ছিল না।

১৫.৩। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলীঃ

(ক) সড়ক প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য '' Road Project Appraisal Framework (PAF)" রিভিউপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, এলজিইডি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য সড়ক সেক্টরের সকল প্রকল্প প্রণয়নে PAF অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়নে PAF অনুসরণ করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে। সড়ক সেক্টরের কতিপয় Development Project Proforma (DPP) -এ PAF অনুসরণ করে প্রাক-মূল্যায়ন করা হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। PAF দ্বারা কোন সড়ক প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে প্রকল্পের Investment cost এর বিপরীতে Return যাচাই করার লক্ষ্যে PAF -এ সন্নিবেশিত কিছু Indicator ব্যবহার করে প্রাক্-মূল্যায়ন করা হয়। Indicator গুলোর বর্ণনা নিম্নরূপঃ

I. Poor people in the area of influence
II. Poor people among users
III. Job created for local people
IV. Women among total users
V. Job created for women
VI. Total land intake
VII. Number of people to be resettled
VIII. Economic internal rate of return (EIRR)
IX. Financial internal rate of return (FIRR)
X. Reliability

প্রতিটি Indicator এর বিপরীতে ১০ নম্বর ধার্য করা হয়েছে। সাধারণভাবে কোন প্রকল্পের প্রাপ্ত নম্বর ৫০ এবং তদুর্ধ্ব হলে তা বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া

Multimodal Integration এবং Accident Reduction –এ বিষয়দুটির জন্য weight নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ) রেল প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য " Rail Project Appraisal Framework " এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই বাংলাদেশ রেলওয়ে এর ব্যবহার শুরু করবে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ বছর মেয়াদী রেলওয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০৩০ পর্যন্ত ১০ বছর মেয়াদী এ মহাপরিকল্পনাটি (Railway Master Plan) গত ৩০/০৬/২০১৩ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

(গ) অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প মূল্যায়নের জন্যও IWT Project Appraisal Frame Work প্রণয়ন করা হয়। তবে তা Case Study এর মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

(ঘ) ভেŠত অবকাঠামো বিভাগের পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় (TSC) উইং এর কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে in house প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এতদউদ্দেশ্যে ২০১১ সালের জুন মাসে এবং ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে সড়ক, রেলওয়ে ও অভ্যন্তরীন নৌপরিবহণ সেক্টরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দু'টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

১৬.০। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৬.১। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে কোন গুরুতর সমস্যা উদ্ভূত হয়নি মর্মে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে। তবে প্রকল্পটির স্বল্পকালীন মেয়াদ (১.৫ বৎসর) প্রকল্পের কর্মসম্পাদনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন;

১৬.২। প্রকল্পের কার্যাবলী যথেষ্ট টেকনিক্যাল ও কার্যকরী হওয়ায় এবং একাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়।

১৭.০। সুপারিশঃ

১৭.১। ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পরিবহণ সেক্টর সমন্বয় উইং এর আওতায় প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যাবলীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য দীর্ঘ মেয়াদে কারিগরী সহায়তার মাধ্যমে কোন প্রকল্প গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;

১৭.২। গৃহীতব্য প্রকল্পে প্রশিক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করা সমীচীন হবে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোর্চ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	**পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়**	০৯টি	০২	০৭টি	০টি	০৩টি	০৫টি	৬% ৪৩%	০৩টি	২০% ১৪২%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা** : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভূক্ত মোট ০৯টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ০২টি, কারিগরী সহায়তা ৭টি, জেডিসিএফভূক্ত ০টি) সমাপ্ত হয়। তন্মধ্যে বন অধিদপ্তর -এর ০২টি, পরিবেশ অধিদপ্তর-এর ০৪টি, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট **(বিএফআরআই)**-এর ০১টি এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর ০২ টি প্রকল্প রয়েছে।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মোট প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:** সমাপ্ত ০৯টি প্রকল্পের মধ্যে ০১টি প্রকল্প মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ০৮টি প্রকল্প প্রকেল্পর মধ্যে ০৫টি প্রকল্পের শুধু বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে ৬%-৪৩%। অপর ৩টি প্রকল্পের সময় ও বাস্তবায়নকাল উভয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২০%-১৪২%।

৩। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:** পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে দাতা সংস্থার অর্থে বাস্তবায়িত ০৭টি টিএ প্রকল্প। সময়মতো অর্থছাড় ব্যাহত হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মন্ত্রণালয় হতে জানা যায়।

৪। **সমাপ্ত প্রকল্পে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ**

সমস্যা	**সুপারিশ**
৪.১ : আগর বাগন সৃজন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ৫০০০ হে: জমিতে আগর বাগান সৃজন বাবদ ২২০.১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন ছিল। পিসিআর এ সরবরাহকৃত তথ্যে দেখা যায়, ৪৭৩৬ হেঃ জমিতে আগর বাগান সৃজন করা হয়েছে। কিন্তু (৫০০০-৪৭৩৬)=২৬৪ হেঃ জমিতে আগর বাগান সৃজন না করে শতভাগ আর্থিক খরচ অর্থাৎ ২২০.১৮ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। যার কোন ব্যাখ্যা প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অথবা পিসিআর এ উল্লেখ নেই। ইহা আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী একটি কাজ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই বাছাই করে পিসিআর এর প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করে এ বিভাগে প্রেরণের বিধান থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণে তা অনুসরণ করা হয়নি।	৪.১: আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে (৫০০০-৪৭৩৬)=২৬৪ হেঃ জমিতে কেন আগর বাগান সৃজন করা হয়নি এবং এ বাবদ বরাদ্দের টাকা কোন খাতে খরচ করা হয়েছে এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট ব্যাখ্যা চাইতে পারে। তাছাড়া অত্র বিভাগ কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণের নিমিত্ত প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর সম্বলিত নির্ভুল পিসিআর প্রেরণেও মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয়।

সমস্যা	সুপারিশ
৪.২: Bangladesh Environment and Climate Change Outlook **শীর্ষক প্রকল্প:** মূল অনুমোদিত প্রকল্প মেয়াদ ১২ মাস হলেও এর প্রকৃত বাস্তবায়নকাল ২৯ মাস অর্থাৎ অতিরিক্ত ১৭ মাস (১৪২%) ধরে বাস্তবায়িত হয়। দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবায়নের ফলে ইসিসিও প্রতিবেদন প্রণয়নে থিমেটিক বিষয়গুলোর (Land Resources, Water Quality, Biodiversity, Air Quality, Waste Management) তথ্য উপাত্তের যথার্থতা ব্যাহত হতে পারে। ;	৪.২ : দাতা সংস্থার অনুদানে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল যেন দীর্ঘ মেয়াদী /কাল ক্ষেপন না হয় সেদিকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে।;
৪.৩ ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ আউট-প্ল্যান-ইউএনডিপি কম্পোনেন্ট শীর্ষক প্রকল্প : প্রকল্পটি Montreal Protocol Multilateral Fund এর আওতায় একটি Time Bound প্রকল্প ছিল। সঠিক সময়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক শতভাগ ওডিএস অপসারণ করতে না পারায় উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নের শর্তানুযায়ী ১.২৫ লক্ষ ইউএস ডলার কর্তন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের সবগুলি অঙ্গের শতভাগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়নি।	৪.৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় কোন পর্যায়ে বিলম্বের কারনে/ত্রুটি-বিচ্যুতির কারনে Montreal Protocol Multilateral Funding Rules অনুযায়ী ১.২৫ লক্ষ ইউএস ডলার কর্তন করা হয় তা খতিয়ে দেখে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভবিষ্যতে এ ধরণের Time Bound প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অর্থায়ন প্রাপ্তি ও তার সর্বোচ্চ ব্যবহারে সচেষ্ট থাকতে হবে ;
৪.৪ কমিউনিটি বেজড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাঙ্গুয়ার হাওড় প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প : নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ, মৎস্য আইন ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন মৎস্য আহরণ ও পরিবেশ প্রতিবেশের উপর-০১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় কম।	৪.৪ নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ, মৎস্য আইন ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন মৎস্য আহরণ ও পরিবেশ প্রতিবেশের উপর-০১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় কম;

ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ আউট-প্ল্যান-ইউএনডিপি কম্পোনেন্ট।

(সমাপ্তঃ জুন’২০১২)

২.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩.০ (ক) বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পরিবেশ অধিদপ্তর।

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৪.০ **প্রকল্পের অবস্থানঃ** সমগ্র বাংলাদেশ

৫.০ **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৬১.৪০	৮৪৮.৫২	৬৩৭.৭৫	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২	মে, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২	-	-

৬.০ **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি Montreal Protocol Multilateral Fund (MLF) (Administered by UNEP)-এর অনুদান হিসেবে ৭৬১.৪০ লক্ষ টাকা। জিওবি ইন কাইন্ড হিসেবে মোট ১৪৬.৪০ লক্ষ টাকা।

৭.০ **প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক/ পরিমান	আরটিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	প্রকল্প পরিচালক	জনমাস	১৬.৮০	৮৪ জনমাস	১৬.৮০ (১০০%)	৮৪ জনমাস (১০০%)
২।	প্রজেক্ট সাপোর্ট জনবল	জনমাস	৫৬.৪১	২২৮.৫ জনমাস	৪৪.৪৪ (৭৯%)	১৯০জনমাস (৮৩%)
৩।	ট্রাভেল /ডিএসএ	থোক	৯.১১	থোক	৯.১১ (১০০%)	থোক
৪।	ট্রাভেল/ডিএসএ (আন্তর্জাতিক)	থোক	৪.৮০	থোক	-	-
৫।	**প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা**					
৫.১।	রিকভারী ও রিসাইক্লিং এর জন্য টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ	২৭.৫০	৬টি প্রশিক্ষণ ৩০০ জন	১২.০০ (৪৪%)	৬টি প্রশিক্ষণ ৩০০ জন (১০০%)
৫.২।	গৃহস্থালী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক রেফ্রিজারেটার Retrofit বিষয়ক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ	১৪৫.৯৮	৫০টি প্রশিক্ষণ ২৫০০ জন	১৩৮.৫৩ (৯৫%)	৫০টি প্রশিক্ষণ ২৫০০ জন (১০০%)
৫.৩।	কার এয়ার কন্ডিশনিং যন্ত্রপাতি-র Retrofit বিষয়ক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ	৩৪.১৩	৬ টি প্রশিক্ষণ ৬০০ জন	১৪.৬৮ (৪৩%)	৫টি প্রশিক্ষণ ৫০০ জন (৮৩%)
৫.৪।	Retrofit ও replacement-এ সহায়তা	৩টি প্রশিক্ষণ	১২.৩৪	৩টি কর্মশালা ১৫০ জন	৫.২৩ (৪৩%)	৩টি প্রশিক্ষণ ১৫০ জন

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক/ পরিমান	আরটিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	বিষয়ক ব্যবসায়িক খাতের প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের কর্মশালা	১৫০ জন				(১০০%)
৫.৫।	ব্যবসায়িক খাতের প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের কর্মশালা	কর্মশালা	১২.২৮	১টি কর্মশালা ১০০ জন	১১.৮৬ (৯৭%)	৩টি কর্মশালা ১৫০ জন
৬।	স্টেশনারী	থোক	২.৭৪	থোক	২.৭০ (৯৯%)	থোক
৭।	গাড়ী ভাড়া	থোক	১০.৭২	থোক	১০.৫৩ (৯৮%)	থোক
৮।	বৈদেশিক পরামর্শক	২ জন	৯.৬০	২৫ জনদিন	৮.৩৩ (৮৭%)	২২ জনদিন (৮৮%)
৮.১।	স্থানীয় পরামর্শক	৪ জন	১০.০৫	১২০ জনদিন	১০.০৫ (১০০%)	১২০ জনদিন
৯।	যোগাযোগ ও রিপোটিং	থোক	৪.৭৩	থোক	৪.২৪ (৯০%)	থোক
১০।	কন্টিনজেন্সীস	থোক	৪.৭০	থোক	৪.৭০ (১০০%)	থোক
১১।	মেশিনারী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	থোক	৩৪৫.৯৯	থোক	৩৪২.৭১ (৯৯%)	থোক
১২।	অফিস ইকুইপমেন্ট (কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার)	থোক	১১.০৪	থোক	৬.০৮ (৫৫%)	থোক
১৩।	সিডিভ্যাট	থোক	১২৯.৬০	-	-	-
	সর্বমোট=		**৮৪৮.৫২**		**৬৪১.৯৯ (৭৬%)**	

৮.০ **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u>** মন্ট্রিল প্রোটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের শর্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে নির্ধারিত ওডিএস অপসারণে ব্যর্থ হওয়ায় পরিমান হিসেবে কিছু বরাদ্দ কর্তন করা হয়। ফলে আলোচ্য প্রকল্পের কতিপয় অঙ্গের শতভাগ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তবে বাস্তবায়নকারী সংস্থা জানায় কর্তনকৃত অর্থ প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায় বাস্তবায়নের সময় পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৯.০ **<u>মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):</u>** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৯.১ **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৫-২০০৬	২.৪০	২.৪০	-	-	২.৪০	২.৪০	-
২০০৬-২০০৭	২.৪০	২.৪০	-	-	২.৪০	২.৪০	-
২০০৭-২০০৮	১১.৭৪	২.৪০	৯.৩৪	-	১১.৭৪	২.৪০	৯.৩৪
২০০৮-২০০৯	৫৫.৬২	২.৪০	৫৩.২২	-	৫৩.৬২	২.৪০	৫১.২২
২০০৯-২০১০	৫৮১.৪৮	১৩২	৪৪৯.৪৮	-	৫৮০.৮১	১৩২	৪৪৮.৮১
২০১০-২০১১	১২৪.০২	২.৪০	১২১.৬২	-	৭৬.৩৫	২.৪০	৭৩.৯৫
২০১১-২০১২	৭০.৮৬	২.৪০	৬৮.৪৬	-	৪০.০৩	২.৪০	৩৭.৬৩
মোট =	**৮৪৮.৫২**	**১৪৬.৪০**	৭০২.১২	**-**	**৭৬৭.৩৫**	**১৪৬.৪০**	**৬২০.৯৫**

১০.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্র:নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পুর্ণ/খন্ডকালীন মেয়াদে	মেয়াদকাল	
			যোগদান	বদলী
১)	জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন পরিচালক (টেকনিক্যাল -১)	খন্ডকালীন	২৩/০৪/২০০৭	২৯/১১/২০০৮
২)	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন উপ পরিচালক (বাস্তবায়ন)	খন্ডকালীন	৩০/১১/২০০৮	৩০/০৩/২০০৯
৩)	জনাব মোঃ শাহজাহান পরিচালক (টেকনিক্যাল-২)	খন্ডকালীন	৩১/০৩/২০০৯	প্রকল্প সমাপ্তি কাল পর্যন্ত।

১১.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

১১.১ **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ** ওজোনস্তর ক্ষয়কারী (Ozone Depleting Substances, ODS) এর উপর প্রণীত মন্ট্রিল প্রোটোকলে বাংলাদেশ ২ আগস্ট, ১৯৯০ সালে প্রবেশ করে এবং মার্চ, ১৯৯৪ সালে লন্ডন, নভেম্বর ২০০০ সালে কোপেনহেগেন এবং ২০০১ সালে মন্ট্রিল প্রোটোকল সংশোধন অনুমোদন করে। মন্ট্রিল প্রোটোকেলের অনুচ্ছেদ ১ এবং আর্টিকেল ৫ এর অধীনে বাংলাদেশে এ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রোটোকলে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে বাধ্যতামূলকভাবে ২০১০ সালের মধ্যে সিএফসি, হ্যালন এবং কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ২০১৫ সালের মধ্যে মিথাইল ক্লোরোফরম এবং ২০৪০ সালের মধ্যে এইচসিএফসি-এর আমদানী এবং ব্যবহার প্রত্যাহার করতে (Phase out) হবে মর্মে প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়। অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত পদার্থসমূহ যেমন মিথাইল ক্লোরোফরম, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এবং মিথাইল ব্রোমাইড এর একই ধরণের সূচী উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্ট্রিল প্রোটোকলের আর্টিকেল 2A এর অধীনে বাংলাদেশ Montreal Protocol (MOP) সিদ্ধান্তের XIV/29 এর বাধ্যবাধকতার সাথে বাংলাদেশ ১ জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০১ সাল পর্যন্ত অপরিপালনকারী (Non Compliance) হিসাবে ছিল বলে সনাক্তকৃত হয় এবং এরোসল কর্মসূচীর সমাপ্তির সাথে সাথে ১ জুলাই ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ মেয়াদে পরিপালনের মধ্যে (Compliance) ফিরে আসে। বাংলাদেশের ওডিএস ফেজ আউট প্ল্যানের মাধ্যমে উক্ত পরিপালন অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করা হবে। এপ্রিল, ২০০৪ সালে Multilateral Fund

(MLF) এর এক্সিকিউটিভ কমিটির ৪২তম সভায় মন্ট্রিল প্রোটোকল বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৩৫৫,০০০ মার্কিন ডলার এবং ১১৯৭৭৫ মার্কিন ডলার এজেন্সী সাপোর্ট ব্যয়সহ একটি ফান্ডিং স্তর ঠিক করে উক্ত প্লানটি অনুমোদিত হয়েছে বলে প্রকল্পের পটভূমিতে উল্লেখ করা হয়। উক্ত প্ল্যানে জানুয়ায়ী ১, ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সিএফসি, সিটিসি এবং এমসিএফ ব্যবহার প্রত্যাহার করতে সক্ষম করে তুলবে এবং মন্ট্রিল প্রোটোকল পরিপালনের মধ্যে রাখবে বলে প্রকল্পের পটভূমিতে জানা যায়।

UNDP এবং UNEP যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের প্রধান ৫টি কার্যক্রম যেমন-যন্ত্রপাতির রিকভারী এবং রিসাইক্লিং, গৃহস্থালী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক রেফ্রিজারেটরে হাইড্রোকার্বন ব্লেন্ডস retrofit করা, Mobile Air-Conditioning (MAC) যন্ত্রপাতি retrofit করা, retrofit and replacement বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবসায়িকখাতে প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের জন্য কারিগরী সহায়তা দেওয়া, মনিটরিং ইউনিট এবং দ্রাবক (solvent) খাতের প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের জন্য ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কর্মসূচী UNDP কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ। ইউএনডিপি ১০২৫০০০ ইউএস ডলার প্রদান করবে। পরিকল্পনাটি একটি বহু বাৎসরিক কর্মসূচী। পরিবেশ অধিদপ্তর ও MLF এর মধ্যকার চুক্তি এবং চুক্তির শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে অর্থ বন্টন করা হবে বলে জানা যায়। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ইউএনডিপি এর অনুকূলে উপরিউক্ত ৫টি কার্যক্রমরে জন্য ১ম ধাপে ১৫৫০০০ মার্কিন ডলার অনুমোদিত হওয়ায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১১.২**উদ্দেশ্যঃ**

<u>প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো</u> :

মন্ট্রিল প্রটোকলের আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী বস্তু (Ozone Depleting Substances –ODS) ব্যবহার নির্মূল করার প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া।

<u>সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ</u>

ক) রেফ্রিজারেশন এবং Mobile Air-Conditioning সার্ভিসিং খাতের টেকনিশিয়ানদের রিকভারী এবং রিসাইক্লিং এর উপর প্রশিক্ষিণ দেয়া;

খ) গৃহস্থালী রেফ্রিজারেটর এর Retrofitting এর বিষয়ে সার্ভিসিং খাতের টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ দেয়া;

গ) Mobile Air-Conditioning (MAC) Retrofitting এর বিষয়ে MAC সার্ভিসিং খাতের টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ দেয়া;

ঘ) বিকল্প ব্যবস্থা (Retrofit or Replacement) বিষয়ক কারিগরী তথ্যাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে বৃহৎ ব্যবসায়িক রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবহারকারী-এর মালিকদের জন্য কারিগরী সহায়তা বিষয়ক সেমিনার ব্যবস্থা করা; এবং

(ঙ) Solvent (দ্রাবক) খাত এবং এর ব্যবহারকারীদের জন্য কারিগরী সহায়তা বিষয়ক সেমিনার এর ব্যবস্থা করা।

১১.৩ **<u>প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন অবস্থাঃ</u>** আলোচ্য টিএ প্রকল্পটি মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক গত ০৫/২/২০০৭ তারিখে জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। মন্ত্রণালয় রিত তথ্যে দেখা যায় বিলম্বে প্রকল্পশুরু, জনবলের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা/সেমিনারে যোগদান খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটি গত ২৫/৩/২০১০ তারিখে প্রশসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোট ৮৪০.৫২ লক্ষ (জিওবি ১৪৬.৪০, প্রকল্প সাহায্য ৭০২.১২) টাকায় প্রথম সংশোধিত আকারে অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্প সমাপনান্তে দেখা যায় প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৬৪১.৯৯ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৬% । প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের (পিসিআর) পৃষ্ঠা ৭ এর (বি) অংশে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের তথ্য-বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট বরাদ্দ ৮৪৮.৫২ লক্ষ (টাকা ১৪৬.৪০, পিএ ৭০২.১২) এবং প্রকল্প সমাপনান্তে ব্যয় মোট ৭৬৭.৩৫ (টাকা ১৪৬.৪০, পিএ ৬২০.৯৫) উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে পিসিআর এর পৃষ্ঠা ৪ এ অঙ্গ ভিত্তিক মোট প্রকৃত খরচ ৬৪১.৯৯ লক্ষ টাকা। প্রকৃত ব্যয়ের সাথে অঙ্গভিত্তিক মোট ব্যয় সামঞ্জস্য পুর্ণ নয়।

১১.৪ বিগত ২৭/০১/২০১৩ তারিখে এ বিভাগ কর্তৃক “ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ আউট প্ল্যান-ইউএনিডিপি কম্পোনেন্ট” শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য প্রকল্প অফিস পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা পরিদর্শ করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির বিভিন্ন নথি এবং তথ্যাদি প্রকল্প অফিসে পর্যবেক্ষণ ও প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়।

১১.৫ **<u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তবায়নঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পটি প্রশিক্ষণ ভিত্তিক একটি প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলি নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১১.৫.১ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালাঃ

আলোচ্য টিএ প্রকল্পটির প্রধান অংগটি ছিলো বিভিন্ন ট্রেডে (রিকভারী, রিসাইক্লিং ও রিট্রোফিট) প্রশিক্ষণ প্রদান। সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে রিফ্রিজারেটর সার্ভিসিং সেন্টারে নির্ধারিত ৬টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩০০ জন টেকনিশিয়ানকে রিফ্রিজারেন্ট রিকভারী ও রিসাইক্লিং কার্যক্রমের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয় বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে রিট্রোফিটিং প্রশিক্ষণ গাইড, খাতা ও কলম প্রদান করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অবহিত করেন এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করে এর সত্যতা পাওয়া যায়। তাছাড়া সারাদেশে নির্ধারিত ৫০টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রিফ্রিজারেশন সার্ভিসিং সেন্টারের মোট ২৫০০ জন টেকনিশিয়ানকে পরিবেশবান্ধন রিফ্রিজারেন্ট এইচসি ব্ল্যান্ড ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যথা রিট্রোফিটিং কীট, ভ্যাকিউম পাম্প, এডাপ্টর ইত্যাদি ব্যবহার করে রিট্রোফিটিং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর ওজোনস্তর ধবংসকারী রিফ্রিজারেন্ট সিএফসি-১২ রিফ্রিজারেটর (ফ্রিজ) থেকে রিকভারী করে পরিবেশবান্ধন রিফ্রিজারেন্ট (যেমন এইচসি ব্ল্যান্ড) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ফ্রিজ সচল করা হয়েছে বলে জানান । দেশের বিভিন্ন বিভাগে নির্ধারিত ৬টি কার এয়ার কন্ডিশনিং যন্ত্রপাতির রিট্রোফিটিং প্রশিক্ষণের মধ্যে ৫টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও পরিবেশবান্ধব রিফ্রিজারেন্ট এইচএফসি ১৩৪এ ব্যবহার করে নির্ধারিত ৬০০ জন টেকনিশিয়ানের মধ্যে ৫০০ জনকে কার এয়্যার-কন্ডিশনারের উপর রিট্রোফিটিং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান।

১১.৫.২ স্থানীয় পরামর্শকঃ

ন্যাশনাল ওডিএস ফেইজ আউট প্ল্যান ইউএনডিপি কম্পোনেন্ট প্রকল্পের জন্য ২ জন স্থায়ী পরামর্শক নির্ধারিত ছিল। কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকল্পের কার্যাদি সঠিক সময়ে সুসম্পন্ন করার জন্য ১ জন রিফ্রিজারেন্ট রিকভারি ও রিসাইক্লিং; ১ জন কার-এয়্যার কন্ডিশনার রিট্রোফিটিং এবং বৃহত্তর রিফ্রিজারেটর রিট্রোফিটিং কার্যক্রমের জন্য ২ জন সহ মোট ৪ জন স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। স্থানীয় পরামর্শকদের সহযোগীতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

১১.৫.৩ রিপোর্টিং ও প্রকাশনা:

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ইআরডি, আইএমইডি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও ইউএনডিপিতে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি একটি প্রশিক্ষণ ভিত্তিক প্রকল্প। রিফ্রিজারেশন ও solvent সেক্টরে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ‘‘রিকভারী, রিসাইক্লিং ও রিট্রোফিট ট্রেনিং ম্যানিউল’’ এবং কার্বন ট্রেট্রোক্লোরাইড (সিটিসি) অপসারণে ‘‘সিটিসির বিকল্প ব্যবহার সহায়িকা’’ নামক ২টি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে যা পরিদর্শনকালে দেখা যায়।

১১.৫.৪ যন্ত্রপাতি বিতরণ:

যেহেতু প্রকল্পটি প্রশিক্ষণ ভিত্তিক সেহেতু প্রশিক্ষণের জন্য ইউএনডিপি কর্তৃক আবশ্যকীয় কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সারাদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত শর্ত প্রতিপালন করে পরিবেশ অধিদপ্তরের রিট্রোফিটিং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সার্ভিসিং সেন্টারের মালিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভাগ অনুযায়ী রিফ্রিজারেশন সার্ভিসিং সেন্টারের মালিকদেরকে রিট্রোফিটিং যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে ১০টি রিকভারী মেশিন, ৩০০টি রিকভারী সিলিন্ডার, ৪০০টি সিঙ্গাল ভ্যাকিউম পাম্প, ৪০০ ডিপ ভ্যাকিউম পাম্প, ৩৫টি কার-এয়্যারকন্ডিশনার কীট, ১৫টি টুলস্, ৭৪৫০টি রিট্রোফিটিং ডমেস্টিক কীট, ৩০০০টি এইচসি ব্ল্যান্ড এবং ১২৫০টি এডাপ্টর। রিফ্রিজারেশন সেক্টরে মোট ৩৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে শর্ত প্রতিপানকারী সার্ভিসিং সেন্টারের মালিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৮০০ জনকে রিট্রোফিটিং যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান।

১২.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রিকভারী, রিসাইক্লিং, রিট্রোফিটিং ও পাইলট রিট্রোফিটিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে রিফ্রিজারেটর সার্ভিসিং সেন্টারের টেকনিশিয়ানদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে রিফ্রিজারেটর সার্ভিসিং সেন্টারে নির্ধারিত ৬টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩০০ জন টেকনিশিয়ানকে রিফ্রিজারেন্ট রিকভারী ও রিসাইক্লিং কার্যক্রমের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। সারাদেশে নির্ধারিত ৫০টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রিফ্রিজারেশন সার্ভিসিং সেন্টারের মোট ২৫০০ জন টেকনিশিয়াকে পরিবেশবান্ধন রিফ্রিজারেন্ট এইচসি ব্ল্যান্ড ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যথা রিট্রোফিটিং কীট, ভ্যাকিউম পাম্প, এডাপ্টর ইত্যাদি ব্যবহার করে রিট্রোফিটিং দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। রিট্রোফিটিং প্রোগ্রামে ওজোনস্তর ধ্বংসকারী রিফ্রিজারেন্ট সিএফসি-১২ রিফ্রিজারেটর (ফ্রিজ) থেকে রিকভারী করে পরিবেশবান্ধন রিফ্রিজারেন্ট (যেমন এইচসি ব্ল্যান্ড) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ফ্রিজ সচল করা হয়েছে।
প্রয়োজনীয় রিট্রোফিট কীট ব্যবহার করে পাইলট রিট্রোফিট প্রোগ্রামের মাধ্যমে রিফ্রিজারেশন কর্মশালায় Mobile Air-Conditioning (MAC) Retrofitting প্রশিক্ষণ প্রদান করে টেকনিশিয়ানদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	দেশের বিভিন্ন বিভাগে নির্ধারিত ৬টি রিট্রোফিটিং প্রশিক্ষণের মধ্যে ৫টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও পরিবেশবান্ধব রিফ্রিজারেন্ট এইচএফসি ১৩৪এ ব্যবহার করে নির্ধারিত ৬০০ জন টেকনিশিয়ানের মধ্যে ৫০০ জনকে কার এয়্যার-কন্ডিশনারের উপর রিট্রোফিটিং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। **মন্ট্রিল প্রোটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ড/ইউএনডিপি অঙ্গীকারবদ্ধ অর্থ ছাড় না করায় নির্ধারিত বাকী ১০০ জন কার এয়্যার-কন্ডিশনার টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় নাই।**
সমস্ত ODS (ওজোনস্তর ক্ষয়কারী রাসায়নি পদার্থ) সম্পর্কিত সেক্টরে ওডিএস ফেইজ আউট (অপসারণ) বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে স্ট্যাকহোল্ডারদের মধ্যে কারিগরিজ্ঞান ও তথ্য-উপাত্ত সম্প্রচার করা।	প্রধানত: দুইটি ওডিএস সম্পর্কিত সেক্টর (চিলার ও সলভেন্ট) এর টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে কারিগরি জ্ঞান দান করা হয়েছে। বৃহৎ বাণিজ্যিক রিফ্রিজারেশন (চিলার) সেক্টরের টেকনিশিয়াদের রিট্রোফিটিং বা যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন বিষয়ক ২টি কর্মশালা (১টি ঢাকা ও ১টি চট্রগ্রামে) অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নির্ধারিত ১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।। কর্মশালায় সস্তা, সহজলভ্য, এনার্জি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব টেকনোলজি গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়। দ্রাবক (solvent) সেক্টরের মধ্যে তৈরি পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের তৈরি পোষাকের দাগ অপসারণে ব্যবহৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (সিটিসি) এর বিকল্প দ্রাবক ব্যবহারের উপর তিনটি কর্মশালা (২টি ঢাকায় ও ১টি চট্রগ্রামে) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্ধারিত ১৫০ জন টেকনিশিয়ানদের মধ্যে কারিগরিজ্ঞান ও তথ্য-উপাত্ত সম্প্রচার করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তৈরি পোষাকের দাগ মুছে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (সিটিসির) বিকল্প প্রশিক্ষণ গাইড, খাতা ও কলম প্রদান করা হয়েছে।
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করা যা ন্যাশনাল ওডিএস ফেইজ আউট প্ল্যান ইউএনডিপি কম্পোনেন্ট প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ করা।	ন্যাশনাল ওডিএস ফেইজ আউট প্ল্যান ইউএনডিপি কম্পোনেন্ট প্রকল্পের কার্যাদি সম্পন্ন ও পরিবীক্ষণ করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করা হয়।

১৩.০ **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৩.১ প্রকল্পটি Montreal Protocol Multilateral Fund এর আওতায় একটি Time Bound প্রকল্প ছিল। সঠিক সময়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক শতভাগ ওডিএস অপসারণ করতে না পারায় উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নের শর্তানুযায়ী ১.২৫ লক্ষ ইউএস ডলার কর্তন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের সবগুলি অঙ্গের শতভাগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়নি।

১৩.২ প্রকল্পের আওতায় রিট্রোফিটিং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সার্ভিসিং সেন্টারের মালিকদের মধ্যে ৮০০টি ভ্যাকিউম পাম্পসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিগুলোর যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং হচ্ছে না। ফলে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির সর্বোত্তম ব্যবহার যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয় তেমনি প্রকল্পের আওতায় অর্জিত ফলাফল ব্যাহত হতে পারে।

১৩.৩ আলোচ্য টিপিপি'র আওতায় প্রজেক্ট সাপোর্ট জনবল খাতে বেতন ভাতাদি এবং প্রশিক্ষণ বাবদ ৪৪.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষিত হওয়ার পর এই সব সাপোর্ট জনবল অন্যত্র চলে গেছে বলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক জানা যায়। প্রকল্পের পরবর্তী Phase গ্রহণের সময় এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। ফলে উক্ত প্রজেক্ট সাপোর্ট জনবল খাতে প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়িত অর্থের কোন পরবর্তী সুফল পাওয়া যাবে না।

১৩.৪ প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের (পিসিআর) পৃষ্ঠা ৭ এর (বি) অংশে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের তথ্য-বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট বরাদ্দ ৮৪৮.৫২ লক্ষ (টাকা ১৪৬.৪০, পিএ ৭০২.১২) এবং প্রকল্প সমাপনান্তে ব্যয় মোট ৭৬৭.৩৫ (টাকা ১৪৬.৪০, পিএ ৬২০.৯৫) উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে পিসিআর এর পৃষ্ঠা ৪ এ অঙ্গ ভিত্তিক মোট প্রকৃত খরচ ৬৪১.৯৯ লক্ষ টাকা। প্রকৃত ব্যয়ের সাথে অঙ্গভিত্তিক মোট ব্যয় সামঞ্জস্য পুর্ণ নয়।

১৪.০ **সুপারিশঃ**

১৪.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় কোন পর্যায়ে বিলম্বের কারনে/ত্রুটি-বিচ্যুতির কারনে Montreal Protocol Multilateral Funding Rules অনুযায়ী ১.২৫ লক্ষ ইউএস ডলার কর্তন করা হয় তা খতিয়ে দেখে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভবিষ্যতে এ ধরণের Time Bound প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অর্থায়ন প্রাপ্তি ও তার সর্বোচ্চ ব্যবহারে সচেষ্ট থাকতে হবে ; (অনুচ্ছেদ ১৩.১)

১৪.২ রিট্রোফিটিং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সার্ভিসিং সেন্টারের মালিকদের মধ্যে সরবরাহকৃত ৮০০টি ভ্যাকিউম পাম্পসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলোর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করনে সংস্থার নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদাড় করতে হবে ; (অনুচ্ছেদ ১৩.২)

১৪.৩ প্রকল্পের পরবর্তী Phase গ্রহণের সময় এ প্রকল্পের অধীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল অন্তর্ভুক্ত করা হলে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য নতুনভাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে না বিধায় ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে; (অনুচ্ছেদ ১৩.৩)

১৪.৪ প্রকল্পের সমাপ্ত মূলায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপনান্তে প্রকৃত ব্যয় সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য প্রেরণে সচেষ্ট হতে হবে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পিসিআর প্রেরণের পূর্বে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক নির্ভুল পিসিআর প্রেরণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৩.৪)

১৪.৫ আগামী ১৫ মার্চ, ২০১৩ এর মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আইএমইডি'কে জানাতে হবে।

"বৃহত্তর যশোর জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)"

(সমাপ্ত: জুন' ২০১২)

১.০ প্রকল্পের নাম	:	বৃহত্তর যশোর জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বন অধিদপ্তর।
৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।
৪.০ প্রকল্পের অবস্থান	:	যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও সাতক্ষীরা জেলা

৫.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১০০০.০০ (-)	৭২০.৬০ (-)	৭০৩.০৪ (-)	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২	-	২৪ মাস (৪০%)

৬.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (পিসিআর অনুযায়ী)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
ক।	**সরবরাহ ও সেবা**	২৫.২০	থোক	২৫.০৪	থোক
খ।	**মটর ভেহিকল রক্ষণাবেক্ষণ**	২.৮০	থোক	২.৮০	থোক
গ।	**যানবাহনঃ**				
গ.১।	মোটরসাইকেল	২.৫০	২টি	১.৯৩	২টি
গ.২।	বাইসাইকেল	০.১৫	৩টি	০.১২	৩টি
গ.৩।	রিক্সা ভ্যান	০.১৫	২টি	০.১৫	২টি
ঘ।	**যন্ত্রপাতিঃ**				
ঘ.১।	অফিস ও নার্সারী যন্ত্রপাতি	৩.১৫	থোক	৩.১৫	থোক
ঘ.২।	কম্পিউটার ও একসেসরিজ	০.৭০	থোক	০.৭০	থোক
ঘ.৩।	আসবাবপত্র	১.৫০	থোক	১.৪৯	থোক
ঙ।	**বনায়নঃ**				
ঙ.১।	খামার ভূমি বনায়ন	৩৫৫.০৫	২১ লক্ষ চারাগাছ	৩৪০.২৫	২১ লক্ষ চারাগাছ
ঙ.২।	রাস্তার ধার বনায়ন	১০৬.৬২	৩৮০ কিঃমিঃ	১০৫.৫৬	৩৮০ কিঃমিঃ
ঙ.৩।	গ্রেভইয়ার্ড বনায়ন	৭০.৯৩	৪.৯০ লক্ষ চারাগাছ	৭০.৮৬	৪.৯০ লক্ষ চারাগাছ
ঙ.৪।	বসতবাড়ী বনায়ন	৫৪.২৫	৩.৪৫ লক্ষ চারাগাছ	৫৩.৬৯	৩.৪৫ লক্ষ চারাগাছ
ঙ.৫।	বিতরণের জন্য বাঁশের চারা উত্তোলন	৩.৫২	১ লক্ষ চারাগাছ	৩.৪৯	১ লক্ষ চারাগাছ
ঙ.৬।	বিতরণের জন্য অন্যান্য চারা উত্তোলন	৮.০০	২ লক্ষ চারাগাছ	৮.০০	২ লক্ষ চারাগাছ
ঙ.৭।	বটবৃক্ষ বনায়ন	০.২৪	১৫০০ চারাগাছ	০.২৪	১৫০০ চারাগাছ
ঙ.৮।	হনুমানের জন্য ফলজ বৃক্ষ বনায়ন	১.৭৩	৫০০০টি	১.৭৩	৫০০০টি
চ।	গণযোগাযোগ	৭.০০	থোক	৭.০০	থোক

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (পিসিআর অনুযায়ী)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
ছ।	উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ	৩০.০০	৬০০০ জন	৩০.০০	৬০০০ জন
জ।	হনুমানের খাদ্য (৩৫০টি হনুমানের জন্য)	৩৩.৬০	৩৫০টি	৩৩.৩৪	৩৫০টি
ঝ।	ভূমি অধিগ্রহণ	১৩.০০	১.১৭ হেঃ	১৩.০০	১.১৭ হেঃ
ঞ।	আরসিসি বেঞ্চ নির্মাণ	০.৫০	১০টি	০.৫০	১০টি
	মোট =	**৭২০.৬০**		**৭০৩.০৪**	

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নঃ

৮.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশে ২.৫৬ মিলিয়ন হেক্টর বন ভূমি রয়েছে যা দেশের মোট আয়তনের ১৭.৮ শতাংশ। ২.৫৬ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমির মধ্যে সরকারী বনভূমির পরিমাণ ২.২২ মিলিয়ন হেক্টর। এ বন প্রয়োজনীয় বনজ দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম নয়। সরকারী বন দেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৮টি জেলায় কোন সরকারী বনভূমি নেই। বৃহত্তর যশোর জেলাও কোন সরকারী বনভূমি নেই। যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় রয়েছে বিরল প্রজাতির হনুমান, যা খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে বিলুপ্ত হতে চলেছে। ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুরে অবস্থিত এশিয়ার প্রাচীন ও বৃহত্তর বটবৃক্ষটি যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। যশোর জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) বসতবাড়ী বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ বনের পুনর্বাসন;
(২) কবরস্থান বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা;
(৩) খামারভূমির আইলে বনায়নের মাধ্যমে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার;
(৪) কেশবপুরের হনুমান সংরক্ষণ;
(৫) গ্রামীণ বাঁশ বনায়নের সুযোগ বৃদ্ধি;
(৬) বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;
(৭) স্মারক বৃক্ষ যেমন বটগাছ সংরক্ষণ;
(৮) স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
(৯) খামারভূমি বনায়নে জনগনকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
(১০) শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৮.৩ প্রকল্প অনুমোদন,সংশোধন ও অর্থায়নঃ

মূল প্রকল্পটি ১০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে জুলাই'০৫ হতে জুন'১০ মেয়াদে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ০১/০২/২০০৬ তারিখে অনুমোদন করেন। ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্পের ১ম বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় প্রকল্প মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি, কৃষকেরা কৃষি ফসলের সাথে খেজুর ও তালগাছ রোপনে খুব আগ্রহ প্রকাশ না করায় এবং সকল কবরস্থান বৃক্ষরোপন উপযোগী না হওয়ায় খামারভুমি ও কবরস্থান/শ্মশান বনায়নের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে স্ট্রীপ ও বসতবাড়ী বনায়নে লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধিকরণ,বনায়নের লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন ও পুনঃনির্ধারিত হওয়ায় বনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির কতিপয় ধারায় পরিবর্তন আনয়ন, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক বটবৃক্ষ এলাকায় ইকো-টুরিষ্ট স্পট হিসেবে গড়ে তোলা এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে উক্ত বৃক্ষের

পাশে অবস্থিত অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক গত ২৩/০১/২০০৮ তারিখে ৭২০.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে জুলাই'০৫ হতে জুন' ১২ মেয়াদে অনুমোদিত হয়।

৮.৪ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর অনুযায়ী) :

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৫-০৭	২৮২.০৭	২৮২.০৭	-	২৮১.১৭	২৮১.১৭	২৮১.১৭	-
২০০৭-০৮	১২৪.৫৮৯	১২৪.৫৮৯	-	১১৭.২০৮	১১৭.২০৮	১১৭.২০৮	-
২০০৮-০৯	১২২.০৩৬	১২২.০৩৬	-	১১৩.০০	১১৩.০০	১১৩.০০	-
২০০৯-১০	১১৩.৮৯৪	১১৩.৮৯৪	-	১১৩.৮৯৪	১১৩.৮৯৪	১১৩.৮৯৪	-
২০১০-১১	৫০.৭৬৫	৫০.৭৬৫	-	৫০.৭৬৫	৫০.৭৬৫	৫০.৭৬৫	-
২০১১-১২	২৭.২৪৫	২৭.২৪৫	-	২৭.০০	২৭.০০	২৭.০০	-
মোট=	**৭২০.৫৯৯**	**৭২০.৫৯৯**	**-**	**৭০৩.০৪**	**৭০৩.০৪**	**৭০৩.০৪**	**-**

৮.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ, বন সংরক্ষক	খন্ডকালীন	জুন, ২০০৬ হতে ২৭/০৮/২০০৭ পর্যন্ত
জনাব মোঃ শামসুর আলম, বন সংরক্ষক	খন্ডকালীন	২৮/০৮/২০০৭ হতে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

৮.৬ মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৯.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

গত ২৭-২৮ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে আইএমইডি থেকে ঝিনাইদহ ও যশোর জেলার কয়েকটি উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়ঃ

৯.১ ঝিনাইদহ জেলা

৯.১.১ **বটবৃক্ষ বনায়নঃ** ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলোর মল্লিকপুর গ্রামে এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তর বটগাছ পরিদর্শন করা হয়। প্রতি বৎসর এ বটগাছটি বিপুল সংখ্যক পর্যটক দেখতে আসেন বলে জানা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি পর্যটকও রয়েছেন। পর্যটকদের কাছে এটি একটি ইকো-ট্যুরিজম স্পট হিসেবে গণ্য হয়। এ স্থান এবং বটগাছটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমান ৩.১৮ একর। এ জন্য মোট ১৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়া এ স্থানটির উন্নয়নে আর কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় অন্য কোন প্রকার উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান। ঐতিহ্যবাহী এশিয়ার প্রাচীনতম বটবৃক্ষটি যাতে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে এবং বৃক্ষটি যাতে নিরাপদ থাকে সে জন্য অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, উন্নত জাতের ঘাস লাগানো, দেয়াল/শেড নির্মাণ, টয়লেটের ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হলে এ স্থানটির গুরুত্ব আরও বেড়ে যাবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কিং

ওয়েবসাইটে (যেমন ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি) এবং ফ্রি এনসাইক্লোপিডিয়াতে (যেমন উইকিপিডিয়া) এ সম্পর্কে তথ্য সন্নিবেশিত করা হলে পর্যটকরা এখানে আসতে উৎসাহিত হবেন।

৯.১.২ **স্ট্রীপ বাঁধ বনায়নঃ** ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ড উপজেলার আলমডাংগা প্রধান সাতব্রীজ হতে শ্রীপুর ব্রীজ পর্যন্ত স্ট্রীপ বাঁধের বনায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এ স্ট্রীপ বাঁধে ২০১০-১১ অর্থ বৎসরে ১০,০০০টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়। ১০ কি:মি: পথের দুপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ করা হয়। বৃক্ষগুলোর মধ্যে রয়েছে আকাশমণি, বকাইন, ইপিল ইপিল, রেইনট্রি ইত্যাদি। রোপিত বৃক্ষের মধ্যে আকাশমনি বৃক্ষের সংখ্যাই বেশী। রোপিত বৃক্ষগুলো ভালভাবে বেড়ে উঠছে বলে প্রতীয়মান হল।

৯.১.৩ **স্ট্রীপ বাগান বনায়নঃ** ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলায় আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০০৮-০৯ সালে সৃজিত ১০ সিডলিং কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত এ পথে প্রায় ১০,০০০ চারা রোপন করা হয়। ঝিনাইদহ সদয় উপজেলার ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে ৫ কি:মি: পথে রাস্তার দুপার্শ্বে প্রকল্পের আওতায় রোপিত প্রায় ৫,০০০ বৃক্ষ এবং ঝিনাইদহ-মাগুড়া মহাসড়কে ৩ কি:মি: রাস্তার দুধারে প্রায় ৩,০০০ বৃক্ষ রয়েছে। ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের আড়ুয়াকান্দি হতে লক্ষীকোল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যন্ত ৯ কি:মি: জায়গা জুড়ে রাস্তার দুপাশে রোপিত বৃক্ষ পরিদর্শন করা হয়। এ অংশে প্রায় ৯০০০টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১৭০০০ চারা রোপন করা হয়েছে যাদের গড় উচ্চতা ১৫ হতে ২০ ফুট। বৃক্ষগুলোর মধ্যে রয়েছে আকাশমণি, বকাইন, ইপিল ইপিল, রেইনট্রি, মেহগনি, দেশী নিম, গর্জন ইত্যাদি। রোপিত বৃক্ষের মধ্যে আকাশমনি বৃক্ষের সংখ্যাই বেশী। রোপিত বৃক্ষগুলো ভালভাবে বেড়ে উঠছে বলে মনে হয়।

৯.১.৪ **কবরস্থান বনায়নঃ** ঝিনাইদহ জেলার কোট চাঁদপুর গ্রেভইয়ার্ডে বনায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এ গ্রেভইয়ার্ডে বিভিন্ন প্রজাতির ১০,০০০টি গাছ রোপন করা হয়েছে। বৃক্ষগুলি বর্তমানে বেশ বড় হয়েছে। পরিদর্শনকালে এ কবরস্থানের অন্যতম মালিক জনাব আব্দুর রহিমের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, এ বাগান সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে রোপন করায় রোপিত বৃক্ষের অধিকাংশ শেয়ারই তারা পাবেন এবং গাছ বিক্রয়লব্ধ টাকা দ্বারা কবরস্থানে পুনরায় বনায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবেন। তিনি আরও জানান যে, এ বনায়ন কর্মসূচি তাদের খুব উপকারে আসবে।

৯.২ **যশোর জেলাঃ**

৯.২.১ **হনুমানের খাদ্যঃ** বহু বছর যাবৎ যশোর জেলার কেশবপুর পৌরসভায় হনুমানের আনাগোনা রয়েছে। বর্তমানে পৌরসভায় ৩৫০টি হনুমান রয়েছে। বিভিন্ন বাসা-বাড়ীর ছাদে, প্রাচীরে এদের দেখতে পাওয়া যায়। হনুমানের খাদ্য সরবরাহের জন্য ৩৩.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প পরিচালক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ জানান, প্রতিটি হনুমানের খাদ্য সরবারাহের জন্য প্রতিদিন ৫ টাকা বরাদ্দ ছিল । এ টাকার খাদ্য একটি হনুমানের জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া জুন ৩০, ২০১২ তারিখের পর খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেশবপুরের বিরল প্রজাতির হনুমানের খাদ্যের জন্য ৫০০০টি বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়। এদের খাদ্যের জন্য একাধিকস্থানে রোপিত ফলজ বৃক্ষ পরিদর্শনকালে সেখানে প্রধানত আমড়া, বড়ই, তেতুল, করমচা, ডেওয়া, হরিতকি, আমলকি ও কিছু পেয়ারা, আম, জাম ও কাঠাল গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এ সব গাছের ফল যাতে অসৎ লোকেরা চুরি করে না নিয়ে যায়, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (যেমন পাহারার ব্যবস্থা করা, জনসচেতনতা সৃষ্টি করা) নেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া হরিতকি ও আমলকি গাছে ফল আসতে ৫-১০ বছর সময় লাগে বিধায় উক্ত প্রজাতির গাছ হনুমানের খাদ্য হিসাবে লাগানো যুক্তিযুক্ত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। ডিপিপিতে হনুমানের খাদ্য হিসেবে কলা, পেঁপে, আম, কাঠাল, পেয়ারার নাম উল্লেখ করা হলেও সেখানে কোন কলা ও পেঁপের গাছ লাগানো হয়নি।

৯.২.২ **খেজুর চারাঃ** যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার হাঘরঘাটি গ্রামের জনৈক ভূমিমালিক জবেদ আলীর ০১ বিঘা জমিতে রোপিত খেজুর গাছ পরিদর্শন করা হয়। এ ভূমিতে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৫০০ চারা গাছ রোপন করা হলেও পরিদর্শনকালে প্রায় ৩০০ খেজুর গাছের চারা পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে উপস্থিত জবেদ আলী বলেন প্রায় ৫০০ চারা গাছ রোপন করা হলেও বেশ কিছু চারা গাছ বাড়তে পারেনি এবং কিছু কিছু চারা গাছ মরে যায়। খেজুর গাছের চারাগুলো এখানে ভালভাবে বেড়ে উঠছে বলে দেখা গেল। এ স্থানে মধ্যপ্রাচ্য মরুভূমিতে জন্মায় এমন খেজুর গাছও লাগানো হয়েছে। এ সব চারায় ফল ভাল হলে তা'খেজুর চাষে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে বলে আশা করা যায়।

৯.২.৩ **খামার ভুমি বনায়নঃ** যশোর জেলার কেশবপুর পৌরসভার জনৈক মাস্টার খোরশেদ আলমের ৪-৫ একর খামার ভূমিতে প্রকল্পের আওতায় ৫,০০০ বৃক্ষ রোপণ করা হয়। বৃক্ষগুলো ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে রোপন করা হয়। রোপিত বৃক্ষগুলোর মধ্যে ৬০ শতাংশই আকাশমণি, ২০ শতাংশ খেজুর গাছ এবং বাকীগুলোর মধ্যে ইপিল ইপিল, মেহগনি, নীম ও আম গাছ ইত্যাদি। ভূমিমালিকের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, খেজুর চারা রক্ষণাবেক্ষনণ একটি বড় সমস্যা এবং চারা অবস্থায়

অর্থাৎ কাঁটা আসার পূর্বে খেজুর চারা গবাদিপশুর আক্রমনে বিনষ্ট হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে কৃষকরা জানান, ষ্ট্রীপ বাগানে চারার উচ্চতা তিন ফুটের বেশী থাকায় চারা সহজে গবাদি পশুর দ্বারা নষ্ট হতে পারে না। কিন্তু খামার ভূমিতে রোপিত খেজুর চারা গবাদি পশুর আক্রমণে অধিক মাত্রায় বিনষ্ট হয় মর্মে জানা যায়।

৯.২.৪ **বসতবাড়ি বনায়নঃ** শার্শা উপজেলার শ্যামলগাছি গ্রামের মওলাবক্সের বসতবাড়ির প্রায় ০১ (এক) একর জায়গার উপর ৫০০ গাছ রোপণ করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে রোপিত বৃক্ষগুলো পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়। রোপিত বৃক্ষগুলোর মধ্যে অধিকাংশই আকাশমণি। বাকীগুলোর মধ্যে গড়ান, বকাইন, নিম ও অন্যান্য কিছু ঔষধি গাছ।

৯.২.৫ **ষ্ট্রীপ বাগান বনায়নঃ** যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের ঝিকড়গাছা উপজেলার বেনেয়ালী হতে গদখালী বাজার পর্যন্ত ০৪ (চার) কি:মি: পথের দুপার্শ্বে প্রকল্পের আওতায় ৪,০০০ বৃক্ষ রোপণ করা হয়। এ অঞ্চলে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছিল। এছাড়া বেনাপোল উপজেলার বাইপাস সড়কে ৬ কি:মি: পথে ৬০০০ বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। রোপিত বৃক্ষগুলোর মধ্যে প্রায় ২০০০ এর মত খেজুরগাছ পরিলক্ষিত হয়। বাইপাস সড়কে রোপিত বৃক্ষগুলো মূলত ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থ বছরে রোপন করা হয়। যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের ঝিকড়গাছা উপজেলা এবং বেনাপোল বাইপাস সড়কে প্রধানত: আকাশমণি গাছ পরিলক্ষিত হয়। বাকীগুলোর মধ্যে গামার, গর্জন গাছ পরিদর্শনকালে দেখা যায়।

৯.৬ **প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় ৬০০০ উপকারভোগীদের ০৩ (তিন) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সামাজিক বনায়ন, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, নার্সারী উন্নয়ন, বাগান সৃজন, সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ইত্যাদি বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৯.৭ **ভূমি অধিগ্রহণঃ** ঝিনাইদজ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর গ্রামে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ বটগাছটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্পেরা আওতায় ১৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় ১.১৭ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

১০.০ সুফলভোগীদের মতামতঃ

প্রকল্প এলাকার জনগণ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, এ এলাকায় পূর্বে খেজুর গাছ তথা খেজুর গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু বিগত বছরসমূহে জ্বালানীর অভাব মেটানোর জন্য বিপুল সংখ্যক খেজুর গাছ কাটা হয়েছে কিন্তু কোন খেজুর চারা রোপণ করা হয়নি। ফলে এ অঞ্চল হতে খেজুর গাছ আশংকাজনকভাবে কমে গেছে এবং হ্রাস পেয়েছে খেজুর গুড়ের উৎপাদন। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পিতভাবে খেজুর গাছ রোপণ করায় এ অঞ্চলে খেজুর গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে খেজুর গুড় উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া এসব গাছ সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় রোপণ করায় রোপিত খেজুর গাছ ও বৃক্ষের অধিকাংশ শেয়ারই স্থানীয় জনগণ পাবেন। এ অঞ্চলে বনজ সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নতি ঘটবে।

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত (পিসিআর অনুযায়ী)
(১) বসতবাড়ী বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ বনের পুনর্বাসন;	প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন বসতবাড়ীতে ৩.৪৫ লক্ষটি বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও বনজ চারা রোপণ করা হয়েছে। এতে গ্রামীণ বন পুনরুদ্ধার, কাঠ, জ্বালানী ও ফলের চাহিদা পূরণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
(২) কবরস্থান বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা;	ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, দেশের কাঠ ও জ্বালানীর চাহিদা পূরণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আওতাধীন এলাকার কবরস্থান/শ্মশানের খালি ও অব্যবহৃত জায়গায় ৪.৯০ লক্ষটি বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়েছে।

পরিকল্পিত	অর্জিত (পিসিআর অনুযায়ী)
(৩) খামারভূমির আইলে বনায়নের মাধ্যমে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার;	ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খামার ভূমির প্রান্তে ও ভিতরে ২১.০ লক্ষটি খেজুর ও অন্যান্য প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়েছে। এতে এতদ্‌ঞ্চলের খেজুর গুড়ের চাহিদা পূরণ, কাঠ ও জ্বালানীর চাহিদা পূরণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।
(৪) কেশবপুরের হনুমান সংরক্ষণ;	যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় বিরল প্রজাতির কালোমুখো হনুমান সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রকল্প সময়কালে হনুমানগুলো ৩৩.৬০ লক্ষ টাকার খাদ্য প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হনুমানের আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ন এবং স্থায়ী খাদ্য সংরক্ষণের জন্য কেশবপুর এলাকায় হনুমানের খাদ্য উপযোগী ৫০০০ টি ফলজ চারা রোপণ করা হয়েছে।
(৫) গ্রামীণ বাঁশ বনায়নের সুযোগ বৃদ্ধি;	প্রকল্প সময়কালে আওতাধীন এলাকায় রোপণের জন্য ১.০ লক্ষটি বাঁশের চারা নার্সারীতে তৈরী করে জনগণের মধ্যে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে। এতে অত্র এলাকাসহ দেশের বাঁশের চাহিদা পূরণ ও দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রেখেছে।
(৬) বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;	বনায়ন কার্যক্রম, কেশবপুরের বিলুপ্তপ্রায় কালো্মুখো হনুমান ও কালিগঞ্জের স্মারক বটবৃক্ষ সংরক্ষণ এবং চিত্তাকর্ষক বনায়ন কার্যক্রমের ফলে চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
(৭) স্মারক বৃক্ষ যেমন বটগাছ সংরক্ষণ;	ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম স্মারক বট বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য ৩.১৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এতে জীববৈচিত্র্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়েছে।
(৮) স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও এ বিষয়ে ৬০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(৯) খামার ভূমি বনায়নে জনগনকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং	খামার ভূমি বনায়নে আওতাধীন এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া জেগেছে। জনগণ ব্যাপক ভিত্তিতে সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে খামারভূমি বনায়ন সফল করে তুলেছে।
(১০) শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা	জনগণকে সম্পৃক্ত করে বনায়ন কার্যক্রম সফলতার সাথে শেষ হওয়ায় বাগানগুলো সফল বাগানে পরিণত হওয়ায় এবং পরিবেশ উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, কাঠ ও জ্বালানীর চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় এবং হনুমান ও স্মারক বট বৃক্ষ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করায় এতদঞ্চলে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১২.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১ বৃহত্তর যশোর জেলায় জনসাধারণের চাষযোগ্য ভূমির অধিকাংশই ইরি-বোরো ও অন্যান্য ফসল চাষের আওতায় এবং জমির আইলের প্রস্থ ৬ ইঞ্চির অধিক হয় না। খামার ভূমি বনায়নের ক্ষেত্রে খেজুর ও তালের চারা উল্লিখিত প্রস্থের আইলে রোপণ করা প্রায় অসম্ভব। এছাড়া জনসাধারণ তাদের জমির আইলে এবং আবাদি জমিতে খেজুর ও তালের চারা রোপণে আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। ফলে উদ্ভূত সমস্যার কারণে পরিদর্শনকালীন সময়ে দেখা যায় যে, খেজুর ও তালের চারা রোপণের হার সন্তোষজনক নয়।

১২.২ বসতবাড়িতে বনায়নের ক্ষেত্রে জমির মালিক বিনা খরচে সকল গাছের অধিকাংশ শেয়ারের মালিক হয়ে যায়। সেটা অনেক লাভজনক। তাই অনেক জমির মালিক তাদের বসতবাড়ির কৃষি জমিতে সরকারী অর্থায়নে বনায়ন করতে আগ্রহী হয়। দেশে বনায়ন উপযোগী বহু জমি পতিত থাকাতে কৃষি জমিতে বনায়ন মোটেই কাম্য নয়। এটা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরুপ।

১২.৩ যশোরের কেশবপুর উপজেলার বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির হনুমানের খাদ্য হিসাবে ফলজ প্রজাতির আমড়া, ডেওয়া, হরিতকি, আমলকি, পেয়ারা, আম, জাম ও কাঠালের গাছ লাগানো হলেও তাদের খাদ্য হিসাবে বেশী উপযোগী কলা ও পেঁপের গাছ লাগানো হয়নি। তাছাড়া হরিতকি ও আমলকি গাছে ফল ধরা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার বিধায় উক্ত প্রজাতির গাছ হনুমানের খাবার হিসাবে যথোপযুক্ত নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

১২.৪ বাংলাদেশের অনেক বৃক্ষ ও প্রাণী এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অনেকগুলি প্রায় বিলুপ্তির পথে। এর মধ্যে অনেক ঔষধি জাতের বৃক্ষ বা লতা/গুল্মও রয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি নেয়া হলেও বিরল প্রজাতির গাছ বা প্রাণী রক্ষা অথবা গবেষণার কোন কার্যক্রম এতে নেই। এ ধরণের কার্যক্রম থাকলে প্রকল্পটি আরও অর্থবহ হত।

১২.৫ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, দু'একটি স্থান ব্যতীত অধিকাংশ স্থানে কোন সাইনবোর্ড নেই। এতে কোন প্রকল্পের আওতায় বা কোন সংস্থা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে, তা সনাক্ত করা কঠিন।

১৩.০ **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৩.১ হনুমানের জন্য খাদ্য সরবরাহের কাজটি রাজস্ব বাজেটে অব্যাহত রাখা আবশ্যক। হনুমানের খাদ্যের জন্য রোপিত ফলজ গাছের ফল যাতে অসৎ লোকেরা চুরি করে না নিয়ে যায় এবং সৃজিত ফলজ গাছের যথাযথ পরিচর্যা হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন ;

১৩.২ ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর গ্রামে এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ও প্রাচীনতম বটবৃক্ষটি যাতে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে এবং বৃক্ষটি যাতে নিরাপদ থাকে সে জন্য এখানে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, উন্নত জাতের ঘাস লাগানো, দেয়াল/শেড নির্মাণ, টয়লেটের ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা যেতে পারে ;

১৩.৩ ভবিষ্যতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন প্রকল্প নেয়া হলে তাতে বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ ও প্রাণী, ঔষধি জাতের বৃক্ষ বা লতা-গুল্ম সংরক্ষণ ও গবেষণার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ;

১৩.৪ খামার ভূমি, বসত বাড়ী এবং কবর স্থান ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান চারা রোপনের মাধ্যমে বনায়নের হার বৃদ্ধি করতে হবে ;

১৩.৫ বসতবাড়ী বা প্রান্তিক ভূমিতে বনায়নের ক্ষেত্রে ভূমি নির্বাচনে বন বিভাগকে অধিক যত্নবান হতে হবে। কৃষি জমি বনায়ন করা সমীচীন হবে না ; এবং

১৩.৬ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিটি স্থানে পরিচিতিমূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা প্রয়োজন।

"Preparation of Second National Communication (SNC) of Bangladesh"

(সমাপ্ত: জুন, ২০১২)

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ পরিবেশ অধিদপ্তর ।
২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।
৩.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ আগারগাঁও, ঢাকা।
৪.০ **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯৩.২৫	২৯৩.২৫	২৪৮.৪৫	মার্চ, ২০০৮ হতে আগষ্ট ২০১০ (২ বছর ৬ মাস)	মার্চ, ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১১ (৩ বছর ৭ মাস)	মার্চ, ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১১ (৩ বছর ৭ মাস)	-	**১৩ মাস ৪৩%**

৫.০ **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৩.২৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ইন-কাইন্ড বাবদ ১৩.৮০ লক্ষ টাকা, Global Environmental Facility (GEF)/UNDP বাবদ প্রকল্প সাহায্য ২৭৯.৪৫ লক্ষ টাকা ।

৬.০ **কাজের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়ন: (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট					
১।	প্রকল্প পরিচালক (ইন কাইন্ড)	জনমাস	৬.০০	৩০	৬.০০	৩০ (১০০%)
২।	জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়কারী	জনমাস	৩০.৯০	৩০	৪২.৩১	৩০ (১০০%)
৩।	ফাইন্যান্স এসিসটেন্ট	জনমাস	৯.৬৬	৩০	১১.৪৪	৩০ (১০০%)
৪।	প্রোগ্রাম সহকারী	জনমাস	৬.৯০	৩০	৮.৪৩	৩০ (১০০%)
	প্রোগ্রাম					
৫।	সাব কন্ট্রাক্ট টু ন্যাশনাল সারকামটেন্সেস	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০	থোক
৬।	সাব কন্ট্রাক্ট টু ন্যাশনাল গ্রীণহাউজ গ্যাস ইনভেনটরিস	থোক	৪২.০০	থোক	৩১.৭৬	থোক
৭।	সাব কন্ট্রাক্ট টু ইমিশন মিটিগেশন স্ট্রিম	থোক	৪৫.০০	থোক	৩৩.৬৮	থোক

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
৮।	সাব কন্ট্রাক্ট টু ইমপ্যাক্টস ভালনারবিলিটি এন্ড এডাপটেশন স্ট্রিম	থোক	৪৫.০০	থোক	৪১.১০	থোক
৯।	সাব কন্ট্রাক্ট টু ক্রস-কাটিং স্ট্রিম	থোক	১৮.০০	থোক	১২.০৮	থোক
লোকাল কনসালটেন্ট						
১০।	ন্যাশনাল কনসালটেন্ড (রিপোর্ট কমপাইলেশন)	জনমাস	৭.৫০	৬	*	-
১১।	ন্যাশনাল কনসালটেন্ট/এক্সপার্ট (পিয়ার রিভিউয়ার)	জনমাস	৪.০০	৫	৩.৫০	৫ (১০০%)
মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন						
১২।	ডিউটি ট্রাভেল (ইনক্লুডিং ভেইক্যালস রেন্টাল)	থোক	১২.৫০	থোক	১৬.৮১	থোক
১৩।	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন	থোক	৩.০০	থোক	-	-
রিপোটিং এন্ড প্রিন্টিং						
১৪।	অডিও ভিজুয়্যাল এন্ড প্রিন্ট প্রোডাকশন	থোক	২.৪০	থোক	০.৩৭	থোক
১৫।	প্রফেশনাল সার্ভিস (ইনক্লুডিং এক্সপার্ট সার্ভিস) যখন প্রয়োজন	থোক	৫.০০	-	প্রয়োজন হয়নি বিধায় এ অঙ্গে কোন খরচ হয়নি	
ওয়ার্কশপ এন্ড কনসালন্টিং মিটিং						
১৬।	ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ	টি	৯.০০	৩	৩.৬০	২ (৬৭%)
১৭।	সেক্টর ওয়ার্কশপ	টি	৮.০০	১০	৫.৬৭	৬ (৬০%)
১৮।	কনসালন্টিং মিটিং	টি	৪.০০	১০	১.৩৭	১১ (১১০%)
Miscellaneous						
১৯।	সান্ডরাইস	থোক	১১.০১	থোক	৭.৯২	থোক
২০।	অফিস স্পেস (ইন কাইন্ড)	থোক	৭.৮০	থোক	৮.১৬	থোক
অফিস সরবরাহ ও যন্ত্রপাতি						
২১।	পিসি উইথ এক্সসরিজ এন্ড টেবিল	সেট	১.৮০	৩	১.৪৭	৩ (১০০%)
২২।	ল্যাপটপ উইথ এক্সসরিজ	টি	১.২০	১	১.০৫	১ (১০০%)
২৩।	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	টি	০.৭০	১	০.৮৯	১ (১০০%)
২৪।	লেসার প্রিন্টার	টি	০.৭২	১	০.৫১	১ (১০০%)
২৫।	ফটোকপিয়ার	টি	১.২০	১	০.৭০	১ (১০০%)
২৬।	ফ্যাক্স	টি	০.২৫	১	০.৩০	১ (১০০%)
২৭।	স্ক্যানার	টি	০.০৮	১	০.৩২	১ (১০০%)
২৮।	টেবিল	টি	০.৪০	৪	০.৩৯	৪

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
						(১০০%)
২৯।	চেয়ার	টি	০.২৪	৪	০.২২	৪ (১০০%)
৩০।	চেয়ার (ভিজিটর)	টি	০.৪০	৮	০.১৪	৪ (৫০%)
৩১।	ক্যাবিনেট-উডেন	টি	০.১৬	২	০.১৩	২ (১০০%)
৩২।	ফাইল ক্যাবিনেট	টি	০.১০	২	০.১৮	২ (১০০%)
৩৩।	মোবাইল ফোন	টি	০.৩০	২	০.২৮	২ (১০০%)
৩৪।	অন্যান্য সরবরাহ	থোক	১.০৩	-	০.৬৭	থোক
	মোট=		**২৭৯.৪৫**	**-**	**২৪৮.৪৫**	**৮০.০২%**

* এ অংগে ইউএনডিপি বাবদ ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায়নি।

৭.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে শুধু চূড়ান্ত প্রতিবেদন সংকলন (কম্পাইল) মুদ্রণের কাজ বাকী ছিল। তবে সরজমিনে পরিদর্শনের সময় চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মুদ্রণ কপি পাওয়া যায়।

৮.০ **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি ও উদ্দেশ্য :**

৮.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশের ভৌগলিক ও ভূ-প্রাকৃতিক এবং সমতল অবস্থান, জনসংখ্যার আধিক্য, উচু হারের দারিদ্রতা, কৃষি, মৎস্য ও পানি সম্পদসহ জলবায়ূ পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য সেক্টরের উপর মানুষের জীবন ও জীবিকার নির্ভরতা বাংলাদেশকে জলবায়ূ পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিগণিত করেছে। এ দেশের প্রায় ২৫ ভাগ এলাকা প্রতি বৎসর বন্যার পানিতে প্লাবিত হয় (বিসিসিএসএপি (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan), ২০০৯)। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বর্ধিত তাপমাত্রা, ২০৫০ ও ২১০০ সালে সম্ভাব্য গড় তাপমাত্রা ১.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ২.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধির অভিক্ষেপন, বাষ্পীভবন, অতিরিক্ত মৌসুমী বৃষ্টিপাত, শীতকালের কম বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা ও মাত্রা বেড়ে যাওয়া সবকিছু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে।

বৈশ্বিক জলবায়ূ পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগ, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বন্যা ও খরার প্রকোপ বৃদ্ধি জীবন ও জীবিকা, জীববৈচিত্র ও অর্থনীতির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাবসমূহ পরিবেশগত সমস্যার ওপরও ভীতিকর প্রভাব যোগ করেছে। আশংকা করা হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধিতে আগামী ২১০০ সালের মধ্যে দেশের ১৭% ভূমি এলাকা পানিতে তলিয়ে যাবে। উপকূলীয় এলাকায় লোনা পানির অনুপ্রবেশের সমস্যাও বেড়ে যাবে। মোটকথা জলবায়ূ পরিবর্তন খাদ্য নিরাপত্তা, সুপেয় পানির নিরাপত্তা, জীবিকার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, অবকাঠামোর নিরাপত্তা, জ্বালানী নিরাপত্তাসহ এই দেশের মানুষের সার্বিক আর্থ-সামাজিক জীবনে এক বিরাট হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ জলবায়ূ পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এর সব কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘ জলবায়ূ পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন, ইউএনইপি, ইউএনডিপি, জিইএফ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে জলবায়ূ পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসকরণে ও অভিযোজন সমস্যার সমাধানে নানাবিধ কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে ইউএনএফসিসিসিতে যে Initial National Communication (INC) পেশ করা হয়েছে তার মধ্যেও জলবায়ূ পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকির কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। GEF এর অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার INC সহ NCSA (National Climate Self Assessment) এবং BCCSAP (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan) প্রণয়ন করেছে যাতে অভিযোজনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায়, গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ মাত্রা হ্রাস করা যায়, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও যথেষ্ঠ আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার দিক নির্দেশনা ও কর্মসূচীসমূহ রয়েছে।

এ Second National Communication (SNC) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারকে Second National Communication (SNC) of Bangladesh প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করে জাতিসংঘ জলবায়ু ফ্রেমওয়ার্ক কনভেশনে পেশ করার জন্য সমর্থ করবে বিবেচনায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অগ্রাধিকার সংশ্লিষ্ট সেক্টর সমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

(ক) সার্বিক উদ্দেশ্য - প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের voluntary obligation হিসেবে Second National Communication (SNC) of Bangladesh প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করে জাতিসংঘ জলবায়ু ফ্রেমওয়ার্ক কনভেশন ও কনফারেন্স অব পার্টিস এ পেশ করার জন্য সমর্থন করবে।

(খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য - Second National Communication (SNC) of Bangladesh প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ যার মধ্যে থাকবে দেশের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যাদি (National Circumstances), বিভিন্ন সেক্টরের গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের তালিকা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসকরণ সুপারিশমালা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কৌশল/কর্মপন্থা ও অন্যান্য cross-cutting বিষয়সমূহ।

৮.৩ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ** অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি গত ১৯/৫/২০১৩ তারিখে পরিদর্শণ করা হয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক চাহিতব্য তথ্যাদি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় প্রতিবেদন প্রনয়ণে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব হয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পটি ৫টি প্রধান Activity বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। Activity গুলো নিম্নরূপঃ
Activity 1. National Circumstances,
Activity 2. Greenhouse Gas Inventory,
Activity 3. Programmes containing measures to mitigate climate change,
Activity 4. Programmes containing measures to facilitate adaptation to climate change,
Activity 5. Other information considered relevant towards achieving the objective of the UNFCCC.

উপরোক্ত Activity গুলি সম্পাদনের জন্য যথাযথ টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে Centre for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) কে ৩টি কাজ (Activity 1, 4 ও 5) এবং Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS) কে ২টি কাজ(Activity 2ও 3) এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত ২টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৫টি কাজের ওপর ৫টি Inception report, ৫টি Mid-Term report ও ৫টি Draft final report প্রনয়ন করেছে। প্রণয়নকৃত প্রতিবেদনগুলি বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষাক্রমে গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের টিপিপিতে ৫টি কাজের উপর প্রণয়নকৃত খসড়া প্রতিবেদন Review করার জন্য Reviewer নির্বাচন করা হয়। সরজমিনে পরিদর্শনকালে নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, পিপিআর ২০০৮ অনুসরণপূর্বক স্বল্পমেয়াদী সময়ের জন্য Reviewer নিয়োগ দিয়ে খসড়া প্রতিবেদনটি Review করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক তথা বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তারা জানান, ২০০১ সালে বর্ণিত প্রকল্পের ন্যায় আরও একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিলো। বাস্তবায়িত প্রকল্পের অধীন সংগৃহীত মালামালের কোন তথ্য উপাত্ত বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছে জানতে চাইলে তারা জানাতে পারেননি। বর্তমানে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় সংগৃহীত মালামাল যেমন-পিসি উইথ এক্সসরিজ এন্ড টেবিল-৩টি, ল্যাপটপ উইথ এক্সসরিজ-১টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-১টি, লেসার প্রিন্টার-১টি, ফটোকপিয়ার-১টি, ফ্যাক্স-১টি, স্ক্যানার-১টি, টেবিল-৪টি, চেয়ার-৪টি, চেয়ার (ভিজিটর) -৮টি, ক্যাবিনেট-উডেন-২টি, ফাইল ক্যাবিনেট ও মোবাইল ফোন-২টি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। সরকারী বিধি অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপনান্তে সংগৃহীত মালামাল Table of Organogram & Equipment (TO&E) ভুক্ত করা সমীচীন।

৮.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

Activity-1 (National Circumstances)

প্রকল্পের আওতায় এ কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS (Center for Environmental Geographic Information Services) এর ৭ জন পরামর্শক কর্তৃক '' National Circumstances" বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা, Second National Communication (SNC) of Bangladesh প্রতিবেদনে (Chapter-2, পৃষ্ঠা-৩-৫৬) তে সংযোজিত হয়েছে।

এ অধ্যায়ে National Circumstances এ দেশের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ ভূ-প্রাকৃতিক জলাবায়ু, ভূতত্ত্ব ও পানিতত্ত্ব সম্পর্কিত তথ্যাদি রয়েছে। এছাড়া তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, ভূমি, পানি সম্পদ, প্রাণী ও মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন, কৃষি সম্পদ ও এর উন্নয়ন, শিল্প উৎপাদন, জ্বালানী সরবরাহ ও ব্যবহার বিষয়ক তথ্যাদি ছাড়াও যোগাযোগ ও পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো বিষয়ক তথ্যাদি রয়েছে। এদেশের জনগণের জীবন-জীবিকা, দারিদ্রতা, জনসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে তথ্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ, যেমন-বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, ঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো, ভূমিকম্প বিষয়ে তথ্যাদি রয়েছে।

Activity-2 (Greenhouse Gas Inventory)

Activity-2 এর অধীনে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BCAS (Bangladesh Centre for Advanced Studies) এর ৭ জন পরামর্শক কর্তৃক ''Green House Gas Inventory from different sectors" বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা Second Communication (SNC) of Bangladesh National প্রতিবেদনে (Chapter-3, পৃষ্ঠা-৫৯-৯১) তে সংযোজিত হয়েছে।

এ কার্যক্রমের মাধ্যমে জ্বালানী, শিল্প, কৃষি, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, বনজ ও বর্জ্য খাত হতে বিভিন্ন সময়ে কি পরিমাণ গ্রীণ হাউজ গ্যাস, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিগর্মণ করা হয়েছে সে জন্য সংশ্লিষ্ট খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্ত: সরকার প্যানেল IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) এর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম নীতি, প্রক্রিয়া ও নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রীণ হাউজ গ্যাস নি:সরনের পরিমাণের একটি তালিকা করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা পরবর্তীতে SNC এর মূল প্রতিবেদনের একটি অধ্যায় হিসেবে সংযোজিত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তা জানান। বাংলাদেশে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিগর্মণের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালনকারী জ্বালানী খাতের অধীনস্ত সিমেন্ট, ক্লিনকার, এ্যাসফাল্ট, সোডা এ্যাস, চুন (Lime) উৎপাদনসহ গ্লাস শিল্প, এ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া ফার্টিলাইজার উৎপাদন শিল্প, ষ্টীল ও লোহা উৎপাদানসহ টেক্সটাইল, চামড়া, কোমল পানীয়, চিনি, রুটি, ঔষধ ও ইট প্রস্তুতকরণ কারখানা হতে কি পরিমাণ গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিগর্মণ করা হচ্ছে তাই বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত এ অধ্যায়ে সংযোজন করা হয়েছে। এ ছাড়া আবাসিক, বাণিজ্যিক, ট্রান্সপোর্ট উপ খাত হতে কি পরিমাণ গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিগর্মণ করা হয়েছে এ বিষয়েও বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

Activity-3 (Programmes containing measures to mitigate climate change)

Activity-3 এর অধীনে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BCAS (Bangladesh Centre for Advanced Studies) এর ৫ জন পরামর্শক কর্তৃক '' Measures to mitigate climate change" বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা Second National Communication (SNC) of Bangladesh প্রতিবেদনে (Chapter-4, পৃষ্ঠা-৯৭-১১১) তে সংযোজিত হয়েছে।

এই অংগের কর্মসূচীসমূহের মাধ্যমে মূলত: খনিজ জ্বালানী ও কার্বনের ব্যবহার কমিয়ে এবং বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়িয়ে গ্রীণ হাজউ গ্যাসের নিঃসরণ (এমিশন) কমানোর জন্য বিভিন্ন জ্বালানী সাশ্রয়ী পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে। কি কি কর্মসূচী ও নীতিমালা/ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে গ্রীণ হাউজ গ্যাসের উদগীরণের মাত্রা কমানো যাবে এবং সামাগ্রিকভাবে জলবায়ূ পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসকরণ সম্ভব হবে এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

Activity-4 (Programmes containing measures to facilitate adaptation to climate change)

Activity-4 এর অধীনে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS (Center for Environmental Geographic Information Services) এর ৮ জন পরামর্শক কর্তৃক ’’Measures to facilitate adequate adaptation to climate change’’ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় যা Second National Communication (SNC) of Bangladesh প্রতিবেদনে (Chapter-৫, পৃষ্ঠা-১১৩-১৯২) তে সংযোজিত হয়েছে।

এ অংগের কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলবায়ূ পরিবর্তনের ঝুঁকি ও অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে (Field based study) ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে দিক নির্দেশনামূলক অভিযোজন পদ্ধতি ও উপায় বের করা হয়েছে। আগামী ২০৩০ ও ২০৫০ সালে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত কেমন হবে এ সম্পর্কে সম্ভাব্য জলবায়ূ পরিবর্তন Scenario প্রস্তুত করা হয়েছে। জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে পানি, কৃষি, মৎস্য, পশু সম্পদ, জীব বৈচিত্র ও বন, স্বাস্থ্য, মানুষের জীবন ও জীবিকা, শহর জীবন ও অবকাঠামো প্রভৃতি খাতের উপর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া উল্লিখিত খাতে জলবায়ূ পরিবর্তনের প্রভাবের ঝুঁকি হ্রাসকরণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এ বিষয়ে অভিযোজন কৌশলসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত অভিযোজন কৌশল অবলম্বন করে কিভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ দারিদ্রতা বিমোচন, দেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় এর কর্ম পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

Activity-5 (Other information considered relevant towards achieving the objective of the UNFCCC)

Activity-5 এর অধীনে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS (Center for Environmental Geographic Information Services) এর ৮ জন পরামর্শক কর্তৃক ’’Cross cutting issues’’ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা, Second National Communication (SNC) of Bangladesh প্রতিবেদনে (Chapter-6, পৃষ্ঠা-১১৯৭-২৩০) তে সংযোজিত হয়েছে।

এ অংগের কর্মসূচীর মাধ্যমে SNC এর এই অধ্যায়ে দেশে জলবায়ূ পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসকরণে দেশে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি হস্তান্তর, জলবায়ূ পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা ও পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ, গবেষণা কার্যক্রমের তথ্যাদি, জলবায়ূ পরিবর্তন বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা, সামর্থ্য বাড়ানো এবং তথ্যাদি আদান প্রদানের মাধ্যমে Network গঠনের তথ্যাদিসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৮.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব মো: নজিবুর রহমান, মহাপরিচালক,পরিবেশ অধিদপ্তর	খন্ডকালীন	০১-০২-২০০৯---১৮-০৫-২০০৯
ড: জাফর আহমেদ খান, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	খন্ডকালীন	১৬-০৬-২০০৯---১৮-০৩-২০০৯
জনাব মনোয়ার ইসলাম, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	খন্ডকালীন	৩০-০৫-২০১০---৩০-১১-২০১১

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক)প্রকল্পটি জলবায়ূ পরিবর্তনের বিষয়ে সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অগ্রাধিকার সংশ্লিষ্ট সেক্টরসমূহে জলবায়ূ পরিবর্তনের ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করবে।	(ক) Second National Communication (SNC) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় প্রকল্পের ৫টি অংগের উপর আয়োজিত সভা ও কর্মশালাসমূহে অংশগ্রহনকারীদের পরামর্শ, আলোচনা ও জলবায়ূ পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত আদান প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন সম্ভব হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়। প্রকল্পের এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে জলবায়ূ পরিবর্তন বিষয়ে জাতীয় কর্মসূচী, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে নীতি নির্ধারক, সরকারী কর্মকর্তা, উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ জলবায়ূ পরিবর্তনের ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও হ্রাসকরণ এবং অভিযোজন বিষয়ে তথ্যাদি, দিক নির্দেশনা ও জ্ঞান লাভ করেছেন যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দূর্ভোগ ও সমস্যা হতে দেশকে সুরক্ষাকরণ ও দেশের ঝুঁকি হ্রাস করে দেশকে জলবায়ু সহনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
(খ) সার্বিক উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের voluntary obligation হিসেবে Second National Communication (SNC) of Bangladesh প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করে জাতিসংঘ জলবায়ূ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন ও কনফারেন্স অব পার্টিস এ পেশ করার জন্য সমর্থ করবে।	(খ) SNC-র ৫টি অংগের উপর সময়মত ৫টি প্রারম্ভিক (Inception) প্রতিবেদন, ৫টি চূড়ান্ত Inception প্রতিবেদন, এবং ৫টি মধ্য মেয়াদী ও ৫টি খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ প্রতিবেদনগুলি ৫ জন জাতীয় পরামর্শক (Peer Reviewer) কর্তৃক পুনরীক্ষণ করা হয়েছিল। অন্য একজন জাতীয় পরামর্শক (কমপাইলেশন) চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য উক্ত ৫টি প্রতিবেদন সম্পাদনা ও সংকলন করেছেন। এভাবে প্রকল্পটি চূড়ান্ত ’’Second National Communication (SNC) of Bangladesh” প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করে জাতিসংঘ জলবায়ূ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেশন ও কনফারেন্স অব পার্টিস এ পেশ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন করেছে।
(গ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য : Second National Communication (SNC) of Bangladesh প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ যার মধ্যে থাকবে দেশের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যাদি (National Circumstances), বিভিন্ন সেক্টরের গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের তালিকা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসকরণ সুপারিশমালা, জলবায়ূ পরিবর্তনের অভিযোজন কৌশল/কর্মপন্থা ও অন্যান্য cross-cutting বিষয়সমূহ।	(গ) প্রকল্পটি ’’Second National Communication (SNC) of Bangladesh” প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে যার মধ্যে রয়েছে National Circumstances অধ্যায়, যাতে দেশের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ ভূ-প্রাকৃতিক জলবায়ু, পানিসম্পদ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান , জাতীয় নীতিমালা এবং জলবায়ূ পরিবর্তনে বিভিন্ন সেক্টরের ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্যাদি রয়েছে। Green house gas Inventory-প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে একটি অধ্যায় (Chapter) রয়েছে যাতে বাংলাদেশে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণের বিভিন্ন উৎস সনাক্তকরণ ও এসব উৎস (জ্বালানী, শিল্প, কৃষি, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, বনজ ও বর্জ্য খাত) হতে ২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত কি পরিমাণ গ্রীণ হাউজ গ্যাস, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিগর্মণ করা হয়েছে এবং নির্গমণকৃত গ্যাসের পরিমান সম্পর্কিত তথ্য ও তালিকা রয়েছে। Programmes containing measures to mitigate climate change chapter এ গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণ প্রশমনে কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। Programmes containing measures to facilitate

পরিকল্পিত	অর্জিত
	adaptation to climate change chapter এ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ঝড়, ভূমিধ্বস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান লাঘবে দেশ ও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উপযোগীকরণের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণসহ অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমে দেশের সক্ষমতা বাড়ানোর বিভিন্ন উপায় ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে । Programmes and plans relevant to the achievement of the objective of the UNFCCC chapter -এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য সামর্থ্য অর্জন, গণ সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, শিক্ষামূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে

১০.০ <u>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>

১০.১ অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালগুলি টিওএন্ডইভূক্ত করা হয়নি (অনুঃ ৯.৩) ;

১০.২ অনুমোদিত টিপিপি National Consultant (Report Compilation & Translation) অঙ্গে ৬ জনমাস হিসবে ৭.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনের বিপরীতে UNDP কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ করে Compilation of Translation এর কাজটি সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু এ বাবদ কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি (অনুঃ ৭ এর ১০) ; এবং

১০.৩ প্রকল্পটি ৩০ মাস (মার্চ ২০০৮-আগস্ট ২০১২) মেয়াদকালীন সময়ের জন্য অনুমোদিত হলেও প্রকৃত পক্ষে অনুমোদনের ৭ মাস পর প্রজেক্ট ডকুমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে (৪৩-৩০)=১৩ মাস সময় বেশী লেগে যায়।

১১.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১১.১ অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালগুলি টিওএন্ডইভূক্ত করে এর সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ;

১১.২ অনুমোদিত টিপিপি'র National Consultant (Report Compilation & Translation) অঙ্গে ৬ জনমাস হিসবে ৭.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনের বিপরীতে UNDP কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ করে Compilation of Translation এর কাজের বিপরীতে এ বাবদ ব্যয়ের হিসাব প্রতিফলন পূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং চূড়ান্ত ব্যায়ের হিসাবের জন্য আইএমইডিকে অবহিত করবে ;

১১.৩ প্রকল্পের নির্বিঘ্ন বাস্তবায়নকল্পে প্রকল্পের কাজ যাতে যথাসময়ে শুরু এবং শেষ করা যায় বিশেষ করে প্রজেক্ট ডকুমেন্ট স্বাক্ষর ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলকেই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন ; এবং

১১.৪ Center for Environmental Geographic Information Services (CEGIS) এবং Bangladesh Center for Advanced Studies (BCAS) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানদ্বয় কর্তৃক ৫টি Activity'র আওতায় বিভিন্ন স্টাডি থেকে যে সব Findings পাওয়া গেছে (অনুঃ ৯.৪) এর আলোকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

"Transitional Strategy for the Phase-out of CFC in the Manufacturing of Metered Dose Inhalers in Bangladesh"

(সমাপ্ত: জুন, ২০১২)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ পরিবেশ অধিদপ্তর ।

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।

৩। প্রকল্পের অবস্থান ঃ আগারগাঁও, ঢাকা।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্র: সা:)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল (প্র: সা:)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্র: সা:)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৩.৬০ (১৩.২০)	৬১.১৫ (১৩.২০)	৬০.৮০ (৪৭.৯৫)	নভেম্বর/২০০৮ থেকে জুন/২০১০ (২০ মাস)	নভেম্বর/২০০৮ থেকে জুন/২০১২ (৪৪ মাস)	নভেম্বর/২০০৮ থেকে জুন/২০১২ (৪৪ মাস)	৭.২০ (১৩.৪৩ %)	২৪ মাস (১২০%)

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ইন-কাইন্ড বাবদ ১৩.২০ লক্ষ টাকা, Multi Lateral Fund (MLF)/UNEP বাবদ প্রকল্প সাহায্য ৪৭.৯৫ লক্ষ টাকা)।

৬। **কাজের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়ন: (মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	**অঙ্গের নাম**	**পরিমাণ**	**সংশোধিত পিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
			আর্থিক (মোট)	**বাস্তব**	**আর্থিক**	**বাস্তব (%)**
১।	প্রকল্প পরিচালক-জিওবি (ইন কাইন্ড)	জনমাস	১৩.২০	১ জন (৪৪ জনমাস)	১৩.২০	১ জন (৪৪ জনমাস) (১০০%)
২।	ভ্রমণ ও ডিএসএ	সংখ্যা	১.৪০	২৬টি	১.৫০	২৬টি (১০০%)
৩।	বিদেশ প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনার এ অংশগ্রহণ	জন	৬.৪০	৪ জন	৬.৩৮	৪ জন (১০০%)
৪।	মিটিং/কনফারেন্স	সংখ্যা	২৯.৫৫	২৬টি	২৯.১২	২৬টি (১০০%)
৫ ।	স্থানীয় পরামর্শক	জনমাস	৭.২০	১ জন (২০ জনমাস)	৭.২০	১ জন (২০ জনমাস) (১০০%)
৬।	স্থানীয় পরামর্শক (বিধি-বিধানের খসড়া প্রণয়ন)	জনমাস	৩.৪০	১ জন (০২ জনমাস)	৩.৪০	১ জন (০২ জনমাস) (১০০%)
	মোট		**৬১.১৫**		**৬০.৮০**	**১০০%**

৭। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ**

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের (Ozone Layer Depleting Substances) ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস এবং বন্ধের ব্যাপারে কানাডার মন্ট্রিলে ১৯৮৭ সালে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা মন্ট্রিল প্রটোকল নামে পরিচিত। উক্ত মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর ও সমর্থনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য, যথা- সিএফসি-১১, সিএফসি-১২, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, মিথাইল ক্লোরোফরম ইত্যাদি-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের জন্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত Metered Dose Inhaler (MDI) প্রস্তুতে Chlorofluorocarbon (CFC) ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ৫টি ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি যথাঃ বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, একমি ল্যাবরেটরীজ লিঃ, গ্লাক্সোস্মিথক্লাইন এবং এস কে এফ- সিএফসি ব্যবহারের মাধ্যমে Metered Dose Inhaler (MDI) প্রস্তুত করত। তন্মধ্যে গ্লাক্সোস্মিথক্লাইন এবং এস কে এফ- এই দুইটি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ-এর উৎপাদন সুবিধা ব্যবহার করে তাদের উৎপাদন চাহিদা মিটিয়ে আসছিল।

এ প্রেক্ষিতে ২০০৬ সালে ভারতের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মন্ট্রিল প্রটোকলের ১৮তম পার্টি সভায় বাংলাদেশের MDI প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে Chlorofluorocarbon (CFC Free) সিএফসিমুক্ত পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা দেয়ার জন্য মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের নির্বাহী কমিটিকে এ দেশের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত MLFকমিটি Transition Strategy -এর জন্য ৭০০০০.০০ মার্কিন ডলার এবং Conversion project -এর জন্য ২,৭৭৬,৭৮৮.০০ মার্কিন ডলার অনুমোদন করে। উক্ত Transition Strategy প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য United Nation Environment Programme (UNEP) কর্তৃক ১৪ এপ্রিল ২০০৮ ও ইআরডি কর্তৃক ২২ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে Small Scale Funding Agreement (SSFA) স্বাক্ষর করা হয়। Multilateral Fund (MLF)/UNEP এর আওতায় প্রকল্প সাহায্য প্রাপ্তি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ERD কর্তৃক Small Scall Funding Agreement (SSFA) স্বাক্ষরের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.১। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন :**

Transitional Strategy for the Phase-out of CFC in the Manufacturing of Metered Dose Inhalers in Bangladesh শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি ৫৩.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নভেম্বর ২০০৮ থেকে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৩০/১২/২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে কনভার্সন প্রকল্পে সিএফসিমুক্ত ইনহেলার উৎপাদন এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সচেতনতামূলক কর্মসূচিকে যুগপৎ করা এবং এমডিআই এর কনভারশন-এর অগ্রগতির সাথে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করার জন্য প্রকল্পটি সংশোধন পূর্বক বাস্তবায়ন মেয়াদ বিগত ১২/০৫/২০১১ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২ বছর বৃদ্ধি করা হয়। উল্লেখ্য, সংশোধিত প্রকল্পে বাংলাদেশ টাকা ও ডলারের মূল্যমান পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প সাহায্য টাকায় ৪৭.৬০ লক্ষ হতে ৪৭.৯৫ লক্ষ এ বৃদ্ধি পেয়েছে যা আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঔষধ শিল্পে Metered Dose Inhaler (MDIs) প্রস্তুতের নিমিত্তে ব্যবহৃত সিএফসি-১১ ও সিএফসি-১২-এর ব্যবহার রোধ করার জন্য সরকার-কে সহায়তা করা।

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ

(১) বেক্সিমকো, স্কয়ার ও একমি ল্যাবরেটরীজ-এ এমডিআই প্রস্তুতিতে সিএফসি-এর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ফেজ আউট করা।

(২) ঔষধ শিল্পে Ozone Layer Depleting Substances (ODS) ব্যবহার রোধ করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন।

(৩) সিএফসি মুক্ত ইনহেলার ঔষধগ্রহনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনসচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ডাক্তারসহ স্বাস্থ্যখাতে কর্মরত পেশাজীবিদের জন্য কর্মশালা/ সভা /সেমিনার আয়োজন।

(৪) মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিএফসিমুক্ত ইনহেলার প্রবর্তনের অবস্থা যাচাই এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং।

৭.৩ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ** Transitional Strategy for the Phase-out of CFC in the Manufacturing of Metered Dose Inhalers in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ইনহেলার তৈরীতে সিএফসি এর ব্যবহারের পরিবর্তে কনভারশন প্রকল্পের অধীন রূপান্তরিত Hydro Fluoro Alkene (HFA) ভিত্তিক ইনহেলার এর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের অধীন ১ (এক) জন স্থানীয় পরামর্শক ২০ জনমাসের জন্য নিয়োগ করা হয়। ডাক্তার ও স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবিদের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার মাধ্যমে নতুন ফরমুলায় উৎপাদিত ইনহেলার ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দেশের সকল বিভাগীয় শহর ও বৃহত্তর জেলা শহরগুলিতে মোট ২৬টি কর্মশালার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশের ঔষধ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান যারা এ প্রকল্পের আওতায় কারিগরী সহায়তা পাচ্ছে তারা হলো বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, একমি ল্যাবরেটরীজ লিঃ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, গ্ল্যাক্সোস্মিথ ক্লাইন এবং এস কে এফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ। তার মধ্যে একমি ল্যাবরেটরীজ লিঃ কর্তৃক নতুন ফরমুলায় উৎপাদিত Chlorofluorocarbon (CFC Free), Hydro Fluoro Alkene(HFA) ভিত্তিক ইনহেলার একমি কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় ।

CFC Free (HFA) ভিত্তিক ইনহেলার

অপরদিকে অন্য ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক নতুন ফরমুলেশন পদ্ধতিতে উৎপাদন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, স্কয়ার তাদের সব কয়টি ইনহেলারের সিএফসিমুক্ত পরিবেশ বান্ধব এইচএফএ ভিত্তিক ইনহেলার-এর ফরমুলেশন ডেভেলপ করলেও কম বিক্রয় হয় এমন ৫টি ইনহেলার বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করতে পারে নাই। এ জন্য তারা ল্যাবরেটরী স্কেল যন্ত্রপাতি আমদানি করেছে যার মাধ্যমে ২০১৩- সালের মধ্যেই তারা তাদের সমস্ত ফরমুলেশন বাজারজাত করবে। প্রকল্প কার্যালয়ে সরজমিনে পরিদর্শনকালে নথিপত্র পর্যালোচনা এবং সংশ্লিস্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধনের জন্য খসড়া তৈরী করে ০৭/০২/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৪/০৪/২০১৩ তারিখে উক্ত খসড়ার উপর একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা হয়েছে। প্রণীত সংশোধিত বিধিমালাটি এখনও যথাযথ কতৃপক্ষ কর্তৃক জারী করা হয় নাই। এতে করে কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তি থেকে বাদ পড়া অন্যান্য ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সিএফসি ব্যবহার করে ইনহেলার তৈরী করার উদ্যোগ নিতে পারে।

একমি কার্যালয়ে CFC Free (HFA) ভিত্তিক ইনহেলার পরিদর্শন

৭.৪। **প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের অংগভিত্তক সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ**

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো :

৭.৪.১ **মিটিং/কনফারেন্সঃ** এ প্রকল্পের অধীন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি হচ্ছে নতুন ফরমুলায় উৎপাদিত ইনহেলার ব্যবহার করতে রোগীদের উদ্বুদ্ধ করা এবং ডাক্তারদের প্রেসক্রাইব করতে অনুরোধ করার লক্ষ্যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীসমূহে সিএফসিমুক্ত ইনহেলার উৎপাদনের পর উক্ত ইনহেলারসমূহ যেন ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেন এবং রোগীদের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এ জন্য ঢাকায় ও চট্রগ্রামে ২টি করে এবং রাজশাহী, দিনাজপুর, খুলনা, কক্সবাজার, বগুড়ায় , সিলেট, যশোর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নারায়নগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, ফরিদপুর, ফেনী, বরিশাল, জামালপুর, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, নাটোর ও কুষ্টিয়ায় ১টি করে মোট ২৬টি সেমিনার/ কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। উক্ত কর্মশালায় রিসোর্স পারসন, স্থানীয় পরামর্শক ও আয়োজকদের যাতায়াত ও ভ্রমণভাতা বাবদ ব্যয় এ প্রকল্প হতে নির্বাহ করা হয় । সরজমিনে পরিদর্শনে জানা যায়, উক্ত কর্মশালা আয়োজনে পরিবেশ অধিদপ্তরকে বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ এবং সিএফসিমুক্ত ইনহেলার উৎপাদনকারী ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহও সহায়তা করে।

৭.৪.২ **স্থানীয় পরামর্শকঃ** ডাক্তার ও স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবিদের কর্মশালায় অংশগ্রহণপূর্বক CFC মুক্ত ইনহেলার ব্যবহার এর উপর বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সম্বলিত উপস্থাপনার জন্য একজন স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। সরজমিনে পরিদর্শনে নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় PPR 2008 অনুসরণপূর্বক একজন স্থানীয় পরামর্শক ২০ মাসের জন্য নিয়োগ করা হয়।

৭.৪.৩ **বিদেশ প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনার-এ অংশগ্রহণঃ** প্রকল্পের এ অঙ্গের আওতায় মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরকারী বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে ওজনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণের উপর বিদেশে প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনারের সংস্থান ছিল। বাস্তবায়নকারী সংস্থার নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় গত ২০০৯ সালের ০৮-১৫ অক্টোবর সময়ে থাইল্যান্ডের Chiang Mai -এ অনুষ্ঠিত ODS Officers Meeting and 3rd Multilateral Environment Agreement (MEA) Regional Enforcement Network Workshop অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২০১০ সালের ২৩-৩০ এপ্রিল সময়ে তুর্কির ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত "Joint Meeting of the ECA & SA Network of Ozone Officers" অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ৮-১২ নভেম্বর ২০১০ সময়ে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক-এ অনুষ্ঠিত "Twenty-Second Meeting of the Parties to the Montreal Protocol" শীর্ষক একটি পার্টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ২০১১ সালের ৮-১২ মে সময়ে মালদ্বীপে "Joint Meeting of West Asia and South Asia Networks of ODS Officers" শীর্ষক সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত ৪টি সভা ও কর্মশালার মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে ১(এক)জন করে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ৩(তিন)জন করে মোট ৪ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

৭.৪.৪ **স্থানীয় পরামর্শক (বিধি বিধানের খসড়া প্রণয়ন)ঃ** ঔষধ শিল্পে সিএফসি-এর ব্যবহার ফেজ-আউট হওয়ার পর আর যাতে কোন ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পুনরায় সিএফসিযুক্ত ইনহেলার উৎপাদন না করতে পারে এবং মন্ট্রিল প্রটোকলের অন্যান্য বিধি-বিধানসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে ''ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪'' সংশোধন করার লক্ষ্যে ১(এক)জন স্থানীয় পরামর্শক ২(দুই) মাসের জন্য নিয়োগ করা হয়। প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরী করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে বিগত ০৭/০২/২০১৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে বলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক জানানো হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২৪/০৪/২০১৩ তারিখে বিধিমালাটি জারীর জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনাকালে জানা যায় , ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধিত প্রস্তাবটি এখন ও জারী করা হয়নি ।

৮। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
মোঃ শাহজাহান	**খন্ডকালীন**	১৯/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১২

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত
বেক্সিমকো, স্কয়ার ও একমি ল্যাবরেটরীজ-এ এমডিআই প্রস্তুতিতে সিএফসি-এর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ফেজ আউট করা। (মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ড উক্ত কাজের জন্য ২৭৭৬৭৮৮.০০ মাঃ ডঃ অনুদান হিসাবে প্রদান করেছে যা, ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ও একমি ল্যাবরেটরীজ লিঃ এ এমডিআই প্রস্তুতিতে সিএফসিযুক্ত ইনহেলারের পরিবর্তে সিএফসিমুক্ত পরিবেশ বান্ধব এইচএফএ ভিত্তিক ইনহেলার-এর ফরমুলেশন ডেভেলপ করা হয়েছে এবং সব কয়টির বাণিজ্যিক উৎপাদন চলছে। তবে স্কয়ার তাদের সব কয়টি ইনহেলারের সিএফসিমুক্ত পরিবেশ বান্ধব এইচএফএ ভিত্তিক ইনহেলার-এর ফরমুলেশন ডেভেলপ করলেও কম বিক্রয় হয় এমন ৫টি ইনহেলার বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করতে পারে নাই। এ জন্য তারা ল্যাবরেটরী স্কেল যন্ত্রপাতি আমদানি করেছে যার মাধ্যমে ২০১৩-এর মধ্যেই তারা তাদের সমস্ত ফরমুলেশন বাজারজাত করবে। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ২০১৩-এর ১ জানুয়ারি হতে সিএফসি ভিত্তিক ইনহেলার উৎপাদন বন্ধ করেছে।
ঔষধ শিল্পে ওডিএস ব্যবহার রোধ করার জন্য Ozone Layer Depleting Substance বিধিমালা প্রণয়ন।	''ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪'' সংশোধনের জন্য খসড়া তৈরী করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্য খাতে ১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ওডিএস ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
সিএফসি মুক্ত ইনহেলার ঔষধগ্রহনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনসচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ডাক্তারসহ স্বাস্থ্যখাতে কর্মরত পেশাজীবিদের জন্য কর্মশালা/ সভা /সেমিনার আয়োজন।	ডাক্তার ও স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের মধ্যে সিএফসিমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব ইনহেলার ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সবকয়টি বিভাগে ও বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন ও সিএফসিমুক্ত ইনহেলার উৎপাদনকারী ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের সহায়তায় মোট ২৬টি সেমিনার আয়োজন করা হয়।
মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নরে লক্ষ্যে সিএফসিমুক্ত ইনহেলার প্রবর্তনের অবস্থা যাচাই এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং।	চলমান কনভার্সন প্রকল্পের আওতায় বেক্সিমকো ও একমি ল্যাবরেটরীজ-এ সমস্ত সিএফসি ভিত্তিক ইনহেলার এইচএফসি তথা পরিবেশ বান্ধব ইনহেলারে রূপান্তর করা হয়েছে। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস তাদের কম বিক্রি হয় এমন ৫টি ইনহেলার ছাড়া সবকটি ইনহেলার রূপান্তর করেছে। তবে ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি হতে সবকটি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে সিএফসি-এর ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে।

১০। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১০.১ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধিত খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানা যায়। সংশোধিত বিধিমালা, ২০০৪ এর অনুমোদন বিলম্ব হওয়ায় দেশের ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সিএফসি ব্যবহার করে ইনহেলার তৈরীর উদ্যোগ নিতে পারে। এতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হতে পারে।

১০.২ নতুন ফরমুলায় উৎপাদিত ইনহেলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী ২৬টি কর্মশালার মাধ্যমে প্রায় ৩০০০ জন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করা হয়েছে। নতুন ফরমুলায় উৎপাদিত ঔষধের ব্যবহার নিশ্চিত করতে বর্তমানে কোন প্রশিক্ষণ/প্রচার নেই।

১১। **সুপারিশঃ**

১১.১ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধিত প্রস্তাবটি দ্রুত অনুমোদন/জারী করার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১১.২ প্রকল্পের আওতায় Chlorofluorocarbon (CFC Free), Hydro Fluoro Alkene (HFA) ভিত্তিক নতুন ফরমুলায় উৎপাদিত ঔষধের ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

Bangladesh Environment and Climate Change Outlook (ECCO)

(সমাপ্ত: জুন, ২০১২)

১। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** ঃ পরিবেশ অধিদপ্তর ।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়নকালের %)
মূল (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫১.৯০ (৪১.১০)	৬১.২২ (৫০.৪২)	৬১.২২ (৫০.৪২)	ফেব্রুয়ারী/২০১০ হতে জানুয়ারী/২০১১ (১২ মাস)	ফেব্রুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১২ (২৯ মাস)	ফেব্রুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১২ (২৯ মাস)	৯.৩২ (১৮%)	**১৭ মাস (১৪২%)**

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ) এর স্মল স্কেল ফান্ডিং এগ্রিমেন্টস-এর আওতায় ইউনেপ-এর অর্থায়নে সমীক্ষা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১.২২ লক্ষ টাকা (জি ও বি ইন কাইন্ড ১০.৮০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৫০.৪২ লক্ষ টাকা)।

৭। **কাজের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়ন: (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে)**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
১।	প্রকল্প পরিচালক	জনমাস	০.৭৫	৩ জনমাস	০.৭৫	৩ জনমাস (১০০) %
২।	সাপোর্ট স্টাফ	জনমাস	৪.০৫	৯ জনমাস	৪.০৫	৯ জনমাস (১০০)%
৩।	অফিস স্পেস	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	থোক
৪।	স্টেশনারি ও সাপ্লাই	থোক	১.০৫	থোক	১.০৫	থোক
৫।	রিপোর্ট প্রিন্টিং খরচ ও সার্কুলেশন	থোক	৪.৭৯	থোক	৪.৭৯	থোক
৬।	ন্যাশনাল ইনসেপশন/ট্রেনিং ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৩.৫০	১ টি/২০০	৩.৫০	১টি (১০০%)
৭।	ন্যাশনাল কনসালটেশন ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৪.০০	২ টি/১৫০	৪.০০	২টি (১০০%)
৮।	পিয়ার কমিটি রিভিউ মিটিং	সংখ্যা	১.৫০	১ টি/৩০	১.৫০	১টি ১০০%

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
৯।	স্টিয়ারিং কমিটি মিটিং	সংখ্যা	০.৭৪	২ টি/৭৫	০.৭৪	২টি ১০০%
১০।	লোকাল কনসালটেশন ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	২.১০	২ টি/১০০	২.১০	২টি (১০০%)
১১।	সিনিয়র কনসালট্যান্ট	জনমাস	৮.৪০	৭ জনমাস	৮.৪০	৭ জনমাস (১০০)%
১২।	জুনিয়র কনসালট্যান্ট	জনমাস	৮.৪০	১২ জনমাস	৮.৪০	১২ জনমাস (১০০)%
১৩।	ভালনারবিলিটি এন্ড ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অ্যানালিস্ট	জনমাস	২.৮০	৪ জনমাস	২.৮০	৪ জনমাস (১০০%)
১৪।	ফিল্ড রিসার্চার	জনমাস	২.৮০	৮ জনমাস	২.৮০	৮ জনমাস (১০০%)
১৫।	ফটোকপি	থোক	১.৩৬	থোক	১.৩৬	থোক
১৬।	ভ্রমন খরচ ও পরিবহন ভাড়া	থোক	৪.৮২	থোক	৪.৮২	থোক
১৭।	প্রতিবেদন উন্মুক্তকরণ	থোক	২.০৫	থোক	২.০৫	থোক
১৮।	কমিউনিকেশন	থোক	১.৩০	থোক	১.৩০	থোক
১৯।	অন্যান্য ব্যয়	থোক	০.৮১	থোক	০.৮১	থোক
	মোট		**৬১.২২**		**৬১.২২ (১০০%)**	(১০০%)

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা, প্রকল্প পরিদর্শন ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই ।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নঃ**

৯.১। **পটভূমিঃ**

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে অনুষ্ঠিত প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনে বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে Agenda 21 শিরোনামে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণীত ও গৃহীত হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ এবং পরিবেশের অবস্থা পর্যালোচনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী জোহেনেসবার্গে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলনে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) কর্তৃক প্রণীত Global State of the Environment Report 2002 উপস্থাপিত হয়। ইউনেপ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এ দেশে Bangladesh State of Environment Report 2001 প্রণীত হয়। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে South Asia: State of Environment 2001 এবং Global State of the Environment Report 2002 প্রনীত হয়। Bangladesh State of Environment Report 2001 প্রতিবেদনে নিম্নের ৫টি বিষয়ে পরিবেশগত অবস্থা নিরূপনসহ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করা হয় : (১) Land Degradation, (২) Water Pollution and Scarcity, (৩) Air Pollution, (৪) Biodiversity ও (৫) Natural Diasters সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে South Asia: State of Environment 2001 এবং Global State of the Environment Report 2002 প্রণীত হয়। State of Environment প্রতিবেদনের উপকরণ নিয়ে ইউনেপ কর্তৃক Global Environmental Outlook, *GEO-1* (1997); GEO-2 (1999); GEO-3 (2002) এবং GEO-4 (2007) প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে ইউনেপ কর্তৃক GEO-5 প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা

বিভিন্ন দেশের Environmental Outlook এর ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হচ্ছে। ইউনেপ ২০০৭ সালে পরিবেশ ব্যবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে বিবেচনায় এনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশসহ ঝুঁকিগ্রস্থ কতিপয় দেশে Environment and Climate Change Outlook রির্পোট নামে State of Environment Report প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বণিত অবস্থার প্রক্ষাপটে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

কারিগরী প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে Environment and Climate Change Outlook Report প্রণয়নের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তোলা।

৯.৩। **প্রকল্পটির অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

Bangladesh Environment and Climate Change Outlook (ECCO) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি ৫১.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারী ২০১০ থেকে জানুয়ারী, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২টি ইকোসিস্টেমে vulnerability and Impact Assessment (VIA) বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে সমীক্ষা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এবং ইউনেপ কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য বৃদ্ধির কারণে ফেব্রুয়ারী/২০১০ হতে জানুয়ারী/২০১২ মেয়াদে ৬১.২২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সম্মতি প্রদান করে।

৯.৪। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১০-২০১১	২৫.০০	-	২৫.০০	-	২৪.৭৫	-	২৪.৭৫
২০১১-২০১২	২৭.০০	-	২৭.০০	-	২৫.৬৭	-	২৫.৬৭
মোট =	**৫২.০০**	**-**	**৫২.০০**	**-**	**৫০.৪২**	**-**	**৫০.৪২**

৯.৫। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (টিপিপি) / সংশোধিত টিপিপি ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;
- DSPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৯.৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার, উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	খন্ডকালীন	জুলাই/২০১০ থেকে জুন/২০১২

১০ । **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন:**

১০.১। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

United Nation Environment Programme (UNEP) কর্তৃক ২০০৭ সালে বিশ্বব্যিপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবকে বিবেচনায় এনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সহ অধিকতর ঝুকিপূর্ণ কতিপয় দেশে Environment and Climate Change Outlook (ECCO) , প্রতিবেদন নামে State of Environment Report প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করে । UNEP কর্তৃক বিভিন্ন দেশের State of Environment প্রতিবেদনের তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত ৪টি Global Environmental Outlook (GEO) প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে । UNEP কর্তৃক ৫ম GEO-প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যাসমূহকে সমন্বিত সমীক্ষা পদ্ধতি Integrated Environmental Assessment (IEA) অনুসরণে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে যে থিমেটিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে সেগুলো হলোঃ Land Resources, Water Quality, Biodiversity, Air Quality এবং Waste Management; পরিবেশ ব্যবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব এবং অভিযোজনগত বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে Environment and Climate Change Outlook Report প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় দেশের ২টি ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে ইকো-সিস্টেম বেইজড এডাপ্টেশন বিষয়টিকে এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা। ৫ম GEO- Report এ প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ থেকে তথ্য উপাত্ত সরবরাহের নিমিত্তে Bangladesh Environment and Climate Change Outlook (ECCO) প্রণয়ন করা হয়েছে । জুলাই ২০১৩ সময়ে প্রকল্প কার্যালয়ে সরজমিনে পরিদর্শন, নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাকালে তিনি জানান, Environment and Climate Change Outlook (ECCO) প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। প্রতিবেদনের চূড়ান্ত কপি দেখতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক তা দেখাতে পারেননি। তিনি বলেন, চূড়ান্ত প্রতিবেদন বাইন্ডিং এর কাজ চলছে। ECCO প্রতিবেদনের চূড়ান্ত কপি বাইন্ডিং দ্রুত সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হবে।

১০.২। **প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের অঙ্গভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ**

১০.২.১। **ন্যাশনাল ইনসেপশন/ট্রেনিং ওয়ার্কশপঃ** অনুমোদিত টিপিপি'তে এ অঙ্গের আওতায় বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যাসমূহকে সমন্বিত সমীক্ষা পদ্ধতিতে Integrated Environmental Assessment (IEA) অনুসরণে বিশ্লেষণ করা হয়। ECCO প্রতিবেদন প্রণয়নে যে থিমেটিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে তা হলো: Land Resources, Water Quality, Biodiversity, Air Quality এবং Waste Management । একটি জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে বর্ণিত থিমেটিক বিষয়গুলোর উপর তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ২০০ জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ন্যাশনাল ইনসেপশন/ট্রেনিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১০.২.২। **ন্যাশনাল স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ওয়ার্কশপঃ** দু'টি ন্যাশনাল স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার ১৫০ জন প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে তাঁদের ইনপুট গ্রহণের মাধ্যমে ইসিসিও প্রতিবেদনের খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজন/বিয়োজনপূর্বক খসড়া রিপোর্ট সমৃদ্ধ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন।

১০.২.৩। **লোকাল কনসালটেশন ওয়ার্কশপঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব এবং অভিযোজনগত বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে প্রকল্পের এ অঙ্গের আওতায় দু'টি লোকাল কনসালটেশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। একটি ওয়ার্কশপ কুলাউড়া, মৌলভীবাজার এবং অপরটি শ্যামনগর, সাতক্ষীরায় ইকোসিস্টেম বেইজড এডাপটেশন-এর উপর স্থানীয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ১০০ প্রতিনিধিবৃন্দের ইনপুট গ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

১০.২.৪। **ভালনারবিলিটি এন্ড ইমপ্যাক্টক এসেসমেন্ট এনালিষ্টঃ** এ অঙ্গের আওতায় ২ জন পরামর্শক (একজন সিনিয়র ও একজন জুনিয়র) নিয়োগ দেয়া হয়। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাপূর্বক জানা যায়, পরামর্শক ২ জন, তাদের TOR অনুযায়ী ECCO প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত দু'টি ইকো সিস্টেমে (কুলাউড়া, মৌলভীবাজার এবং অপরটি শ্যামনগর, সাতক্ষীরায় ইকোসিস্টেম বেইজড এডাপটেশন) ভালনারবিলিটি এন্ড ইমপ্যাক্টক এসেসমেন্ট করেছেন । পরামর্শকবৃন্দের ফাইন্ডিংস অনুযায়ী ইসিসিও প্রতিবেদন প্রনীত হয়েছে বলে জানা যায়।

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত
দেশের প্ররিবেশ ব্যবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব এবং অভিযোজনগত বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে সমন্বিত পরিবেশগত সমীক্ষা (Integrated Environment Assessment (IEA)) পদ্ধতি অনুসরনে Environment and Climate Change Outlook (ECCO) প্রতিবেদন প্রণয়ন	প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে তবে, প্রকল্প কার্যালয়ে পরিদর্শনকালীন সময়ে ইসিসিও প্রতিবেদনের চূড়ান্ত বাইন্ডিং কপি দেখতে পাওয়া যায়নি।
পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তোলা ।	Integrated Environment Assessment (IEA) এবং Driver, Pressure, State, Impact, Response (DPSIR), UNEP Framework প্রয়োগ করে Land Resources, Water Quality, Biodiversity, Air Quality, Waste Management এবং Climate Change বিষয়ে Environmental Outlook বা পরিবেশগত অবস্থার বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়নে হালনাগাদ তথ্যভান্ডার তৈরি হয়েছে। এছাড়াও, এ ধরণের কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির আওতায় সমন্বিত পরিবেশগত সমীক্ষা (Integrated Environment Assessment (IEA)) পদ্ধতি অনুসরনে Environment and Climate Change Outlook (ECCO) প্রতিবেদন প্রনয়ণ হয়েছে।

১৩। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৩.১। বাংলাদেশ থেকে ECCO এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP)'তে প্রেরণ করতে বিলম্ব হচ্ছে। ফলে UNEP কর্তৃক Global Environment Outlook (GEO-5) প্রতিবেদনে বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ECCO এর প্রতিফলন বিঘ্নিত হতে পারে ।

১৩.২। মূল অনুমোদিত প্রকল্প মেয়াদ ১২ মাস হলেও এর প্রকৃত বাস্তবায়নকাল ২৯ মাস অর্থাৎ অতিরিক্ত ১৭ মাস (১৪২%) ধরে বাস্তবায়িত হয়। দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবায়নের ফলে ইসিসিও প্রতিবেদন প্রণয়নে থিমেটিক বিষয়গুলোর (Land Resources, Water Quality, Biodiversity, Air Quality, Waste Management) তথ্য উপাত্তের যথার্থতা ব্যাহত হতে পারে।

১৪। **সুপারিশঃ**

১৪.১। UNEP কর্তৃক যথাসময়ে Global Environment Outlook (GEO-5) প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে ECCO এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন এর কপি জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচীতে প্রেরণ করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২। দাতা সংস্থার অনুদানে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল যেন দীর্ঘ মেয়াদী /কাল ক্ষেপন না হয় সেদিকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে।

১৪.৩। বাংলাদেশ ECCO এর চূড়ান্ত কপি অত্র বিভাগসহ সংশ্লিস্ট সকলের নিকট প্রেরণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

“আগর বাগন সৃজন” (১ম সংশোধিত)

সমাপ্ত: জুন, ২০১২

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বন অধিদপ্তর।

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।

৩। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা বিভাগের গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, শেরপুর, সিলেট বিভাগের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, খুলনা বিভাগের যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ এবং রংপুর বিভাগের দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও।।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫১৩.০৮৮	১৭৬৩.০০	১৭৫৬.৬৮	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২	১৬.০৯%	**১ বছর (২০%)**

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৭৬৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৬। কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	বনায়ন					
১।	বাগান সৃজনের জন্য চারা উত্তোলন (১৬০০ চারা প্রতি হেক্টর)	হেঃ	৫০০০ (৪৭৩৬)	২২০.১৮৭১৭	৪৭৩৬	২২০.১৮৭১৭ (১০০%)
২।	এক বছর বয়স্ক বাগানের শুন্যস্থান পূরণের জন্য চারা উত্তোলন	হেঃ	৬৭৩.১৮	৩৫.৯০১৫৫	৬৭৩.১৮	৩৫.৯০১৫৫ (১০০%)
৩।	চারা রক্ষণাবেক্ষন	হেঃ	৫৩৩৪.১৭	২৬.৭৯৪২৭	৫৩৩০	২৬.৭৭০৭
৪।	চারা উত্তোলন (১৩৩০ চারা প্রতি হেক্টর)	হেঃ	৫০০০	৬২১.১৯৬১	৫০০০	৬২১.১৯৬১
৫।	চলতি বছরের জন্য চারা ক্রয় ৩৫৫.৬ (হেক্টর প্রতি)	হেঃ	৩৫৫.৬	১৯.২১৪৮	৩৫৫.৬	১৯.২১৪৮
৬।	এক বছর বয়স্ক বাগানের শুন্যস্থান পূরণ (২০%) (১০০০ হেঃ)	হেঃ	১০০০	১৩৬.২৮৫	১০০০	১৩৬.২৮৫
৭।	এক বছর বয়স্ক বাগান রক্ষণাবেক্ষন (৩বার) (৫০০০ হেঃ)	হেঃ	৫০০০	১৫০.০০	৫০০০	১৫০.০০
৮।	এক বছর বয়স্ক বাগানে সার প্রয়োগ (৫০০০ হেঃ) (প্রতি সীডলিং এ ৫০ গ্রাম)	হেঃ	৫০০০	১২৫.০০	৫০০০	১২৩.১২৫
৯।	দুই বছর বয়স্ক বাগান রক্ষণাবেক্ষন	হেঃ	৩৪২৮.৮৮	১০২.৮৬৬	৩৪২৮.৮৮	১০২.৭৯৬

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(৩বার) (৩৪২৮.৮৮ হেঃ)					
১০।	তিন বছর বয়স্ক বাগান রক্ষণাবেক্ষন (২বার) (২২৩৪ হেঃ)	হেঃ	২২৩৪	৪৪.৬৮	২১০৪.৫	৪২.০৯
১১।	১ ও ২ বছর বয়স্ক বাগানে অগ্নি প্রতিরোধ	হেঃ	৮৪২৯	৩৩.১১৬	৮২৭৩	৩৩.০৯২
১২।	১ ও ২ বছর বয়স্ক বাগানের জন্য ওয়াচার নিয়োগ	জন সংখ্যা	১৭০	১১.৮৫১৪	১৭০	১১.৮৪২৭
১৩।	সাইনবোর্ড (প্রতি ২৫ হেঃ ১টি সাইন বোর্ড)	সংখ্যা	১৯৪	২.৮০৪৭৫	১৯৪	২.৮০৪৭৮
	উপমোট			১৫২৯.৮৯৭০		১৫২৫.৩০৫৮
	পরীক্ষামূলক সমাপ্ত পাইলট প্রকল্পের আওতায় উত্তোলিত বাগান রক্ষণাবেক্ষন					
১৪।	দুই বছর বয়স্ক বাগান রক্ষণাবেক্ষন (৩বার)	হেঃ	১৪.৩৩	০.৩৮৬৭৮	১৪.৩৩	০.৩৮৬৭৮
১৫।	তিন বছর বয়স্ক বাগান রক্ষণাবেক্ষন (২বার)	হেঃ	৮৭.৩৩	১.৯১০৬	৮৭.৩৩	১.৯১০৬
১৬।	ডালপালা কাটা ও আগাছা পরিস্কার	হেঃ	২৯৬.৬৬	১.৪৯৯৫	২৯৬.৬৬	১.৪৯৯৫
১৭।	১ ও ২ বছর বয়স্ক বাগানে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা	হেঃ	১৪.৩৩	০.০৫৫০৪	১৪.৩৩	০.০৫৫০৪
১৮।	১ ও ২ বছর বয়স্ক বাগানের জন্য ওয়াচার নিয়োগ	সংখ্যা	১	০.০৭২	১	০.০৭২
	উপমোট			৩.৯২৩৯		৩.৯২৩৯
১৯।	বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন	সংখ্যা	১০ লক্ষ	৪২.৬৩০২৭	১০ লক্ষ	৪২.৬৩০২৭
	উপমোট			৪২.৬৩০২৭		৪২.৬৩০২৭
২০।	আগর ইনোকুলেশন এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাজ	থোক	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৮০৪
২১।	উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং বাই প্রোডাক্ট যথাযথ ব্যবহার	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
	উপমোট			৩০.০০		২৯.৮০৪
	সম্পদ সংগ্রহ					
২২।	বাই সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১০	০.৫০	১০	০.৫০
২৩।	ফটোকপিয়ার ক্রয়	সংখ্যা	১	১.৪৫	১	১.৪৫
২৪।	ফ্রিজ ক্রয়	সংখ্যা	১	০.৩০	১	০.৩০
২৫।	আইপিএস	সংখ্যা	১	০.৪৭	১	০.৪৭
২৬।	ক্যামেরা	সংখ্যা	১	০.৩০	১	০.৩০
২৭।	আসবাবপত্র	থোক	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
২৮।	অফিস ও নার্সারী যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০
২৯।	প্রিন্টার ও যন্ত্রাংশসহ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	৩	২.০৮	৩	২.০৮
	উপমোট			২৫.৬০		২৫.৬০
	মূলধনের মোট			১৬৩২.০৫১২		১৬২৭.২৬৩৯
	রাজস্ব					
৩০।	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	২	৩.৪৫৯	২	২.৯১৬৭
৩১।	ভাতাদি	সংখ্যা	২	৩.৮৮৪	২	৩.০৬২১
	উপমোট			৭.৩৪৩		৫.৯৭৮৮
	সরবরাহ ও সেবা					
৩২।	যাতায়াত ভাতা	থোক	থোক	৪.৮৫২	থোক	৪.৮৫২

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩৩।	ডাক মাশুল	থোক	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
৩৪।	টেলিফোন	থোক	থোক	১.১৮৭	থোক	১.০৬৩৯
৩৫।	গ্যাস/তেল	থোক	থোক	২.১০	থোক	২.১০
৩৬।	পেট্রোল এবং লুব্রিক্যান্ট	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
৩৭।	স্টেশনারী	থোক	থোক	৩.১০	থোক	৩.১০
৩৮।	অন্যান্য	থোক	থোক	২.১০	থোক	২.১০
৩৯।	প্রচার ও প্রকাশনা	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
৪০।	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১২০০০	৬০.০০	১২০০০	৬০.০০
৪১।	গ্রুপ মবিলাইজেশন	সংখ্যা	৯১৪২	১৭.৭৬৬৮	৯১৪২	১৭.৭৬৬৬
	মোট (সরবরাহ ও সেবা)			১১১.৬০৫৭		১১১.৪৮২৫
	মেরামত ও সংরক্ষণ					
৪২।	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষন	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
৪৩।	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষন	থোক	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০
৪৪।	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষন	থোক	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
৪৫।	যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষন	থোক	থোক	১.০০	থোক	১.০০
৪৬।	অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষন	থোক	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
৪৭।	বাস ভবন রক্ষণাবেক্ষন	থোক	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০
	উপ মোট (রক্ষণাবেক্ষন)			১২.০০		১২.০০
	মোট রাজস্ব			১৩০.৯৪৮৭		১২৯.৪৬১৩
	সর্বমোট			১৭৬৩.০০		১৭৫৬.৭২৫২

৭| সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থার কারণে বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে আগর গাছ জন্মায়। বৃহত্তর সিলেটের মৌলভী বাজারের বড়লেখা উপজেলাধীন দক্ষিণভাগ ও সুজানগর এলাকার বিভিন্ন গ্রামের বেশ কিছু লোকের পেশা ছিল প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো আগর গাছ কেটে তা দেশীয় পদ্ধতিতে আগর প্রক্রিয়া করা। প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো আগর গাছের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত থাকায় এবং যথেচ্ছভাবে তা আহরণের ফলে এগাছ বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়। এ প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো ব্যতীত অন্যভাবে আগর গাছ জন্মানো যায় কি না তা নিয়ে বন বিভাগ কাজ শুরু করে। যার কিছুটা নমুনা দেখা যায় বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে। ১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে মৌলভীবাজার জেলার জুরী রেঞ্জের লাউয়াছড়া ও লাঠিটিলা বিট অফিসের ৬.৮৭ একর জমিতে প্রায় ৫,২০০টি আগর গাছ লাগানো হয়। ১৯৯৬-৯৭ সালে কালাছড়া বিটের অধীনেও প্রায় ১১,০০০ আগর গাছ লাগানো হয়। বন বিভাগের লাগানো এসব আগর গাছের অধিকাংশ ভালভাবে টিকে এবং বাণিজ্যিকভাবে আগর গাছ লাগানো সম্ভবপর বিধায় আগর বনায়ন সম্প্রসারণের বিষয়টি উন্মোচিত হয়। এ প্রেক্ষিতে সুগন্ধি শিল্পে দেশে ও বিদেশে আগরের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং উক্ত আগর গাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য ‘পরীক্ষামুলক আগর বাগান সৃজন’ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মোট ২৯০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত উক্ত প্রকল্পটি ১৯৯৮-২০০৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পে ধারাবাহিকতায় বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) মূল্যবান আগর প্রজাতির বৃক্ষ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতঃ সংরক্ষণ করা ও এর উৎকর্ষ সাধন করা;

খ) আগর বনায়ন করা এবং কৃত্রিম Inoculation এর মাধ্যমে আগরের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

গ) আগর Inoculation ও আগর উৎপাদন পদ্ধতির জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

ঘ) বাণিজ্যিকভাবে আগর উৎপাদন এবং কাঁচামাল সরবরাহ করে বিদ্যমান ও নবসৃষ্ট আগরভিত্তিক শিল্পের উৎকর্ষ সাধন;

ঙ) আগর বাগান সৃজনে অংশীদারিত্বমূলক নীতি প্রবর্তন এবং পরিবেশগত ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উৎকর্ষ সাধন।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ** আগর বাগান সৃজন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৪/৬/২০০৬ তারিখে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প এলাকার পরিধি বৃদ্ধি, চারা ক্রয় অঙ্গের সংযোজন, বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করে গত ০১/০২/২০১১ তারিখে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.৪। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৬-২০০৭	৭৫.৬৫৮	৭৫.৬৫৮	-	৭৫.৬৫৮	৭৫.৬৫৮	৭৫.৬৫৮	-
২০০৭-২০০৮	২৫১.০৬১	২৫১.০৬১	-	২৫১.০৬১	২৫১.০৬১	২৫১.০৬১	-
২০০৮-২০০৯	৩৪১.৯৮৩	৩৪১.৯৮৩	-	৩৪১.৯৮৩	৩৪১.৯৮৩	৩৪১.৯৮৩	-
২০০৯-২০১০	৪০৩.৩১৪	৪০৩.৩১৪	-	৪০৩.৩১৪	৪০৩.৩১৪	৪০৩.৩১৪	-
২০১০-২০১১	৪৭৬.৬৫৮	৪৭৬.৬৫৮	-	৪৭৪.৯৮৪	৪৭০.১৫২২	৪৭০.১৫২২	-
২০১১-২০১২	২১৪.৩২৪	২১৪.৩২৪	-	২১৬.০০	২১৪.৫০৯২	২১৪.৫০৯২	-
মোট =	১৭৬৩.০০	১৭৬৩.০০		১৭৬৩.০০	১৭৫৬.৬৮	১৭৫৬.৬৮	-

৭.৫। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। জনাব আব্দুল মোতালেব বন সংরক্ষক	পূর্ণকালীন	০১/০৭/২০০৬ থেকে ১৭/১২/২০০৬
২। জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন খান বন সংরক্ষক	পূর্ণকালীন	১৭/১২/২০০৬ থেকে ৩০/০১/২০০৮
৩। জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী বন সংরক্ষক	পূর্ণকালীন	৩০/০১/২০০৮ থেকে ২২/০১/২০০৯
৪। জনাব হারাধন বণিক বন সংরক্ষক	খন্ডকালীন	২২/০১/২০০৯ থেকে ২১/০৭/২০০৯
৫। জনাব মোঃ শফিকুল আলম চৌধুরী বন সংরক্ষক (চঃদাঃ)	পূর্ণকালীন	২১/৭/২০০৯ থেকে ০৬/১২/২০০৯
৬। জনাব রতন কুমার মজুমদার বন সংরক্ষক	পূর্ণকালীন	০৬/১২/২০০৯ থেকে ২২/০৯/২০১১
৭। জনাব রেজাউল সিকদার বন সংরক্ষক (চঃদাঃ)	পূর্ণকালীন	২২/০৯/২০১১-

৭.৬। **মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;
- ECNEC/PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৭.৭ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত " আগর বাগান সৃজন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি দেশের ৫টি বিভাগের (ঢাকা, সিলেট, খুলনা, চট্টগ্রাম, রংপুর) ২০টি জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। তার মধ্যে আইএমই বিভাগ কর্তৃক ঢাকা বিভাগের গাজীপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, সিলেট বিভাগের সিলেট সদর, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় আগর বাগান সৃজনের কাজ পরিদর্শন করা হয়। সরজমিনে পরিদর্শনকৃত বাগানগুলোর বিভাগ ভিত্তিক বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলঃ

৭.৭.১। **ঢাকা বন বিভাগঃ** এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বন বিভাগের গাজীপুর জেলায় মোট ১১১.০০ হেক্টর জমিতে আগর বাগান সৃজন করা হয়েছে। সৃজিত বাগানগুলি সামাজিক বনায়ন নীতিমালার আওতায় করা হয়েছে বলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জানান। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার শিমলাপাড়া বিট ও কালিয়াকৈর উপজেলার বোয়ালী বিটের আওতায় কয়েকটি বাগান সরজিমেন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সুবিধাভোগীদের মধ্যে উপস্থিত জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মোঃ শহর আলী, মোঃ মীর আলী, মোঃ নজরুল ইসলাম এর সাথে মত বিনিময় করা হয়। উপস্থিত সুবিধাভোগীরা বাগান সৃজন, পরিচর্যা, সার প্রয়োগ, দু ডালা কাটা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান। তবে, স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সাথে বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিট অফিসারের সাথে প্রতি ২/৩ মাস অন্তর অন্তর সৃজিত বাগানের অংশিদারিত্বের উপর সুবিধাভোগীদের দায়িত্ব কর্তৃব্য নির্ধারণপূর্বক সভা করার প্রচলন থাকলেও বোয়ালী বিটের অধীনে সৃজিত বাগানের সুবিধাভোগীদের নিয়ে এ ধরণের কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিট কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, অনতিবিলম্বে এ ধরণের সভা করা হবে। বিগত সভার সিদ্ধান্ত কি ছিল এবং তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তা জানাতে পারেননি। পরিদর্শনকালে সৃজিত বাগানগুলোর প্রতিটি গাছের গড় উচ্চতা ৮ থেকে ১০ ফুট পরিলক্ষিত হয়েছে। কিছু কিছু বাগানের মধ্যে দুয়েক'টি আগর গাছ হেলে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বাগানে সাইনবোর্ড দেখা গেলেও দুয়েক'টি বাগানের সাইনবোর্ড ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া যায়। সুবিধাভোগীদের মালীকানার স্বীকৃতিস্বরূপ সামাজিক বনায়ন নীতিমালা অনুযায়ী চুক্তিপত্র স্থানীয় নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়নি। গাজীপুর জেলায় আগর বাগান সৃজন সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন ধারণা। গাছের বয়স ৮ বৎসর হওয়ার পর প্রতিটি গাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পেরেক মেরে গাছ গুলিকে inoculation অবস্থায় ৬/৭ বৎসর রেখে দেয়া হবে। চারা রোপনের প্রায় ১৪/১৫ বৎসর পর আগর গাছগুলি কেটে গাছের আক্রান্ত অংশগুলিকে Slice করে ৭/৮দিন সিদ্ধ করে আগর সংগ্রহ করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। অর্থাৎ এ ধরণের প্রকল্প থেকে সুবিধাভোগীদের লভ্যাংশ পাওয়ার বিষয়টি দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার যেখানে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে অন্যান্য প্রকারের বনায়ন করে সুবিধাভোগীরা অধিকতর কম সময়ে লভ্যাংশ পাচ্ছে এবং বনায়ন কার্যক্রমে উৎসাহ পাচ্ছে । সেখানে এ ধরণের প্রকল্পের অধীনে লভ্যাংশ পাওয়া নিয়ে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মাঝে এক ধরণের অসন্তোষ দেখা দেয়। সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, আগর আহরণ প্রক্রিয়াটিতে কালক্ষেপন হলেও প্রতি আউন্স আগর আতরের দাম প্রায় ৭/৮ হাজার টাকা। আগর আতর বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ এ অঞ্চলে এখনও শুরু হয়নি। বাংলাদেশে মৌলভীবাজার জেলায় বিশেষ করে বড় লেখা উপজেলায় ব্যক্তি উদ্যোগে আগর আতর উৎপাদন হয়ে থাকে।

ঢাকা বন বিভাগ কর্তৃক আগর বাগান সৃজন প্রকল্পের অধীন ৩২৩ জন সুবিধাভোগীদের ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তারা ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। চারা রোপণ, গাছের পরিচর্যা, দু'ডালা কাটা, সময়মত গাছের পাশে সাপোটিং খুটি দেয়া, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর তারা ২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান এবং সৃজিত বাগানের মালিকানার অংশীদার হিসেবে বাগান রক্ষণাবেক্ষনে তারা কাজ করে থাকেন বলে জানা যায়। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর ও শ্রীপুর উপজেলার বন বিভাগের তথা সরকারের অনেক জমি স্থানীয় কৃষকেরা ভোগ দখল করে আসছিল। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কিছু জমি দখলমুক্ত হয়েছে যা সরজমিনে পরিদর্শনকালে তা দৃষ্টিগোচর হয়।

৭.৭.২। **সিলেট সামাজিক বন বিভাগঃ** সিলেট সামাজিক বন বিভাগ কর্তৃক আগর বাগান সৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৬৩ হেক্টর জমিতে আগর বাগান করা হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকার মধ্যে সিলেট সদর উপজেলার খাদিমনগর বিট, মৌলভী

বাজার জেলার জুরী উপজেলার পুটিছড়া ও লাঠিটিলা বিট, বড় লেখা উপজেলার বড়লেখা বিট এবং হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার পুটিজুরী বিটের আওতায় বাগান সরজমিনে পরিদর্শণ করা হয়। এই সব বিটের আগর বাগানের গ্রোথ ভাল পরিলক্ষিত হয়েছে। আগর গাছগুলির গড় উচ্চতা ৬ থেকে ১২ ফিট পর্যন্ত দেখা যায় । কিছু কিছু বিটের বাগানে বিশেষ করে পুটিছড়া বিটে পরিচর্যার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ আগর গাছ অতিমাত্রায় আগাছা দ্বারা আবৃত্ত। ফলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়ে স্থানীয় বন বিভাগের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করলে, তারা জানান প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বন বিভাগের স্বল্প বরাদ্দের ফলে এ সব বাগান উইডিং ও অন্যান্য পরিচর্চা ব্যাহত হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় সিলেট সামাজিক বন বিভাগের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার মোট ২৪৫২ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তারা ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। চারা রোপণ, গাছের পরিচর্চা, দু ডালা কাটা, সময়মত গাছের পাশে সাপোটিং খুটি দেয়া, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর তারা ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান এবং সৃজিত বাগানের মালিকানার অংশীদার হিসেবে বাগান রক্ষণাবেক্ষনে তারা কাজ করে থাকেন বলে জানা যায়।

সিলেট সামাজিক বন বিভাগের মৌলভীবাজার জেলা বিশেষ করে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায় আগার বাগান সৃজন ও বাণিজ্যিকভাবে আগর আতর উৎপাদন ও রপ্তানী হয়ে আসছে। আল মুহিত আগর আতর কারখানা নামের একটি কারখান পরিদর্শন করা হয়। সেখানে আগার প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। উৎপাদিত আগর মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানী করা হয়। কারখানার সত্বাধিকারী জনাব মোঃ আশরাফ মুহিত শোয়েব জানান, এ শিল্পটির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত আগর আতরের বাজার হিসাবে মধ্যে প্রাচ্যে ভাল চাহিদা রয়েছে। এ শিল্পে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন বলে তিনি দাবী করেন। বন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের চূড়ান্ত আউটপুট পাওয়ার নিমিত্ত এ শিল্পের সাথে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের নিয়ে বন বিভাগ এর প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি দাবী করেন।

৭.৭.৩। **ময়মনসিংহ সামাজিক বন বিভাগঃ** এ প্রকল্পের অধীনে শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মোট ২২০ হেক্টর জমিতে আগর বাগান সৃজন করা হয়েছে। সৃজিত বাগানগুলোর মধ্যে ময়নমনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার সন্তোষপুর বিট, মুক্তাগাছা উপজেলার চন্ডিমন্ডব বিট এবং শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার রাংটিয়া রেঞ্জের কয়েকটি বাগান পরিদর্শন করা হয়। ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া ও মুক্তাগাছা উপজেলায় যে বাগানগুলি পরিদর্শন করা হয় তার অধিকাংশ বাগানের আগর গাছের বৃদ্ধি সন্তোষজনক। উপস্থিত সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময়কালে তাদের নিবিড় সম্পৃক্ততার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। বাগানের চুক্তিপত্র বুঝে পাওয়ার বিষয়ে সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তারা মালিকানার চুক্তিপত্র বুঝে পেয়েছেন। এসব বাগানগুলোতে বিশেষ একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে, তা হলো আগর বাগানের মধ্যে সাথি ফসল হিসেবে আনারস, আদা, হলুদ ইত্যাদির উৎপাদন কার্যক্রম । এসব সাথি ফসল থেকে সামাজিক বনায়ন নীতিমালা অনুযায়ী সুবিধাভোগীগন আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। ময়মনসিংহ সামাজিক বন বিভাগ কর্তৃক আগর বাগান সৃজন প্রকল্পের অধীন ৬০০ জন সুবিধাভোগীদের ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তারা ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক) মূল্যবান আগর প্রজাতির বৃক্ষ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষাকল্পে ৫০০০ হেক্টর আগর বাগান সৃজন;	(ক) প্রকল্পের মেয়াদকালে ৪৭৩৬ হেক্টর আগর বাগান সৃজন করা হয়েছে।
(খ) বিতরণের জন্য ১০ লক্ষ চারা উত্তোলন;	(খ) পিসিআর এ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১০ লক্ষ চারা বিতরণ করা হয়েছে।
(গ) সামাজিক বনায়ন প্রশিক্ষণ;	(গ)পিসিআর এ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
(ঘ) ৩৯৮.৩২ হেক্টর পুরাতন বাগান রক্ষণাবেক্ষন ;	(ঘ) ৩৯৮.৩২ হেক্টর পুরাতন বাগান রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়েছে।

৯। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

৯.১। প্রকল্পের আওতায় ৫০০০ হে: জমিতে আগর বাগান সৃজন বাবদ ২২০.১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন ছিল। পিসিআর এ সরবরাহকৃত তথ্যে দেখা যায়, ৪৭৩৬ হেঃ জমিতে আগর বাগান সৃজন করা হয়েছে। কিন্তু (৫০০০-৪৭৩৬)=২৬৪ হেঃ জমিতে আগর বাগান সৃজন না করে শতভাগ আর্থিক খরচ অর্থাৎ ২২০.১৮ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। যার কোন ব্যাখ্যা প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অথবা পিসিআর এ উল্লেখ নেই। ইহা আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী একটি কাজ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই বাছাই করে পিসিআর এর প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করে অত্র বিভাগে প্রেরণের বিধান থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণে তা অনুসরণ করা হয়নি।

৯.২। ঢাকা বন বিভাগ কর্তৃক গাজীপুর জেলায় সৃজিত আগর বাগানের মালিকানার চুক্তিপত্র সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়নি। ফলে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মাঝে এক ধরণের আশঙ্কা কাজ করছে যে, তারা এই বাগানের লভ্যাংশ পাবে কি না।

৯.৩। ঢাকা বন বিভাগের গাজীপুর জেলায় কয়েকটি বাগান পরিদর্শন করা হয়। প্রায় সব কয়টিতে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সাথে বন বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাদের বিশেষ করে বিট অফিসারদের যোগাযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে সৃজিত বাগান রক্ষণাবেক্ষনে সুবিধাভোগীরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না।

৯.৪। আগর বাগান সৃজন প্রকল্পটি ভিন্নধর্মী প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণ কত সময় পর প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাবে তা নিয়ে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মাঝে আশংকা রয়েছে।

৯.৫। সিলেট সামাজিক বন বিভাগ কর্তৃক এ প্রকল্পের অধীনে যে আগর বাগান সৃজন হয়েছে সার্বিকভাবে তার পরিচর্যার অভাব দেখা যায়। তাছাড়া স্থানীয় নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সক্রিয়তার অভাব রয়েছে।

৯.৬। প্রকল্প পরিচালকের ঘন ঘন বদলি প্রকল্পটির নির্বিঘ্ন বাস্তবায়নে অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। প্রকল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালের দায়িত্বে ছিলেন। অথচ প্রকল্প পরিচালক বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা (পতাকা-খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা কোন বিবেচনায় নেয়নি যা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী একটি কাজ।

১০। **সুপারিশঃ**

১০.১। আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে (৫০০০-৪৭৩৬)=২৬৪ হেঃ জমিতে কেন আগর বাগান সৃজন করা হয়নি এবং এ বাবদ বরাদ্দের টাকা কোন খাতে খরচ করা হয়েছে এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট ব্যাখ্যা চাইতে পারে। তাছাড়া অত্র বিভাগ কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণের নিমিত্ত প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর সম্বলিত নির্ভুল পিসিআর প্রেরণেও মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১০.২। সামাজিক বনায়ন নীতিমালার আওতায় নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মাঝে বাগান মালিকানার চুক্তিপত্র অনতিবিলম্বে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০.৩। বাগান রক্ষণাবেক্ষন জোরদারকরণে সুবিধাভোগীদের মাঝে স্থানীয় বন বিভাগের বিট অফিসারদের নিয়মিত বিরতিতে সভা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.৪। স্থানীয় সুবিধাভোগীগণ আগর বাগান থেকে কিভাবে, কত পরিমাণ আর্থিক সুবিধা পাবেন সে বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

১০.৫। প্রকল্প নির্বিঘ্ন বাস্তবায়নের নিমিত্ত ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিচালক বদলি প্রত্যাহার করতে হবে। এতদসংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ করা সমীচীন।

"Transfer of Technology in Bamboo Shoot Production, Processing and Marketing from China to Bangladesh and Sri Lanka" (২য় পর্যায়)

সমাপ্ত: জুন' ২০১২

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বন গবেষনা ইনষ্টিটিউট (বিএফআরআই), চট্টগ্রাম।
২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।
৩। প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম ও বান্দরবন জেলা।
৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রকল্প সাহায্য)	সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)		মূল	সংশোধিত			
১৫.৪৪ (১৫.৪৪)	-	১৫.৩৪ (১৫.৩৪)	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১২	-	মার্চ, ২০১২ হতে জুন, ২০১২	-	-

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১।	ভ্রমন ব্যয়	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০%)
২।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০%)
৩।	অপারেশন কষ্ট	থোক	৮.৪৪	থোক	৮.৩৪ (৯৯%)
৪।	যন্ত্রপাতি	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)
	সর্বমোট =		**১৫.৪৪**	**১০০%**	**১৫.৩৪ (৯৯.৩০%)**

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। প্রকল্পের পটভুমি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নঃ

৭.১। প্রকল্পের পটভুমিঃ

বর্ষাকালে বাঁশের মোথা থেকে মাটি ভেদ করে শিং আকৃতির যে কচি কান্ড বের হয় তাকে বাঁশের কোঁড়ল (Bamboo Shoot) বলে। একটি ঝাড় হতে যতগুলো কোঁড়ল বের হয় তার সবগুলোই পূর্ণাঙ্গ বাঁশে রূপান্তরিত হয় না। তাই নির্মাণ ও শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের সাথে সাথে খাদ্য হিসেবে বাঁশের কোঁড়ল উৎপাদনের জন্য বাঁশের চাষ করা যায়। পরিকল্পিত উপায়ে বাঁশের কোঁড়ল আহরণ করলে বাঁশ উৎপাদনে কোন প্রকার ব্যাঘাত হয় না। পশ্চিমা বিশ্বসহ পৃথিবীর অনেক দেশে খাদ্য হিসাবে বাঁশ কোঁড়লের (Bamboo shoot) ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। চীন ও থাইল্যান্ড বাঁশের কোঁড়ল রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বাঁশ কোঁড়লের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা

অর্জন বিশেষ করে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্টির দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে Common Fund for Commodities (CFC) এবং International network for Bamboo and Rattan (INBAR) এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় "Transfer of Technology in Bamboo Shoot Production, Processing and Marketing from China to Bangladesh and Srilanka (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩০০.২৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ইনফাইন্ড ১৬০.৩৮ লক্ষ টাকা, সিডি ভ্যাট ২.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৩৭.৯০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য INBAR কর্তৃক তিনটি দেশ যথাক্রমে চীন, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকাকে নির্বাচন করা হয় এবং যথারীতি বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ অংশের জন্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে মনোনীত হয় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট। কিন্তু উপরোক্ত প্রকল্পটি দেরীতে শুরু হওয়ায় প্রকল্প সাহায্যের মধ্যে ৭৮.৭৬ লক্ষ টাকা অবমুক্তি এবং এর মধ্যে মাত্র ৬৩.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান অব্যয়িত ৭৮.৭৬ - ৬৩.৩২ = ১৫.৪৪ লক্ষ টাকা Common Fund for Commodities (CFC) এর কাছে প্রস্তাব করলে CFC এতে সম্মত হয়। তারই প্রেক্ষিতে আলোচ্য ২য় পর্যায়ের ১৫.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ

এ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো খাদ্য উপযোগী বাঁশ কোঁড়ল নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠা করা, বাঁশ কোঁড়ল এর উৎপাদন বাড়ানো এবং এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে উৎপাদিত বাঁশ কোঁড়লজাত খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানী করে সাধারণ মানুষের আয় বাড়ানোর মাধ্যমে দারিদ্রতা নিরসন করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলোঃ

(১) বাঁশের কোঁড়ল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পানি পরিশোধনের যন্ত্রপাতি স্থাপন;
(২) নির্ধারিত এলাকা থেকে বাঁশের কোঁড়ল সংগ্রহ;
(৩) বাঁশের কোঁড়লের প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণ এবং মোড়কজাতকরণের প্রদর্শন (Demonstrate) করা;
(৪) খাদ্য উপযোগী বাঁশের কোঁড়ল (Bamboo Shoot) উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা এবং চাষাবাদ বিষয়ে উদ্যোগী ভোক্তাদের জন্য ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করা;
(৫) খাদ্য উপযোগী বাঁশের কোঁড়লে ব্যবহারজাত প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করা।

৭.৩। প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়নঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ১২/০১/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.৪৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ Common Fund for Commodities (CFC)-এর অনুদান।

৭.৪। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১১-২০১২	১৫.০০	-	১৫.০০	-	১৫.৩৪	-	১৫.৩৪
মোট =	**১৫.০০**	**-**	**১৫.০০**	**-**	**১৫.৩৪**	**-**	**১৫.৩৪**

৭.৫। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
ড: মুখলেসুর রহমান পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষনা ইনষ্টিটিউট (বিএফআরআই)	খন্ডকালীন	১৩/০২/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১২ পর্যন্ত

৭.৬। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ছক (TAPP) পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;
- DSPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮। প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় ব্রাকের আওতাধীন চট্টগ্রাম কর্ণফুলী টিএস্টেটে গত ০১.০৬.১৩ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শকালে ড: মো: মোখলেসুর রহমান, পরিচালক, বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট, চট্টগ্রাম এবং পে অফিসার জনাব এ এস এম মুনির হোসেন উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা করেন।

৯। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

৯.১। বাশেঁর কৌড়ল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পানি পরিশোধনের যন্ত্রপাতি স্থাপনঃ

ব্র্যাক ও বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিএফআরআই) এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ব্রাকের আওতাধীন কর্ণফুলী টিষ্টেট এলাকায় International Centre for Bamboo and Rattan (ICBR) এর মাধ্যমে চাইনিজ এক্সপার্টদের সহায়তায় ব্যাম্বু স্যুট প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২য় পর্যায়ে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় উক্ত প্রসেসিং প্লান্টে একটি পানি শোধনাগার (প্লাটফর্মসহ) স্থাপন করা হয়েছে। আলোচনায় জানা যায়, প্রসেসিং প্ল্যান্টটি চালু করতে কমপক্ষে ৪০ কেজি বাঁশের কোঁড়ল (Bamboo Shoot) ব্যাম্বু স্যুট প্রয়োজন। কিন্তু প্লান্টের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় বাঁশের কোঁড়ল (Bamboo Shoot) না পাওয়ায় প্ল্যান্টটি বন্ধ হয়ে আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রাকের আওতাধীন কর্ণফুলী টিএষ্টেটে প্রায় ৫০০-৭০০ একর মুলি/মিতিঙগ বাশেঁর ঝাড় ছিল। উক্ত বাঁশ ঝাড় হতে সংগৃহীত বাঁশের কোঁড়ল (Bamboo Shoot) উক্ত প্লান্টের কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ব্রাকের বিশাল এলাকার বাঁশ ঝাড়ে ফুলের আগমন হয় এবং বাঁশ ঝাড়গুলির বাঁশ মারা যায় বলে জানানো হয়। ফলে বাঁশের কোঁড়ল পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এতে Bamboo Shoot Processing Plant এর কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে ব্রাকের বাঁশ ঝাড় যদি পূর্বের অবস্থানে ফিরে গিয়ে ৫০০-৭০০ একর বাঁশ বাগান সৃজিত হয় তখন আবার এ Bamboo Shoot Processing Plant চালু করা সম্ভব হতে পারে।

চিত্রঃ- ১: আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রসেসিং প্লান্টে পানি শোধনাগার স্থাপন

চিত্রঃ- ২ : পূর্ববর্তী প্রকল্পের আওতায় ব্যাম্বু স্যুট প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন

৯.২। খাদ্য উপযোগী বাঁশের কৌড়ল চাষাবাদ, বাজারজাতকরণ ও মোড়কজাতকরণ বিষয়ে উদ্যোগী ভোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করাঃ

কর্ণফুলী টি এস্টেটে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাঁশের কোঁড়ল চাষাবাদ, বাজারজাতকরণ ও মোড়কজাতকরণ বিষয়ে সীমিত পর্যায়ে ১টি ১ দিনের ওয়ার্কশপ এবং ২ দিনের ১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণে ৩০ জন করে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। অপারেশন কষ্ট থেকে এ ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
(১) বাঁশের কোঁড়ল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পানি পরিশোধনের যন্ত্রপাতি স্থাপন;	(১) বাঁশের কোঁড়ল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পূর্ববর্তী প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত প্রসেসিং প্লান্টে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় একটি পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে। তবে প্রসেসিং প্ল্যান্টটি চালু করতে কমপক্ষে ৪০ কেজি বাঁশের কোঁড়ল প্রয়োজন। কিন্তু প্লান্টের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় বাঁশের কোঁড়ল (Bamboo Shoot) না পাওয়ায় প্ল্যান্টটি বন্ধ হয়ে আছে।

পরিকল্পিত	অর্জিত
(২) নির্ধারিত এলাকা থেকে বাঁশের কোঁড়ল সংগ্রহ;	(২) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১ টন (২৭ কেজি) বাঁশের কোঁড়ল সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং প্রকল্প মেয়াদে মাত্র ১ বারই বাঁশের কোঁড়ল প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। অপারেশন কষ্ট থেকে এ ব্যয় নির্বাহ করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ণফুলী টিষ্টেটের প্রায় ৫০০-৭০০ একর বাঁশ ঝাঁড় হতে সংগৃহীত বাঁশের কোঁড়ল প্লান্টের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বাঁশ ঝাড়ের বাঁশগুলি মারা যাওয়ায় বাঁশের কোঁড়ল পাওয়া সম্ভব হয়নি।
(৩) বাঁশের কোঁড়লের প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণ এবং মোড়কজাতকরণের প্রদর্শন (Demonstrate) করা;	(৩) বাঁশের কোঁড়ল চাষাবাদ, বাজারজাতকরণ এবং মোড়কজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল বলে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে (PCR) উল্লেখ আছে।
(৪) খাদ্য উপযোগী বাঁশের কোঁড়ল (Bamboo Shoot) উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা এবং চাষাবাদ বিষয়ে উদ্যোগী ভোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করা;	(৪) উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা এবং চাষাবাদ বিষয়ে উদ্যোগী ভোক্তাদের ১ দিনের ১টি ওয়ার্কশ এবং ২ দিনের ১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে ছিল বলে প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে (PCR) উল্লেখ আছে।
(৫) খাদ্য উপযোগী বাঁশের কোঁড়লে ব্যবহারজাত প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করা।	(৫) বাঁশের কোঁড়ল ব্যবহারজাত প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দোকান মালিক এবং ফল ব্যবসায়ীসহ অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল বলে প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে (PCR) উল্লেখ আছে।

১১। <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u>

ব্র্যাকের আওতাধীন কর্ণফুলী টি এস্টেটে ICBR -এর মাধ্যমে চাইনিজ এক্সপার্টদের সহায়তায় ১ম পর্যায়ে ব্যাম্বু স্যুট প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২য় পর্যায় আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় উক্ত প্রসেসিং প্লান্টে একটি পানি শোধনাগার (প্লাটফর্মসহ) স্থাপন করা হয়। আলোচনায় জানা যায়, প্রসেসিং প্ল্যান্টটি চালু করতে কাঁচামাল হিসেবে কমপক্ষে ৪০ কেজি বাঁশের কোঁড়ল প্রয়োজন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ণফুলী টিএষ্টেটে প্রায় ৫০০-৭০০ একর বাঁশ ঝাড়ের বাঁশগুলি মারা যাওয়ায় বাঁশের কোঁড়ল পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ নিজেরাই বাঁশের কোঁড়ল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ফলে এটি কারখানার কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করতে তারা অনিচ্ছুক। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণ বাঁশের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশংকায় প্লান্টে বাঁশের কোঁড়ল সরবরাহে আগ্রহী নয়। এতে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে প্ল্যান্টটি বন্ধ অবস্থায় আছে। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া মাত্র ১৫.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত আলোচ্য প্রকল্পে বাঁশের কোঁড়ল (Bamboo Shoot) উৎপাদন, বাবহারজাত প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য খুব কমই লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল। ফলে বাঁশের কোঁড়ল (Bamboo Shoot) উৎপাদন, বাবহারজাত প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে সে রকম প্রচার, প্রসার, সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

১২। <u>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>

১২.১। ব্রাকের আওতাধীন টিএস্টেট এলাকায় ১ম পর্যায়ে স্থাপিত ব্যাম্বু স্যুট প্রসেসিং প্ল্যান্টটি চালু করতে কমপক্ষে ৪০ কেজি বাঁশের কোঁড়ল প্রয়োজন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ণফুলী টিএষ্টেটে প্রায় ৫০০-৭০০ একর বাঁশ ঝাড়ের বাঁশগুলি মারা যাওয়ায় বাঁশের কোঁড়ল পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ নিজেরাই বাঁশের কোঁড়ল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ফলে এটি কারখানার কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করতে তারা অনিচ্ছুক। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণ বাঁশের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশংকায় প্লান্টে বাঁশের কোঁড়ল সরবরাহে আগ্রহী নয়। ফলে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে প্ল্যান্টটি বন্ধ অবস্থায় আছে।

১২.২। ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ দেশীয় বাজারে বাশেঁর কোঁড়ল বিক্রয়ের জন্য ১ম পর্যায়ের প্রকল্প মেয়াদে বিএসটিআই এর কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল। কিছু প্রসেসড স্যুট আইসিবিআর, চায়না ও আইটিআই, শ্রীলংকাকে স্যুট স্টান্ডার্ড পরীক্ষার জন্য

দেয়া হয়েছিল। এছাড়াও বিসিএসআইআর ল্যাবরেটরী ঢাকাতে, কেমিক্যাল ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্টের জন্য কিছু প্রসেসড্ Bamboo Shoot পাঠানো হয়েছিল। এগুলির রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি/সংগ্রহ করা হয়নি। বাংলাদেশ হতে আন্তর্জাতিক বাজারে Bamboo Shoot রপ্তানীর জন্য ISO, IFOAM এর সংগে কনসালটেসন এবং অনুমোদন গ্রহণের পরিকল্পনা থাকলেও তা এখনও করা হয়নি।

১২.৩। মাত্র ১৫.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে যে, শুধু অব্যয়িত অর্থ ব্যয়ের জন্যই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফলের ধারাবাহিকতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ফলে ১ম পর্যায় প্রকল্পের দ্বারা যে রকম প্রচার, প্রসার, সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল, ২য় পর্যায়ের প্রকল্প সেরকম কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

১৩। **সুপারিশঃ**

১৩.১। প্রকল্পটি শুরু করার পূর্বেই এর আওতায় স্থাপিত প্রসেসিং প্ল্যান্টে কাঁচামাল সরবরাহের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত ছিল। কর্ণফুলী টিএস্টেটের ৫০০-৭০০ একর ব্রাকের বাঁশ ঝাড় যদি পূর্বের অবস্থানে ফিরে বাঁশ বাগান সৃজিত হয় তখন এ Bamboo Shoot Processing Plant চালু হতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বান্দরবান জেলার পাইথং ও গোষ্ঠমনি পাড়ায় রোপিত ৬৪ হেক্টর, কেওচিয়া ফরেস্ট রিসার্চ ষ্টেশনে চাষকৃত ২.৫ হেক্টর, কর্ণফুলী টি এস্টেটে রোপিত ও রক্ষণাবেক্ষণকৃত ১০২ হেক্টর ও বাঁশখালী উপজেলায় দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণকৃত চারা হতে বাঁশ কোঁড়ল সংগ্রহ করে কারখানাটি চালু রাখা যায় কি না বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৩.২। স্যুট স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষার রিপোর্টসমূহ সংগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে Bamboo Shoot রপ্তানীর জন্য ISO, IFOAM এর অনুমোদন গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে বিদেশে রপ্তানীর জন্য সম্ভ্যাবতা যাচাই এর বিষয়ে ব্র্যাক কর্তৃপক্ষকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অনুরোধ করতে পারে।

১৩.৩। সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে বাঁশের কোঁড়ল আহরণ যে বাঁশ উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায় না বরং এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একদিকে যেমন স্বল্প বিনিয়োগে ক্ষুদ্র ও মাঝারি Entrepreneurship গড়ে তোলা সম্ভব অপরদিকে রাস্তার ধারে, বসত ভিটায়, পরিত্যক্ত জায়গায় ও পাহাড়ী এলাকায় চা চাষের জন্য অনুপযুক্ত জমিতে বাঁশ বাগান/বন সম্প্রসারণ সম্ভব, এ বিষয়ে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিএফআরআই) তাদের নিজস্ব প্রচারণা/সচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারণ ভোক্তা, বাঁশ চাষী ও শিল্পোদোক্তাদের সচেতন করতে পারে।

১৩.৪। একই সাথে কঞ্চি কলমের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় বাঁশ বাগান তৈরীর ব্যাপারে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিএফআরআই) বন অধিদপ্তরের সাথে যৌথ ভাবে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে এবং বাঁশের ঝাড় পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি বড় ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে বাশেঁর উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন ফর সাসটেইনএবল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ইকো-সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট) ইন বাংলাদেশ

<u>সমাপ্ত: মার্চ ২০১২।</u>

১।	**প্রকল্পের নাম**	:	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন ফর সাসটেইনএবল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ইকো-সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট) ইন বাংলাদেশ
২।	**প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়**	:	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
৩।	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	মূলঃ- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। সহযোগী সংস্থাঃ- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।
৪।	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	সমগ্র বাংলাদেশ।
৫।	**প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়**	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল প্রাক্কলিত কালের %)
মূল (প্রকল্প সাহায্য)	সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)		মূল	সংশোধিত			
৯৩০.৯৪ (৪৫১.০৫)	৬৯৮.৮৭ (৪৫২.৬৭)	৬৬৫.২৫ (৪১৯.০৫)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৭ হতে মার্চ, ২০১২	আগষ্ট, ২০০৮ হতে মার্চ, ২০১২	-	৮ মাস (২২.২৩%)

৬। **<u>প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়নঃ</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(ক) রাজস্বঃ					
১।	প্রকল্প পরিচালক (জিওবি ইন কাইন্ড)	৪৫ জনমাস	১৯.২০	৪৫ জনমাস	১৯.২০
২।	কর্মকর্তাদের বেতন	১৭৬ জনমাস	৬৫.৪৪	১৬৬ জনমাস	৬১.৮৮
(খ) সরবরাহ ও সেবাঃ					
১।	ভ্রমণ	থোক	১৯.৪৯	থোক	১৬.২৪
২।	অফিস ভাড়া (জিওবি ইন কাইন্ড)	৪৫ মাস	২৪.০০	৪৫ মাস	২৪.০০
৩।	অন্যান্য ট্যাক্স (যানবাহন)	থোক	২.২৬	থোক	২.১২
৪।	টেলিফোন/টেলিগ্রাম	থোক	১.১৭	থোক	১.১৩
৫।	ফ্যাক্স	থোক	০.০১	থোক	০.০১
৬।	পানি	থোক	০.৩১	থোক	০.২৮
৭।	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	৩.৮৭	থোক	৩.৮৯
৮।	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৪.২৩	থোক	৩.৫৪
৯।	বীমা/ব্যাংক/সার্ভিস চার্জ	থোক	০.০৭	থোক	০.০১
১০।	প্রকাশনা	থোক	১.০৯	থোক	০.০৪
১১।	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	থোক	২.৭৭	থোক	২.৪০
১২।	বই ও জার্নাল	থোক	০.৩৫	থোক	০.৩৪
১৩।	প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন	থোক	০.১১	থোক	০.১১

ক্রঃ নং	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১৪।	প্রশিক্ষণ	২টি	০.৬৩	১টি	০.৩০
১৫।	ওয়ার্কশপ	২৫টি	৩৫.৫৪	১৭টি	৩০.৭০
১৬।	আপ্যায়ন খরচ	থোক	১.৫৬	থোক	১.৫৪
১৭।	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	২.২১	থোক	১.৯৫
১৮।	বৈদেশিক পরামর্শক	৪ জনমাস	৯.৮৯	৪ জনমাস	৯.৮৯
১৯।	স্থানীয় পরামর্শক	৮৩ জনমাস	১০৩.৪৫	৭৯ জনমাস	৯৬.৯২
২০।	সাব-কন্ট্রাক্টস	থোক	১৫১.১৩	থোক	১৫১.১৩
২১।	ক্লিনিং	থোক	০.১৪	থোক	০.১৩
২২।	কম্পিউটার একসেসরিজ	থোক	০.৪৮	থোক	০.৩৬
২৩।	বার্ষিক অডিট	থোক	০.৭০	থোক	০.৭০
২৪।	কমিটির সভা	৪টি	০.৯১	৩টি	০.৬৪
২৫।	বিবিধ (মনিটরিং/মূল্যায়ন/প্রোডক তৈরী/পিডিএফ ব্যয়)	থোক	২৭.৯৪	থোক	১৭.৫৫
(গ) মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনঃ					
১।	মোটরযান	থোক	১২.৭৪	থোক	১১.৬০
২।	কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	১.২৯	থোক	১.০৮
৩।	মেশিনারীজ ও ইকুইপমেন্ট	থোক	১.৭৫	থোক	১.৬১
৪।	অন্যান্য মেরামত ও সংস্কার	থোক	১.১৪	থোক	০.৯৬
(ঘ) যানবাহন (জিওবি ইনকাইন্ড):					
১।	টয়োটা মাইক্রোবাস	১টি	২০.১০	১টি	২০.১০
২।	টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার জীপ	৩টি	৭৫.৬৪	৩টি	৭৫.৬৪
(ঙ) কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি (জিওবি ইনকাইন্ড):					
১।	কম্পিউটার	৩৪টি	৩০.৪০	৩৪টি	৩০.৪০
২।	সিডি রাইটার	৫টি	০.৮০	৫টি	০.৮০
৩।	ল্যাপটপ	৩টি	৩.৫৫	৩টি	৩.৫৫
৪।	নোটবুক কম্পিউটার	১টি	১.২৫	১টি	১.২৫
৫।	টেবল্যাট কম্পিউটার	২টি	৩.৭৬	২টি	৩.৭৬
৬।	কম্পিউটার সফ্‌টওয়ার	৫৬টি	১৪.৭৪	৫৬টি	১৪.৭৪
৭।	ইউপিএস	৩৩টি	৩.৩৩	৩৩টি	৩.৩৩
৮।	লেজার প্রিন্টার	৯টি	৮.০৯	৯টি	৮.০৯
৯।	এয়ার কন্ডিশনার	১৫টি	৮.৫৮	১৫টি	৮.৫৮
১০।	ফটোকপিয়ার	৩টি	৩.৬৭	৩টি	৩.৬৭
১১।	ফ্যান	১০টি	০.৪৪	১০টি	০.৪৪
১২।	স্ক্যানার	২টি	১.০৮	২টি	১.০৮
১৩।	রেফ্রিজারেটর	২টি	০.৪৩	২টি	০.৪৩
১৪।	ফ্যাক্স মেশিন	৩টি	১.১০	৩টি	১.১০
১৫।	আইএসপি	৭টি	২.৮০	৭টি	২.৮০
১৬।	টিভি	১টি	০.২৪	১টি	০.২৪
১৭।	ভিসিআর	১টি	০.২৮	১টি	০.২৮
১৮।	ভিডিও ক্যামেরা	১টি	০.৪৫	১টি	০.৪৫

ক্রঃ নং	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১৯।	ষ্টিল ক্যামেরা	১টি	০.৫১	১টি	০.৫১
২০।	মোবাইল ফোন	১টি	০.২৬	১টি	০.২৬
২১।	ওভারহ্যাড প্রজেক্টর	২টি	০.৯০	২টি	০.৯০
২২।	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	২টি	২.৫৪	২টি	২.৫৪
২৩।	স্পাইরাল বাইন্ডার	১টি	০.২০	১টি	০.২০
২৪।	লেমিনেশন মেশিন	১টি	০.২৫	১টি	০.২৫
২৫।	ইন্টারকম সেট	২১টি	২.৮৭	২১টি	২.৮৭
২৬।	স্লাইড প্রজেক্টর	১টি	০.৫৮	১টি	০.৫৮
২৭।	প্রজেকশন স্ক্রীন	২টি	০.১৫	২টি	০.১৫
২৮।	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (২৪ পোর্ট)	১টি	১.৫৫	১টি	১.৫৫
২৯।	ইউটিপি ক্যাবল	১০টি	০.৮৮	১০টি	০.৮৮
৩০।	কানেক্টর	১০০টি	০.০২	১০০টি	০.০২
৩১।	ল্যানকার্ড	২০টি	০.৪৪	২০টি	০.৪৪
৩২।	পিভিসি চ্যানেল	১৭০০ বঃফুঃ	০.৩৭	১৭০০ বঃফুট	০.৩৭
৩৩।	ফেস প্লেট	৭৫টি	০.১১	৭৫টি	০.১১
৩৪।	সুইচ স্ট্যাক	১টি	০.১৬	১টি	০.১৬
৩৫।	পিএবিএক্স সিস্টেম	২ সেট	০.২৩	২ সেট	০.২৩
(চ) ফার্নিচার (জিওবি ইনকাইন্ড):					
১।	রিভল্বিং চেয়ার	২২টি	১.১২	২২টি	১.১২
২।	কম্পিউটার চেয়ার	৬টি	০.১৩	৬টি	০.১৩
৩।	কনফারেন্স চেয়ার	৪৬টি	১.১৪	৪৬টি	১.১৪
৪।	কনফারেন্স টেবিল	১টি	০.২৬	১টি	০.২৬
৫।	এক্সিকিউটিভ টেবিল	৪টি	০.৫২	৪টি	০.৫২
৬।	প্রিন্টার টেবিল	২টি	০.১১	২টি	০.১১
৭।	রিসিপশন টেবিল	২টি	০.০৮	২টি	০.০৮
৮।	কম্পিউটার টেবিল	২৮টি	১.৪৮	২৮টি	১.৪৮
৯।	আলমারি	১টি	০.২৫	১টি	০.২৫
১০।	সোফা সেট	২ সেট	০.৫১	২টি	০.৫১
১১।	ফাইল কেবিনেট	১৪টি	০.৮৩	১৪টি	০.৮৩
১২।	মাল্টিপারপাস সেল্ফ	৬টি	০.৩০	৬টি	০.৩০
১৩।	বুক সেল্ফ	৭টি	৩.৫২	৭টি	৩.৫২
	মোটঃ		**৬৯৮.৮৭**	**১০০%**	**৬৬৫.২৫ (৯৫.১৯%)**

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নঃ**

৮.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** ২০০৫ সালে প্রকাশিত UNFP এর State of the World Population এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৪.১৮ কোটি। ২০৫০ সাল নাগাদ যা ২৪ কোটি ২৯ লক্ষতে দাঁড়াবে। এ দেশের মোট জনসংখ্যার একটি অংশ ভূমিহীন। অনেকেই দুর্যোগপূর্ণ/ঝুকিঁপূর্ণ স্থানে এবং Marginal land-এ বসবাস করে। মৃত্তিকার অবক্ষয় আমাদের দেশের পরিবেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নেতিবাচক প্রভাব রাখছে। ভূমিক্ষয়, লবনাক্ততা,

deforestation, জীববৈচিত্র্যের হানি, পানি ও বায়ু দূষণ, ঋতুভিত্তিক পানির স্বল্পতা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও বর্জ্যের অপসারণ প্রভৃতি সমস্যার সাথে মৃত্তিকার অবক্ষয় জড়িত। অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপ, ভূমির স্বল্পতা, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, দুর্বল পলিসি ও এর বাস্তবায়নের সমস্যা ইত্যাদি মৃত্তিকার অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি মৃত্তিকা সম্পদের এবং আমাদের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। ২০০১ সালের শুমারী অনুযায়ী জনপ্রতি কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৭ হেক্টর যা প্রতি বছর গড়ে প্রায় শতকরা ১ ভাগ হারে কমছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিল্পায়ন, ইটভাটা তৈরি প্রভৃতি কাজে উর্বর কৃষি জমির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে কৃষি জমিতে অব্যাহতভাবে চাপ বাড়ছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অতিনিবিড় কৃষি কাজ (High intensive agriculture) করতে হচ্ছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে কৃষিজ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং মৃত্তিকার গুনগত মানের অবক্ষয় হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের জলাভূমি (যেমনঃ বিল, হাওড়-বাওড়) কৃষি জমিতে পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অধিক জনসংখ্যার চাপে বনভূমি, জলাভূমি ও কৃষি-ভূমিতে নগরায়ন ও নতুন বসতি স্থাপিত হচ্ছে। ষাটের দশকে বাংলাদেশে বৃক্ষাবৃত বনের পরিমাণ ছিল ২৫ শতাংশ যা বর্তমানে ৫.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। সরকারি খাসজমি সমূহও ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা ও দীর্ঘমেয়াদে ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য হুমকির সম্মুখীন হবে। ভূমির এ ধরণের অপব্যবহার ও অবক্ষয় রোধ কল্পে ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার টেকসই করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন । টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি, Active Knowledge base এর উন্নয়ন, সমন্বিত নীতিসমূহের বাস্তবায়ন সহজীকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি নেয়া হয়েছিল।

৮.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** বাংলাদেশে প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecology) কার্যকর রাখতে কৃষিজ, বনজ ও উন্নয়নমূলক কাজে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালাতে বনাঞ্চলকে তথা সামাজিক বনায়ন, ইকো-সিস্টেম এবং ভূমি ব্যবস্থাপনাকে প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্যের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলোঃ

(১) টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার (এসএলএম) জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং এ প্রক্রিয়ার জন্য ব্যাপক রাজনৈতিক ও অংশীদারিত্বমূলক সমর্থন নিশ্চিত করা;

(২) টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার (এসএলএম) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী উপকরণের উন্নয়ন করা যা বিদ্যমান ইকোসিস্টেম সার্ভিসের মূল্যায়নেও সমন্বিতভাবে ভূমিকা রাখবে;

(৩) জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতির জন্য উপযুক্ত নির্দেশকের মাধ্যমে সমন্বিত পরিবীক্ষণ প্ল্যানের উন্নয়ন;

(৪) পাইলট ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহার পলিসি পরিবীক্ষণের জন্য বেসলাইন জরিপ করার জন্য গাইডলাইন প্রস্তুত করণ।

৮.৩। **প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়নঃ** মূল প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২৮/০১/২০০৮ তারিখে মোট ৯৩০.৯৩৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ইন কাইন্ড ৪৭৯.৮৮৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৫১.০৫১ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্প সাহায্যের মধ্যে Global Environment Facility (GEF) হতে ৪৪৮.১৫৪ লক্ষ টাকা এবং ইউএনডিপি হতে ২.৮৯৭ লক্ষ টাকা। পূর্বে সমাপ্ত Sustainable Environment Management Program (SEMP) এর মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের যানবাহন ও মালামাল সমূহ আলোচ্য প্রকল্পে জিওবি ইন কাইন্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে যানবাহন ও যন্ত্রপাতির সংখ্যা হ্রাসের ফলে জিওবি ইন কাইন্ড অংশ হ্রাস পাওয়া, পূর্বের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের গাড়ীর জন্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন খাতে কোন বরাদ্দ না থাকা, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিলম্বে শুরু হওয়া এবং সময় সময় প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি পূর্বক এবং প্রকল্প সাহায্য অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্প বিগত ০৬/০৪/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিএসপিইসি সভার সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোট ৬৮৬.৪৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ইনকাইন্ড ২৩৫.৪০৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৫১.০৫১ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয় জুলাই'০৭ হতে জুন'১১ মেয়াদে অনুমোদন করেন। মন্ত্রণালয় হতে Agricultural Land Protection Land Use Act 2011, Village Improvement Act 2011 চুড়ান্তকরণ, Land Zoning Model মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা, গবেষণা কাজ সমাপ্ত করা, টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল (Sustainable Land Management Manual) সম্পন্ন করা, ফসল বহুমূখীকরণ (Crop Diversification) সংক্রান্ত কার্যক্রম বরেন্দ্র অঞ্চলে চলমান রাখা ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমে ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রদর্শনের জন্য প্রকল্পটি মোট ৬৯৮.৮৭৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ইন কাইন্ড ২৪৬.২০৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৫২.৬৬৮) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে মার্চ, ২০১২ মেয়াদে ২য় সংশোধিত প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ২৩/০২/২০১২ তারিখে অনুমোদন করেন।

৮.৪। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্র.সা.		মোট	টাকা	প্র.সা.
২০০৭-০৮	-	-	-	-	১১.৫২	-	১১.৫২
২০০৮-০৯	১৭১.০০	-	১৭১.০০	-	৪৫.৬১	-	৪৫.৬১
২০০৯-১০	২৫৫.০০	-	২৫৫.০০	-	২১৭.২৩	-	২১৭.২৩
২০১০-১১	১৩৯.০০	-	১৩৯.০০	-	৯৯.৩০	-	৯৯.৩০
২০১১-১২	৭৩.০০	-	৭৩.০০	-	৪৫.৩৯	-	৪৫.৩৯
মোটঃ					**৪১৯.০৫**		**৪১৯.০৫**

প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৪১৯.০৫ লক্ষ টাকা এবং জিওবি ইন কাইন্ড ২৪৬.২০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয় হয়েছে ৬৬৫.২৫ লক্ষ টাকা।

৮.৫। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
মোহাম্মদ কামার মনির যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)	খন্ডকালীন	২৯/০৪/২০০৮ হতে ২২/০৯/২০০৮
এ এইচ এম রেজাউল কবির (এনডিসি) সচিব	খন্ডকালীন	২২/০৯/২০০৮ হতে ১২/১০/২০০৮
ড: এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)	খন্ডকালীন	১২/১০/২০০৮ হতে ১৬/০২/২০০৯
জয়নাল আবেদীন তালুকদার যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)	খন্ডকালীন	১৬/০২/২০০৯ হতে ২২/০৪/২০১০
ড: মোঃ নাছির উদ্দিন যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)	খন্ডকালীন	২২/০৪/২০১০ হতে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

৯। প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পের মূল অঙ্গ হ'লো প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান। প্রকল্পের সাব-কন্ট্রাক্টস অঙ্গের আওতায় বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিম্নোক্তলিখিত কার্য সম্পাদন করা হয় বলে প্রকল্প অফিস থেকে জানা গিয়েছে, যার বিবরণ নিম্নে দেয়া হ'লো।

(ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

এডভোকেসী এবং পরীক্ষামূলক প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক সমন্বয় এবং টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা এর সাথে সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন এর লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৬.৮৫ লক্ষ টাকায় সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় নেতা এবং কৃষকের জন্য প্রশিক্ষন উপকরন তৈরী এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ (১) জমির উৎপাদনশীলতা ধরে রাখার জন্য সবুজ সার উৎপাদন এবং মাটির জৈব অংশের সংরক্ষণ; (২) ভূমি সংরক্ষণ এবং ক্ষতি উপশম কার্যক্রম। সাব কন্ট্রাক্টের আওতায় (১) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরী এবং ২০০ কপি ছাপানো এবং মাঠ পর্যায়ে সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়; (২) টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে অনধিক ২৫ জনের প্রশিক্ষক দল গঠন করা হয়; (৩) ০৫ টি বিভাগে (ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায়) জেলা পর্যায়ে ০৫ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজনের মধ্য দিয়ে ২৬৫ জন কৃষি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট (এসআরডিআই)

এডভোকেসী এবং পরীক্ষামূলক প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক সমন্বয় এবং টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটকে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৮.৭৫ লক্ষ টাকায় সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় গবেষণালব্ধ ফলাফল, মাঠ/খামার পর্যায়ে প্রয়োগ এবং নির্ধারিত

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ভিত্তিক উন্নত মাটি সংরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। সাব কন্টাক্টের আওতায় (১) দেশব্যাপী ০৭টি প্রদর্শনীর খামারে 'মাটির মান পরীক্ষাপূর্বক সুষম সার প্রয়োগ' এর মাধ্যমে কমপক্ষে ২০% ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ৫% উৎপাদন খরচ হ্রাস বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে বলে জানা যায়; (২) ব্যয়বহুল বিধায় 'পাট জিও টেক্স' দ্বারা পতিত ঢালু জমি পুনর্বাসন বিষয়টি টেকসই এবং স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহনযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয়েছে; (৩) প্রতিটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন মাঠ পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তি এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলোকে টেকসই করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত এবং কার্যকরী মতামত সন্নিবেশ করার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত ফলাফল এবং মাঠ পর্যায়ের সুপারিশ সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের অবহিত করা হয়েছে।

(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক)

টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান এবং আর এন্ড ডি ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭.১৯২৫ লক্ষ টাকায় সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ভূমি, কৃষি, বন, জীব বৈচিত্র্য মৎস্য ও পশু পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট কারিগরী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের তথ্য সংক্রান্ত চাহিদা নিরুপন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা, পারস্পরিক এবং প্রটোকল চাহিদা সনাক্তকরণ করা হয়। সাব-কন্ট্রাক্টের আওতায় "জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভূমি অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে কার্যকরী সার ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক ৩ দিন ব্যাপী বৈজ্ঞানিক কর্মশালা এবং "জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভূমি অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে মাটি ও ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক ২দিন ব্যাপী বৈজ্ঞানিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(ঘ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)

এডভোকেসী ও সচেতনতা কৌশল প্রনয়ণ ও কমিউনিটি স্টেকহোল্ডার চিহ্নিতকরণ, বিদ্যমান জ্ঞান এবং প্রকল্প সমর্থিত গবেষণার প্রেক্ষিতে প্রচারণা সামগ্রী প্রস্তুতির পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার স্বপক্ষে প্রচারণা চালানো, গণ মাধ্যম ভিত্তিক এবং কমিউনিটিভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে কৃষক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সাফল্য গাঁথা প্রচার করা এবং মহিলাদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর জাতীয় পর্যায়ে গন মাধ্যমে প্রচারণার আয়োজন করার লক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসকে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১৩.৫০ লক্ষ টাকায় সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করা হয় । সাব কন্টাক্টের আওতায় (১) ০৩টি ডকুমেন্টারি তৈরী ও প্রচার করা হয়েছে; (২) জাতীয় গণমাধ্যমে (টিভি ও রেডিওতে) টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির প্রধান, মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নীতি নির্ধারক এবং বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে টকশো আয়োজন করা হয়েছে; (৩) জাতীয় পর্যায়ে প্রচারণা সামগ্রী প্রস্তুতকল্পে সচেতনতা কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে; (৪) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে; (৫) টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

(ঙ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ডিপ্লোমা কোর্সের আয়োজনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭.০০ লক্ষ টাকায় সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২টি ব্যাচে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৪০ জন কর্মকর্তা টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ হতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন।

(চ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ওয়ার্পো

Sustainable Land Management (SLM) জ্ঞান ব্যবস্থাপনা তথা সয়িঞ্চু এবং ক্রম অবনতিশীল পানি, জলাভূমি, জীব বৈচিত্রের সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকার ব্যবস্থার লক্ষ্যে ওয়ার্পোকে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৪.১৪ লক্ষ টাকায় সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা শহরের সয়িঞ্চু ও ক্রমঅবনতিশীল জলাভূমি এবং জীববৈচিত্রের সামগ্রিক মূল্যায়নের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

(ছ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)

বরেন্দ্র এলাকার জন্য প্রযোজ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ফসল বৈচিত্রতার মাধ্যমে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন, অন্যান্য এশীয় দেশের সাথে প্রযুক্তির হস্তান্তরকল্পে প্রশিক্ষণের আয়োজনের লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৫৪,৩৫,৪৩৮ টাকায় সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে সাশ্রয়ী সেচ সুবিধা প্রদান, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে পুকুর খনন, পানীয় জলের বিতরণ ব্যবস্থা তৈরী, কম্পোষ্ট সার এবং সবুজ সার তৈরীর বন্দোবস্ত করা, ফসল বৈচিত্রতা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সহনীয় জাতের উদ্ভাবন এবং প্রচলন, ফলজ, বনজ ও ভেষজ চারা/বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়। এছাড়া টেকসই ভূমি

ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক দলীয় আলোচনার (Focus Group Discussion) আয়োজন এবং বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন সংস্থায় একটি নিজস্ব টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিগত ০৮-০৭-২০১৩ তারিখে এ সাবকন্ট্রাক্টের আওতায় রাজশাহী বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃক বাস্তবায়িত অংগের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এ খাত থেকে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্যাম্পাসে টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হয়।

চিত্রঃ- ১ : প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত টিস্যু কালচার ল্যাবে Media Preparation chamber

চিত্রঃ- ২: প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত টিস্যু কালচার ল্যাবে cutting chamber

টিস্যু কালচার ল্যাবে জীবানুমুক্ত বিভিন্ন ধরণের Sapling অর্থাৎ উচ্চ ফলনশীল আলু , Strawberry ইত্যাদি বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। টিস্যু কালচার ল্যাবের Cleaning Chamber, Cutting Chamber, Growth Chamber পরিদর্শন করা হয়। এ ল্যাবরেটরী হতে গত বৎসর ২০,০০০ উচ্চ ফলনশীল আলুর বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ সাব কন্ট্রাক্টের আওতায় চাঁপাই নবাবগঞ্জে সদর উপজেলার চুয়ারিগাছা মৌজায় মাঠ পর্যায়ে সাশ্রয়ী সেচ সুবিধা প্রদান কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানায় যে, এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দুর্বল থাকায় গভীর নলকূপ (২.০০ ঘন মিটার/সেকেন্ড Discharge) বসানো সম্ভব হয় না। এ প্রোগ্রামের আওতায় এ এলাকায় ১টি mini গভীর নলকূপ (০.৩৫ ঘনমিটার/সেকেন্ড Discharge) স্থাপন করা হয়েছে। জানা যায় যে ইতোঃপূর্বে এ এলাকায় বৃষ্টি নির্ভর টি-আমন চাষ হতো। কিন্তু mini গভীর নলকূপ স্থাপন করায় গম, ভূট্টা, খিরা, আলু , মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি শষ্যতে পানি কম লাগায় প্রায় ৫০ একর জমিতে ১০টি Point এর মাধ্যমে এ ধরণের শষ্য এবং শাকসব্জী চাষাবাদ করা হচ্ছে। তাছাড়া উক্ত mini গভীর নলকূপে একটি পানির ট্যাংক স্থাপন করে ৬টি পানির উৎসের মাধ্যমে প্রায় ৩০টি পরিবার খাবার পানি সংগ্রহ করছে।

চিত্রঃ- ৩: মাঠ পর্যায়ে সাশ্রয়ী সেচ সুবিধা প্রদান

চিত্রঃ- ৪ : প্রকল্পের আওতায় কম্পোষ্ট হীপ তৈরী প্রদর্শণী

এ প্রোগ্রামের আওতায় সম্পূরক (Supplementary) চাষাবাদের জন্য এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য ২টি পুকুর খনন, ১০টি Water Sealed ল্যাট্রিন , ২টি বায়ো-গ্যাস প্লান্ট (গোবরের ট্যাংকের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন) এবং ২০টি ফুয়েল বার্নারের সাহায্যে গ্যাস সরবরাহ , ১০টি বসতবাড়ী বাগান প্রদর্শনীর জন্য স্থাপন করা হয়েছে যাতে অন্যান্যরা এটা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়। এছাড়া এ প্রোগ্রামের আওতায় ৪টি ধানের জমিতে Alternate Wetting and Drying (AWD) পদ্ধতি কৃষকদের দেখানো হয়েছে যার দ্বারা প্রচলিত পদ্ধতির থেকে ২০% পানি সাশ্রয় করা যায় এবং উৎপাদন প্রায় ১৫-২০% বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু এ প্রোগ্রামের আওতায় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০টি কচুরী পানির দ্বারা কিভাবে Compost Heap জৈব সার তৈরী করা যায় তার প্রদর্শনী এবং কৃষকদের এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়া জমির জৈব সার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধইন্চা বীজ সরবরাহ করা হয়। এ প্রোগ্রামের আওতায় টিস্যু কালচার সম্পর্কে ৫ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ২ ব্যাচে ৭৫ জন কৃষককে মাটি ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত সমস্যা, চাষাবাদের প্রয়োগ কৌশল (Technique), ভূমির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(জ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সেন্টার ফর আরবান ষ্ট্যাডিজ (সিইউএস)

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালীকরণ তথা নির্বাচিত জৈব পরিবেশগত অঞ্চলে (Bio-ecological Zone) ভূমি ও পরিবেশগত অবনতির প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং নির্বাচিত এলাকায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি জোনিং প্রয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ভূমি ব্যবহার নীতি মনিটরিং এবং শহর এলাকার জন্য টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নকশা প্রস্তুতকল্পে সম্ভাব্যতা যাচাই এর লক্ষ্যে সেন্টার ফর আরবান ষ্ট্যাডিজকে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১৮,৮৩,৭৫০ টাকায় সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় Urban Growth Centre হিসাবে পলাশ উপজেলায় ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন এবং ভূমি ও পরিবেশের অবনতি প্রবনতা মৌজা পর্যায়ে বিশ্লেষণ পূর্বক ভূমি জোনিং প্রয়োগের সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া Flood Plain হিসাবে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার জন্য টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত কল্পে মৌজা পর্যায়ে বিশ্লেষনপূর্বক সম্ভাব্য ভূমি জোনিং ম্যাপ এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঝ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বিআইডিএস

জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা , নীতিমালা ও আইন প্রনয়ণের প্রক্রিয়ায় টেকসই ভুমি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা সমূহ অন্তভূর্ক্তিকরণের মাধ্যমে মূলধারায় প্রতিস্থিত করা, জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, Sustainable Land Management (SLM) জ্ঞান ও মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআইডিএসকে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৩৫,৬১,৫৫০ টাকায় সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় (১) অর্থনৈতিক হাতিয়ার এবং সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি ভূমি ব্যবহার নীতিমালার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত নীতিমালা প্রনয়ন (২) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ভূমিকা এবং ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধ

কল্পে অর্থনৈতিক হাতিয়ার ও অন্যান্য নীতিমালা ব্যবহারের উপর নীতি নির্ধারক এবং এনজিওদের জন্য সচেতনতা বিকাশ অনুষ্ঠান আয়োজন ও বাস্তবায়ন এবং (৩) নীতি নির্ধারক এবং সংসদ সদস্যদের সাথে নিয়ে নীতিগত পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন (৪) নির্বাচিত গ্রামীন এলাকায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ ভূমি ব্যবহার নীতিমালা মনিটরিং এর লক্ষ্যে একটি ইংগিতবহ বেসলাইন জরিপ আয়োজন (৫) মূল মন্ত্রণালয় এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত ডাটাবেসের একটি পূর্নাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা এবং এর সার্বিক উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য অংশগ্রহণ মূলক মূল্যায়নের ব্যবস্থা (৬) বিদ্যমান জ্ঞান ও সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা এবং ভূমি-জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ইস্যুর উপর ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ (৭) পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (Environment Impact Assessment); সামাজিক মূল্যায়ন (Social Impact Assessment) এবং প্রাকৃতিক সম্পদ মূল্যায়ন (Natural Resources Accounting) এর প্রশিক্ষন ম্যানুয়েল তৈরি এবং বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও নীতি নির্ধারকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন। (৮) জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রভাব সহ পরিবেশগত সেবার মূল্যায়ন এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক হাতিয়ারের ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজন (৯) জলবায়ু পরিবর্তন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রভাবের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় 'প্রাকৃতিক সম্পদ একাউন্টিং' (Natural Resources Accounting) এর ভূমিকা সুস্পষ্ট ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(ঞ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এসএলএমপি-পিএমইউ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পিএমইউ বাংলাদেশে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা কর্মপ্রণালী নির্ধারন এবং ভূমি জোনিং আইন ও গ্রামীন উন্নয়ন আইনের খসড়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিদ্যমান আইনি কাঠামো, নীতি ও প্রতিষ্ঠান পর্যালোচনা, বিভিন্ন সরকারি নীতিমালার মধ্যে বিদ্যমান পুনরাবৃত্তি ও অসংগতি চিহ্নিতকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত মতামতের প্রেক্ষিতে একটি একীভূত প্রতিবেদন তৈরী, জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশল এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা এবং কৃষি জমি রক্ষাকল্পে প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ভূমি প্রতিমন্ত্রী সহ প্রথম আলো কার্যালয়ে গোলটেবিল আলোচনা, SLM এর Website চালু করা, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে SLM এর উপর একাধিক কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন, ভূমি জোনিং আইন ও গ্রাম উন্নয়ন আইনের খসড়া প্রস্তুতপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয় পেশ, বিভিন্ন বিষয়ে নীতিগত সুপারিশ তৈরী করা হয়।

১০। **<u>প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ</u>**

(১) বাংলাদেশে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা (SLM) এর কার্যনীতি প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহে বিদ্যমান আইনী কাঠামো, নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রিভিউ করা।

(২) সকল মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান নীতিসমূহের দ্বৈততা, অসংগতি দূর করে একটি সামগ্রিক রিপোর্ট প্রণয়ন করা।

(৩) স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, টেকনিক্যাল বিভাগসমূহ, জন প্রশাসন, সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে একটি দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(৪) SLM সংশ্লিষ্ট বিধি ও আইন সমূহের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(৫) জাতীয় ভূমি নীতি, দারিদ্র বিমোচন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করণে সহায়তা করা।

(৬) ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মনোনীত প্রতিনিধিদের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন ও উন্নয়ন করা।

(৭) উপযুক্ত নির্দেশক বাছাই করে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতির সমন্বিত মনিটরিং এর উন্নয়ন ঘটানো।

(৮) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন বোর্ড সমূহের বিদ্যমান ডাটাবেস এর উপর ইনভেনটরী প্রস্তুত করা এবং ভবিষ্যতের চাহিদা নিরুপণ করা।

(৯) ভূমি, কৃষি, বন, জীববৈচিত্র্য, মৎস্য ও পশুপালন সম্পর্কিত সংস্থাসমূহের কারিগরী ও গবেষণার দক্ষতা/দক্ষতার চাহিদা বিষয়ক তথ্য এবং নলেজ ম্যানেজমেন্ট এর মধ্যবর্তী অসংগতি/ত্রুটি মূল্যায়ন করা।

(১০) এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট (EIA) সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট (SEA) বিষয়ক ট্রেনিং মডিউলের উন্নয়ন ঘটানো।

(১১) বৃহৎ পরিসরে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর এমআইএস ডাটাবেইস স্থাপন।

(১২) টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা অর্জনের জন্য ওয়ার্কশপ আয়োজন।

(১৩) বিভিন্ন জীব-প্রতিবেশব্যবস্থা এলাকার ভূমি অবক্ষয়ের বিস্তার সম্পর্কে মূল্যায়ন করা।

(১৪) টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কারিগরী বিষয়াবলী উদ্ভাবনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও পাইলট প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বরেন্দ্র এলাকায় শস্যের ডাইভারসিফিকেশন এর লক্ষ্যে এশিয়ান দেশ সমূহে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(১) টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার (এসএলএম) জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং এ প্রক্রিয়ার জন্য ব্যাপক রাজনৈতিক ও অংশীদারিত্বমূলক সমর্থন নিশ্চিত করা;	(১) টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ভূমি রক্ষা বর্তমানে সরকারের একটি অন্যান্য এজেন্ডা। প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৯)।
(২) টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার (এসএলএম) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী উপকরণের উন্নয়ন করা যা বিদ্যমান ইকোসিস্টেম সার্ভিসের মূল্যায়নেও সমন্বিতভাবে ভূমিকা রাখবে;	(২) বরেন্দ্র এলাকায় শুষ্ক ভূমিতে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর পাইলট প্রদর্শনী করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(৩) জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতির জন্য উপযুক্ত নির্দেশকের মাধ্যমে সমন্বিত পরিবীক্ষণ প্ল্যানের উন্নয়ন;	(৩) উন্নয়ন পরিকল্পনায় জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতির জন্য “Land Zoning Law” এবং “Village Improvement Act” উন্নয়ন করা হয়েছে।
(৪) পাইলট ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহার পলিসি পরিবীক্ষণের জন্য বেসলাইন জরিপ করার জন্য গাইডলাইন প্রস্তুত করণ।	(৪) GIS এবং RS টেকনোলজী ব্যবহার করে বেসলাইন জরিপ নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

১২। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ

উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৩। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৩.১। সমগ্র বাংলাদেশ ভূমি সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও দায়দায়িত্ব Allocation of Business এ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল।

১৩.২। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালগুলি টি ও এন্ড ই ভূক্ত করা হয়নি।

১৪। সুপারিশঃ

১৪.১। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালগুলি টি ও এন্ড ই ভূক্ত করে এর সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২। বরেন্দ্র এলাকায় শুষ্ক ভূমিতে যেখানে সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপ বসানো সম্ভব হয় না (ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দুর্বল থাকায়) সেখানে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় এ ক্ষেত্রে যে পাইলট প্রদর্শনী করা হয়েছে, অনুরূপ অন্যান্য জায়গায় একই ধরনের Replicate program নেয়া যেতে পারে।

কমিউনিটি বেজড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাঙ্গুয়ার হাওড় প্রকল্প (২য় পর্যায়)

(সমাপ্ত: জুন, ২০১২)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।
২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।
৩। প্রকল্পের অবস্থান ঃ টাঙ্গুয়ার হাওড়, সুনামগঞ্জ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০৫১.৭৯	-	৯৬৭.৩৬	১ মে, ২০০৯ হতে ৩০ এপ্রিল, ২০১২ (৩৬ মাস)	১ মে, ২০০৯ হতে ৩০ জুন, ২০১২ (৩৮মাস)	১ মে, ২০০৯ হতে ৩০ জুন, ২০১২ (৩৮ মাস)	-	**২ মাস (৬%)**

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এর অর্থায়নে ১০১০.৭৮ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন হয়েছে। জিওবি ইন কাইন্ড হিসেবে ৪১.০১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল।

৬। **কাজের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়ন: (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	রাজস্বঃ					
১।	প্রকল্প পরিচালক (জিওবি)	জনমাস	-	৩৬ জনমাস	-	-
২।	কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ টীম লিডার	জনদিন	৫৪.১৪	১০২ জনদিন	৫৪.১৪ (১০০%)	৯৮ জনদিন (৯৬%)
৩।	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার	জনমাস	৫৯.৯১	২৭ জনমাস	৫১.১৭ (৮৫%)	২৩ জনমাস (৮৫%)
৪।	জুনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার	জনমাস	২২.২৮	৩০ জনমাস	২২.৩০ (১০০%)	৩০ জনমাস (১০০%)
৫।	প্রকল্প ব্যবস্থাপক	জনমাস	৫৪.৩৮	৩৩ জনমাস	৫৪.৩৮ (১০০%)	৩৩ জনমাস (১০০%)
৬।	প্রোগ্রাম অফিসার (৩)	জনমাস	৮৫.৭৯	৯৬ জনমাস	৮৫.৮০ (১০০%)	৯২ জনমাস (৯৬%)
৭।	অর্থ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা	জনমাস	১৫.১৫	৩৮ জনমাস	১৫.৩৫ (১০১%)	৩৮ জনমাস (১০৬%)
৮।	আইটি কর্মকর্তা	জনমাস	১৫.০৪	৩৮ জনমাস	১৫.৭৫ (১০৪%)	৩৮ জনমাস (১০২%)
৯।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	জনমাস	২১.৮৬	১০২ জনমাস	২১.৫১ (৯৮%)	১০৮ জনমাস (১০৬%)
১০।	পিওন	জনমাস	১৩.৬১	৭২ জনমাস	১৩.৯৪ (১০২%)	৭৬ জনমাস (১০৬%)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১১।	আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ (প্রাতিষ্ঠানিক সুপারভাইজার)	জনদিন	১১.০৪	১২ জনদিন	১.৩৮ (১২.৫%)	১.৫ জনদিন (১২.৫%)
১২।	আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ (প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট এ্যাডভাইজার)	জনদিন	৮.২৮	১২ জনদিন	৮.০৮ (৯৭%)	১২ জনদিন (১০০%)
	মবিলাইজেশন কর্মকান্ড	-				
১৩।	কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন	সংখ্যা	৫.৩২	৩টি	৫.৮৪ (১১০%)	২টি (৬৭%)
১৪।	কেন্দ্রীয় কমিটির ত্রৈমাসিক সভা	সংখ্যা	৬.৯৬	২৫টি	৭.৩২(১০০%)	১৫টি(৬০%)
১৫।	ইউএসি/ইউসি'র মাসিক সভা	সংখ্যা	২.২৪	১০৪	২.১৯	৬০
১৬।	ইউএসি'র ত্রৈমাসিক সাধারণ সভা	টি	৬.১৯	৩৬	৬.৩৫	২২
১৭।	অর্ধ বার্ষিক গ্রাম পর্যায়ে সভা	সংখ্যা	০.৪৫	৮১	০.৪৭	৮১
১৮।	বার্ষিক সামাজিক সমাবর্তন	টি	৫.৮০	১২	৬.১৩	৬
১৯।	দিবস উদযাপন (ইউনিয়ন পর্যায়)	টি	২.৭৮	১৮	৩.০৩	৮
২০।	প্রোভাডিং অফিস ফ্যাসিলিটিজ ফর কমিউনিটি	সংখ্যা	১৮.৫৫	৪	২০.৪৭	৪
২১।	প্রোভাডিং অফিস ইকুইপমেন্ট এন্ড ফার্ণিচার	সংখ্যা	৪.২৩	৪	৪.৩৫	৪
২২।	স্ট্রেংদেনিং অব ইনফরমেশন সেন্টার	সংখ্যা	০.৭০	১টি	০.৭২	১টি
২৩।	অপারেশনস অব দ্যা ইনফরমেশন সেন্টার	টি	২.৬২	২৪টি	২.৬৬	২৪টি
২৪।	প্রোভাডিং মেচিং ফান্ডস ফর ওডি	থোক	১২.৫১	থোক	১২.৫১	থোক
২৫।	ইউএসি এর জন্য বোটস	সংখ্যা	৭.৬৯	২টি	৭.৭৮	২টি
২৬।	পার্টনার সাপোর্ট ফর মবিলাইজেশন	মাস	৮৫.৩৮	৩৬ মাস	৮৪.৯৬	৩৮ মাস
২৭।	এন্যুয়েল পারটিসিপেটরী আপডেটিং অব এক্সিটিং পিআরএমপি	সংখ্যা	৫.২৯	২৪৩টি	৬.৪০	৬০টি
২৮।	ক্যাপাসিটি নিডস এসেসমেন্ট ফর ইফেকটিভ ইমপ্লিমেনটেশন অব পিআরএমপিএস	থোক	৫.০৯	থোক	০.১০	থোক
২৯।	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং/স্কিল ডেভেলপমেন্ট	থোক	৩৩.৯২	থোক	৩৫.৬৫	থোক
৩০।	পার্টনার সাপোর্ট ফর অল্টারনেটিভ লাইভলিহুডস এন্ড আইজিএএস	মাস	৮৫.৩৮	মাসিক	৮৪.১৬	মাসিক
৩১।	টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর লাইভলিহুড	মাস	৬৬.৯৮	৩৬ মাস	৬১.৫১	৩৮ মাস
৩২।	প্রোডাকশন অব এ পিআরএমপি ফোকাসড ক্যালেন্ডার বেইজড অন বাংলা ইয়ার	সংখ্যা	৩.২৮	৩টি	৩.২৮	১টি
৩৩।	পাবলিকেশনস অন বেস্ট প্র্যাকটিস	থোক	২.৬৩	থোক	২.৮৪	থোক
৩৪।	ফ্যাসিলিয়েট লিঙ্কিং উইথ এক্সিটিং রেপুটেড এজেন্সীজ	থোক	০.১৯	থোক	০.১১	থোক
৩৫।	প্রোভাইড স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ ফর পেডি (রেন্ট সাইলো)	সংখ্যা	৪.২৫	-	-	-
৩৬।	লিগ্যাল সাপোর্ট ফর লিগ্যালাইজেশন এক্সিটিং কমিউনিটি অর্গানাইজেশন ইন টিএইচ	মাস	১৩.৭৮	মাস	১২.০৭	মাস
৩৭।	ক্রসভিজিটস (এক্সপোসার)	ভ্রমন	১১.২৫	২ ভ্রমণ	১৩.৫০	২ ভ্রমণ
৩৮।	রিভিউ এন্ড রিফাইন দ্যা রিসোর্স শেয়ারিং কনসেপ্ট ডেভেলপড ইন ফেইজ-১, টেস্টিং ইট অন এ লার্জ স্কেল এন্ড অবটেইনিং স্টেকহোল্ডার এগ্রিমেন্ট ফর ইটস অপারেশন	থোক	৯.৭১	থোক	৯.৬৭	থোক

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৩৯।	ডকুমেন্টিং দ্যা এক্সিপ্রিয়েন্স ডাইমেনশন	সংখ্যা	২.২৪	২টি	১.৭১	২টি
৪০।	আপডেট টিএইচ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান	থোক	৪.৫৯	থোক	৪.১৮	থোক
৪১।	কমিউনিটি এওয়ারনেন্স প্রোগ্রামস ইন আপস্ট্রিম এন্ড ডাউনস্ট্রিম এরিয়াস	ইভেন্টস	৩.৭৬	২টি ইভেন্ট	৪.১০	২টি ইভেন্ট
৪২।	এসেসমেন্ট অব সাসটেইনবল এক্সপ্লোশেন লেভেলস (ইনিসিয়ালি ফর ফিস এন্ড রীড)	সংখ্যা	৪.৩৮	১টি	৩.৯০	১টি
৪৩।	হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড ইকোলজিক্যাল ম্যাপিং অব টিএইচ	সংখ্যা	৪.১৭	১টি	৪.০৫	১টি
৪৪।	ভেল্যুয়েশন অব দ্যা রামসার সাইট এন্ড এক্সামিনিশন অব পেমেন্ট ফর ইকো সিস্টেম সার্ভিসেস মডেল ফর টিএইচ	সংখ্যা	৪.১৭	১টি	৪.১৩	১টি
৪৫।	পাবলিকেশন	সংখ্যা	২.১৯	১টি	২.৩৯	১টি
৪৬।	হেভিটেড রিস্টোরেশন ফর ফিস	বাৎসরিক	২০.৩৮	বাৎসরিক	২২.১৪	বাৎসরিক
৪৭।	রি-এক্সিভিশন এন্ড এ্যাফরোস্টেশন	বাৎসরিক	৩২.৭৫	বাৎসরিক	৩৫.১৩	বাৎসরিক
৪৮।	রিস্টকিং/এনরিচিং	বাৎসরিক	৭.৫০	বাৎসরিক	৭.৪৯	বাৎসরিক
৪৯।	প্রিপারেশন অব কমিউনিটি বেইজড এমএন্ডই প্রটোকল	ইভেন্ট	২.০৮	২ইভেন্ট	১.১৬	১ইভেন্ট
৫০।	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব কমিউনিটিজ	বাৎসরিক	১.৯৭	বাৎসরিক	২.১২	বাৎসরিক
৫১।	রেগুলার মনিটরিং	মাস	৫.১৬	মাস	৫.০৫	মাস
৫২।	ট্রেনিং ইভেন্ট এস নিডেড	ইভেন্ট	২.৬৩	২ইভেন্ট	২.৮২	২ইভেন্ট
৫৩।	প্রোডাশনস অব ইনমরমেশন ম্যাটেরিয়ালনস ইন বাংলা	থোক	৩.২১	থোক	৩.২০	থোক
৫৪।	ডিজাষ্টার রিস্ক রিডাকশন ষ্টাডি	সংখ্যা	৩.৪৮	১টি	৩.৩৯	১টি
৫৫।	এস্টাবলিশমেন্ট অব জেন্ডার বেইসলাইন	সংখ্যা	১.০৪	২টি	১.০৯	১টি
৫৬।	বায়োডারভারসিটি এসেসমেন্ট	টি	৫.৭৭	১টি	৬.৩০	১টি
৫৭।	ফ্যাসিলিটিং দ্যা এস্টাবলিশমেন্ট এন্ড ফাংশনিং অব এ সিভিল সোসাইটি প্লাটফরম এট টিএইচ	বার্ষিক	০.৮৪	বার্ষিক	০.৮৪	বার্ষিক
৫৮।	ফ্যাসিলিটিং দ্যা এস্টাবলিশমেন্ট এন্ড ফাংশনিং অব এ ন্যাশনাল সাইন্টিফিক এ্যাডভাইজরী বডি ফর টিএইচ	বার্ষিক	৪.০৫	বার্ষিক	১.৮১	বার্ষিক
৫৯।	ফ্যাসিলিটিং দ্যা এস্টাবলিশমেন্ট এন্ড ফাংশনিং অব এ ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অব রামসার ওয়েটল্যান্ডস ম্যানেজমেন্ট	বার্ষিক	২.৮১	বার্ষিক	২.২০	বার্ষিক
৬০।	কন্ডাক্ট ট্রেইনিং এস পার নীড	বার্ষিক	২.০০	বার্ষিক	১.৬৬	বার্ষিক
৬১।	কন্ডাটিং থিয়েটারস, ড্রামা, এক্সিবিশনস, ফেয়ারস, ইটিসি ফর হাইলাইটিং দ্যা কনসেপ্টস অব কো-ম্যানেজমেন্ট	ইভেন্ট	২.৬৯	২ ইভেন্ট	২.৩৯	১ ইভেন্ট
৬২।	প্রোডাকশনস অব এক্সপ্লেনটারী লিটারেচার ইন বাংলা	সংখ্যা	৫.৯৩	৩টি	৯.১০	১টি
৬৩।	প্রোডিউসিং এ ডকুমেন্টারী এন্ড টেলিকাস্টিং ন্যাশনালিটি	ইভেন্ট	৬.৫৪	৩ ইভেন্ট	৪.২৪	১ ইভেন্ট
৬৪।	ইন্টারনাল অডিট	সংখ্যা	০.৫৮	১টি	০.৫৮	১টি

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৬৫।	এক্সাটারনাল অডিট	সংখ্যা	৫.৪০	৩টি	৩.১৭	২টি
৬৬।	রেন্ট এন্ড ইউটিলিটিজ	মাস	১৪.৭৪	৩৬ মাস	১৫.৩৮	৩৮ মাস
৬৭।	টেলিফোন	মাস	১.০০	৩৬ মাস	০.৯৮	৩৮ মাস
৬৮।	মোবাইল	মাস	২.৬৯	৩৬ মাস	২.৯৩	৩৮ মাস
৬৯।	ব্যাংক চার্জ	মাস	১.৫৮	৩৬ মাস	১.২০	৩৮ মাস
৭০।	ইন্টারনেট	মাস	২.১৫	৩৬ মাস	২.২৬	৩৮ মাস
৭১।	ফ্যাক্স এন্ড পোষ্টেজ	মাস	০.২৩	৩৬ মাস	০.২৫	৩৮ মাস
৭২।	রিক্রুটমেন্ট কষ্ট	সংখ্যা	১.১৩	২টি	০.৭০	২টি
৭৩।	অফিস প্রিন্টিং	মাস	১.৯১	৩৬ মাস	১.৩৩	৩৮ মাস
৭৪।	আর এন্ড এম ইকুইপমেন্ট	মাস	১.১৬	৩৬ মাস	১.২৩	৩৮ মাস
৭৫।	সিকিউরিটি গার্ড	মাস	২.২৭	২৪ মাস	০.৬৭	৭ মাস
৭৬।	সফটওয়্যার	সংখ্যা	১.৩৬	১টি	১.৩৬	১টি
৭৭।	ষ্টেশনারী	মাস	৩.২৫	৩৬ মাস	৩.৬৩	৩৮ মাস
৭৮।	ট্রাভেল (ইনক্লোডিং বোট) পারডিয়াম এন্ড আদার এক্সপেনসেস	মাস	৫৮.৯০	৩৬ মাস	৪৫.৫৪	৩৮ মাস
	মোট রাজস্ব		**৯৯৯.০৭**		**৯৫৫.৬৭**	
৭৯।	অফিস ফার্ণিচার এন্ড ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৪.১৭	সংখ্যা	৪.০৬	সংখ্যা
৮০।	কম্পিউটার এন্ড কম্পিউটার ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৩.৯১	৪টি	৩.৯৯	৪টি
৮১।	মটর বাইক/মটর পার্টস	সংখ্যা	২.৬৩	২টি	২.৬৮	২টি
৮২।	জেনারেটর/আইপিএস	সংখ্যা	১.০০	১টি	০.৯৬	১টি
	মোট সম্পদ		**১১.৭১**		**১১.৬৯**	
	সর্বমোট (রাজস্ব+সম্পদ)=		**১০১০.৭৮**		**৯৬৭.৩৬**	**৯৬%**

৬.১ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ অনুমোদিত/সংশোধিত অঙ্গের প্রাক্কলনের বিপরীতে প্রকৃত বাস্তবায়নের অঙ্গাভিত্তিক (আইএম্ইডি ০৪ ছক অনুযায়ী) অগ্রগতির তথ্য প্রেরণের বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটির পিসিআর এ অঙ্গাভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য প্রেরণে উপরোক্ত নির্দেশনাটির ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে(পিসিআরের অনুচ্ছেদ B.5)। পিসিআরএ রাজস্ব হেডে মোট ১০৪০.০৮ লক্ষ টাকার (জিওবি ৪১.০১, পিএ ৯৯৯.০৭) বিপরীতে জিওবি অংশে কোন টাকা খরচ করা হয়নি। প্রকল্প সাহায্যে ৯৯৯.০৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৫৫.৬৬ লক্ষ টাকা (৯৬%) ব্যয় দেখানো হয়েছে। অপরদিকে মূলধন খাতে প্রকল্প সাহায্যের ১১.৭১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১১.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। প্রকল্প সাহায্যের রাজস্ব খাতে ব্যয়িত ৯৫৫.৬৬ লক্ষ টাকার মধ্যেও অনুমোদিত অঙ্গাভিত্তিক প্রাক্কলনের বিপরীতে প্রকৃত পক্ষে কোন অঙ্গে কত ব্যয় হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পরবর্তীতে অঙ্গাভিত্তিক ব্যয় বিবরণী প্রেরণ করা হবে বলে জানানো হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় হতে অঙ্গাভিত্তিক ব্যয় বিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে যা (পতাকা-গ) তে সংরক্ষিত।

৬.২ আলোচ্য প্রকল্পটি সমাপনান্তে “কমিউনিটি বেজড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাঙ্গুয়ার হাওড় প্রকল্প (৩য় পর্যায়)” নামে অনুরূপ আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অথচ “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতির অনুচ্ছেদ ১.৬ এর (ড)” তে নিম্নরূপ নির্দেশনা রয়েছেঃ

“পর্যায় ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার সময় পূর্ব পর্যায়ের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভালভাবে পরীক্ষা করে তার আলোকে বিবেচ্য প্রকল্প অনুমোদনের সুপারিশ করা”

কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পটির তৃতীয় পর্যায় অনুমোদনে পরিপত্রে উল্লিখিত বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরপন্থী একটি কাজ হয়েছে।

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদনের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ** বাংলাদেশের দরিদ্রতম জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলা অন্যতম। অথচ হাওড় প্রধান সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলা দু'টি সরকারের রাজস্ব আয়ের দু'টি বৃহৎ উৎস। আর এ রাজস্ব আয় মূলত হাওড়ের মৎস্য আহরণের লীজ প্রদানের মাধ্যমে। কিন্তু প্রভাবশালী মহলের নিকট লীজ স্বত্ব যাওয়ার ফলে স্থানীয় অধিকাংশ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিশেষ করে টাঙ্গুয়ার হাওড় একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও সুনামগঞ্জ জেলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ এলাকার অধিবাসীগণ অধিকতর দরিদ্র। হাওড়ের পরিবেশ পদ্ধতির উপর স্থানীয় জনগণের জীবিকা নির্ভরশীল, প্রায় ৯৩% পরিবার হাওড় বেসিন সম্পৃক্ত কর্মকান্ডে জড়িত, যার মধ্যে প্রায় ৭৬% নানাভাবে মৎস্য সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত। অপরিকল্পিতভাবে সম্পদ আহরণ এবং অব্যবস্থাপনার কারণে হাওড় অঞ্চলের সম্পদের আধার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এ কারণে এ সম্পদ সংরক্ষণ, পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের আয় বৃদ্ধির বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে টাঙ্গুয়ার হাওরের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সরকার কর্তৃক টাঙ্গুয়ার হাওড়কে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এবং রামসাগর সাইট হিসেবে ঘোষণা দেয়ার ফলে হাওড়ের ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে IUCN(International Union for Conservation of Nature) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, NGO এবং সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে কমিউনিটি বেজড্ সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাঙ্গুয়ার হাওড় শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা মডেলের প্রথম পর্যায় ১ ডিসেম্বর, ২০০৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে পাইলট ভিত্তিতে ক্ষুদ্র পরিসরে সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের ১ম পর্যায় বাস্তবায়নে জীব্ - বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকার ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের আয় বৃদ্ধির বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনা মডেলের যথার্থ প্রয়োগের জন্য হাওড়ের সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা, আহরিত সম্পদের বার্গিনিং/ ভাগাভাগি সংক্রান্ত বিধি-বিধানের উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের বিষয়ে আরো কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- টাঙ্গুয়ার হাওড়ের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য কমিউনিটি বেইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা;
- রাষ্ট্র, স্থানীয় সরকার এবং টাঙ্গুয়ার হাওড়ের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু গতিশীল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রনয়ণ;
- স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক এবং নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে টাঙ্গুয়ার হাওড়ের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৮.৩। **প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নঃ** প্রকল্পটি গত ০৫/০৯/২০১০ তারিখে মোট ১০৫১.৭৯ লক্ষ টাকায় (জিওবি ইন কাইন্ড ৪১.০১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০১০.৭৮ লক্ষ টাকা) মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ প্রদত্ত তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় ১০১০.৭৮ লক্ষ টাকার (পিএ) বিপরীতে মোট ব্যয় ৯৬৭.৩৬ (৯৬%)। প্রকল্পের আওতায় জিওবি ইন কাইন্ড ৪১.০১ লক্ষ টাকার মধ্যে কোন টাকা খরচ করা হয়নি।

৮.৪। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	**সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ**			**ব্যয়**		
	মোট	**টাকা**	**প্রঃসাঃ**	**মোট**	**টাকা**	**প্রঃসাঃ**
মে ০৯ হতে জুন ০৯	-	-	-	-	-	-
২০০৯-২০১০	-	-	-	-	-	-
২০১০-২০১১	৬১২.১৯	-	৬১২.১৯	৫৮১.৫৭	-	৫৮১.৫৬
২০১১-২০১২	৪২৯.২২	-	৪২৯.২২	৩৮৫.৭৮	-	৩৮৫.৭৮
মোট =	**১০৪১.৪১**	**-**	১০৪১.৪১	**৯৬৭.৩৫**	**-**	**৯৬৭.৩৫**

৮.৫। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১।	ড. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	খন্ডকালীন	ফেব্রুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১২
২।	জনাব জয়নাল আবেদীন যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	খন্ডকালীন	মে, ২০০৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১০

৮.৬। **<u>মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)</u>** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮.৭। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ১২-১৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলার অর্ন্তগত ৪টি ইউনিয়নে অবস্থিত টাংগুয়ার হাওড় এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, সুবিধাভোগীরদের সাথে মত বিনিময়, নথিপত্র পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তবায়ন নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

৮.৭.১ **বিকল্প জীবিকা/আয় বর্ধক কর্মকান্ডঃ** প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় জনগণের জীবনযাপনের বর্তমান অবস্থা চিহ্নিত করে বিকল্প জীবিকা/আয় বর্ধক কর্মকান্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন পেশাজীবিদের (মৎস্য, কৃষি, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি) সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে তাহিরপুর উপজেলার দক্ষিন শ্রীপুর ইউনিয়নের মোঃ সাজিদুল ইসলাম, মোঃ একলাছউদ্দিন, মোঃ আনিছুর রহমান, রোকসানা বেগম প্রমুখ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাথে মত বিনিময়কালে জানা যায়, তারা আয় বর্ধক কর্মকান্ডে পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। নথিপত্র পর্যালোচনা এবং প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, মোট ১২৮১জন কৃষিজীবিকে তিন পর্যায়ে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং মোট ৩০৮ জন মৎস্যজীবিকে ১দিন মেয়াদী মৎস্য আহরণ মর্ডালিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া আর্থিক ও সাংগঠনিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পেশাজীবিদের সংগঠিত করে তহবিল গঠন করা হয়েছে। গঠিত তহবিল ইউনিয়ন কমিটির যৌথ একাউন্টে পরিচালিত হয়। গঠিত তহবিল থেকে স্থানীয় পেশাজীবিদের বিভিন্ন মেয়াদে আর্থিক ঋণ প্রদান করা হয়। দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়নের প্রীতিরাণী দাস একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি গ্রামবাসীদের উদ্যোগে গঠিত তহবিলের একজন ঋণ গ্রহীতা। তার সাথে কথা বলে জানা যায়, তিনি চতুর্থবার ঋণ গ্রহণ করেছেন। সহজ শর্তে, এবং স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে তিনি তার ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ঋণ গ্রহীতা প্রীতি রানী বলেন, ৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে প্রতি কিস্তি ১২৫ টাকা করে ৪৬ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করেছেন অর্থাৎ ৫০০০ টাকায় ৭৫০ টাকা সুদ প্রদান করেছেন।সুদের হার১৫%। তবে হস্তশিল্প কমিটির সম্পাদক মোছাঃ অরুনা খাতুন বলেন, অন্যান্য পেশাজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আয় বর্ধক কর্মকান্ডে সহায়তা করলেও হস্তশিল্প কার্যক্রম

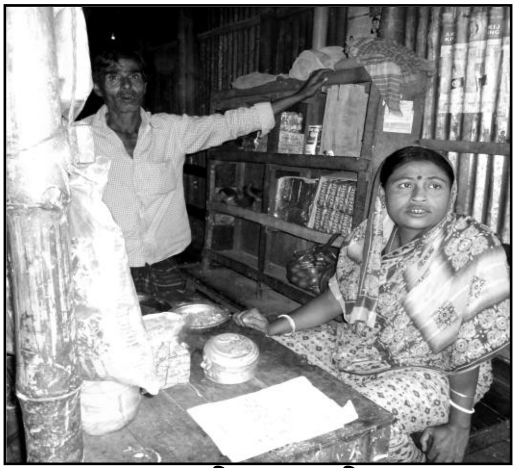

ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

পরিচালনায় তারা কোন প্রশিক্ষণ পায়নি। ফলে প্রকল্পের আয় বর্ধক কর্মকান্ডের আওতায় সকল পেশাজীবি সমান সুযোগ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনও কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে।

৮.৭.২ **মবিলাইজেশন কর্মকান্ডঃ** প্রকল্পের আওতায় সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য গ্রাম কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি, উপজেলা/কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে তাহিরপুর উপজেলার দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়নের লামাগাঁও গ্রামের সভাপতি জনাব মোঃ নুরুল আমীন যিনি পরবর্তীতে উপজেলা/কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত, তিনি তার কমিটির সদস্যদের নিয়ে উপস্থিত থেকে মবিলাইজেশন কর্মকান্ডের আওতায় প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানান। কেন্দ্রীয় সভাপতির বরাতে জানা যায়, নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ, মৎস্য আইন ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন মৎস্য আহরণ ও পরিবেশ এর উপর সচেতনতামূলক সভায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, মোঃ আজিজ মিয়া প্রমুখ জানান, বিভিন্ন বিষয়ে ১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক বিষয়ে আরও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ পেলে ভাল হত।

৮.৭.৩ **সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য Governance mechanism** প্রকল্পের এ অংগটির আওতায় সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য **Governance mechanism** হিসেবে প্রকল্প এলাকার ৭৬টি গ্রামকে ৭৩টি সংগঠনের আওতায় আনা হয়। প্রকল্প অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যে দেখা যায়, ৭৩টি গ্রাম সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রাম থেকে ৮১/৮২ জন

গঠিত বিভিন্ন কমিটির সাথে মত বিনিময় সভা

করে সদস্য নিয়ে ৭৩টি গ্রামের মোট ৫৯৯৬ জন সদস্যকে সংগঠিত করে প্রতি গ্রাম থেকে ৯ সদস্য বিশিষ্ট **৭৩টি গ্রাম সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি** গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ৪টি ইউনিয়নে ৭৩টি গ্রাম সহ-ব্যবস্থাপনার নির্বাহী কমিটির সদস্যদের ভোটে ৯ সদস্য বিশিষ্ট **৪টি ইউনিয়ন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি** গঠিত হয়েছে বলে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে জানানো হয়। ৪টি ইউনিয়ন সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভোটে ৯ সদস্য বিশিষ্ট **কেন্দ্রীয় সহব্যবস্থাপনা কমিটি** গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের গঠিত কমিটিগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তারা জানান ইতোমধ্যে গঠিত কমিটিগুলোর নিয়মিত বিরতিতে সভা হয় ।

সভায় টাঙ্গুয়ার হাওড়ের পরিচালনা সংক্রান্ত অথবা উদ্ভুত যে কোন সমস্যা (নিয়ম বর্হিভূতভাবে মাছ আহরণ, মাছ চুরি, জেলা প্রশাসন কর্তৃক ২৮টি শর্ত স্বাপেক্ষে মাছ আহরণ করা, পাখি শিকার ও অন্যান্য পরিবেশ প্রতিবেশের ক্ষতিকর কাজ) সমাধানের উপর গুরুত্বরোপ করে আলোচনাপূর্বক সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সরজমিনে পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, টাঙ্গুয়ার হাওড়ের বিভিন্ন কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি হাওড়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ইতোমধ্যে ১৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮.৭.৪ **টাঙ্গুয়ার হাওড় এলাকায় ইকো সিস্টেম উন্নয়নঃ** টাঙ্গুয়ার হাওড় এলাকায় ইকো সিস্টেম উন্নয়নের নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্থার প্রেরিত তথ্য এবং সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প এলাকায় ২টি বিলকে

ইকো সিস্টেম উন্নয়ন, পাখি ও মাছের অভয়াশ্রমের স্থিরচিত্র

পাখির জন্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, হাওড়ে পাখিদের অভয়াশ্রম এবং অবাঁধে বিচরণের নিমিত্ত বিলের নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে কাঠ-বাঁশ স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্য ৫টি বিলকে মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা পূর্বক তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অপরদিকে টাঙ্গুয়ার হাওড় থেকে বিলুপ্ত প্রায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন চিতল, মহাশোল, রিটা ইত্যাদির পোনা টাঙ্গুয়ার হাওড়ে অবমুক্ত করা হয়েছে বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। তাছাড়া ইকো সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে টাঙ্গুয়ার হাওড়ের সীমানা নির্ধারণপূর্বক বিশেষ করে মাছ ধরা নিষিদ্ধ এলাকা, স্থায়িত্বশীল সম্পদ আহরণ এলাকা, বর্ষা মৌসুমে জীবন ধারণের জন্য নুন্যতম সম্পদ সংগ্রহ এলাকা চিহ্নিত পূর্বক তা সংরক্ষণ করা হয়েছে যা পরিদর্শনকালে প্রত্যক্ষ করা যায়। অপর দিকে বর্ষা মৌসুমে জলাভূমিতে গ্রামবাসীদের চলাচলের জন্য যাতায়াত রোড ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওড়ে ইকো সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে হাওড় এলাকায় ৬৭ হাজার (সংস্থার সরবরাহকৃত তথ্যে) হিজল ও করচের চারা রোপণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় স্থানীয় জনগণের সাথে মত বিনিময়কালে তারা জানান, অত্র প্রকল্প এলাকার পরিবেশের সাথে টেকসই প্রজাতির আরও অধিক পরিমাণে গাছ রোপন করা প্রয়োজন। তাছাড়া অনেক খাল/বিলে Siltation হচ্ছে যার কারণে খালের/বিলের তলদেশ ভরাট হয়ে যায়। ফলে মৎস্যজীবিদের মৎস্য আহরণ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী সংরক্ষণে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। শুষ্ক মৌসুমে খাল/বিলের তলদেশের ভরাটকৃত অংশ খনন করা প্রয়োজন বলে স্থানীয় জনগণ জানায়।

৮.৭.৫ **নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেমঃ** প্রকল্পের আওতায় নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওড় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ফোরামে প্রচার করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে হাওড় এলাকায় ২০০ বর্গফুট আকারের কয়েকটি বিল বোর্ড প্রত্যক্ষ করা হয়। বিল বোর্ডগুলোতে উদ্বুদ্ধকরণ স্লোগান, যেমনঃ ছয় কুড়ি বিল, নয় কুড়ি কান্দা, টাঙ্গুয়ায় সবার জীবন বান্ধা। মিল্যা মিশ্যা রাইখ্যা খাইতাম, খাইয়া-পইরা সবে মিল্যা বাঁচতাম ও জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ করে হাওড়ের বিভিন্ন পয়েন্টে স্থাপন করা হয়েছে।

হাওড়ের বিভিন্ন পয়েন্টে স্থাপিত বিল বোর্ডের স্থিরচিত্র

টাঙ্গুয়ার হাওড়ের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের পোষ্টার, স্টিকার এবং তথ্যপত্র তৈরী করে প্রকল্প এলাকায় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। কমিউনিটির ব্যবস্থাপনার বিষয়াবলী সন্নিবেশ করে পকেট বই তৈরী করে কমিউনিটির জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওড়েরর জীবজন্তুর উপর এবং দেশী বিদেশী বিভিন্ন প্রজাতির পাখির উপর জরীপ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের এই নলেজ ম্যানেজমেন্ট অঙ্গটির আওতায় বিভিন্ন তথ্য ডাটাবেজ তৈরী ও টাঙ্গুয়ার হাওড়ের উপর ডকুমেন্টারী তৈরী করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে সম্পাদিত জরীপ কার্যের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দেখানো হয়।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
নিজেদের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ দর কষাকসির (যুক্তি-যুক্ত আলোচনা) করার সক্ষমতা অর্জন করবে।	৭৩টি গ্রাম সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (ভিসিসি), ৪টি ইউনিয়ন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউসিসি) এবং ১টি কেন্দ্রীয় সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিসিসি) পর্যায়ের নের্তৃত্বের মাধ্যমে টাংগুয়ার হাওড়ের আওতাভুক্ত ৭৬টি গ্রামের জনগোষ্ঠি সংগঠিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসাধারণের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার দৃঢ়করণের দেন-দরবার করার সামর্থ বা দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে জানা যায়, টাঙ্গুয়ার হাওড়ের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প এলাকার গ্রামবাসীদের mainstream (মূলধারায়) আনতে কিছু সমস্যা হচ্ছে। সমস্যা দূরীকরণে প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত কমিটিগুলোর সাংগঠনিক তৎপরতা আরো জোরদার করা প্রয়োজন।
সরকার, স্থানীয় প্রশাসন এবং জনসাধরণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত একটি সহ-ব্যবস্থাপনা কাঠামো রামসার নীতিমালা অনুসরণ করে টাংগুয়ার হাওড়ের ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করবে।	''টাংগুয়ার হাওড় ব্যবস্থাপনা কমিটি (টিএইচএমসি)'' স্থানীয় জনগণের সহায়তায় টাংগুয়ার হাওড়ের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা করছে এবং সরকার তাদেরকে বিভিন্ন নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে কর্মপন্থা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে। টিএইচএমসি টাংগুয়ার হাওড়ের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও ইহার টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার নীতিমালা অনুসরণ করছে।	রামসার নীতিমালা অনুসরণপূর্বক টিএইচএমসি টাংগুয়ার হাওড়ের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও ইহার টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা জোড়দার করা প্রয়োজন।
জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে টাংগুয়ার হাওড়ের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন ও কার্যকর করনে রাজনৈতিক ও নীতিগত সহায়তা অব্যাহত থাকবে।	মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মাননীয় সাংসদ, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিবৃন্দের সম্পৃক্ততায় টাংগুয়ার হাওড়ের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং নীতিগত সহায়তা নিশ্চিত হয়েছে।	যেহেতু ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া সেজন্য রাজনৈতিক ও নীতিগত সহায়তা নিশ্চয়তার পাশাপাশি স্থানীয় এলিট শ্রেণীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

১০। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** আলোচ্য টিপিপি'র আওতায় সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয় ছিল। বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রেরিত তথ্য উপাত্তে এবং সরজমিনে পরিদর্শন পূর্বক স্থানীয় কমিউনিটির জনগণের সাথে মতবিনিময় করে প্রতীয়মান হয় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১১.১। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ অনুমোদিত/সংশোধিত অঙ্গের প্রাক্কলনের বিপরীতে প্রকৃত বাস্তবায়নের অঙ্গভিত্তিক (আইএমইডি ০৪ ছক অনুযায়ী) অগ্রগতির তথ্য প্রেরণের বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটির পিসিআর এ অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য প্রেরণে উপরোক্ত নির্দেশনাটির ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৭.১)।

১১.২। পর্যায় ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার সময় পূর্ব পর্যায়ের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভালভাবে পরীক্ষা করে তার আলোকে পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়নি (অনুচ্ছেদ-৭.২)।

১১.৩। সকল পেশাজীবিদের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আয় বর্ধক কর্মকান্ডে সহায়তা না করায় বিশেষ করে হস্তশিল্প কার্যক্রম পরিচালনায় এ পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবিরা আয় বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারছে না (অনুচ্ছেদ -৯.৭.১)।

১১.৪। নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ, মৎস্য আইন ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন মৎস্য আহরণ ও পরিবেশ প্রতিবেশের উপর-০১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় কম (অনুচ্ছেদ ৯.৭.২)।

১১.৫। অনেক খাল/বিলে Siltation হচ্ছে যার কারণে খালের/বিলের তলদেশ ভরাট হয়ে যায়। ফলে মৎস্যজীবিদের মৎস্য আহরণ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী সংরক্ষণে অসুবিধা সৃষ্টি হয় (অনুচ্ছেদ ৯.৭.৪)।

১১.৬। টাঙ্গুয়ার হাওড়ে ইকো সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে হাওড় এলাকায় ৬৭ হাজার (সংস্থার সরবরাহকৃত তথ্যে) হিজল ও করচের চারা রোপণ করা হলেও উক্ত হাওড় এলাকার ইকো সিস্টেম রক্ষার্থে আরও অধিক সংখ্যক বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ৯.৭.৪)।

১২। সুপারিশঃ

১২.১। প্রকল্প সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য পিসিআর এ উল্লেখপূর্বক যথাযথভাবে পিসিআর প্রণয়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১২.১)।

১২.২। কমিউনিটি বেজড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাঙ্গুয়ার হাওড় প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর অর্জিত সফলতার ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায় ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় (অনুচ্ছেদ ১২.২)।

১২.৩। প্রকল্প এলাকায় অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সকল পেশাজীবিদের পরবর্তী পর্যায়ের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ আবশ্যক। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তি থেকে বাদ পড়া পেশাজীবিদের প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় (অনুচ্ছেদ ১২.৩)।

১২.৪। বর্তমানে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ, মৎস্য আইন ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন মৎস্য আহরণ ও পরিবেশ এর উপর আরও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১২.৪)।

১২.৫। রামসার কনভেনশন এর পরিপন্থী কোন কাজ না করে শুষ্ক মৌসুমে খাল/বিলের তলদেশের ভরাটকৃত অংশ খনন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১২.৫)।

১২.৬। সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা চলমান প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকার পরিবেশ উপযোগী আরও অধিক পরিমাণে গাছ রোপন করে হাওড় এলাকার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ ১২.৬)।